আদালতের কাঠগড়ায় আল্লামা সাঈদী

প্রথম খন্ড

শহীদুল ইসলাম

আদালতের কাঠগড়ায় আল্লামা সাঈদী

প্রথম খণ্ড

(গ্রেফতার, রিমান্ড, মামলা)

সম্পাদনা

শহীদুল ইসলাম

প্রকাশনা

সেফ বাংলাদেশ, ইস্ট লন্ডন, ইউ কে

www.pathagar.com

আদালতের কাঠগড়ায়
আল্লামা সাঈদী

সম্পাদনা
শহীদুল ইসলাম

প্রকাশনায়
সেভ বাংলাদেশ, ইস্ট লন্ডন, ইউ কে

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১২

প্রচ্ছদ
সিয়াম

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
সাঈদ

গ্রন্থস্বত্ব
সম্পাদক

দাম : ২৫০ টাকা
Price : 6 US Dolar
5 British Pound

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন
সাঈদীর ভক্ত পবিত্র কুরআনের
অনুসারী মর্দে মুজাহিদদের
জন্য উৎসর্গ

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একটি নাম, একটি প্রতিষ্ঠান। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এই নামটি। বিশ্বের যে প্রান্তেই ধর্মপ্রাণ মুসলমান আছে সেই প্রান্তের মানুষই কম-বেশি এই নামটির সাথে পরিচিত। পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন মোফাসসিরে কুরআন। তার তাফসীর শুনে হাজার হাজার মানুষ পবিত্র কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। অনেকে নামে মুসলমান বা জন্মগত মুসলমান কিন্তু আমল ছিল না– এমন লাখো মানুষ তাদের জীবন ইসলামের আলোকে বদলে নিয়েছেন একজন দ্বীনদার ঈমানদার ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে। পবিত্র কুরআনের স্পীকার তিনি। ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পিরোজপুর-১ আসন থেকে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ৮ম সংসদে তিনি ধর্মমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কুরআনের তাফসীরকারক হিসেবে তিনি যেমন সমাজ সংস্কারে অবদান রেখেছেন তেমনি জাতীয় সংসদে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি যেখানেই তাফসীর মাহফিল করতে যান সেখানেই লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়। আর এই জনপ্রিয়তাই হয়েছে তার জন্য কাল। দেশি-বিদেশি ইসলামবিরোধী চক্র তার বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ ষড়যন্ত্র করে আসছে তার অংশ হিসেবেই ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন হওয়া আওয়ামী মহাজোট সরকার থামিয়ে দেয় তার কুরআনের বাণী প্রচারের সব কার্যক্রম। ২০১০ সালের ২৯ জুন তার ঢাকার শহীদবাগস্থ বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর ১৭টি মামলায় জড়ানো হয়। দিনের পর দিন রিমান্ডে নিয়ে মানসিক নির্যাতন করা হয় কুরআনের পাখিকে। সর্বশেষ তাকে জড়ানো হয় ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায়। ১৯৭১ সালে যার কোনো পক্ষেই ভূমিকা ছিল না সেই মানুষটিকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বিচারের নামে প্রহসন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি হারিয়েছেন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার মাকে। আর মিথ্যা মামলায় বিচার দেখতে দেখতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মধ্যেই হার্ট এ্যাটাক করে প্রাণ হারিয়েছেন তার বড় ছেলে রাফিক বিন সাঈদী। এরপর মাওলানা সাঈদী নিজেও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায়ই বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই বিচারের সংবাদ ফলাও করে পত্র-পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। পাঠকদের ব্যাপক আগ্রহের প্রেক্ষিতে এই বিচার প্রক্রিয়ার খবরগুলোই বই আকারে সংকলিত হলো।

শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মিথ্যা অভিযোগকারীদের ওপর আল্লাহর
গজব দেখার অপেক্ষায় আছি ৯
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২
ষড়যন্ত্রের শিকার পবিত্র কুরআনের স্পীকার ২৬
যুদ্ধাপরাধ নয় জনপ্রিয়তাই আল্লামা সাঈদীর অপরাধ! ৩৭
যাদের জন্য আইন করা হয়েছিল তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে ৪৩
যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে স্টিফেন র‍্যাপের ১০ দফা সুপারিশ ৪৬
পিরোজপুর কোর্টে মাহবুব হাওলাদারের মামলা ৬৬
পিরোজপুর কোর্টে মানিক পসারীর মামলা ৭০
ট্রাইব্যুনালে মাহবুব হাওলাদারের অভিযোগ ৭২
মাওলানা নিজামী মুজাহিদ সাঈদী গ্রেফতার ৭৬
মাওলানা নিজামী মুজাহিদ সাঈদী পাঁচ মামলায় ১৬ দিনের রিমান্ডে ৮০
মুজাহিদ সাঈদীকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ ৮৪
অবিলম্বে নিজামী মুজাহিদ সাঈদীকে মুক্তি দিন- খালেদা জিয়া ৮৬
সরকার যাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করছে
তারা প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী নয় -বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ৯০
জামায়াতের কোনো নেতা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেনি - আ স ম রব ৯৩
জাতীয় শীর্ষ রাজনীতিকদের ১৬ দিনের
রিমান্ড পৃথিবীতে নজীরবিহীন ৯৪
মুজাহিদ সাঈদী সম্পর্কে মিডিয়ার
প্রতিবেদন সঠিক নয় : পুলিশ ৯৭
জামায়াতের শীর্ষ তিন নেতাকে
জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত ৯৯

www.pathagar.com

মাওলানা নিজামী মুজাহিদ সাঈদীকে পল্টন
থানার তিন মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ ১০১
জামায়াতের আটক শীর্ষ তিন নেতা সম্পর্কে
তৈরি হচ্ছে নিত্যনতুন রূপকথা ১০২
মুজাহিদ ও সাঈদী আরো ৪ দিনের রিমান্ডে ১০৪
সকল জুলুমের মধ্যে যেন সবরকারী হতে পারি : সাঈদী ১০৬
রিমান্ডে নির্যাতন করা হচ্ছে- জামায়াত নেতৃদ্বয়ের আইনজীবীর অভিযোগ ১০৮
অসুস্থ মাওলানা সাঈদী আবারো ২ দিনের রিমান্ডে ১১২
রিমান্ড প্রশ্নে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও উপেক্ষিত ১১৩
জামায়াতের শীর্ষ চার নেতাকে গ্রেফতার দেখাতে
আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে একতরফা শুনানি আজ ১১৬
আমি রোযা পালন করতে চাই॥ অন্তত
রমযানের আগে রিমান্ডে নিবেন না ১১৮
যুদ্ধাপরাধ মামলায় গ্রেফতারি
পরোয়ানা ট্রাইব্যুনালে চ্যালেঞ্জ ১২০
মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে
গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি ১২৩
মাওলানা সাঈদী আরো ৪ দিনের রিমান্ডে ১২৬
মাওলানা সাঈদীকে আজ হাজির করা হবে ট্রাইব্যুনালে ১২৭
মাওলানা সাঈদী গুরুতর অসুস্থ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা যায়নি ১২৮
৪ শীর্ষ নেতার ৬টি আবেদনের একটিও গৃহীত হয়নি ১৩০
অভিযোগপত্র ছাড়া প্রডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যুর
এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের নেই -ব্যারিস্টার ফকরুল ১৩৪
পিরোজপুরে ক্যাডার পরিবেষ্টিত
ট্রাইব্যুনাল টীমের তদন্ত কাজ ১৩৬
মাওলানা সাঈদীকে কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ ১৩৮
রণপ্রস্তুতির মধ্যে জামায়াতের ৫ শীর্ষ
নেতাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় ১৪১
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সরকারের রাজনৈতিক
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে ১৪৪

www.pathagar.com

সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদ আরেক মানসিক নির্যাতন ১৪৭
দৈনিক সংগ্রামের সাংবাদিককে সতর্ক করলেন
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১৪৯
এটা দেশী আদালত-মান আন্তর্জাতিক ১৫১
জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও জামিন
পেলেন না মাওলানা সাঈদী ১৫৩
প্রসিকিউশনের ৪৯ দফা ফর্মাল চার্জ ১৫৫
অভিযোগ গঠন আবেদনের
শুনানি ১৪ জুলাই ১৭৩
মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ
গঠনের সময় এক সপ্তাহ বৃদ্ধি ১৭৪
অভিযোগ শুনানির প্রয়োজনীয়
প্রস্তুতির সময় দেয়া হলো না ১৭৫
৬ষ্ঠ বারের মত মাওলানা সাঈদীর
জামিন আবেদন খারিজ ১৭৭
অভিযোগের নানা অসঙ্গতি নিজ উদ্যোগে
শুধরে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল ১৮১
আমাদেরও ভুল হতে পারে ১৮৩
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে
অভিযোগ শুনানি আজ ১৮৬
বায়বীয় অভিযোগের ভিত্তিতে কোন বিচার
হতে পারে না -এডভোকেট তাজুল ১৮৭
অভিযোগের একটিও সুনির্দিষ্ট নয়-ট্রাইব্যুনাল ১৮৯
উভয় পক্ষের শুনানি শেষ॥ সাঈদীর
চার্জ গঠনের আদেশ ৩ অক্টোবর ১৯২
ট্রাইব্যুনালে ২০ অভিযোগ গঠন ১৯৪
সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০টি চার্জ ২০২
সব অভিযোগ মিথ্যা -মাওলানা সাঈদী ২০৪
বিচার কার্যক্রম দ্রুত করার
অর্থ বিচারকে কবরস্থ করা ২০৬

www.pathagar.com

গণতদন্ত কমিশনের সাথে বিচারপতি নাসিমের সম্পৃক্ততার কথা
স্বীকার করেছেন সরকার পক্ষের কৌসুলি ২০৯
নিজামুল হককে সরানোর
এখতিয়ার আমাদের নেই ২১৩
মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের
ট্রাইব্যুনাল বর্জন ২১৫
বিচারপতি নাসিমের থাকার বৈধতার আদেশ না
দিয়েই মাওলানা সাঈদীর বিচার শুরু! ২১৭
সূচনা বক্তব্যে সরকার পক্ষের
আপত্তিকর অভিযোগ ২২১
ট্রাইব্যুনাল থেকে বিচারপতি নিজামুল
হকের সরে পড়ার গুজব ২২৪
নিজেকে স্বপদে থাকার বৈধতা
নিজেই দিলেন নিজামুল হক ২২৬
ট্রাইব্যুনালের আইন আইসিসির সাথে
পুরোপুরি সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয় ২২৮
র‍্যাপের সাথে ডিফেন্স কাউন্সিলের বৈঠক
আমরা ন্যায়বিচার চাই -ব্যারিস্টার রাজ্জাক ২৩২
বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার
সংবিধান অনুযায়ী হচ্ছে না ২৩৩
সাঈদীর মুক্তির দাবিতে পিরোজপুরের ২০ সহস্রাধিক
মানুষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি ২৩৬

www.pathagar.com

অভিযোগ শুনার শুনে আদালতের কাঠগড়ায় মাওলানা সাঈদী

মিথ্যা অভিযোগকারীদের ওপর আল্লাহর গজব দেখার অপেক্ষায় আছি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনিত ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ২০টির সব ক'টি অভিযোগই মিথ্যা আর সাক্ষী মিথ্যা। আমি ১৯৭১ সালে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস কিছুই ছিলাম না, কমান্ডার হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

ভারতীয় রাজাকাররাই আমাকে রাজাকার বলে। আর বলে কিছু কলামিস্ট, যারা মিডিয়াকে ব্যবহার করে চরম মিথ্যাচার করছে। তিনি মিথ্যা অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে অনুরোধ জানান।

গতকাল সোমবার (৩-১০/২০১১) বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারক এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারপতি এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২০টি মানবতাবিরোধী অভিযোগে চার্জ গঠনের আদেশ পড়ে শুনানোর পর এ ব্যাপারে তার বক্তব্য জানতে চাইলে মাওলানা সাঈদী উপরোক্ত কথা বলেন। প্রায় ১ ঘণ্টাব্যাপী আদেশ দেওয়ার সময় মাওলানা সাঈদী ছিলেন পিছনের কাঠগড়ায় বসা। অভিযোগ গঠনের আদেশ দেওয়ার পর তাকে নিয়ে আসা হয় সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। সেখানে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক তার কাছে জানতে চান, আমরা ইংরেজিতে অর্ডার দেয়েছি। আপনার সুবিধার্থে বাংলায় বলছি। এসময় মাওলানা সাঈদী বলেন, 'আমি ইংরেজিটাই বুঝেছি। বাংলায় বলার প্রয়োজন নেই।'

তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাইলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, 'আপনি বসেই বলুন।' মাওলানা সাঈদী যেভাবে কুরআনের তাফসীর করতেন দেশে-বিদেশে ঠিক সেইভাবেই নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম... বলে বক্তব্য শুরু করেন। ৫/৬ মিনিটের বক্তব্য আদালত কক্ষে উপচেপড়া আইনজীবী, সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাই তন্ময় হয়ে শোনেন। অনেকেই বক্তব্য শুনে আফসোস

www.pathagar.com

করতে থাকেন।

মাওলানা সাঈদী এ সময় আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন জানান। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান তখন বলেন, 'এ ধরনের কোনও সুযোগ নেই।' এর জবাবে সাঈদী বলেন, 'সুযোগ না থাকলে আমি দু'তিন কথায় এর জবাব দেব।'

তিনি প্রথমে সবাইকে সালাম দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, 'মাননীয় বিচারক, সেদিন আপনি প্রথম হজ্জ করে এসেছেন। আপনার মাথায় টুপি ছিলো, তখনও আপনার মুখ থেকে নূরানি আভা মলিন হয়নি। আমাকে এখানে আনার পর একজন প্রসিকিউটর আমার নাম বিকৃত করে বলেছিলো। আমি আশা করেছিলাম আপনি এর প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু আপনি সেটা করেননি। আপনি আদেশ দেয়ার সময় একই বিকৃত নাম বলেছেন। সুরা হুজরাতের ১১নং আয়াতের কথা উল্লেখ করে সাঈদী বলেন, ওই সুরাতে নামের বিষয়ে বলা আছে, 'কোনও মানুষকে বিকৃত করে ডেক না।' আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আল্লাহর আরশের নীচে ৭ শ্রেণীর মানুষ ছায়া পাবে। তার মধ্যে ন্যায় বিচারকরা প্রথমেই রয়েছেন। আপনার (ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান) কাছ থেকে সেই ন্যায়বিচার আশা করি।'

তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় কথা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক যুগের বেশি সময় আমাকে নিয়ে কোনো কথা হয়নি। ১৯৮০ সালে আমি যখন জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য হই তখনই আমাকে নিয়ে অভিযোগ ওঠে। ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার গঠন হয় তখন সংসদে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই আমি ২০ মিনিটের বক্তব্য দিয়ে বলেছিলাম, 'আমি রাজাকার নই। সেই ২০ মিনিটের বক্তব্যের একটি কথাও এক্সপাঞ্জ করা হয়নি।' ঐ বক্তব্য কেউ এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনকে একটি রচনা ছাড়া আর কিছুই নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন মিথ্যা। এমন মিথ্যা প্রতিবেদনের জন্য আল্লাহর আরশ কাঁপবে। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যারা এমন প্রতিবেদন তৈরি করেছে তাদের ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে, আমি সেই লানত দেখার অপেক্ষায় আছি।'

পিনপতন নিরবতার মধ্যে মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী আরো বলেন, একাত্তরে আমি কোনও অপরাধ করিনি। কোনও বাহিনীর কমান্ডার তো দূরের কথা কোন পদেও ছিলাম না। আমি রাজাকার, আল-বদর, আল-সাম্স কিছুই ছিলাম না। তিনি বলেন, 'মানবতাবিরোধী নয় মানবতার পক্ষে আমি বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে বক্তব্য দিয়ে এসেছি।' তিনি বলেন, 'এখানে যাদেরকে স্বাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের সব কথাই মিথ্যা। কুরআন শরীফে আছে, যারা মিথ্যা বলে তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়বে।'

মাওলানা সাঈদী বলেন, 'একটি মিথ্যা রচনার ভিত্তিতে বিচারের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। আমি ১৯৭১ সালের কোন ঘটনার সাথে জড়িত ছিলাম না। পাকবাহিনীর সাথে বৈঠক তো দূরের কথা তাদের সাথে আমার দুরতম কোন সম্পর্ক ছিল না। সূরা ইবরাহিমের

www.pathagar.com

একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি বলেন, 'আমি নিরীহ মানুষ। অথচ আমার বিরুদ্ধে পাহাড়সম চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হলে আল্লাহর আরশ কাঁপবে। আমাকে জনসম্মুখে হেনস্থা করা, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর অন্তত এক যুগেও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার পরই কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী কলামিস্ট আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার শুরু করে।' তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগকে মিথ্যা, মিথ্যা এবং মিথ্যা বলে অভিহিত করে বলেন, 'আমি নির্দোষ। আমাকে এসব অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া হোক।

শেখ মুজিব ৩৭৪৭১ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনেছিল, তারপর?

www.pathagar.com

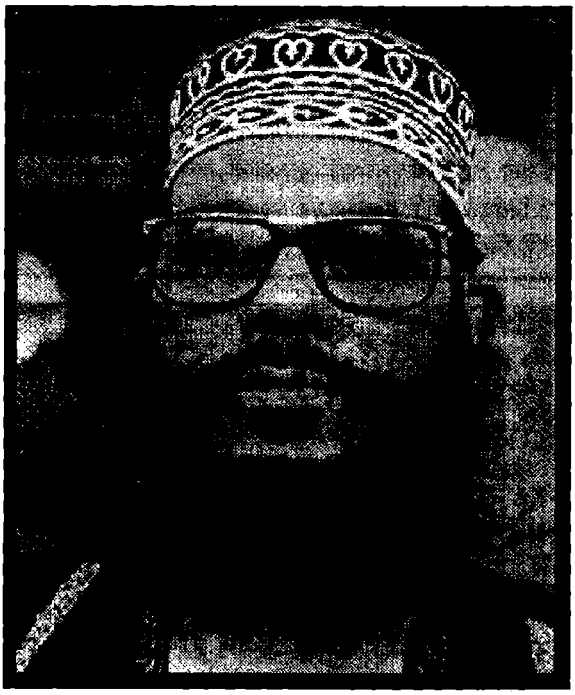

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম তারিখ	:	০১/০২/১৯৪০
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ সাঈদখালী, থানা ঃ জিয়া নগর, জেলা ঃ পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	আরাফাত মনযিল, ৯১৪ শহীদবাগ, ঢাকা ১২১৭
পিতা	:	মাওলানা ইউসুফ সাঈদী
মাতা	:	গুলনাহার ইউসুফ সাঈদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখে তথা রামাদান মাসের ১ তারিখ বৃহস্পতিবার সুবহে সাদিকের সময় পিরোজপুরের সাঈদখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুপরিচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বক্তা ছিলেন।

আল্লামা সাঈদী নিজ পিতার প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর তিনি ১৯৬২ সালে মাদরাসা শিক্ষা শেষ করে গবেষণা কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মনোবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভাষার ওপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেন।

www.pathagar.com

১৯৬৭ থেকে আল্লামা সাঈদী দেশ-বিদেশে দা'ঈ ইলাল্লাহর ভূমিকায় নিরলসভাবে কাজ শুরু করেন এবং এ কাজের ময়দানে ইসলামের শত্রুরা তাকে এ পর্যন্ত চার বার হত্যা করার লক্ষ্যে তাঁর প্রতি গুলী ছুড়ে। ১৯৭৫ সালে তাঁকে কারাবন্দীও করা হয়। কিন্তু তিনি নিজের প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করে দা'ঈ ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

সংক্ষেপে ব্যক্তিগত তথ্য

বিগত সিকি শতাব্দী ধরে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের তাফসীর, তথ্য নির্ভর বক্তব্য, ভিন্ন ধারায় চুলচেরা বিশ্লেষণ, সুললিত কণ্ঠ, প্রমিত উচ্চারন ও বাচনভঙ্গি, ভাষার লালিত্য, যুক্তির সহজ প্রয়োগ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল উপস্থাপনা, পান্ডিত্বপূর্ণ লেখনী, সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারে বলিষ্ঠ নেতত্ব ও অবদানের জন্য যিনি স্বদেশ ও আন্ত র্জাতিক পরিমণ্ডলে সমান জনপ্রিয়। ইসলামের উপর আঘাত আসলে জীবন বাজি রেখে যিনি সিংহের মত বজ্র কণ্ঠে গর্জে ওঠেন। যিনি খোদাদ্রোহী ও দেশদ্রোহী শক্তির শত হুংকার, বাধা বিপত্তি, অপপ্রচারকে চ্যালেঞ্জ করে অগণন জনতার মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী স্বকীয়তা ও বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। নিজের সকল যোগ্যতা, অসীম গুনাবলী, সিংহ সম সাহসিকতা, আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, সততা ও আপোষহীনতার জন্য যিনি দল-মত নির্বিশেষে কোটি কোটি জনতার প্রানের স্পন্দন, ঈমানী চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, বিশ্ব নন্দিত মুফাসসির, তিনি বাংলাদেশের অহংকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

আল্লামা সাঈদী নামটির সাথে পরিচিতি নেই এমন লোক দেশে বিরল। ফলে দেশের এই সর্বাধিক জনপ্রিয় মুফাসসির ও ধর্মীয় নেতার ব্যাপারে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই।

আল্লামা সাঈদী একটি চরম উত্তপ্ত সময়ে আল-কোরআনের বিপ্লবী আহবান নিয়ে আভির্ভূত হয়েছিলেন। তখন থেকে আজ অবধি কোরআনের শ্বাশ্বত আহবান প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরে পৌছাচ্ছেন অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে, দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে। তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোরআনের যে কালজয়ী তাফসীর পেশ ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তা নিঃসন্দেহে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশাল সংযোজন। তিনি মুসলিম বিশ্বের অহংকার।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মাত্র নন। তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক পরিবেশ। দেশে-বিদেশে তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে লক্ষ লক্ষ জনতার মিলন মেলা। জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে সুবিশাল জনগোষ্ঠির কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা তুলনাহীন। ইসলামী অঙ্গনে তিনি নন্দিত নায়ক। শৌর্যের প্রতিক। আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহফিলের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখেই বোঝা যায়, এর মাধ্যমে অগণিত মুক্তি পাগল মানুষকে আলোড়িত করা সম্ভব, আত্মসচেতন করা সম্ভব, ঈমানী

www.pathagar.com

চেতনায় উজ্জীবিত করা সম্ভব, সমাজ সংস্কার সম্ভব, মহাবিপ্লব সম্ভব। এ কাজটিরই অগ্রদূত হচ্ছেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। তাঁর যুগান্তকারী তাফসীর শুনে দেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে নিউ ইয়র্কের এটর্ণী অব ল' মিঃ যোসেফ গ্রোয়ে অন্যতম।

আল্লামা সাঈদী দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অলেখ বন্ধন তিনি সৃষ্টি করেছেন দেশের মাটি ও মানুষের সাথে আপন মহিমায়। কথার ধুম্রজাল তিনি সৃষ্টি করেন না। যা বলেন স্পষ্টই বলেন। তিনি যেমন ইসলামের সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন তেমনিভাবে বাস্তব জীবনেও তা আমল করেন। তাঁর অবস্থানকে অস্বচ্ছ না রেখে উজ্জ্বল করে তোলেন তিনি। সর্বক্ষেত্রে সত্য ন্যায়ের পক্ষেই তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান। চরম ক্ষতি মেনে নেয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর। তাই তিনি পিছু হটেন না। অপবাদেও ভয়, জান-মাল হানির আশংকা তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে গন মানুষের কাছে তিনি বড় বেশী প্রিয় ও আস্থাভাজন।

যখনই কোন অশুভ শক্তি ঈমান বিধ্বংশী কোন কার্যক্রম নিয়ে চতুরতার সাথে মাঠে নামে, যখন দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার মুখোমুখি হয়, তখনই তাঁর কণ্ঠের বজ্র নিনাদ শোনা যায়। ঘুমন্ত জাতি জেগে ওঠে তখন। তাঁর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ এ দেশের তাওহীদি জনতা।

আঁধারের কোন দায় নেই। কিন্তু আলোর দায় অনেক বেশী। তাকে অন্ধকার দূরীভূত করতে হয়। একটু আবরন, একটু আড়াল পেলেই অন্ধকার সেখানে আশ্রয় নেয়। তাই আলোকে সব সময় দায়বদ্ধতা নিয়ে চলতে হয়।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দায় দায়িত্ব একই কারনে বেশী। অন্ধকার চর্তুদিক থেকে গ্রাস করে আছে। তিনি সেই অন্ধকারে আলোর বিচ্ছুরণ। এ যেন আলো ও অন্ধকারের চিরন্তন সংঘাত। সত্য ও মিথ্যার লড়াই। এই লড়াইয়ে আল্লামা সাঈদী দুঃসাহসী যোদ্ধা। মিথ্যা নিশ্চয়ই অপসৃত হবে। সত্যের জয় সুনিশ্চিত।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখে তথা রামাদান মাসের ১ তারিখ বৃহস্পতিবার সুবহে সাদিকের সময় পিরোজপুরের সাঈদখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুপরিচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বক্তা ছিলেন।

ইসলাম প্রচারক ও জাতীয় নেতা হিসেবে আল্লামা সাঈদীর অবদান

আল্লামা সাঈদী একজন স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও পবিত্র কুরআনের মুফাসসীর। সেই সাথে একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে দুই বার জাতীয় সংসদে নিজ এলাকা পিরোজপুর থেকে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ইসলাম, দেশ ও জাতির কল্যাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে ১৯৭৯ সালে যোগ দিয়ে

www.pathagar.com

কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর।

আল্লামা সাঈদী নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও এশিয়ার নানা দেশ সফর করে অগণিত মানুষের সম্মুখে কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তার সিডি, ডিভিডি, ভিডিও ও অডিও ক্যাসেট সমগ্র পৃথিবীতেই পাওয়া যায়। তাঁর পাণ্ডিত্যসুলভ আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে এ পর্যন্ত এক হাজারের অধিক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। আমেরিকার এটর্নী অব ল, যোশেফ গ্রোয়ে এর মধ্যে অন্যতম। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর মাহফিলের কথা শুনলেই সকল ধর্মের অগণিত মানুষ কুরআনের তাফসীর মাহফিলে জমায়েত হয়। দেশ-বিদেশের ইসলামের শত্রুরা তাঁকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখলেও মজলুম মুসলিম উম্মাহর কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব।

আল্লামা সাঈদীর বক্তৃতা শুনে অগণিত মানুষ ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে কুরআনের পথ অনুসরণ করছে। আল্লাহ ব্যতীত মুসলমানের মাথা অন্য কারো সামনে নীচু হবে না, ইসলামের এ বিধানের বিপরীত স্পীকারকে মাথা নীচু করে সম্মান জানানোর প্রথা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নিয়ম ছিল। তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ইসলামের বিপরীত এ নিয়ম বাতিল করিয়েছেন এবং ইসলামের বিপরীত আইন চালু করার ব্যাপারে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আল্লামা সাঈদী জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারী পার্টির ডেপুটি লীডার ছিলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কৃষি, পানি, জাকাত ও অন্যান্য বোর্ডের তিনি সদস্য ছিলেন। সংসদ সদস্য থাকাকালে তিনি নিজ এলাকা অনুন্নত পিরোজপুরকে আধুনিক রূপদান করেছেন। পিরোজপুরে নানা ধরনের একডেমী, কয়েকটি হাসপাতাল, সেবা কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন কেন্দ্র, বাস টার্মিনাল, ফায়ার ব্রিগেড, বিভিন্ন নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ, বাঁধ, ২টি পুলিশ স্টেশন, কয়েকটি টেকনিক্যাল কলেজ, শতাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, শতাধিক মসজিদ, দুস্থদের আশ্রয় কেন্দ্র, মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কেন্দ্র, হস্তশিল্প শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু ও মায়ের সেবা কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রশস্ত রাস্তা-পথ নির্মাণ, আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রসহ প্রায় ৬ শত ৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। আল্লামা সাঈদীকে আধুনিক পিরোজপুর গড়ার কারিগর বলা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, তখন আল্লামা

www.pathagar.com

সাঈদী যশোরের নিউ মার্কেট এলাকার 'এ' ব্লক নামক এলাকায় স্বপরিবারে বসবাস করতেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তিনি যে বাসায় বসবাস করতেন তার আশেপাশে পাক সেনাদের বোমা এসে পড়তে থাকায় তিনি বাঘারপাড়া নামক এলাকায় চলে যান। সেখানে তিনি প্রায় ৪ মাস স্বপরিবারে অবস্থান করেন। এরপর যুদ্ধ'র ভয়াবহতা কিছুটা কমে এলে আল্লামা সাঈদী যশোর থেকে নিজ গ্রাম পিরোজপুরের সাঈদখালী গ্রামে জুলাই'৭১ সালের মাঝামাঝি ফিরে যান। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সামান্যতম ভূমিকাও ছিল না। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের পক্ষে যেসব দল তৈরী হয়েছিল, যেমন রাজাকার, আল বদর, আল শামস, মুজাহিদ বাহিনী, শান্তি কমিটি এসবের কোনো কিছুতেই তিনি জড়িত ছিলেন না। পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাগণও এসবের সাক্ষী।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ তথা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে তিনি সর্বপ্রথম নিজ এলাকা পিরোজপুর থেকেই পবিত্র কুরআনের তাফসীর মাহফিল শুরু করেন। এরপর ক্রমশ বাংলাদেশের প্রত্যেক থানা ও জেলায় মাহফিল করেন। পরবর্তীতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কুরআন তাফসীর মাহফিল করতে থাকেন। তাঁর মাহফিলে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ, মন্ত্রী, এমপি, দেশের প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতি, সেনাবাহিনী প্রধান, পুলিশ প্রধান, আইনজীবী, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যোগ দিয়ে কুরআনের তাফসীর শুনতেন। প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান, প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁকে অনেকবার মন্ত্রী হবার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে তাঁদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এর মাত্র দুই মাস সাতদিন পর ১৯৭২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী আল্লামা সাঈদী তাঁর নিজের জেলা পিরোজপুর শহরে সীরাত মাহফিলে ওয়াজ করেন। এরপর থেকে সমগ্র দেশব্যাপী একটির পর একটি মাহফিলে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হতে থাকেন। এদেশের মানুষের মুখে মুখে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে একটি নাম, ' আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী '।

১৯৭১ সনে পাকবাহিনীর সহযোগী হিসেবে তিনি যদি নিজ এলাকায় অত্যাচার করে থাকেন, তাহলে সেই এলাকারই জনগণ বিজয় দিবসের মাত্র ২ মাস ৭ দিন পরে প্রধান অতিথি হিসেবে সীরাত মাহফিলে তাঁকে কিভাবে দাওয়াত দিয়েছিলো?

মাত্র ২ মাস ৭ দিনের ব্যবধানে এলাকার লোকজন তাঁর অত্যাচারের কথা ভুলে গেলো? একজন অত্যাচারী রাজাকারের মুখ থেকে এলাকার লোকজন কোরআন-হাদীসের কথা শুনলো? তিনি যখন উক্ত মাহফিলে কোরআনের কথা বলছিলেন তখন কি এলাকার কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবিত ছিলেন না? শ্রোতা মন্ডলীর মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে কেউ একজনও কেনো প্রতিবাদ করলো না, আপনি রাজাকার ছিলেন আপনার বক্তব্য শুনবো না।

বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা বা উল্লেখযোগ্য থানা নেই যেখানে তিনি তাফসীর মাহফিল করেননি, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি মাহফিলে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাগণ মঞ্চে আসন

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন মাহফিলে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, এমপি, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিচারপতি, সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণও মঞ্চে আসন গ্রহণ করে বক্তব্য শুনেছেন, বহু সংখ্যক মাহফিলে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকগণও বক্তব্য রেখেছেন। বিদেশের স্কলারগণ মাহফিলে এসে বক্তব্য রেখেছেন, এমনকি পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমাম চট্টগ্রামে তাঁর তাফসীর মাহফিলে দুই বার তাশরীফ এনেছেন।

১৯৭৯ সালে নারায়নগঞ্জ চিলড্রেন পার্কে আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিলের উদ্বোধনী দিবসে স্বাধীনতার মহান ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আল্লামা সাঈদী সাহেবের পাশে বসে ঘন্টাকাল তাঁর তাফসীর শুনেছেন নারায়নগঞ্জবাসী আজও তার সাক্ষী। মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলীল ছিলেন আল্লামা সাঈদী সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু, উভয়ে উভয়ের বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

তাছাড়া ৮০'র দশকে ঢাকা হাইকোর্ট মাজার প্রাঙ্গনে তিনি প্রায় প্রতি বছর মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। দেশের প্রধান বিচারপতিসহ হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ মুগ্ধ চিত্তে ঘন্টার পর ঘন্টা আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য শুনেছেন এবং এসবের ভিডিও চিত্রও রয়েছে।

আল্লামা সাঈদী যদি ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা পালন করতেন তাহলে কি রাষ্ট্রপ্রধানসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এসব দেশবরণ্য ব্যক্তিবর্গ কি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাঁর মাহফিলে অংশগ্রহণ করে পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতেন?

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো দীর্ঘ ১৭ বছর তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। তিনি যখনই জাতিকে কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান জানালেন এবং নিজে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তখন থেকেই ইসলামের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো, তিনি নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ তাঁর নিজ এলাকার সকল ধর্মের সাধারণ মানুষ ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি রাজাকার, আল বদর, আল শামস ছিলেন না এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি সামান্যতম ভূমিকাও পালন করেননি।

সৌদি বাদশার মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন

আল্লামা সাঈদী সর্বপ্রথম হজ্জ পালন করেন ১৯৭৩ সালে। এরপর তিনি ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে সালে সাউদী আরবের মহামান্য বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজের আমন্ত্রনে রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন করেন। ২০০৯ সালেও তিনি সাউদী আরবের মহামান্য বাদশা আব্দুলাহ বিন আব্দুল আজিজের আমন্ত্রনে রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন করেন। রাবেতা আলম আল ইসলামীর মেহমান হিসাবে তিনি ৫ বারসহ অসংখ্যবার হজ্জ পালন করেছেন এবং ৯০ দশক থেকে তিনি প্রত্যেক রামাদান মাসেই পবিত্র হারাম শরীফে ইতেকাফ পালন করেন।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা

১৯৭৮ সালে তিনি ইসলামিক মিশন অব বৃটেনের দাওয়াতে ইংল্যান্ড এর বার্মিংহাম গ্রেট হলে আন্তর্জাতিক সীরাত মাহফিলে "ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও বর্তমান পৃথিবী" বিষয়ের ওপর ৯০ মিনিট বক্তব্য রাখেন। সেখানে বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে মদীনা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াত দিলে আল্লামা সাঈদী মদীনা সফর করেন। সাউদী আরবের মহামান্য বাদশাহ কর্তৃক গঠিত ইরাক ইরান যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিলো, আল্লামা সাঈদীকেও উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তিনি যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালান। সমগ্র সাউদী আরবের বিভিন্ন স্থানে তিনি কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। দুবাইতে তিনি দুবাইয়ের শাসক ও প্রধানমন্ত্রী রাশেদ আল মাখতুমের আমন্ত্রনে দুবাই ঈদগাহ ময়দানে কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। ইউনাইটেড আরাব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন এ্যাওয়ার্ড অরগানাইজেশন এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে তিনি ৩ বার যোগ দিয়েছেন।

১৯৭৯ সালে বৃটেনের ১২ টি শহরে আয়োজিত মাহফিলে কুরআন থেকে তাফসীর পেশ করেন।

১৯৮০ সালে আল্লামা সাঈদী সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, এ্যাথেন্স ও ফ্রান্স সফর করে সেখানে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন।

১৯৮১ সালে সাউদী আরব ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন রাবেতা আলম আল ইসলামীর দাওয়াতে হজ্জ আদায় করেন এবং রাবেতা আলম আল ইসলামী তাকে সদস্য পদে বরণ করে। ১৯৮১ সালে তিনি পাকিস্তান, নেপাল, বার্মা ও ভারত সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন।

১৯৮২ সালে আল্লামা সাঈদী পূর্ব জার্মানী ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন এবং বিভিন্ন সেমিনারে-সিম্পোজিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করেন।

১৯৮৩ সালে তিনি সউদী আরবের মহামান্য বাদশাহের আমন্ত্রনে রাজকীয় মেহমান হিসাবে হজ্জ আদায় করেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী আয়াতুলাহ খোমেনীর দাওয়াতে ইরানের বিভিন্ন এলাকা সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন এবং বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

১৯৮৪ সালে তিনি কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, দুবাই ও ওমান সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের দাওয়াতে সুদান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে বেশ কয়েকটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন।

www.pathagar.com

১৯৮৫ সালে তিনি ইউনাইটেড আরব আমিরাতের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রনে আবুধাবি সফর করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি পুনরায় স্বস্ত্রীক হজ্জ পালন করেন।

১৯৮৬ সালে তিনি ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার দাওয়াতে আমেরিকার ১২ টি অঙ্গরাজ্যে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য পেশ করেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও বৃটেন সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন ও বিভিন্ন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন। বৃটেন সফরকালে বিবিসি বাংলা বিভাগ তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহন করে ও তা প্রচার করে।

১৯৮৭ সালে আল্লামা সাঈদী ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা, ইসলামিক সার্কেল অব আমেরিকা এবং দি ইসলামিক সোসাইটি অব আমেরিকার দাওয়াতে আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সফর করে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন এবং বেশ কয়েকটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। আমেরিকা সফরকালে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। একই বছর তিনি তাঁর মাকে নিয়ে ১১ বারের মত হজ্জ আদায় করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি টরেন্টো ইউনিভার্সিটি, কানাডাতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্নাল মুসলিম এলাইন এ অংশগ্রহণ করেন। একই বছর তিনি ইতালীসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ সফর করে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন এবং বেশ কয়েকটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

১৯৮৮ সালে তিনি পাকিস্তান সফর করে বিভিন্ন এলাকায় ১১ টি মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী কুয়েতের ধর্ম মন্ত্রনালয় এর আমন্ত্রণে কুয়েত সফর করেন এবং ৫টি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ফ্রান্স সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। একই বছর তিনি দাওয়াতুল ইসলাম, ইউকে এন্ড আয়ার' এর আমন্ত্রনে গ্রেট বৃটেন সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন।

১৯৮৯ সালে তিনি ওমরাহ আদায় করেন। একই বছর ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন, ইসলামিক ফোরাম ও দাওয়াতুল ইসলাম বৃটেনের দাওয়াতে তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ড সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র (ইউএসএ) আমন্ত্রনে আমেরিকা সফর করেন।

১৯৯০ সালে আল্লামা সাঈদী কাতারের মিনিস্ট্রি অফ রিলিজিয়নস এ্যাফেয়ার্স এর দাওয়াতে কাতার সফর করে বিভিন্ন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। ১৯৯০ সালে আল্লামা সাঈদী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংকিং সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী কুয়েত সরকারের আমন্ত্রনে কুয়েত সফর করেন। সেখানে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। একই বছর ইসলামীক রিসোর্স সেন্টার ও ইসলামীক কলেজ অব লন্ডনের দাওয়াতে গ্রেট বৃটেন সফর করে ২৫ টি সেমিনারে তিনি বক্তব্য রাখেন।

১৯৯১ সনে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে মক্কা শরীফে একটি মিমাংসা বৈঠক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের চারশত স্কলারদের দাওয়াত দেয়া হয়। সৌদী বাদশাহর আমন্ত্রনে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে আল্লামা সাঈদী উক্ত মিমাংসা বৈঠকে উপস্থিত হয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। একই বছর তিনি ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার দাওয়াতে আমেরিকা সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। ১৯৯১ সালে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা তাকে 'আল্লামা' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৯২ সালে আল্লামা সাঈদী ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার আমন্ত্রনে আমেরিকার ৮টি অঙ্গরাজ্য সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। একই বছর তিনি ইউনাইটেড আরব আমিরাতের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রনে আবুধাবি সফর করেন। একই বছর তিনি 'দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউকে' এর আমন্ত্রনে গ্রেট বৃটেন সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন।

১৯৯৩ সালে আল্লামা সাঈদী নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে অনুষ্ঠিত আমেরিকান মুসলিম ডে প্যারেড সম্মেলনে যোগ দেন। বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে আল্লামা সাঈদীকে 'গ্রান্ড মার্শাল' পদক প্রদান করা হয়। একই বছর ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, ফ্রান্স ইউনিটের আমন্ত্রনে ফ্রান্স সফর করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী কুয়েত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর আমন্ত্রনে বিভিন্ন সেমিনারে অংশ গ্রহনের জন্য কুয়েত সফর করেন।

১৯৯৪ সালে আল্লামা সাঈদী কুয়েতের ধর্ম মন্ত্রণালয় এর আমন্ত্রনে কুয়েত সফর করেন এবং ৫টি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। একই বছর তিনি 'দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউকে' এর আমন্ত্রনে গ্রেট বৃটেন সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন।

১৯৯৫ সালে আল্লামা সাঈদী 'দি ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর প্রক্সিমিটি অব ইসলামিক স্কুলস এন্ড থট' ইরানের আমন্ত্রনে তেহরান সফর করেন। একই বছর তিনি ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার আমন্ত্রনে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত 'সীরাতুন্নবী (সা.)' সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। ১৯৯৫ সালে তিনি ইসলামিক সেন্টার, জাপানের আমন্ত্রনে জাপান সফর করেন এবং বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। একই বছর তিনি ইসলামিক স্কুল এন্ড কলেজ, লন্ডন এর আমন্ত্রনে গ্রেট বৃটেন সফর করেন। ১৯৯৫ সালে আল্লামা সাঈদী ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অব ইটালী'র আমন্ত্রনে ইটালী সফর করেন।

১৯৯৬ সালে কাতারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রনে কাতার সফর করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী হিফজুল কুরআন এন্ড ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার এর আমন্ত্রনে গ্রেট বৃটেন সফর করেন।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালে তিনি জেনারেল পিপলস কংগ্রেস এর আমন্ত্রনে লিবিয়া সফর করেন। সেখানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

১৯৯৮ সালে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অব ফ্রান্স এর আমন্ত্রনে ফ্রান্স সফর করেন। সেখানে ৪টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর আল্লামা সাঈদী কাতারের মিনিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ন এ্যাফেয়ার্স এর দাওয়াতে কাতার সফর করে বিভিন্ন সেমিনার ও তাফসীর মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

১৯৯৯ সালে আল্লামা সাঈদী সুইডিশ মুসলিম ফেডারেশনের আমন্ত্রনে সুইডেন সফর করেন। সেখানে আল্লামা সাঈদী কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর তিনি দাওয়াতুল ইসলামের আমন্ত্রনে দক্ষিন কোরিয়া সফর করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ১৯৯৯ সালে তিনি ইসলামিক কলেজ, লন্ডন এর আমন্ত্রনে গ্রেট বৃটেন সফর করেন।

২০০০ সালে আল্লামা সাঈদী সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইর শাসক শেখ মোহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাখতুমের আমন্ত্রনে দুবাই সফর করেন। প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত 'দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কোরআন এওয়ার্ড' অনুষ্ঠোনের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করেন। একই বছর 'ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সীর' আমন্ত্রনে অস্ট্রিয়া সফর করেন। ২০০০ সালে আল্লামা সাঈদী 'বাংলাদেশী কমিউনিটি ইন গ্রীস' এর আমন্ত্রনে গ্রীস সফর করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

২০০১ সালে আল্লামা সাঈদী ইসলামিক প্রাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল এর আমন্ত্রনে অস্ট্রেলিয়া সফর করে বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এই সফরে মেলবর্ন ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত সেমিনারে 'কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী জীবন ধারা' বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ২০০১ সালে তিনি 'বাংলাদেশ কুরাআন সুন্নাহ পরিষদ' এর আমন্ত্রনে কাতার সফর করেন।

২০০২ সালে আল্লামা সাঈদী বাহরাইনের মিনিষ্ট্রি অব জাস্টিজ এর আমন্ত্রনে বাহরাইন সফর করেন। সেখানে তিনি ২টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর তিনি কুয়েতের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে কুয়েত সফর করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

২০০৩ সালে তিনি কানাডা সরকারের দাওয়াতে 'ইন্টারন্যাশনাল কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট মেম্বারস সম্মেলনে' যোগ দেন। একই বছর তিনি 'কোরিয়া মুসলিম ফেডারেশনের' আমন্ত্রনে কোরিয়া সফর করে বিভিন্ন মাহফিলে কুরআনের তাফসীর পেশ করেন।

www.pathagar.com

২০০৪ সালে আল্লামা সাঈদী পুনরায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইর শাসক শেখ মোহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাখতুমের আমন্ত্রনে দুবাই সফর করেন। প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত 'দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কোরআন এওয়ার্ড' অনুষ্ঠোনের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করেন। ২০০৪ সালে 'মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার' আমন্ত্রনে কানাডা সফর করেন। ২০০৪ সালে তিনি 'ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার' আমন্ত্রনে বুলুমস ইউনিভার্সিটি, প্যানসিলভেনিয়ায় 'মুহাম্মাদ (সা.)- জীবন ও শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

২০০৫ সালে তিনি 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের' আমন্ত্রনে সৌদী আরব সফর করেন। সেখানে তিনি ৩টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ২০০৫ সালে আল্লামা সাঈদী দাওয়াতুল ইসলাম, ইউকে আয়োজিত 'দি মিডল পাথ' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য গ্রেট বৃটেন সফর করেন। বিশ্বের ২৫টি দেশের ইসলামিক স্কলার এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন।

২০০৬ সালে আল্লামা সাঈদী সৌদী সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রনে সৌদী আরব সফর করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ২০০৬ সালে তিনি 'মুসলিম কাউন্সিল অব সুইডেনের' আমন্ত্রনে সুইডেন সফর করেন। সেখানে আল্লামা সাঈদী কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

২০০৭ সালে আল্লামা সাঈদী দুবাই সরকারের 'ইসলামিক এফেয়ার্স এন্ড চেরিটেবল এক্টিভিটিস ডিপার্টমেন্ট' এর আমন্ত্রনে দুবাই সফর করেন। একই বছর তিনি সৌদী আরব সফর করেন। সেখানে তিনি ৩টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

২০০৮ সালে আল্লামা সাঈদী পুনরায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইর শাসক শেখ মোহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাখতুমের আমন্ত্রনে দুবাই সফর করেন। প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত 'দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কোরআন এওয়ার্ড' অনুষ্ঠোনের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করেন। দুবাইয়ের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ এই সফরে আল্লামা সাঈদীকে পরিদর্শনের জন্য নেয়া হয়। ২০০৮ সালে আল্লামা সাঈদী 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের' আমন্ত্রনে সৌদী আরব সফর করেন। সেখানে তিনি ৩টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর তিনি সৌদী সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রনে সৌদী আরব সফর করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একই বছর তিনি 'ইসলাম প্রেসেন্টেশন কমিটি' আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে অংশ গ্রহনের জন্য কুয়েত সফর করেন।

২০০৯ সালে সৌদী আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ এর আমন্ত্রনে রাজকীয় মেহমান হিসেবে পবিত্র হজ্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে তিনি 'তামপিন্স

www.pathagar.com

ষ্টেডিয়ামে' আয়োজিত তাফসীর মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহনের জন্য সিংগাপুর সফর করেন।

২০১০ সালে আল্লামা সাঈদী ওমরাহ পালনের জন্য সৌদী আরব যেতে চাইলে আওয়ামী লীগ সরকার আল্লামা সাঈদীকে সৌদী যেতে বাধা প্রদান করে। আল্লামা সাঈদী সরকারের এই অন্যায় আচরনের প্রতিবাদে মাননীয় হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। হাইকোর্টে দীর্ঘ শুনানী শেষে মাননীয় হাইকোর্ট আল্লামা সাঈদীকে বিদেশে যেতে সরকারের বাধা প্রদানের বিষয়টিকে অবৈধ হিসেবে ঘোষনা করে এবং বিদেশে যেতে কোন রকম বাধা না দিতে সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে। আল্লামা সাঈদী বিগত ১৮ বছর যাবত প্রতি রমজান মাসে সৌদী আরব যান এবং সেখানে রোজা পালন ও ওমরাহ শেষে দেশে ফিরেন। রমজান মাস শেষ হওয়াতে ২০১০ সালে তিনি আর সৌদী আরব যেতে পারেননি। অবশেষে আল্লামা সাঈদী সৌদী আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ কর্তৃক রাজকীয় মেহমান হিসেবে পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং হজ্ব পালন শেষে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পরে ২০১০ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার আল্লামা সাঈদীকে "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত" এর হাস্যকর এক মামলায় আসরের নামাজের পূর্বে ঢাকার শহীদবাগস্থ তার নিজ বাসভবন থেকে আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করে। এরপর একে একে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকার ১৪টি মামলা দায়ের করে। সেই থেকে আজ অবধি আল্লামা সাঈদী আওয়ামী লীগের জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটক আছেন।

আল্লামা সাঈদীর গ্রন্থ রচনা

আল্লামা সাঈদী পবিত্র কুরআনের তাফসীর 'তাফসীরে সাঈদী' ৪ খন্ডে রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ফিকহুল হাদিস, কুরআন এবং বিজ্ঞান, ইসলামে নারীর অধিকার, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলামসহ নানা বিষয়ে এ পর্যন্ত ৬৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমেরিকা ও লন্ডন থেকে তার কয়েকটি বই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

আল্লামা সাঈদীর প্রকৃত পরিচয়

রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য বা জামায়াত নেতা আল্লামা সাঈদীর মূল পরিচয় নয়। জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে তাঁর পরিচয় তিনি পবিত্র কুরআনের খাদেম বা মুফাসসীরে কুরআন।

২০০৬ এর ৭ই অগাস্ট, লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা পত্রিকার ৪৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা সাঈদী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা হয়েছে, 'পৃথিবীর প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে। বাংলাভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ

www.pathagar.com

এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে যিনি গত ৪০ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের কালের একজন বড় মাপের কুরআনের পন্ডিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

শুধু বাংলাভাষা বা বাংলাদেশের কথাই বা বলি কেনো, আমাদের ইতিহাসে খুব কম মানব সন্তানই সুদীর্ঘ ৪ দশক ধরে এই অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে অবস্থান করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। এদিক থেকে গোটা বিশ্ব পরিমন্ডলে আল্লামা সাঈদী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মাঠে ময়দানে, পত্র পত্রিকায়, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে, রেডিও টেলিভিশনে এক সুদীর্ঘকাল ধরে সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করার ক্ষেত্রেও আল্লামা সাঈদীর বিকল্প কোনো ব্যক্তি আজকের মুসলিম বিশ্বে আছে কিনা সন্দেহ।' লন্ডনের সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত এ লেখাটি আরো দীর্ঘ।

আল্লামা সাঈদীর পবিত্র কুরআনের খেদমতের সাক্ষী ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের সবুজ শ্যামল এই বাংলাদেশ। তিনি চট্টগ্রামস্থ প্যারেড ময়দানে প্রতি বছর দীর্ঘ পাঁচদিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ২৯ বছর যাবৎ। সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা মাঠে ৩১ বছর, ঢাকায় ৩৩ বছর, রাজশাহীতে ৩০ বছর, খুলনাতে ৩০ বছর ধরে তাফসীর মাহফিল করেছেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে তিনি মাহফিল করেননি।

নিজ জন্মভূমি পিরোজপুরে যখন তিনি প্রবেশ করেন এখানকার হিন্দু-মুসলিম নর-নারী জাতিধর্ম- দলমত নির্বিশেষে তাঁর কাছ থেকে নসিহত শোনার জন্য, তাঁর কাছ থেকে দোয়া নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষামান থাকেন। আল্লামা সাঈদীর এ আকাশ চুম্বী জনপ্রিয়তায় দিশেহারা তাঁর আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তাই তাঁকে জনগণ থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী নানাবিধ অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে।

আল্লাহ তা'য়ালার অপরিসীম মেহেরবানীতে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তার চাক্ষুষ প্রমাণ; যেখানেই আল্লামা সাঈদীর মাহফিল সেখানেই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো জনতার ঢল, দেশে কি বিদেশে, এ দৃশ্য সমগ্র বিশ্বময়।

বিগত অক্টোবর ২০০৮ সালে দুবাইয়ের ন্যাশনাল ঈদ গ্রাউন্ডে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হোলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আল্লামা সাঈদীর বিশাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মাহফিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরব আমিরাতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শায়খ মোহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাকতুম। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে এটি ছিলো উল্লেখযোগ্য গণজমায়েত। উপস্থিত অর্ধলক্ষাধিক দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিলো 'পবিত্র কোরআনের বিজ্ঞানময় মু'জিজা'। দুবাই সরকার তাঁর দুই ঘন্টার উক্ত বক্তব্য সিডি, ভিসিডি করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপ মাহফিল হলো সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে। জেদ্দা, তায়েফ, দাম্মাম এবং পবিত্র মক্কা- মদীনায়।

www.pathagar.com

একই ধরনের মাহফিল হলো গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরীর আলেকজান্দ্রা ষ্টেডিয়ামে, ইটালীর রাজধানী রোমে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে, পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে, জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে, জাপানের রাজধানী টোকিওতে, কোরিয়ার রাজধানী সিউলে, অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে, থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে, সিঙ্গাপুরে, ইরানের রাজধানী তেহরানে এবং কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশে।

আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে অগণিত জনতার উপস্থিতির দৃশ্য সেসব দেশের টিভি চ্যানেলগুলোয় সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে। একই ধরনের মাহফিল হয়েছিলো আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সামনে ৪২ নং সড়কে (42nd Street) এবং আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনসহ উক্ত দেশের ২২টি অঙ্গরাজ্যে। ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনসহ গ্রেটবৃটেনের প্রায় সবগুলো শহরে তিনি বিগত ত্রিশ বছর ধরে মাহফিল করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১১টি দেশে তিনি সফর করেছেন। এভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ ইউনিভার্সিটিতে, উত্তর গোলার্ধের কানাডার টরেন্টো ও মন্ট্রিয়েল ইউনিভার্সিটিসহ পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের অন্তত অর্ধশত দেশে তিনি মাহফিল করেছেন। ১৯৯১ সনে আমেরিকার পেনসিলভিনিয়া ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে মাওলানা সাঈদীকে 'আল্লামা' খেতাব প্রদান করা হয়।

দেশে-বিদেশে ইসলামের পক্ষে সকল শ্রেণীর মানুষের অভূতপূর্ব এ গণজোয়ার দেখার পর থেকেই আল্লামা সাঈদীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ঈর্ষান্বিত হয়ে দেশী-বিদেশী মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগের ঝড় তোলে।

তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক, তথ্য নির্ভর আকর্ষণীয় আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর মাহফিলে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসে নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, জাতি-ধর্ম দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার অগণিত মানুষ। আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে শুধু মুসলমানগণই অংশ গ্রহণ করে না, অসংখ্য অমুসলিম নারী পুরুষ তাঁর মাহফিলে অংশ গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন। দেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক অমুসলিম আল্লামা সাঈদীর হাতে ইসলাম কবুল করেছেন।

ইসলামী জীবনাদর্শ যাদের পছন্দ নয় বরং অসহ্য, তারাই দেশে-বিদেশে পরিচিত সমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় আল্লামা সাঈদীকে জনবিচ্ছিন্ন করার হীন উদ্দেশ্যে তাঁকে রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী ও সবশেষে যুদ্ধাপরাধী বানানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বহুমুখী ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মিথ্যা, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসব জঘন্য ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ। দেশ প্রেমিক শান্তিকামী দ্বীন দরদী অসংখ্য মুসলিম নরনারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনয়াবনতভাবে একাগ্রচিত্তে সে দোয়াই করছে।

সূত্র : আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের শিকার পবিত্র কুরআনের স্পীকার
মাসুদ সাঈদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। নানামুখী প্রতিভার স্রোতের মিলন মোহনা আল্লামা সাঈদী। এ নাম ইসলামী চেতনার এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, মুসলিম নরশার্দুলরা যার আহ্বানে দাবানল জ্বালানোর মঞ্চে একত্রিত হয়। অপরদিকে এ নামটি শোনার সাথে সাথে শোষক, অত্যাচারী জালিম, স্বৈরাচার-স্বৈরিণী, মানবতার শত্রু, ধর্মব্যবসায়ী ইসলামের দুশমনদের হৃদকম্পন শুরু হয়। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, উপস্থাপনা, পরিবেশন ভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক বক্তৃতা ও বলিষ্ঠ কর্মতৎপরতার কারণে দেশের নিপিড়ীত, নির্যাতিত, শোষিত বঞ্চিত মানুষ নিজেদের মুক্তির পথ হিসেবে ক্রমশ ইসলামের দিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধাবিত হতে থাকে। আর ঠিক এ কারণেই সত্যের বিপরীত সকল শক্তি

সূচনা লগ্ন থেকেই আল্লামা সাঈদীর বলিষ্ঠ বজ্র কণ্ঠ স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে। কখনো পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী বোমা ছোড়া হয়েছে, কখনো কারাবন্দী করা হয়েছে, কখনো কল্পিত অপবাদের কালো চাদরে আবৃত করে তাঁকে মজলুম জনতার হৃদয় থেকে তাঁর স্থায়ী আসন ছিনিয়ে নেয়ার বৃথা চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামের দুশমনেরা ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের জনপদকে সম্প্রসারণ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত করার লক্ষ্যে তল্পীবাহকদের মাধ্যমে দেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের ঘৃণ্য কর্ম বাস্তবায়ন করার আয়োজন করতে থাকে। জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেয়ার মতো সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তারা বিবেচনা করে দুনিয়া কাঁপানো মুফাস্‌সির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র নাম শোনার সাথে সাথে

www.pathagar.com

যে মানুষটির চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে ওঠে, যে নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যিনি নিজের জীবনকে দ্বীনের রাহে বিলিয়ে দিয়েছেন, দুশমনরা উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই সেই মানুষটির বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ উত্থাপিত করলো তিনি নাকি নবী করীম (সাঃ) কে আঘাত করে বক্তব্য রেখেছেন। আর এ হাস্যকর অভিযোগ উত্থাপন করলো তারাই, প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই যে দলটি কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং যাদের সকল কর্মতৎপরতা নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ পবিত্র ইসলামকে উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এ জাতির দুর্ভাগ্য, যে মানুষটি সারাটি জীবন কোরআনের দাওয়াত সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যিনি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দ্বীনের রাহে বিলিয়ে দিয়েছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করেছেন, যিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসীর, কোরআনের খাদেম সেই মানুষটিকেই ইসলাম ও মুসলিম চেতনার চিহ্নিত শত্রু, পৌত্তলিক আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়ণক সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তাঁর বিশ্বব্যাপি জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে রাসুল (সা.) কে আঘাত করে বক্তব্য রাখা ও যুদ্ধাপরাধের কাল্পনিক অভিযোগে ২৯ জুন ২০১০ তারিখে তার শহীদবাগস্থ নিজ বাসভবন থেকে আসরের নামাজের পর বিকাল ৪:৪৫ মিনিটের দিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে পুলিশ তার বাসভবন ও এর আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। গ্রেফতারের সময় আল্লামা সাঈদী তাঁর ৯৬ বছর বয়স্ক মায়ের পাশে ছিলেন। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লামা সাঈদী দু রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। এরপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি পুলিশের সাথে গাড়িতে ওঠেন। পুলিশ আল্লামা সাঈদীকে মাগরিবের নামাজের কিছু আগে ৩৬ মিন্টু রোডস্থ ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। সরকারের আজ্ঞাধীন যে সকল পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যগণ শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত এ আলেমকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন, তাদের সমগ্র মুখমন্ডলে ফুটে উঠেছিলো মর্মযন্ত্রণার হাহাকার। চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে জালিম সরকারের আদেশ পালন করতে গিয়ে তাদের সকল তৎপরতায় ছন্দপতন ঘটছিলো।

উল্লেখ্য, আল্লামা সাঈদীকে ইতোপূর্বে আরো একবার কারা বরন করতে হয়েছিলো। সেদিনটি ছিলো ১৯৭৫ সালের ২৯ জুলাই। তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। খুলনার একটি তাফসীর মাহফিল শেষে রাতে ঘরে ফেরার পথে সাদা পোষাকের পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে খুলনা থানায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পর আল্লামা সাঈদী প্রায় ২ মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় ছিলেন। কাকতালীয়ভাবে আল্লামা সাঈদীকে প্রথম দফায় গ্রেফতারের দিনটির সাথে দ্বিতীয় দফায় গ্রেফতারের দিনটির মিল রয়েছে। সেবার গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের ২৯ জুলাই আর এবার গ্রেফতার হলেন ২০১০ সালের ২৯ জুন। সেবার গ্রেফতার হয়েছিলেন পিতার হাতে আর এবার গ্রেফতার হলেন কন্যার হাতে।

www.pathagar.com

দেশের বুকে দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী আধিপত্যবাদী শক্তির পদচারণা নিষ্কন্টক করার ঘৃণ্য প্রয়োজনে দেশ প্রেমিক আল্লামা সাঈদীর মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে দুশমনরা নানা ধরনের হাস্যকর নাটকের অবতারণা করলো। গ্রেফতারের দিনই রাতের অন্ধকারে দুশমনরা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগে ষড়যন্ত্রমূলক মামলার পাহাড় জমিয়ে তুললো। পূর্ব গগনে পূর্বাশার ইশারার পূর্বেই পৃথিবীখ্যাত জননন্দিত মুফাস্সীর আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পনাপ্রসূত ১৩টি মামলা দায়ের করলো সত্যের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ জালিম সরকার। রাজধানী ঢাকা মহানগরীর রমনা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ২টি, উত্তরা মডেল থানায় ১টি, পল্টন মডেল থানায় ৩টি, শেরেবাংলা নগর থানায় ১টি, কদমতলী থানায় ১টি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মামলা ১টি, রাজশাহীর মতিহার থানায় ১টি এবং এনবিআর এর পক্ষ থেকে আয়কর ফাঁকির মামলা ১টি। ওদিকে আল্লামা সাঈদীর জন্মভূমি পিরোজপুরে তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করে ২টি কল্পিত যুদ্ধাপরাধের মামলাও দায়ের করানো হলো।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, যিনি সূচনা লগ্ন থেকেই অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, শোষণ, হত্যা-ধর্ষণ, বোমাবাজি-সন্ত্রাস, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, জ্বালাও-পোড়াও, সাম্প্রদায়িকতা, নগ্নতা-অশ্লীলতা তথা সকল প্রকার অনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের প্রাণ বাজি রেখে সমগ্র পৃথিবীতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইনসাফের বাণী উচ্চকিত করছেন, তাঁরই বিরুদ্ধে লুটতরাজ, হত্যা, বোমাবাজি, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, অরাজকতা ইত্যাদি হাস্যকর অভিযোগে মামলা দায়ের করানো হলো। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করলো ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন সরকার, তা দেখে সৃষ্টির সবথেকে অশুভ সৃষ্টি স্বয়ং শয়তানও হাসি সংবরণ করতে না পারলেও ইসলামের দুশমনরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে আত্ম তৃপ্তি বোধ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে হাস্যকর মামলাই দায়ের করা হলো না, কল্পিত এসব মামলাকে উপলক্ষ্য বানিয়ে পবিত্র কুরআনের এ মহান মুফাস্সীরকে টানা ৪১ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অকল্পনীয় নির্যাতনের মুখোমুখিও করেছে ইসলাম ও মুসলিম চেতনার দুশমন ক্ষমতাসীন সরকার।

দেশ ও জাতিকে পৌত্তলিক ভারতের গোলামে পরিণত করাই যাদের দলীয় আদর্শ এবং যাদের প্রত্যেক কর্মকান্ডই দেশদ্রোহিতার সকল মানদন্ডে উত্তীর্ণ, তারাই আল্লামা সাঈদীর মতো মহান দেশ প্রেমিকের বিরুদ্ধে উত্তরা মডেল থানায় দেশদ্রোহিতার মামলা দিয়ে তাঁকে ৩ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি করেছিলো।

ক্ষমতাসীন দলটি তাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে, পুরুষ পুলিশদের স্ত্রীকে বিধবা করেছে, তাদের সন্তানকে ইয়াতিম করেছে, অসংখ্য পুলিশ সদস্যদের চোখ নিষ্ঠুরভাবে খুঁচিয়ে তুলে নিয়েছে, পুলিশদের দেহে আগুন জ্বালিয়েছে, তাদের পোষাক খুলে নগ্ন করেছে, আহত করেছে অগণিত পুলিশ সদস্যকে, সেই তারাই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো তিনি নাকি রাস্তায় নেমে

www.pathagar.com

পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করেছেন। আর এ অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকার পল্টন থানায় ৩ টি মামলা দায়ের করে ৯ দিন তাঁকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। অথচ আল্লামা সাঈদীই একমাত্র ব্যক্তি- যিনি জাতীয় সংসদসহ তাঁর প্রত্যেক মাহফিলে পুলিশ বাহিনীর পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য রেখেছেন। সেই মানুষটি পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করেছেন, এ অভিযোগ শুনে স্বয়ং পুলিশ সদস্যগণও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

স্বার্থের কারণে নিজ দলে কোন্দল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের লোকদের হত্যা করে যারা হরতাল ডেকে জাতিকে অবরুদ্ধ করে রাখে, দেশের অগণিত সম্পদ বিনষ্ট করে, অসংখ্য গাড়ি, স্থাপনা ভেঙ্গে ও আগুনে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা এবং জাতীয় সম্পদের সর্বনাশ করাই যাদের বৈশিষ্ট্য, সেই তারাই পবিত্র কুরআনের এ মহান মুফাস্সীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, তিনি নাকি রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাংচুর ও গাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছেন। আর এ অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঢাকা রমনা মডেল থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ২টি মামলা দায়ের করে ৪ দিন তাঁকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে কল্পনাতীত কষ্ট দিয়েছে। সত্যের দুশমন এ সরকার কর্তৃক আল্লামা সাঈদীর মতো শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের কৌতুককর অভিযোগ আনতে দেখে স্বয়ং শয়তানও ক্রুড় হাসি হেসেছিল।

'যদি কেউ একজন মানুষকে হত্যা করে সে যেনো সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো, যদি কেউ একজন মানুষের জীবন বাঁচায় সে যেনো সমগ্র মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো' পবিত্র কুরআনের এ মহান বাণী যে মানুষটি বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচার করে আসছেন এবং এ আদর্শে মানবজাতিকে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে বেড়িয়েছেন, সেই মানুষটির বিরুদ্ধেই ইসলাম বিদ্বেষী ক্ষমতাদর্পী সরকার ঢাকার রমনা থানায় অভিযোগ দায়ের করলো যে, তিনি নাকি ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এ কল্পনাপ্রসূত অভিযোগকে ভিত্তি করে তাঁকে পুলিশ রিমান্ডের নির্যাতন কক্ষে একাধারে ১৭ দিন রেখে অমানবিক আচরণ করেছে, মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে।

সকল প্রকার অরাজকতা, দাঙ্গা, অশান্তি, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির বিরুদ্ধে যাঁর সংগ্রাম-আন্দোলন, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, শান্তিকামী সেই শ্বেত কপোত আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে ঢাকার কদমতলী থানায় বোমা তৈরী ও বোমাবাজীর মামলা দায়ের করে ৩ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিলো তারাই, যাদের গুলী বোমা ছুড়ে অগণিত নির্দোষ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা জন্মলগ্ন নেশা, লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ হত্যা করে লাশের ওপর উঠে পৈশাচিক নৃত্য করাই যাদের কালো ইতিহাস।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রাণের দুশমনরাও বলতে পারবে না যে তিনি সরকারী অর্থের একটি টাকাও আত্মসাত করেছেন অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করেছেন কিংবা তিনি তাঁর চার সন্তানের কাউকে কোনো কাজ দিয়ে স্বজন প্রীতি করেছেন। আল্লামা সাঈদীর আল্লাহ্ভীরুতা, সততা-স্বচ্ছতা, উন্নত নৈতিক

www.pathagar.com

গুণাবলী ও সাদাসিধা জীবন-যাপনের জন্যে দেশবাসী তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেন। আল্লামা সাঈদী একটানা দশ বছর পিরোজপুর-১ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পিরোজপুরবাসীকে দু'হাতে শুধু দিয়েইছেন, বিনিময়ে কানাকড়ি কিছুই গ্রহণ করেননি। পিরোজপুরবাসী এর স্বাক্ষী। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সততা-স্বচ্ছতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রশংসা না করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এই জালিম সরকার আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৫৭ লক্ষ টাকার আয়কর ফাঁকির ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা করেছে।

আল্লামা সাঈদী, যিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুরক্তের অর্থায়নে নিজ জন্মভূমি পিরোজপুরে পাকা মসজিদ নির্মান করেছেন ১২২ টি, সেমিপাকা ও টিনের মসজিদ নির্মান করেছেন ২ শতাধিক। নির্মান করেছেন অসংখ্য ইয়াতিমখানা, টেকনিক্যাল কলেজ, ভকেশনাল ইন্সটিটিউট, কামিল মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ সত্যের দুশমন এ সরকার সেই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধেই যাকাতের ৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের হাস্যকর ও কৌতুককর অভিযোগে ইসলামি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগর থানায় মামলা করেছে।

ধন্য পিরোজপুরের নদী মাতৃক মাটি, যেখানে আল্লামা সাঈদীর মতো মানব দরদী মানুষের জন্ম। পিরোজপুরের সবথেকে নিকৃষ্ট প্রকৃতির মিথ্যাবাদী মানুষটিও অভিযোগ করতে পারবে না, আল্লামা সাঈদী কিশোর অথবা তরুণ বয়সে কোন মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন, অথবা কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। যে পিরোজপুর ছিলো বাংলাদেশের মধ্যে সবথেকে পশ্চাৎপদ অনুন্নত অবহেলিত জনপদ, সেই পিরোজপুরকে যিনি আধুনিক রূপদান করেছেন, নিজ দেহের তপ্ত রক্ত ঘামাকারে প্রবাহিত করে যিনি পিরোজপুরকে একটু একটু করে গড়েছেন, আধুনিক পিরোজপুরের রূপকার সেই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে অখ্যাত, অপরিচিত, দারিদ্রতার কষাঘাতে মুমূর্ষ ক্ষুধাতাড়িত দুই ব্যক্তিকে অর্থ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মামলা দায়ের করানো হলো যে, তিনি নাকি '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানুষ হত্যা, অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজ করেছেন।

পিরোজপুরের সাধারণ মানুষ আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কল্পিত অভিযোগ দায়েরের কথা জানতে পেরে একদিকে যেমন মর্মযন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে, অপরদিকে কেউ কেউ জালিম সরকারের শানিত খড়্গ কৃপাণ দেখে নিঃশব্দ বোবা কান্নায় পরিবেশ বেদনা বিধুর করেছে। একের পর এক মিথ্যা মামলায় মুসলিম মিল্লাতের অহংকার, পবিত্র কুরআনের ভাষ্যকার আল্লামা সাঈদীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জালিম সরকার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ৪১ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছে। বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী, খুনী, দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদেরকেও টানা ৪১ দিন পুলিশ রিমান্ডে নেয়ার ইতিহাস নেই। অথচ জালিম সরকার আল্লামা সাঈদীর মতো নির্দোষ নিরাপরাধ কোরআনের খাদেমকে দীর্ঘ ৪১ দিন রিমান্ডে নিয়ে বর্বর নির্যাতন করে নিষ্ঠুরতার সকল ইতিহাস ম্লান করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

শৈশবকাল থেকেই যে মানুষটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অদৃশ্য পায়ে সিজদা দিয়ে অভ্যস্থ, নিয়তির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস, সিজদা দেয়ার সুযোগ থেকেও সেই মানুষটিকে বঞ্চিত করেছে আল্লাহ বিদ্বেষী নির্যাতক সরকার। মসজিদের নগরী হিসেবে খ্যাত ঢাকা শহরে রিমান্ডের নামে আলো-বাতাসহীন পূঁতিগন্ধময় ক্ষুদ্র পরিসরের অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ রেখে পবিত্র আজান শোনা থেকেও তাঁকে করা হয়েছে বঞ্চিত। রিমান্ড শেষে যখন আল্লামা সাঈদীকে সিএমএম কোর্টে হাজির করানো হয়েছিল, তখন পুলিশের কাঁধে ভর করে ক্লান্ত শ্রান্ত নির্যাতন ক্লিষ্ট আল্লামা সাঈদী ন্যুজ দেহে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে আদালতে বলেছেন, 'আমার জীবন থেকে এমন ৪১টি দিন ও রাত অতিবাহিত হয়েছে যে, সময় রাত না দিন তা অনুভব করার সুযোগ আমার হয়নি, নামাজের আজান আমার কান পর্যন্ত ওরা পৌঁছতে দেয়নি। প্রহরারত লোকদের কাছ থেকে নামাজের সময় জেনে নিয়ে নামাজ আদায় করেছি।'

ঐ দৃশ্য কল্পনা করলেও যন্ত্রণায় হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে ওঠে, চোখ বেয়ে নেমে আসে মর্মযন্ত্রণার অশ্রুধারা, অবচেতনভাবেই কণ্ঠ চিরে হাহাকার আর মর্মভেদী আর্তনাদ আছড়ে পড়ে, এ কি সেই আল্লামা সাঈদী ! যাঁকে একবার, মাত্র একটি বার চোখে দেখার জন্য অগণিত মানুষ সকল অর্থকরী ব্যস্ততা পরিহার করে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করার পরেও অনুভব করেছে, 'এই তো মাত্র মুহূর্তকাল অতিবাহিত করলাম!' যাঁকে ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করতে সক্ষম হলে 'নিজের জীবন ধন্য হলো' বলে অনুভূতি শানিত হয়েছে, যাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী শুনে অচলায়তন জড়পদার্থের মতো চঞ্চল কিশোরও জমাট বাঁধা বরফের মতো স্থির শান্ত থেকেছে, যাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক কণ্ঠ ঝঙ্কারে আজন্ম লালিত চিন্তা চেতনা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে অগণিত মানুষ নবজন্ম লাভ করেছে, যাঁর আগমনী বার্তা শোনামাত্র অযুত জনতা বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতোই পরিবেশ প্লাবিত করেছে, সেই মহান মানুষটি অত্যাচারী সরকারের রুদ্ধ রোষে কারাগারের অন্ধকক্ষে কঠিন পাথুরে মেঝেয় স্বকরুণ ভঙ্গিতে শীর্ণকায় দেহে অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছেন! এ কথা কল্পনা করলেও দু'গাল বেয়ে নেমে আসে বেদনার অশ্রু। হৃদয়ে হয় রক্তক্ষরন।

নিজ বাসভবনে অবস্থানকালে এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি শান্তিবাগে প্রতি বছর ঈদের নামাজে ইমামতি করতেন। আল্লামা সাঈদী ঈদের নামাজে ইমামতি করবেন, পত্রিকায় এ সংবাদ পাঠ করে দূর-দূরান্ত থেকেও অগণিত মানুষ তাঁর পিছনে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করার জন্যে ভোর থেকেই শান্তিবাগে জমায়েত হতো। জালিম সরকারের নির্মম নিষ্ঠুর আচরণে ঈদগাহ তো বহুদূরে এমনকি মসজিদে পর্যন্ত আল্লামা সাঈদীকে ঈদের নামাজ আদায় করতে দেয়া হয়নি। পবিত্র রমজান ও কুরবানী ঈদের নামাজ তাঁকে কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে আদায় করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, পবিত্র রমজানের অসীম বরকতময় দিনগুলোয় তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করার জন্যে আদালতে করুণ আবেদন জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী এ সরকার তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে রমজান মাসে আল্লাহর রহমতের দিনগুলোয় রোজাদার আল্লামা সাঈদীকে দিনের পর দিন পুলিশ রিমান্ডে রেখে নির্যাতন করেছে। আল্লাহদ্রোহী অভিশপ্ত এ সরকার তাঁকে পবিত্র জুমুয়ার নামাজও

www.pathagar.com

মসজিদে আদায় করতে দেয়নি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দুশমন ক্ষমতাসীন সরকার আল্লামা সাঈদীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিন্দিত করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাঁকে রিমান্ডে রেখে চিহ্নিত দলীয় পুলিশ অফিসারদের দিয়ে মিডিয়ায় প্রচার করিয়েছে, 'সাঈদী পুলিশ রিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাসহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার কথা তিনি স্বীকার করেছেন।' তথ্য সন্ত্রাসে বিশ্বাসী মিথ্যাবাদী সরকার কর্তৃক প্রচারিত এসব মিথ্যার জবাব দেয়ার সুযোগও কারাগারে বন্দী আল্লামা সাঈদীকে দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদও মিডিয়ায় প্রচারের সুযোগ দেয়নি এ স্বৈরাচারী সরকার।

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এ সরকার অনেকগুলো তদন্তদল গঠন করে নির্দেশ দিয়েছে, 'যেভাবেই হোক সাঈদীকে অপরাধী সাজাতেই হবে।' ঐ ব্যক্তিদেরকেই তদন্ত দলে রাখা হয়েছে, যারা আদর্শিক দিক থেকে নাস্তিক্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। চিন্তা-চেতনায় ইসলাম বিদ্বেষী এবং পৌত্তলিক ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসারী। তথাকথিত এসব তদন্তদল এক বার দুই বার নয়, অসংখ্য বার আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে তদন্ত করেও সামান্যতম কোনো প্রমাণও যোগাড় করতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পিরোজপুরের পাড়েরহাটে ব্যবসা ও বসবাসরত আল্লামা সাঈদীকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসাবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করার জন্য এ পর্যন্ত পাঁচবার পিরোজপুরে ট্রাব্যুনালের তদন্তদল গিয়ে তদন্ত করেছে। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে অর্থের প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এতকিছুর পরেও পিরোজপুরের সকল স্তরের মুক্তিযোদ্ধা ও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর সামান্যতম বিতর্কিত ভূমিকা ছিলো না। অবশেষে জালিম সরকার কর্তৃক নিয়োজিত তথাকথিত আন্ত র্জাতিক আদালতের মাসোহারা প্রাপ্ত লোকজন আদালতে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, 'আল্লামা সাঈদীর বক্তব্যে যাদু আছে। লক্ষ-কোটি মানুষ তাঁর যাদুকরী বক্তব্যে প্রভাবিত হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও আছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ পিন-পতন নীরবতায় তাঁর বক্তব্য শোনে। এ জন্যে তাঁকে বন্দী রাখা প্রয়োজন।'

ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত লোক একথা বলে প্রকারান্তরে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং মুসলিম জাতিসত্তা বিদ্বেষী এ সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশকে আধিপত্যবাদী পৌত্তলিক শক্তির গোলামে পরিণত করা এবং মুসলিম চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে দেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্লাবনে প্রবাহিত করার পথে ইসলামী আন্দোলনের মহানায়ক, কোরআনের দুঃসাহসী সিপাহসালার আল্লামা সাঈদী যেনো সমগ্র জাতিকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে সজাগ সচেতন করতে না পারেন, সে জন্যেই জালিম এ সরকার আল্লামা সাঈদীর মতো দেশ প্রেমিক বলিষ্ঠ কণ্ঠকে কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রেখে বিদেশী প্রভুদের কাছে করা তাদের গোলামীর ওয়াদাগুলো পূরণ করতে চায়।

২০১০ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখে আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, তদন্ত করে অতিদ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ

www.pathagar.com

দায়ের করা হবে। মানবতার শত্রু এ সরকার পৃথিবীর সকল আইন-কানুন ও ন্যায়-নীতির মাথায় পদাঘাত করে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আল্লামা সাঈদীর মতো বিশ্ব নন্দিত মুফাস্‌সিরকে বিদেশী প্রভুদের ইশারায় প্রতিহিংসার বশে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী রেখে দেশের ইসলাম প্রিয় জনতাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর শোনা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

আদালত সরকারী তদন্তদলকে কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছিলো, অতিদ্রুত অভিযোগ দায়ের করার জন্য। অর্থের প্রলোভন ও ভয়ভীতির মুখেও পিরোজপুরের সচেতন মানুষগুলো আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় তদন্ত দল অভিযোগ দায়ের করতে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ বারের মতো আদালত গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলো। শেষ বারেও তদন্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন জমায় দেয়ায় ব্যর্থ হলে আদালতের বিচারপতি উপস্থিত সাংবাদিক ও দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সামনে চক্ষু লজ্জার খাতিরে বলতে বাধ্য হলো যে, 'বিনা অভিযোগে ছয় মাস ধরে আটক রেখেছি আর কতদিন আটক রাখবো?'

পবিত্র কুরআনের সিপাহ্‌সালার ও সৈনিকরা অভিযোগ দায়ের করার মতো কোনো অপরাধ করেছেন সে দৃশ্য এ পৃথিবী কখনো কোনো কালে না দেখলেও কুরআনের দুশমনরা তাদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে কারারুদ্ধ করেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিংস্র কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করেছে, কঠিন নির্যাতনের শিকার বানিয়েছে। কারাগারে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। এটাই কুরআনের সিপাহ্‌সালার ও সৈনিকদের করুণ ইতিহাস। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইসলামের দুশমন এ সরকার পবিত্র কুরআনের বহু সৈনিককে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এবার তাদের হিংস্র দন্ত নখর বিস্তার করেছে দুনিয়া কাঁপানো মুফাস্‌সির আল্লামা সাঈদীর দিকে।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কল্পিত অভিযোগে নির্দোষ আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে দেশ বিদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদগণ, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষসহ জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বিষয়টি তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। সচেতন মানুষ সব হতবাক। তারা ভাবতেও পারছেন না, কী করে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মতো একজন মানুষ- যিনি সারাটি জীবন ধরে শুধু মানুষের কল্যাণ সাধনই করেছেন, জালিমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সকল ধরনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, সেই মানুষটিকেই এ জালিম সরকার গ্রেফতার করে পুলিশ রিমান্ডের নামে নির্যাতনের মুখে নিক্ষেপ করেছে!

সচেতন বিবেকবান মানুষ নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি। আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভ হচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের

www.pathagar.com

ইসলাম প্রিয় তাওহীদী জনতা বিক্ষোভ করছে, সরকারের কাছে আল্লামা সাঈদীর মুক্তি দাবী করে স্মারক লিপি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষ প্রতিবাদ মিছিল করেছে, সরকারের কাছে তাঁকে মুক্তি দেয়ার আবেদন করেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষ করে আল্লামা সাঈদীর নিজ জন্মভূমি পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকার প্রধানের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে জানিয়েছেন, "১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন আল্লামা সাঈদী নিজ এলাকা পিরোজপুরের পাড়েরহাট বাজারে তাঁর আত্মীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মুজাহার আলী মল্লিকের সাথে ব্যবসা করতেন এবং পরিবার নিয়ে পাড়েরহাটেই বসবাস করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সামান্যতম ভূমিকাও ছিল না। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের পক্ষে যেসব দল তৈরী হয়েছিল, যেমন রাজাকার, আল বদর, আল আল শামস, মুজাহিদ বাহিনী, শান্তি কমিটি এসবের কোনো কিছুতেই তিনি জড়িত ছিলেন না পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাগণও এসবের সাক্ষী। বীর মুক্তিযোদ্ধারা আল্লামা সাঈদীর মুক্তিদাবী করে বলেছেন, 'তিনি বাংলাদেশেরই শুধু নয়, সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার গর্বিত সন্তান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সামান্যতম বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্পূর্ণ আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব মামলা করা হয়েছে এসব মামলা, মামলার সাক্ষী, তথ্য ও উপাত্ত সবই মিথ্যা। তাঁকে মুক্তি দেয়া হোক, যদি মুক্তি দেয়া না হয় তাহলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনে আদালতে গিয়ে তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিবো"।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো দীর্ঘ ১৭ বছর তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। তিনি যখনই জাতিকে কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন এবং ময়দানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তখন থেকেই ইসলামের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো, তিনি নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ তাঁর নিজ এলাকার সকল ধর্মের সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা সাক্ষ্য দিয়েছে তিনি রাজাকার, আল বদর, আল শামস ছিলেন না এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি সামান্যতম ভূমিকাও পালন করেননি।

আমেরিকা, ইসরাইল ও ভারত এই ত্রিশক্তি তাদের এদেশীয় সেবকদের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদীর প্রতিবাদী বলিষ্ঠ কণ্ঠ স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে বহু পূর্ব থেকেই। তাদের অর্থপুষ্ট টিভি চ্যানেল ও পত্রিকাসমূহ আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কল্পিত কাহিনী বিরামহীনভাবে প্রচার করতে থাকে। পার্লামেন্টে যখন তাঁকে রাজাকার বলা হয়েছিলো তখন তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতীয় রাজাকাররাই কেবলমাত্র তাকে রাজাকার বলতে পারে, তাঁকে রাজাকার বলে যদি কেউ তা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধে দশ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করবেন।' তাঁর এ চ্যালেঞ্জ রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লেও এ পর্যন্ত কেউই তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এগিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারেনি।

জনকণ্ঠ ও সমকাল পত্রিকাসহ ইসলাম বিদ্বেষী যে সকল পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা

www.pathagar.com

খিস্তি খেউড় আওড়িয়েছে, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী ইত্যাদি নানাবিধ অপবাদ ছড়িয়েছে তিনি এসব পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানী মামলা দায়ের করেছেন, প্রমানের জন্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন। এরপরেও ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার দুশমন ভারতের পয়সায় পরিচালিত কয়েকটি পত্রিকা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পকাহিনী প্রচার করেই চলেছে। আধিপত্যবাদী দুশমনদের নীল নক্সা অনুযায়ী এসব প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশকে ইসলামী চেতনা শূন্য করা এবং আল্লামা সাঈদীকে জনগণ থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই যে তাদের সকল তৎপরতা নিয়োজিত করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

আসলে যুদ্ধাপরাধ নয় জনপ্রিয়তাই আল্লামা সাঈদীর অপরাধ। রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য বা জামায়াত নেতা আল্লামা সাঈদীর মূল পরিচয় নয়, জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে শুরু বিশ্বজুড়ে তাঁর পরিচয় তিনি পবিত্র কুরআনের খাদেম বা মুফাসসীরে কুরআন। পৃথিবীর প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে। বাংলাভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে যিনি বিগত ৫০ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন এ শতাব্দীর একজন বড় মাপের কুরআনের পন্ডিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

শুধু বাংলাভাষা বা বাংলাদেশের কথাই বা বলি কেনো, আমাদের ইতিহাসে খুব কম মানব সন্তানই সুদীর্ঘ ৫ দশক ধরে এই অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে অবস্থান করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। এদিক থেকে গোটা বিশ্ব পরিমন্ডলে আল্লামা সাঈদী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মাঠে ময়দানে, পত্র পত্রিকায়, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে রেডিও টেলিভিশনে এক সুদীর্ঘকাল ধরে সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করার ক্ষেত্রেও আল্লামা সাঈদীর বিকল্প কোনো ব্যক্তি আজকের মুসলিম বিশ্বে আছে কিনা সন্দেহ।

কয়েক বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইর শাসক শেখ মুহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাকতুম দুবাইয়ের ন্যাশনাল ঈদ গ্রাউন্ডে আয়োজিত কোরআনের মাহফিলে আল্লামা সাঈদীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রন জানান। কোরআনের ঐ মাহফিল যারা দেখেছেন তারা সবাই বলেছেন যে, কোরআনের কথা বলা ও শোনার জন্য এত বড় আয়োজন সেদেশে এর আগে কখনো হয়নি। গ্রীসের এথেন্স শহরে আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহফিলে বিশাল উপস্থিতির জন্য স্থানীয় সরকারকে এথেন্সের আলেকজান্দ্রা স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দিতে হয়েছিল। গোটা মাহফিলটি সেদেশের দশটি টিভি চ্যানেল থেকে প্রচার করা হয়েছে। দুটি টিভি চ্যানেল তো সরাসরি মাহফিল সম্প্রচার করেছে। আল্লামা সাঈদী সেই বিরল ব্যক্তি যাঁর মুখ নিসৃত কোরআনের বাণী শোনার জন্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে, লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপলে নগর পুলিশকে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। আল্লামা সাঈদীর তাফসীরের এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পৃথিবীর সর্বত্রই। পৃথিবীর যে ভূখন্ডেই এই মানুষটি পা রেখেছেন, দলমত নির্বিশেষে সেখানেই মানুষের মনে কোরআনের প্রতি বিপুল পরিমান এক ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

বাইরের পৃথিবীর এই বিশাল পরিমন্ডলের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভেতরে আল্লামা সাঈদীর বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। বাংলাদেশের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানকার যমীন তাঁর মুখনিসৃত কোরআনের বাণী শোনেনি। একটানা গত পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে হাজার হাজার তাফসীর মাহফিলে কোটি কোটি মানুষকে তিনি কোরআনের কথা শুনিয়েছেন। আজো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরআনের দীপ্ত ঘোষনা শোনার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন বিশ্বের অগণন মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন, এ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় কোরআনের খাদেম, সব মানুষের প্রিয় মুফাসসির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

আল্লামা সাঈদীর পবিত্র কোরআনের খেদমতের সাক্ষী ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের সবুজ শ্যামল এই বাংলাদেশ। তিনি চট্টগ্রামস্থ প্যারেড ময়দানে প্রতি বছর দীর্ঘ ৫ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ২৯ বছর যাবৎ, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রসা মাঠে ৩ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩১ বছর, ঢাকার কমলাপুর মাঠ থেকে পল্টন ময়দানে ৩ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩৩ বছর, রাজশাহীতে ৩ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩০ বছর, খুলনাতে সার্কিট হাউস ময়দানে ২ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩০ বছর। এ ছাড়াও বাংলাদেশের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে তিনি মাহফিল করেননি। কোনো একজন কোরআনের তাফসীরকারকের বিনা বিরতিতে এসব মাহফিলের অনুষ্ঠান এবং এর উপস্থিতি শুধু বিস্ময়করই নয় অনেকটা অবিশ্বাস্যও বটে।

আল্লামা সাঈদীর এ আকাশ চুম্বী জনপ্রিয়তায় দিশেহারা তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তাই তাঁকে জনগণ থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী নানাবিধ অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহর রহমতে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল প্রচেষ্টাই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তার প্রমাণ যেখানেই আল্লামা সাঈদী মাহফিল করেন সেখানেই অগণিত জনতা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতোই আছড়ে পড়ে। এ দৃশ্য গোটা বিশ্বময়। ইসলামের শত্রুদের কাছে এ দৃশ্য অসহনীয় এবং এ কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাঁকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়েছে। বিনা কারণে বন্দী রেখেছে।

ইনশাআল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের সকল কালো পর্দা ভেদ করে কুরআনের স্পিকার আল্লামা সাঈদী অচিরেই সমগ্র জগৎময় পুনরায় পবিত্র কুরআনের কিরণচ্ছটা বিকিরণ করবেন, কুরআনের স্নিগ্ধ আলোয় মুসলমানদের হৃদয় আলোকিত করবেন, অমুসলিমরা তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত পবিত্র কুরআনের অমীয় বাণী শুনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হবেন, তাঁর বজ্র কণ্ঠের প্রতিরোধে ইসলাম বিরোধী শক্তি আবারো থরথর করে কেঁপে উঠবে, সংসদে কিংবা সংসদের বাইরে কোরআন বিরোধী কোন বক্তব্য বা আইন করতে গেলে গর্জে উঠবে এই সিংহ মানব, ঘুমন্ত এই জাতিকে আবারো ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবেন ঘুম ভাঙানোর পাখি আল্লামা সাঈদী এটাই আমাদের অন্তরের বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ তায়ালা আল্লামা সাঈদীকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন, নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন, ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে হেফাজতে রাখুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

www.pathagar.com

মিথ্যা মামলা দায়েরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিমত

যুদ্ধাপরাধ নয় জনপ্রিয়তাই আল্লামা সাঈদীর অপরাধ!

এ জাতির দুর্ভাগ্য, যে মানুষটি সারাটি জীবন কোরআনের দাওয়াত সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করেছেন, সেই মানুষটিকেই ইসলাম বিদ্বেষীরা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তাঁর বিশ্বব্যপি জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে যুদ্ধাপরাধের কাল্পনিক অভিযোগে ২৯ জুন ২০১০ তারিখে তার শহীদবাগস্থ নিজ বাসভবন থেকে আসরের নামাজের পর বিকাল ৪:৪৫ মিনিটের দিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে পুলিশ তার বাসভবন ও এর আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। গ্রেফতারের সময় আল্লামা সাঈদী তাঁর ৯৬ বছর বয়স্ক মায়ের পাশে ছিলেন। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লামা সাঈদী দু রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। এরপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি পুলিশের সাথে গাড়িতে ওঠেন। পুলিশ আল্লামা সাঈদীকে মাগরিবের নামাজের কিছু আগে ৩৬ মিন্টু রোডস্থ ডিবি অফিসে নিয়ে যায়।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর হার্টের ২টি আর্টারিতে রিং পরানো আছে। আরো ২টি আর্টারির একটিতে ৮৫% এবং অন্যটি ৭৫% ব্লকেজ আছে। ইতিপূর্বে লন্ডনের যে হাসপাতালে আল্লামা সাঈদীর হার্টে রিং পরানো হয়েছিল সেই হাসপাতালে ব্লকেজড ২টি আর্টারির সর্বশেষ অবস্থা পরীক্ষাপূর্বক চিকিৎসা নেয়ার জন্য আল্লামা সাঈদীর এপয়েন্টমেন্ট নেয়া ছিল। কিন্তু সরকার গ্রেফতার করার কারনে সেই চিকিৎসা আর নেয়া সম্ভব হয়নি। এখন তিনি প্রায়শই বুকে ব্যথা অনুভব করছেন। ব্যথা বুকের থেকে দু'হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। ব্যথার কারনে মাঝে মধ্যেই ঘুমের ব্যঘাত ঘটে, ব্যথার কারনে মাঝে মধ্যেই ঘুম ভেঙে যায়।

গত ৩৫ বছর যাবৎ ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত, প্রতিদিন তাঁর দেহে ইনসুলিন পুশ করতে হয়। দীর্ঘ দিন ডায়াবেটিক থাকার কারনে মাওলানা সাঈদী চোখের সমস্যায়ও ভুগছেন। এছাড়া বর্তমানে ডায়াবেটিকজনিত আরো কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে করে মাওলানা সাঈদী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

আল্লামা সাঈদী দীর্ঘদিন আর্থাইটিজ রোগে ভুগছেন। যার কারনে তিনি হাটু, কোমর ও পায়ে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করেন। দীর্ঘ সময় দাড়ানো বা বসে থাকা সম্ভব হয় না। আল্লামা সাঈদী বর্তমানে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করছেন। ইদানিং দু'হাতের বাহুতে ব্যথা হওয়ার-কারনে নিজের অযু গোসলেও কষ্ট পাচ্ছেন। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত আল্লামা সাঈদী প্রতিদিন হাটু ও কোমরে থেরাপী নিতেন। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর থেরাপী নিতে না পারার কারনে বর্তমানে তিনি হাটু ও কোমরের অসহনীয় ব্যথায় ভুগছেন।

নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় এ আলেমে দ্বীনকে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার যুদ্ধাপরাধের কাল্পনিক অভিযোগে গ্রেফতার করে একটির পর একটি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন

www.pathagar.com

করেছে। আদালতের আদেশ সত্ত্বেও তাঁকে খাদ্য, পানীয়, ঘুম ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জাতি আশঙ্কা করছে, মানবতার দুশমনরা ক্রমশ তাঁকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও টিভি চ্যানেলে তাঁর নামে মিথ্যা প্রচার করে জনগণের কাছে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁকে নিন্দিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

তদন্ত প্রতিবেদন যখন দাখিল করতে পারছিল না সরকার তখন বারবার এভাবে সময়ের আবেদন এবং তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করা পর্যন্ত আল্লামা সাঈদীকে আটক রাখার সরকারের আবেদনে আদালত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। আদালত সরকার পক্ষের আইনজীবিদের বলেছেন, "শুরু থেকেই আপনাদের মুখে একই কথা শুনছি। আপনারা আগের সকল আবেদনে বলেছেন 'সাঈদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য-প্রমান পাওয়া যাচ্ছে'। এখনো তাই বলছেন। ভবিষ্যতে যে আবেদন করবেন সেখানেও হয়তো একই কথা বলবেন। আপনারা সাঈদীর ব্যাপারে সংবাদপত্র আর ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করছেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমান দিতে পারছেন না। আপনাদের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা কেবল সময় ক্ষেপন করে যাচ্ছেন। আদালত সরকার পক্ষের আইনজীবিদের প্রশ্ন করে বলেন, কোনো অভিযোগ ছাড়াই বিনা কারনে একটি লোককে কতদিন আটক রাখা যায়?"

দেশবাসী মনে করে, আদালতের উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক আচরন ধরা পড়ে গেছে। আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার। কেননা, বহু তদন্ত ও অনুসন্ধান করেও তার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী কিংবা যুদ্ধাপরাধ তো দূরের কথা, সামান্য কোন অপরাধেরই বিন্দুমাত্র উপাদানও খুঁজে পায়নি সরকার। ফলে সরকার বারবার সময়ের আবেদন করে মিথ্যা স্বাক্ষ্য-প্রমাণ দাঁড় করায়। যে কোনো প্রকারে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, দুনিয়া কাঁপানো মুফাস্‌সির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে দোষী সাব্যস্ত করে বন্দী রাখতে চায় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী জালিম সরকার।

বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সিরে কোরআন, অগণন মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গত আগষ্ট'০৯ সালে পিরোজপুরের পাড়েরহাটের মানিক পশারী ও জিয়ানগরের উমেদপুরের মাহবুবুল আলম হাওলাদারকে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে যে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে পিরোজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যাচারে পিরোজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ময়ে হতবাক। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে। তিনি রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স, শান্তি কমিটির সদস্য বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানাতে চাই, মহান মুক্তিযুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর সামান্যতমও বিতর্কিত ভূমিকা ছিলো না।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ম সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার, ৯ম সেক্টরের সেকেন্ডে-ইন-কমান্ড, পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, থানা কমান্ডার, ক্যাম্প কমান্ডার, ইয়ং

www.pathagar.com

অফিসারসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সম্পর্কে যা বলেন তা নিম্নরূপ ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৯ম সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) জিয়াউদ্দীন আহমদ বলেন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে সাঈদী স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স, শান্তি কমিটির সদস্য বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। এসবের তালিকায় কোথাও তার নাম নেই।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৯ম সেক্টরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম তালুকদার বলেন, আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা দুটোর তত্ত্ব-উপাত্ত ও স্বাক্ষী সবই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কারন, আমরা নবম সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে পিরোজপুরে হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহন করি ও পিরোজপুরকে শত্রুমুক্ত করি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসই আল্লামা সাঈদী পাড়েরহাট বন্দরে আমাদের চোখের সামনেই ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা বিরোধী কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুক্তিযুদ্ধে তার মানবতা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী কোন ভুমিকা থাকলে তা আমাদের আগে বা আমাদের চেয়ে বেশী অন্য কারো জানার কথা নয়। তিনি স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স, শান্তি কমিটির সদস্য বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে।

পিরোজপুরের সাবেক সংসদ সদস্য, যুদ্ধকালীন কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী নুরুজ্জামান বাবুল বলেন, '৭১ সালে আমি সুন্দরবনে মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। আমরাই পিরোজপুর শত্রুমুক্ত করেছি। '৭১ সালে পাড়েরহাট-জিয়ানগরের সব রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীদের ধরে নিয়ে সুন্দরবনে হত্যা করা হয়েছে। আল্লামা সাঈদী যদি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী হতেন তাহলে তার জীবিত থাকার কথা নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেটা আমারও দাবী। কিন্তু একজন নিরীহ, নিরাপরাধ আলেমকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানী করার নিন্দা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।

মুক্তিযুদ্ধে পিরোজপুর জেলার সাবেক কমান্ডার গৌতম রায় চৌধুরী বলেন, ১৯৭১ সালে আল্লামা সাঈদী রাজাকার ছিলেন না। রাজনৈতিক কারণেই তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে। সাঈদী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোনো কুকর্ম করে থাকলে আমরাই সবার আগে জানতাম। পিরোজপুরে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কারা অংশগ্রহন করেছেন এবং কতজন লোক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, তা আমাদের স্মরণ থেকে মুছে যায়নি। আল্লামা সাঈদী মুক্তিযুদ্ধে সামান্যতম বিতর্কিত ভূমিকাও পালন করেননি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সরকারী দলিলে-পত্রেও এর প্রমাণ রয়েছে।

যুদ্ধকালীন ইয়ং অফিসার, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমডি লিয়াকত আলী শেখ বাদশাহ বলেন, আল্লামা সাঈদী রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। এসবের তালিকাতেও তার

www.pathagar.com

নাম নেই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আল্লামা সাঈদী স্বাধীনতা বিরোধী কোন কর্মকান্ড করেছেন বলে আমি শুনিনি, দেখিওনি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর আল্লামা সাঈদীর মত একজন বিশ্ব বরেণ্য আলেমকে এভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করায় আমি বিস্মিত, হতবাক।

মুক্তিযুদ্ধে পিরোজপুর জেলার সাবেক ডেপুটি কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক মুনান বলেন, আল্লামা সাঈদী '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোনো কাজ করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়েই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। সরকার সাঈদীর প্রতি সুবিচার করবে বলে আমি আশা করছি। আল্লামা সাঈদী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হত্যা, লুটপাটসহ কোনো ধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো কাজ তিনি করেছেন বলে আমি কোনো দিন শুনিনি। সাঈদী যদি অপরাধী হতেন তাহলে তার বিচার আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বহু আগেই করতাম। আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জ মিথ্যাচার জাতি মেনে নিবে না।

পিরোজপুর পৌরসভার কমিশনার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বাতেন বলেন, আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে। যুদ্ধাপরাধীর বিচার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমিও চাই। কিন্তু, আল্লামা সাঈদীর মতো একজন কুরআনের মুফাস্সিরকে মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হবে তা মেনে নেয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, আমি মেজর (অব.) জিয়ার নেতৃত্বে পিরোজপুরে প্রবেশ করে পিরোজপুরকে শত্রুমুক্ত করি। আমারা কোনদিনই আল্লামা সাঈদীর নাম স্বাধীনতা বিরোধী বা রাজাকার হিসেবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শুনিনি। সাঈদী একজন ভালো মানুষ। আল্লামা সাঈদীকে রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্র সফল হবে না।

মুক্তিযুদ্ধে পাড়েরহাটের ক্যাম্প কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খসরুল আলম খসরু বলেন, আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আজ যেসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা থেকে তিনি মুক্ত। তিনি রাজাকার ছিলেন এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। যারা বলছে তারা তাদের খেয়াল-খুশি মতোই বলছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর কোনো বিতর্কিত ভূমিকা ছিলো না। তিনি রাজাকার, আলবদর, আল শাম্স, শান্তি কমিটির সদস্য, যুদ্ধাপরাধী বা মানবতা বিরোধী কোনো কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাস তিনি আমাদের চোখের সামনে এই পাড়েরহাটেই ছিলেন। পাড়েরহাট বাজারে তিনি তার ভায়রার সাথে ব্যবসা করতেন। আর আমি ছিলাম পাড়েরহাটের ক্যাম্প কমান্ডার। আল্লামা সাঈদী মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী কোন ভূমিকা থাকলে তা আমার আগে বা আমার চেয়ে বেশী অন্য কারো জানার কথা নয়।

পাড়েরহাটের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকাররম হোসেন কবীর বলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আল্লামা সাঈদী পিরোজপুরের পাড়ের হাট বন্দরে অবস্থান করেছেন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে এ পিরোজপুর থেকেই তিনি তাফসীর মাহফিলের সূচনা করেন। হিংসুকরা প্রচার করছে তিনি নাকি মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৪ বছর বিদেশে

www.pathagar.com

পালিয়েছিলেন। এই মিথ্যা প্রচারকে আমরা ঘৃণাভরে ধিক্কার জানাই। গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বীর মুক্তিযোদ্ধা আল্লামা সাঈদীর সাথে থেকে তাঁকে বিজয়ী করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, পিরোজপুরবাসী এর সাক্ষী। সাঈদী যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার হলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা কোনোক্রমেই তাঁর পাশে দাঁড়াতাম না।

সর্বস্তরের মানুষ, সকল ধরনের মিডিয়া ও দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে আমি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আমরা পিরোজপুরবাসী তাঁকে শৈশব কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত কাছ থেকে দেখে আসছি। সকল ধরনের অন্যায়মূলক কর্ম থেকে তাঁর অবস্থান বহুদূরে। আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু প্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কল্পনা প্রসূত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

নাজিরপুরের যুদ্ধকালীন ডেপুটি কমান্ডার এ্যাডভোকেট শেখ আব্দুর রহমান বলেন, যতোই মিথ্যা মামলা হোক, যতোই ষড়যন্ত্র হোক আর মিডিয়া যতোই অপপ্রচার করুক পিরোজপুরবাসী জানে, '৭১ সালে সাঈদী রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। এ সত্য প্রমানিত হবেই। আল্লামা সাঈদী বিশ্বব্যপি জনপ্রিয় মানুষ। আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) কথা বলাই তার অপরাধ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ইয়ং কমান্ডার খন্দকার রেজাউল আলম সানু বলেন, আল্লামা সাঈদীর আকাশ চুম্বী জনপ্রিয়তায় দিশেহারা তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তাই তাকে জনগন থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাজাকার, আল বদর, মানবতা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ইত্যাদি নানাবিধ অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি ষড়যন্ত্রকারীদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। কারন, আল্লামা সাঈদী রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। মিথ্যা মামলা ও ষড়যন্ত্র করে আল্লামা সাঈদীকে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

জিয়ানগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বেলায়েত হোসেন বলেন, আল্লামা সাঈদী কোনো খারাপ কাজে জড়িত ছিলেন না। সাঈদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন। তিনি এমন কোনো কাজ করেননি যা যুদ্ধাপরাধের আওতায় পড়ে। তার বিরুদ্ধে পিরোজপুরে যে ২টি যুদ্ধাপরাধের মামলা হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হবেই। তিনি সৎ মানুষ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফ বালী বলেন, ১৯৯৭ সালে বাজেট বক্তৃতায় আল্লামা সাঈদী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতেই জাতীয় সংসদে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে এমন কোনো বাবার সন্তান নেই যে আমাকে রাজাকার বলতে পারে। যারা ভারতীয় রাজাকার তারাই আমাকে রাজাকার বলতে পারে। আমি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলাম না। আমার উপস্থিতিতে যদি কেউ তা প্রমাণ করতে পারে তাহলে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে জাতীয় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করবো। কিন্তু কেউ তার চ্যালেঞ্জ আজো গ্রহণ করেনি। গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮) পিরোজপুর, নাজিরপুর ও জিয়ানগরের স্বনামধন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আল্লামা সাঈদীর সাথে থেকে তাকে বিজয়ী করার জন্য দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন,

www.pathagar.com

নির্বাচনী জনসভাগুলোতে বক্তৃতা দিয়েছেন। পিরোজপুরবাসী এর সাক্ষী। আল্লামা সাঈদী যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার হলে এসব মুক্তিযোদ্ধারা কোনোক্রমেই সাঈদীর পক্ষাবলম্বন করতেন না। মূলতঃ আল্লামা সাঈদীকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে।

পাড়েরহাটের ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. সালাম তালুকদার বলেন, এখন তো দিন খারাপ যাচ্ছে। সত্য কথা বলা মুশকিল। একজন নির্দোষ-নিরাপরাধ মানুষকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে যুদ্ধাপরাধের কাল্পনিক অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। '৭১ সালে আল্লামা সাঈদীকে কোনো কুকর্ম করতে দেখি নাই। তিনি নির্দোষ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান বাহাদুর বলেন, আল্লামা সাঈদীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বাম ঘরানার নেতারা এবং পিরোজপুরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে যে নাটক প্রচার করেছে তা গোয়েবলসকেও হার মানিয়েছে। সাঈদীর বিরুদ্ধে করা যুদ্ধাপরাধ মামলা যে সাজানো এবং ষড়যন্ত্রমূলক তা জনগনের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে আলোচনা অনুষ্ঠানে স্টিফেন জে র‍্যাপ

যাদের জন্য আইন করা হয়েছিল তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী বিচারের নামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বড় ধরনের প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছে বলে মনে করেন বিশিষ্ট বৃটিশ আইন বিশেষজ্ঞ জন কামেগ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) গঠন এবং কিছুসংখ্যক বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদকে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত করে তাদের বিচারের নামে বড় ধরনের প্রহসনের আয়োজন করেছে। এ বিচার সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং যাদেরকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেই ইতোপূর্বে 'গণআদালত' গঠন করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রায় প্রদানের সাথে জড়িত ছিলেন।

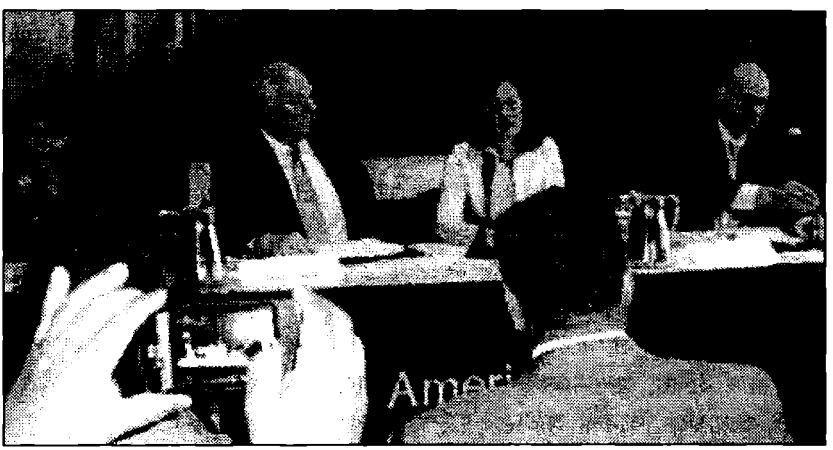

অপরদিকে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামবাসেডর-এট-লার্জ স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেছেন, যে আইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে যাচ্ছে সে আইন প্রণীত হয়েছে অপরাধ সংঘটিত হবার পর এবং যাদের বিচারের উদ্দেশ্যে আইনটি করা হয়েছিল সেই ১৯৫ পাকিস্তানি সেনা অফিসার এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাংলাদেশের যেসব নাগরিক তাদেরকে সহযোগিতা করে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত হয়েছিল সরকার তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার জন্য আইনটি সংশোধন করেছে। তিনি বলেন, এটি আন্তর্জাতিক কোন বিচার নয়, বাংলাদেশের নিজস্ব বিচার। যুক্তরাষ্ট্র শুধু দেখছে যে, এই বিচার প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা। অভিযোগ গঠন না করেই দীর্ঘদিন যাবত আটক রাখার সমালোচনা করেন তিনি।

www.pathagar.com

গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকান সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল' (এএসআইএল) এর সদর দফতরে এএসআইএল, দি ক্রাইমস অব এডুকেশন প্রজেক্ট ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ওয়াশিংটন কলেজ অব ল'এর সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান ল' এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের উপর আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আইন বিশেষজ্ঞ কেইটলিন রেইজার, ক্রিস্টিন হাসকে এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত আকরামুল কাদের উপস্থিত ছিলেন। ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে আলোচনা অনুষ্ঠানে।

স্টিফেন র‍্যাপ বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) মানদন্ডে ফেলে বাংলাদেশের ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের সংশোধনীতে অপরাধীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তা বাস্তবসম্মতও নয়। কারণ বিচারের আওতায় যাদের আনা হচ্ছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার উদ্দেশ্যেই আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু বিচারের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা সংক্রান্ত যেসব চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে সেসব অনুসরণ করে এ বিচার করতে হলে বর্তমান আইনটির অধিকতর সংশোধন ছাড়াও সংবিধান সংশোধনীর প্রয়োজন, যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সেজন্য আমি আদালতের বিধিমালা সংশোধনসহ আরো কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করেছি, যে সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে আইনমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মত হয়েছেন। ইতোমধ্যে ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরকে আটক রাখা সম্পর্কে তার পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে র‍্যাপ বলেন যে, এ বিষয়টি অবশ্যই পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সম্মতি না দেয়া প্রশ্নে র‍্যাপ বলেন, অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশে এ রীতি চালু আছে এবং উভয় পক্ষই প্রয়োজনে বিদেশী আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এ রীতি অনুমোদন না করলে সে ক্ষেত্রে বিদেশী আইনজীবীরা বাংলাদেশী আইনজীবীদের উপদেষ্টা হিসেবে সহায়তা করতে পারেন। তিনি আরো বলেন, তিনজন বিচারকের একটি ট্রাইব্যুনাল হাজার হাজার অভিযুক্তের বিচার করবে, এটাও বাস্তবসম্মত নয়। সিয়েরালিওনে অভিযুক্ত সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচার করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ১৩ জনের। বাংলাদেশকেও অনুরূপ প্রসিকিউশন স্ট্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে।

জন কামেগ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে নৃশংসতার ঘটনা ঘটেনি বলা হলে সত্যের অপলাপ হবে। উভয় পক্ষের দ্বারা নৃশংসতা ঘটেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের আদেশ বলে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ মার্জনা করে দেয়া হয়েছে। বিরোধী পক্ষের প্রতিও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

সে ক্ষমা অগ্রাহ্য করে তাদেরকে ৪০ বছর পর ট্রাইব্যুনালে বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। বাংলাদেশ সরকার ট্রাইব্যুনালকে পরিণত করেছে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে। বিচারে স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত না করতে পারলে এর ফলাফল বিপজ্জনক হতে বাধ্য। তিনি অভিযোগ করেন যে দশ মাস যাবত পাঁচজন বিরোধী দলীয় নেতাকে বিনা অভিযোগে আটক রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, যার সাথে তাদেরকে আটক রাখার কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখনো জানেন না যে কি কারণে তাদের আটক রাখা হয়েছে। দশ মাস পরও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং সেখানে অভিযুক্তের আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে দেয়া হচ্ছে না। তদন্ত কর্মকর্তা জেরার মাঝ পর্যায়ে এসে সাংবাদিকদের ব্রিফিং দিচ্ছেন যে আসামী তার অপরাধ স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর কোন রেকর্ড নেই। কি করে তদন্ত কর্মকর্তা সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন? বিচার কার্যে কি এর কোন প্রভাব পড়বে না? এমন পরিস্থিতিতে অন্য দেশে বিচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং এ ধরণের আচরণের জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। তিনি প্রশ্ন করেন, ট্রাইব্যুনাল কি স্বাধীন? বিচারক, প্রসিকিউটর, তদন্ত কর্মকর্তা সবাই সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ রাখা হয়নি।

এক প্রশ্নের উত্তরে স্টিফেন র‍্যাপ বলেন, বাংলাদেশ সরকারের যেসব ব্যক্তির সাথে তার আলোচনা হয়েছে তারা তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ট্রাইব্যুনাল যাতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত না হয় তারা তা নিশ্চিত করবেন। ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করবে, তারা যে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করেছিল সেজন্য নয়। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিচারকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তারা বিচারে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে পারবেন কিনা সে প্রশ্নও উঠতে পারে। এসব সমস্যা দূর করতেই আমি কিছু সুপারিশ দিয়েছি, সেগুলো অনুসরণ করলে আশা করা যায় যে বিচারে ন্যূনতম আন্তর্জাতিক মান সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। উপযুক্ত পদ্ধতির চর্চা এবং যে বিধিগুলো পরিবর্তন করতে বলেছি সেগুলো পরিবর্তন করা হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২২-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে স্টিফেন র‍্যাপের ১০ দফা সুপারিশ

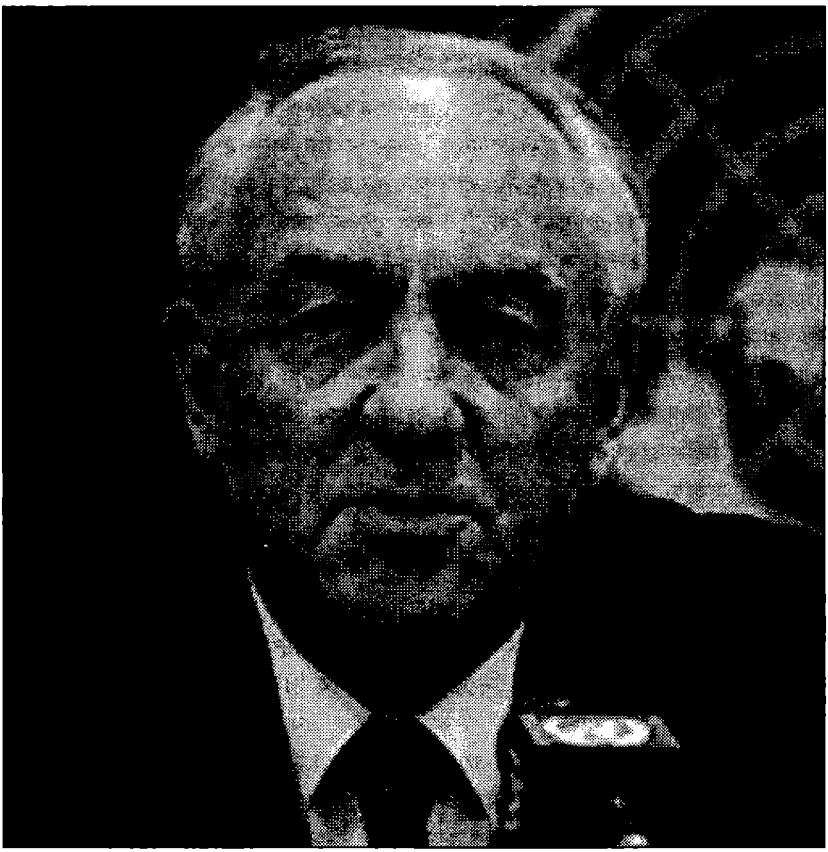

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার জন্য ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকা সফর করেন। তিনি সরকারের শীর্ষ দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে বৈঠক করেন। সেই সাথে ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করেন এবং প্রসিকিউশন ও অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের সাথেও কথা বলেন। তিনি এই বিচারকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এবং বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ১০ দফা সুপারিশ পেশ করেন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে। এ নিয়ে দৈনিক সংগ্রামে ২০১১ সালের ২১ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ১০টি সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টগুলো করেন ***সামছুল আরেফীন।***

www.pathagar.com

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-১

স্বাধীন স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক মানের বিচারের জন্যে আইন সংশোধন প্রয়োজন

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচারকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার জন্য রুলস অব প্রসিডিউরসহ আইন সংশোধন প্রয়োজন বলে মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ। তিনি যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নজির তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-বাংলাদেশ) এর বিচার আন্তর্জাতিক মানের করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলবেন। আইসিটিকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে এর বিচার প্রক্রিয়া স্বাধীন, স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়, আর এটা করা হবে দেশের জনগণের জন্যই। তিনি এ ব্যাপারে রোম স্ট্যাটিউটসহ বহু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি, কনভেনশনের বাংলাদেশের অনুসমর্থনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি স্পষ্টই বলেন, আমি যে সুপারিশ করেছি তা বাস্তবায়নে তোমরা যদি মনে কর রুলস পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, তাহলে তোমরা আইনের সংশোধন করতে পার।

গত জানুয়ারি (২০১১) মাসে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকা সফরে আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ। সে সময় তিনি সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক, প্রসিকিউটরসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠক করেন। এছাড়া তিনি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আটককৃতদের আইনজীবীদের সাথেও কথা বলেন। বাংলাদেশ সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্র ফেরার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন স্টিফেন র‍্যাপ। এ বিষয়ে গত মার্চ মাসে (২০১১ সাল) তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপুমনি ও আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের কাছে ১০ দফা সুপারিশ সংবলিত অভিন্ন চিঠি পাঠিয়েছেন। এতে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচারকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে কী করতে হবে এ ব্যাপারে বেশ কিছু সুপারিশ রয়েছে। চলতি মে মাসের শুরুতে তিনি পুনরায় ঢাকা সফর করেন।

বিচারকে আন্তর্জাতিক মানের করার ক্ষেত্রে র‍্যাপের করা সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার গড়িমসি করছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ, বসনিয়ায় যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে গণমাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাষ্ট্রদূত র‍্যাপের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৭ সপ্তাহ হতে চলল। তার এবারের সফরে এ সুপারিশসমূহে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কিন্তু তার পরও এগুলোর বাস্তবায়নের ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, সংবিধান ও আইন সংশোধন ছাড়া রাষ্ট্রদূত র‍্যাপের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কার্যকর হবে না।

বাংলাদেশে যে আইন দিয়ে কথিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, ১৯৭৩ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল বিদেশী সৈন্যদের বিচারের জন্য।

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার সেই আইনটিই বাংলাদেশী বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এই আইনটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত নয় বলে ইতোমধ্যেই দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছে।

আইন ও রুলস অব প্রসিডিউর এর সংশোধন ছাড়া আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও স্বচ্ছভাবে যুদ্ধাপরাধের বিচার করা সম্ভব নয় বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া চিঠিতে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। চিঠিতে সংগঠনের এশীয় অঞ্চলের পরিচালক ব্রাড এডাম্স ৮ দফা সুপারিশ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার নিউইর্য়ক থেকে চিঠিটি প্রকাশ করা হয়। চলতি মাসেই বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্যক্রম নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান মারিও ডিয়াজ ব্যালার্ট। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ ও অব্যবস্থাপনায় পূর্ণ এই ট্রাইব্যুনাল থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। এর আগে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ আইনে স্বচ্ছ বিচারে বিশ্বস্বীকৃত মানদন্ড অনুপস্থিত বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছিলেন

মার্কিন সিনেটর জন বুজম্যান। গত ডিসেম্বরে লেখা এই চিঠিতে এই অভিযোগে আটকদের ব্যাপারে মৌলিক মানবাধিকার খর্ব করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত র‍্যাপের করা সুপারিশে আইন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা, ১০ দফা সুপারিশ ছাড়া আরো ৪টি বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। বিধির কোন ধারায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও ট্রাইব্যুনালের বিধির আলোকে তা কী হতে পারে এরও একটা বর্ণনা তিনি চিঠির সাথে পাঠিয়ে দেন।

চিঠিতে র‍্যাপ বলেন, যুদ্ধাপরাধ বিচারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিটি) প্রধান সমস্যা হলো এর সাংবিধানিক বা আইনী ভাষা। বাংলাদেশের এ আইন প্রণয়নের পর আন্তর্জাতিক আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গঠন করা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে।

বাংলাদেশ সফরকালে সরকারি কর্মকর্তা, ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও আইনজীবীদের সাথে আলাপের ফলে আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের যে আইনের অধীনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করা হয়েছে সে আইনটি সংশোধন করা কঠিন।

র‍্যাপ বলেন, যেহেতু ১৯৭৩ সালের আইনের সংশোধন কঠিন, তাই রুলস অব প্রসিডিউর বা কার্যপ্রণালী বিধি পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছি আমি, যা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারি হয়েছে। রুলস অব প্রসিডিউর সংক্রান্ত দশম অধ্যায়ে স্বীকার করা হয়েছে যে, যেসব বিধি-বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং ট্রাইব্যুনাল মনে করলে এগুলো সংশোধন, সংযোজন এবং বিকল্প প্রতিস্থাপন করতে পারবে। তাই আমি ১৯৭৩ সালের আইনের রুলস অব প্রসিডিউর সংশোধন করে কিভাবে বিচার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করা যায় সে বিষয়ে কিছু উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। তিনি আরো বলেন, আমি যে সুপারিশ করেছি তা বাস্তবায়নে তোমরা যদি মনে করো রুলস পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, তাহলে আমি বিনয়ের সাথে বলছি, তোমরা আইনের সংশোধন করতে পারো, যাতে

www.pathagar.com

করে প্রস্তাবিত রুলস এবং প্র্যাকটিস বাস্তবায়ন সম্ভব হয় তা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়।

চিঠিতে আইন নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে র‍্যাপ বলেন, আইসিটি'র প্রথম নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট যা ১৯৭৩ সালে প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৩ সালে সংসদে এ আইন পাসের পর ১৯৭৩ সালের অ্যাক্ট নামে পরিচিত এ আইনটি সামান্য সংশোধন করা হয় ২০০৯ সালে। ১৯৭৩ সালের আইনটি প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয় যাতে যুদ্ধাপরাধ বিচারের লক্ষ্যে গঠিত আদালতের সামনে সংবিধান কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৪০ বছর আগে প্রণীত আইনের মাধ্যমে ২০১১ সালে যে আদালত গঠন এবং বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে তাতে বেশকিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৩ সালের আইনটি নুরেমবার্গ কোড অনুসারে তৈরি করা হয়। এরপর থেকে মানবিক আইনের আন্তর্জাতিক দর্শন পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল, যুগোশ্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল, সিয়েরালিওনে বিশেষ আদালত গঠন এবং আইসিসি প্রভৃতি গঠনের ফলে মানবিক আইনের দর্শন বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে কথা দিয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের বিচার এবং এক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তারা নেবে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে যুগোশ্লাভিয়ার ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিওয়াই) এবং রুয়ান্ডার ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিআর) এর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতে পারে। কেননা, এসব ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের ২০০-এর অধিক চার্জ গঠিত হয়েছিল। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সিয়েরালিয়নের বিশেষ কোর্ট (এসসিএসএল) এবং কম্বোডিয়ার বিশেষায়িত চেম্বার কোর্ট (ইসিসিসি) এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে। কারণ এসব হাইব্রিড কোর্টের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সাথে জাতিসংঘের চুক্তি ছিল।

চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ অবশ্যই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) এর রোম স্ট্যাটিউট অংশীদার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এর অনুমোদন করেছে। তাই আইসিসি এর অপরাধের উপাদান, আইসিসি'র কার্যপ্রণালী, মামলার দলিল বাংলাদেশের নাগরিকদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনট্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর)সহ বহু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি, কনভেনশন এর অনুসমর্থন দিয়েছে। আর এগুলোই এখন স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার জন্য কার্যকর। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করছি, বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আইসিসিপিআর এর নির্দেশনা, আইসিসি'র অপরাধের উপাদান, কার্যবিধি এবং আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের আইন ও প্রাকটিস বাংলাদেশের আইসিটি এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ সরকার আইসিটি-এর বিচার আন্তর্জাতিক মানের করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলবে। আইসিটিকে শক্তিশালী করবে, যাতে এর বিচার প্রক্রিয়া স্বাধীন, স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়, আর এটা করা হবে দেশের জনগণের জন্যই।

২১.৫.১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-২

পরে আইন করে পূর্বের অপরাধের বিচার করা যায় না

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ আন্তর্জাতিক আইনের উদাহরণ দিয়ে বলেন, পরে আইন প্রণয়ন করে পূর্বের অপরাধের বিচার করা যায় না। ১৯৭৩ সালে প্রণীত আইনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আপিল বিভাগ না থাকার সমালোচনা করে বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র আপিল বিভাগ গঠন সম্ভব সুপ্রিমকোর্টের বিধানের সাথে সমন্বয় করে। পৃথক এ আপিল বিভাগের রুলস অব প্রসিডিউর সুপ্রিমকোর্টের রুলস অব প্রসিডিউর থেকে আলাদা হবে।

গত জানুয়ারি (২০১১) মাসে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকা সফরে আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ।

বাংলাদেশ সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্র ফেরার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন স্টিফেন র‍্যাপ। এ বিষয়ে গত মার্চ মাসে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদের কাছে ১০ দফা সুপারিশ সম্বলিত অভিন্ন চিঠি পাঠিয়েছেন। এতে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচারকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে কী করতে হবে এ ব্যাপারে বেশকিছু সুপারিশ রয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে তিনি পুনরায় ঢাকা সফর করেন।

রাষ্ট্রদূত র‍্যাপের করা সুপারিশে আইন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা, ১০ দফা সুপারিশ ছাড়া আরও ৪টি বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। বিধির কোন ধারায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও ট্রাইব্যুনালের বিধির আলোকে তা কী হতে পারে এরও একটা বর্ণনা তিনি চিঠির সাথে পাঠিয়ে দেন। আজকে তার প্রথম দফা সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

অতীত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন নিয়ে প্রশ্ন ঃ স্টিফেন জে র‍্যাপের চিঠিতে বলা হয়েছে ঃ ১৯৭৩ সালে প্রণীত আইনের ওপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে যে আদালত গঠন করা হয়েছে তাতে বেশকিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো অতীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ আইনের গ্রহণযোগ্যতা।

কারণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইসিসিপিআর (ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস)-এর ১৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত কোনো আইনে কোনো ব্যক্তিকে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারবে না যদি ওই ব্যক্তি আইন প্রণয়নের পূর্বে অপরাধ করে থাকে।' অর্থাৎ পরে আইন প্রণয়ন করে পূর্বের অপরাধের বিচার করতে পারবে না। বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের উচিত ১৯৭৩ সালের আইনের

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করা, যাতে বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন ও সনদে স্বাক্ষর করেছে, সেসব বিষয় ট্রাইব্যুনালে বজায় থাকে। ১৯৭৩ সালের আইনের যে রুলস অব প্রসিডিউর রয়েছে তা আইসিসিপিআর'র ১৫ ধারার সাথে সামঞ্জস্য কিনা তা-ও মিলিয়ে দেখা দরকার।

র‍্যাপের চিঠিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে প্রণীত ট্রাইব্যুনাল কোনো আন্তর্জাতিক আদালত নয়, একটি দেশীয় আদালত। তাই অতীতের আইনকে কার্যকর করতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে হতে হবে। আমি ঢাকা সফরের সময় অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেছি, ১৯৭৩ সালের এ আইন এবং ২০০৯ সালের সংশোধন বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে প্রয়োগযোগ্য কিনা, ১৯৭৩ সালের আইনের বিধিবিধান এবং ২০০৯ সালের সংশোধনী আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী হয়েছে কিনা অথবা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে যেকোনো পক্ষের।

ট্রাইব্যুনালে পৃথক আপিল বিভাগ গঠন করা উচিত : র‍্যাপের চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ-আদালতের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো আপিল বিভাগ রাখা হয়নি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং বিশেষ আদালতে এ ব্যবস্থা রাখা হয়। ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত রায় দেয়ার পর আসামি পক্ষ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে শুনানির জন্য যেতে পারবে। সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ১৯৭৩ সালের আইনে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র আপিল বিভাগ গঠন সম্ভব সুপ্রিমকোর্টের বিধানের সাথে সমন্বয় করে। পৃথক এ আপিল বিভাগের রুলস অব প্রসিডিউর সুপ্রিমকোর্টের রুলস অব প্রসিডিউর থেকে আলাদা হবে।

কার্যকরী সুপারিশ : এক্ষেত্রে র‍্যাপ তার সুপারিশে রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিআর) এর রুলস অব প্রসিডিউর ও এভিডেন্স এর আলোকে সুপারিশ করেছেন যা ১৯৯৫ সালের ২৯ জুন প্রণীত হয়।

২০০৯ সালের ১ অক্টোবর তা সংশোধিত হয়। এ ব্যাপারে আইসিটিআর এর '৭২ ধারায় প্রাথমিক শুনানির বিষয়ে ৩টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কী কী বিষয়ে প্রাথমিক শুনানি হতে পারে, প্রাথমিক শুনানির বিষয়ে আপিল এবং তার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

২২-৫-১১ : সংগ্রাম

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৩

আইনে অপরাধের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ আইন সংশোধনের জন্যআইসিসি'র সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ

বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেছেন, যুদ্ধাপরাধ বিচারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাতে

www.pathagar.com

অপরাধের সঠিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই এবং অপরাধকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। অপরাধের সঠিক কোনো সংজ্ঞা নেই। এজন্য তিনি আইনের সংশোধন করার পরামর্শ দেন, যাতে ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর এলিমেন্টস অব ক্রাইমস থেকে গাইডলাইন গ্রহণ করতে পারেন।

তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের আইনে বর্ণিত অপরাধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সহায়তা নিতে পারে বাংলাদেশ। কারণ আইসিসি'র আইনে বিভিন্ন অপরাধকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং অপরাধের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধ বা গণহত্যা এই আদালতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আইসিসি এর অপরাধের ধরনের মধ্যে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ আছে। সেখান থেকেও সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

র‍্যাপ বলেন, ১৯৭৩ সালের আইনে বিভিন্ন অপরাধের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নেই। কোনো অপরাধে কাউকে অভিযুক্ত করার আগে যাতে সে অপরাধকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয় সে ব্যাপারে আইনে সংশোধন করা দরকার, যাতে ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য আইসিসি'র এলিমেন্টস অব ক্রাইমস' থেকে গাইডলাইন গ্রহণ করতে পারেন।

কার্যকরী সুপারিশঃ

র‍্যাপ তার সুপারিশে আইসিসি'র এলিমেন্টস অব ক্রাইমস' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আর্টিক্যাল ৭ ও ৮ এর ব্যাপারে ২২ পৃষ্ঠার দিকনিদের্শনা দিয়েছেন। এতে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তি বিনষ্টকারী অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি অপরাধের সংজ্ঞা দিয়েছেন, গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন ধারা, উপ-ধারায় তা সংযোজন করা যায়, তারও একটা বর্ণনা সেখানে রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া দ্বিতীয় সুপারিশে তিনি একথা বলেন।

রাষ্ট্রদূত র‍্যাপের করা সুপারিশে আইন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা, ১০ দফা সুপারিশ ছাড়া আরো ৪টি বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। বিধির কোন ধারায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও ট্রাইব্যুনালের বিধির আলোকে তা কী হতে পারে এরও একটা বর্ণনা তিনি চিঠির সাথে পাঠিয়ে দেন

২৩-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৪

কাউকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার বা আটকাদেশ দেয়া যাবে না

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ তার সুপারিশে অভিযুক্তদের অধিকার রক্ষা করার আহবান জানিয়ে বলেন, কোনো ব্যক্তি যত বড় অপরাধের অভিযোগেই অভিযুক্ত হোক না কেন তার অধিকার রক্ষা করতে হবে। তাকে তার সব আইনি সুরক্ষা ভোগ করার নিশ্চয়তা দিতে হবে। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কভেনট্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর)-এর বিভিন্ন ধারা তুলে ধরে বলেন, সবারই নিরাপদ বা স্বাধীন থাকার অধিকার আছে। তাই কাউকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার বা আটকাদেশ দেয়া যাবে না। আটক করার সময়ই আটককৃতকে তার কারণ জানিয়ে দিতে হবে। আটকাদেশ বৈধ কিনা তা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকবে। কাউকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকবে। তিনি বলেন, যেকোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে নেয়া হবে তিনি নিরপরাধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ প্রমাণিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া তৃতীয় সুপারিশে একথা বলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির যেসব আইনি সুরক্ষা ও অধিকার পাওয়ার কথা, সেসব যদি যথাযথভাবে তাদের না দেয়া হয় এবং এ কারণে যদি ট্রাইব্যুনালের বিচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে অভিযুক্তরা রেহাই পেয়ে যাবেন। ভুক্তভোগীর জন্যও এটি সুখকর হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির কী কী অধিকার রয়েছে সেগুলো আইসিসিপিআর-এ বর্ণিত আছে। বাংলাদেশ যার একটি পক্ষ।

র‍্যাপ তার চিঠিতে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন, আইসিসিপিআরসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেসব আইনি সুরক্ষা ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি পেতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করে সংবিধানে একটি ধারা সংযোজন করা উচিত।

যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে এবং যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান করা হয়েছে, তাদের সবার ক্ষেত্রেই এ অধিকার প্রযোজ্য হবে। এখানে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন, আইসিসিপিআর এর বাংলাদেশও একটি পক্ষ। কার্যবিধির মাধ্যমে অভিযুক্তদের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) এর প্রতি বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা যেমন বাড়বে, তেমনি এর ভাবমর্যাদাও সমুন্নত হবে।

কার্যকরী সুপারিশ: তিনি আইসিসিপিআর এর ৬, ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৫, ২৬, ২৭ ধারা তুলে ধরেন।

যেসব ধারায় অভিযুক্তদের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। আইনগতভাবে অভিযুক্তদের অধিকার সুরক্ষার কথা উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

৬ নং ধারায় বলা হয়েছে : প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। আর এই অধিকার আইন দ্বারাই সংরক্ষিত হতে হবে। কেউ এই অধিকার থেকে বেআইনিভাবে বঞ্চিত হবে না। আর যেসব দেশে মৃত্যুদন্ডের বিধান আছে তা হতে হবে খুবই গুরুতর অপরাধের জন্য।

৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, কাউকে অত্যাচার, নির্যাতন করা যাবে না। পাশবিক, অমানবিক অথবা অপমানসূচক ব্যবহার বা শাস্তি দেয়া যাবে না।

৯ নং ধারায় বলা হয়েছে : সবারই নিরাপদ বা স্বাধীন থাকার অধিকার আছে। তাই কাউকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার বা আটকাদেশ দেয়া যাবে না। আটক করার সময়ই আটককৃতকে তার কারণ জানিয়ে দিতে হবে। দ্রুত চার্জ জানাতে হবে। কাউকে ফৌজদারী অপরাধে গ্রেফতার করা হলে, তাকে যত দ্রুত সম্ভব বিচারকের সামনে হাজির করতে হবে। যাকে স্বাধীনতা বঞ্চিত করে গ্রেফতার করা হবে, কোর্টে গ্রেফতারের আদেশের বিরুদ্ধে তার আইন প্রক্রিয়া শুরু করার অধিকার থাকবে। আটকাদেশ বৈধ কিনা তা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকবে। আর কোর্ট যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত নিতে পারে আটকাদেশ বৈধ কিনা। কাউকে গ্রেফতার করা হলে তার অধিকার থাকে নিরপরাধ প্রমাণ করার। কাউকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকবে।

১০ নং ধারায় বলা হয়েছে : কারো স্বাধীনতা হরণ করা হলে তার সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে, মানুষ হিসেবে সম্মান করতে হবে।

১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে : আইনের চোখে সবাই সমান। যেকোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে নেয়া হবে তিনি নিরপরাধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। এ ধারায় আটককৃতদের অধিকারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়া আছে। এর মধ্যে রয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব আটককৃতকে জানিয়ে দেয়া তার গ্রেফতারের কারণ, অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য পযাপ্ত পরিমাণ সময় দিতে হবে, কোন বিলম্ব ছাড়াই বিচারকার্য শুরু করতে হবে এবং তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা যাবে না।

১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, কেউ এমন কোন অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে না, যা কোন দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত না, যে সময় এই অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। অপরাধ সংগঠনের সময় যে অপরাধের শাস্তি যত দিন ছিল, তার চেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া যাবে না।

ধারা ২৬ এ বলা হয়েছে : আইনের চোখে সবাই সমান। কোন বৈষম্য ছাড়াই সমানভাবে সবাই আইন দ্বারা সুরক্ষা পাবে।

২৭ ধারায় বলা হয়েছে, জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, যা সংখ্যাগরিষ্ঠরা ভোগ করছে।

২৪-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৫

অভিযোগপত্র দায়ের করার আগে সর্বোচ্চ ৩০ দিন আটক রাখা যেতে পারে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতারকৃতকে বিচারক বা উপযুক্ত কর্মকর্তার সামনে হাজির করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিচার করতে হবে কিংবা মুক্তি দিতে হবে। অন্যায়ভাবে আটক বা গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের নজির তুলে ধরে বলেন, অভিযোগপত্র দায়ের করার আগে সর্বোচ্চ ৩০ দিন আটক রাখা যায়। এছাড়া রুয়ান্ডা কিংবা যুগোশ্লাভিয়ার ট্রাইব্যুনালের বিধান অনুযায়ী আংশিক শুনানির পর প্রাথমিক আটকাদেশ ৩০ দিন করে অতিরিক্ত দুই মেয়াদে বাড়ানো যেতে পারে, তবে তা ৯০ দিনের বেশি হতে পারবে না। স্টিফেন জে র‍্যাপ বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া চতুর্থ সুপারিশে একথা বলেন।

পঞ্চম সুপারিশে তিনি অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদে রুয়ান্ডার ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিআর) এর রুলস অফ প্রসিডিউর এন্ড এভিডেন্স অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে তিনি ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার কথা বলেন।

তদন্তকালীন আটকাদেশ : র‍্যাপ তার সুপারিশে বলেন, বাংলাদেশ ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটসের (আইসিসিপিআর) ধারা ৯ অনুসরণ করতে হবে। এ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে অযৌক্তিকভাবে আটক বা গ্রেফতার কিংবা আইনের সুনির্দিষ্ট আওতার বাইরে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

তিনি বলেন, গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারকৃত বা আটককৃত ব্যক্তিদের তাদের গ্রেফতারের কারণ এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন কোন অভিযোগ আনা হয়েছে তা জানার অধিকার রয়েছে। ফৌজদারি অভিযোগে আটক বা গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে বিচারক বা উপযুক্ত কর্মকর্তার সামনে হাজির করতে হবে এবং যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিচার করতে হবে কিংবা মুক্তি দিতে হবে। গ্রেফতারকৃত বা আটককৃত সব ব্যক্তির আদালতে শুনানির উদ্যোগের অধিকার রয়েছে, যাতে আদালত ওই আটকাদেশের বৈধতা প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যায়ভাবে আটক বা গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

র‍্যাপের চিঠিতে বলা হয়, আইসিটি'র (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল) বাংলাদেশ রুলস অব প্রসিডিউর ট্রাইব্যুনালকে তদন্তকালে এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র প্রদানের আগে কাউকে গ্রেফতার করা অনুমোদন করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে একটি শুনানি ও জামিন চাওয়ার অধিকার রাখেন, তবে রায় বিপক্ষে গেলে তিনি আপিলের কোনো সুযোগ পাবেন না। ফলে যাদের আটক করা

www.pathagar.com

হয়েছে এবং জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তারা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের এবং আর কোনো শুনানির সুযোগ ছাড়াই আটক (অনির্দিষ্টকালের জন্যও হতে পারে) রয়েছে।

আইসিটিআর (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল রুয়ান্ডা) ও আইসিটিওয়াই'র নিয়ম (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল যুগোশ্লাভিয়া) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করার আগে সর্বোচ্চ মাত্র ৩০ দিন আটক রাখা যায়। এ সময়ের মধ্যে কৌঁসুলিকে তাদের সম্ভাব্য মামলার রূপরেখা প্রণয়ন করতে হয় এবং একজন বিচারপতি নির্ধারণ করবেন তাতে এমন কোনো সারবস্তু আছে কিনা যা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির পালিয়ে যাওয়া রোধ, শারীরিক ও মানসিক তদন্ত বা বাদী বা সাক্ষীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, সাক্ষ্য-প্রমাণ ধ্বংস কিংবা তদন্ত চালানোর জন্য সাময়িক গ্রেফতার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিনা? আইসিটিওয়াই ও আইসিটিআর'র বিধান অনুযায়ী আংশিক শুনানির পর প্রাথমিক আটকাদেশ ৩০ দিন করে অতিরিক্ত দুই মেয়াদে বাড়ানো যেতে পারে, তবে তা ৯০ দিনের বেশি হতে পারবে না।

চিঠিতে বলা হয়, এক্সট্রা-অর্ডিনারি চেম্বার্স ইন দ্য কোর্টস অব কম্বোডিয়া (ইসিসিসি) আরেকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এর নিজস্ব বিধান গ্রহণ করা হয়েছিল ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা থেকে। এতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সময় দীর্ঘ দিন আটক রাখার ব্যবস্থা ছিল। তদন্তকারী আইসিটিআর ও আইসিটিওয়াই'র আলোকে তদন্ত করে থাকলে এ ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য। তবে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধের জন্য দু'বারে অতিরিক্ত এক বছর মেয়াদ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

অবশ্য চিকিৎসা পরিস্থিতি ও আটককালীন অবস্থা আলোচনার জন্য প্রতি চার মাসে আটককৃত ব্যক্তিদের অবশ্যই তদন্তকারী বিচারকের সামনে আনতে হবে।

কার্যকর সুপারিশ : টিফেন জে র‍্যাপের সুপারিশে বলা হয়, আইসিটিআর'র ধারা ৪০ বা আইসিটিওয়াই'র বিধিবিধান বা ইসিসিসি ইন্টারনাল রুলসের ধারা ৬৩ অনুযায়ী সুরক্ষার ব্যবস্থাসহ তদন্তকালে গ্রেফতার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোনো আইন গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আইসিটিআর এর রুলস অফ প্রসিডিউর এন্ড এভিডেন্স এবং এক্সট্রা-অর্ডিনারি চেম্বার্স ইন দ্য কোর্টস অব কম্বোডিয়া (ইসিসিসি) এর ইন্টারনাল রুলস তুলে ধরেন।

সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ : র‍্যাপ তার সুপারিশে বলেন, ১৯৭৩ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধসংক্রান্ত আইনের ৮, ১১ ও ১৪ ধারায় তদন্তকালে যেকোনো সময়ে বা বিচার শুরুর আগে যেকোনো সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগ সপর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য এবং তার বিরুদ্ধে আনা প্রমাণ সপর্কে জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা রয়েছে। আইসিসিপিআর'র ধারা ১৪(৩)(জি)-এ এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদকৃত ব্যক্তিকে তাদের প্রাপ্য সুবিধা বা অধিকার অবগত করার কোনো প্রক্রিয়া নেই। এর ফলে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত জবাবগুলো

www.pathagar.com

স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়েছে বা বলপূর্বক আদায় করা হয়নি, তা নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ খুবই কম থাকছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক এবং হাইব্রিড কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালগুলো অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাড়তি নিরাপত্তার জন্য যেসব সুযোগ দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১. সন্দেহভাজন বা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলেন বা বোঝেন সে ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদের আগে তাকে যেসব অধিকার দেয়া হবে সে সম্পর্কে অবগত করতে হবে; ২. আইনজীবীর সহায়তা দিতে হবে যদি তিনি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানান; ৩. প্রশ্নমালা ও জবাবগুলোর ইলেকট্রনিক রেকর্ডিং থাকবে; ৪. বিচারে সাক্ষ্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে সুরক্ষা থাকবে; ৫. যেসব প্রমাণ এমন সব পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মারাত্মক সংশয় রয়েছে বা অনৈতিকপন্থায় তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা মামলার প্রক্রিয়ার সততার ব্যাপারে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে সেগুলো বাদ দেয়া।

কার্যকর সুপারিশ : এ প্রসঙ্গে র‍্যাপের সুপারিশে বলা হয়, সন্দেহভাজন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইসিটিআর রুলস অফ প্রসিডিউর এন্ড এভিডেন্স এর ৪২, ৪৩, ৬৩, ৯০(ঙ) ও ৯৫ ধারা অনুযায়ী আইনের পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি তার চিঠিতে সেই ধারাগুলোরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

২৫-৫-১১ : সংগ্রাম

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৬

ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক মানে নিতে হলে জামিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ তার সুপারিশে বলেছেন, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে রূপান্তরিত করতে হলে আটক ব্যক্তিদের জামিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তিনি আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের উদাহরণ টেনে বলেন, এসব ট্রাইব্যুনালে এমন বিধান রাখা হয়েছে, যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাময়িক মুক্তি পেতে পারেন বা এ ধরনের মুক্তির জন্য বিচারিক আদালতে যেতে পারেন এই শর্তে যে মুক্তি পেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের জন্য উপস্থিত হবেন এবং বাদী, সাক্ষী বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বিপদের কারণ হবেন না। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া ৬ষ্ঠ সুপারিশে এ কথা বলেন। সপ্তম সুপারিশে তিনি অভিযুক্তকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং তথ্য বিনিময় করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অষ্টম সুপারিশে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ দেয়ার কথা বলেন।

চার্জ গঠনের পর আটক ও মুক্তি : র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, ১৯৭৩ সালের আইনের ধারা ১১(৫)-এ ট্রাইব্যুনালের যেকোনো সদস্যকে অনুচ্ছেদ ৩-এ বর্ণিত যেকোনো

www.pathagar.com

অপরাধের অভিযোগে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা, আটক রাখা এবং আটক অব্যাহত রাখার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি), রুয়ান্ডার ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিআর), সিয়েরালিয়নের বিশেষ কোর্ট (এসসিএসএল) এবং কম্বডিয়ার বিশেষায়িত চেম্বার কোর্ট (ইসিসিসি)'র গ্রেফতার করা কোনো ব্যক্তি বিচার প্রক্রিয়া মূলতবি থাকার সময়ে জামিন বা অন্য কোনো শর্তে মুক্তি পেতে পারেন না, তবে আইসিটিওয়াই অনেক ব্যক্তিকে শুনানি, বিচার বা শাস্তি ভোগের সময় উপস্থিতি নিশ্চিত করার শর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এসব আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের সবগুলোতে এমন বিধান রাখা হয়েছে, যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাময়িক মুক্তি পেতে পারেন বা এ ধরনের মুক্তির জন্য বিচারিক আদালতে যেতে পারেন এই শর্তে যে মুক্তি পেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের জন্য উপস্থিত হবেন এবং বাদী, সাক্ষী বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বিপদের কারণ হবেন না। মুক্তি প্রত্যাখ্যান করে দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার অভিযুক্তের থাকবে এবং কৌঁসুলিরও মুক্তির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার থাকবে। তার মতে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে রূপান্তরিত করতে হলে আটক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কার্যকর সুপারিশ : এ প্রসঙ্গে র‍্যাপের সুপারিশে বলা হয়, আইসিটিওয়াইর ধারা ৬৫ বা আইসিটিআর বিধানের আলোকে বিচার প্রক্রিয়া মুলতবি থাকার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আবেদন পর্যালোচনা করার বিধানসংবলিত কোনো ধারা গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। র‍্যাপ তার চিঠিতে অন্তর্বর্তীকালীন মুক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়াও তুলে ধরেন।

প্রাথমিক শুনানি ও বিচার প্রক্রিয়া : র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, ট্রাইব্যুনালের আইনের ৯(৩) ধারা অনুযায়ী চীফ প্রসিকিউটর মাত্র ৩ সপ্তাহ সময় পাবেন চার্জ সাজানোর জন্য। এ সময়ের মধ্যে সাক্ষীদের লিস্ট, সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করা এবং যে সব ডকুমেন্ট ব্যবহার করবেন তা জমা দিবেন। আইনে না থাকলেও এটা ধরে নেয়া যায় যে, যাদের ধরে আনা হবে তাদেরকেও তা সরবরাহ করা হবে।

তিনি বলেন, আইসিসিপিআর এর ১৪(৩)(বি) অনুযায়ী অবশ্যই গ্যারান্টি দিতে হবে, অভিযুক্তদের আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিতে হবে। প্রতিটি আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালে এটাই অনুসরণ করা হয়েছে। তাহলো বিচার কাজ শুরু হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট অভিযুক্ত বা তার আইনজীবীকে দিতে হবে, যাতে আত্মরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পাওয়া যায়। প্রসিকিউশন বা সরকার পক্ষ অবশ্যই সমস্ত ডকুমেন্ট, সাক্ষীদের জবানবন্দী, যেগুলো বিবাদীর আত্মরক্ষার জন্য জানা জরুরী, সেগুলো তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং কপি দিতে বাধ্য থাকবে। তবে বিচারকের অনুমতিক্রমে কিছু কিছু তথ্য গোপন করা যাবে, যদি প্রমাণ করানো যায় যে, তা প্রকাশ পেলে বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে অথবা কোন সাক্ষী বিপদগ্রস্ত হবে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে। বিচার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সময় ও পরিপ্রেক্ষিতে ধাপগুলো ঠিক করা হয়। আইসিসি এই ধাপগুলো ঠিক করার ক্ষেত্রে অনেকটা নমনীয়, তবে তা যথেষ্ট। (আইসিসি'র রুলস অব প্রসিডিউর, নং ৭৬ (১)। অভিযুক্তকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্য তথ্য বিনিময় হতে হবে, তাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

কার্যকর সুপারিশ : র‍্যাপ তার সুপারিশে আইসিরি রুলস অব প্রসিডিউর এর ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ এবং ৮৪ নং ধারা তুলে ধরে বলেন, এ ধারাগুলোর আলোকে তথ্য বিনিময়ের রুল ঠিক করে নেয়ার যেতে পারে।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ব্যাপারে আপিলের সুযোগ : র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, প্রতিটি আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড ট্রাইব্যুনাল এবং কোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ থাকে, তাদের চূড়ান্ত আদেশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আইসিটিআর এর ৭৩(এ) ও ৭৩(বি) ধারায় আপিলের বিষয়টি বলা আছে। তিনি বলেন, যেহেতু বাংলাদেশের বিষয়টা বেশ জটিল, অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ও ভিকটিম মারা গেছে, ৪০ বছর আগের পুরনো ঘটনা। তাই এখানে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ থাকতে হবে। যাতে করে এমন পরিস্থিতি এড়ানো যায় যে, যখন আপিল বিভাগে ফাইনাল আপিলের জন্য যাবে, তখন ট্রায়াল কোর্টে আইনগত অনেক ভুলই সংগঠিত হয়ে গেছে। সে সময় নতুন করে ট্রায়াল করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

কার্যকর সুপারিশ : র‍্যাপ তার সুপারিশে আইসিটিআর এর রুলস অব প্রসিডিউর এন্ড এভিডেন্স এর ৭৩ ধারা তুলে ধরেন, যেখানে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

২৬-৫-১১ : সংগ্রাম

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৭
সন্দেহাতীতভাবে দোষ প্রমাণের জন্য আইন সংশোধন করা উচিত

যুদ্ধাপরাধ বিচারের লক্ষ্যে প্রণীত ১৯৭৩ সালের আইন এবং এ আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কোনোটিতেই অভিযুক্ত নিজেকে নির্দোষ দাবির সুযোগ নেই। বরং অভিযুক্তকেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ তার সুপারিশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আদালতের নজীর তুলে ধরে বলেন, অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযুক্তের ওপর ন্যস্ত করা হয়নি। বিচারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলতে হবে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রেও তা মানা হয়। তিনি অভিযুক্তকে নির্দোষ দাবির ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেন। অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণ বা দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে তার দোষ যাতে আদালত প্রমাণ করতে

www.pathagar.com

বাধ্য হয়, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আইন সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে র‍্যাপের চিঠিতে। সরকারকে দেয়া ৯ম সুপারিশে তিনি এ কথা বলেন।

যুদ্ধাপরাধ বিচারের লক্ষ্যে প্রণীত ১৯৭৩ সালের আইন এবং এ আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কোনোটিতেই আসামির নিজেকে নির্দোষ দাবির সুযোগ নেই। সারা বিশ্বের সব আন্তর্জাতিক আইন, ট্রাইব্যুনাল ও আইনের প্রতিষ্ঠিত বিধান হলো কাউকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করার আগ পর্যন্ত আসামি নিজেকে নির্দোষ দাবি করতে পারবে। তাকে অপরাধী বলা যাবে না। কিন্তু ১৯৭৩ সালের আইন এবং ট্রাইব্যুনালে এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। তা ছাড়া বাংলাদেশের অন্য সব আদালতে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইন এবং ফৌজদারি দন্ডবিধি প্রয়োগযোগ্য হলেও ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে এ দু'টি প্রয়োগের বিধান রাখা হয়নি।

চিঠিতে তিনি ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটসের (আইসিসিপিআর) ১৪ (২) ধারার কথা উল্লেখ করেন। এতে বলা হয়েছে, বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আইন অনুযায়ী যেকোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ দাবি করতে পারবে'। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধাপরাধ আইন বা আইসিটি এর রুলস অব প্রসিডিউরে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া নেই।

র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ আইসিসিআরপি রুলস গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের প্রচলিত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আসামির নির্দোষ দাবির ব্যবস্থা আছে তাই ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে এ বিধান রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। কম্বোডিয়ায় বিশেষ আদালতের জন্য যে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় তাতেও এ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের উদাহরণ টেনে র‍্যাপ বলেন, ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের ওপর একটি দায়িত্ব থাকে। সেটি হলো আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে দূরতম কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে, সে অপরাধটি করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যপ্রণালী বিধির ৫০ (১) এ বলা হয়েছে, অভিযোগ প্রমাণের দায় আদালতের ওপর ন্যস্ত থাকবে'। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য আদালতের কার্যপ্রণালী বিধিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ থাকে যে, আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। বাংলাদেশের আদালতের ওপর বিষয়টি নির্দিষ্ট করে আরোপ করা হয়নি। উপরন্তু ট্রাইব্যুনালের ৫০ (২) ধারায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের বিষয়টি কয়েকটি ক্ষেত্রে বরং অব্যাহতি দেয়া হয়েছে আদালতকে। আসামিকে নির্দোষ প্রমাণের দায়িত্ব স্বয়ং আসামির ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক যেসব আইন এবং ট্রাইব্যুনাল এ পর্যন্ত গঠিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়টি ভালোভাবে সুরাহা করা হয়েছে এবং তাতে আসামিকে নির্দোষ প্রমাণের দায়িত্ব আসামির ওপর ন্যস্ত করা হয়নি বরং আসামি পক্ষের দাবি মোতাবেক আদালত আসামি পক্ষকে নোটিশ দেয় আসামি পক্ষের বক্তব্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাক্ষীদের তালিকা আদালতে হাজির করার জন্য। হেগভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল

www.pathagar.com

ক্রিমিনাল কোর্টের (আইসিসি) ৭৯ ধারায় বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

কার্যকর সুপারিশ : আসামিকে নির্দোষ প্রমাণ বা দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে তার দোষ যাতে আদালত প্রমাণ করতে বাধ্য হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আইন সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে র‍্যাপের চিঠিতে। কম্বোডিয়ার বিশেষায়িত চেম্বার কোর্ট (ইসিসিসি) এর ইন্টারনাল রুলস ২১(ডি), রুয়ান্ডার ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিআর) এর রুলস ৮৭(এ) এবং আইসিসি'র ৭৯ ধারা অনুযায়ী তা তিনি সংশোধনের পরামর্শ দেন।

২৭-৫-১১ : সংগ্রাম

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৮
তথ্য প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে

সামছুল আরেফীন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ তার ১০ম সুপারিশে তথ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা ও সাক্ষী সুরক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন। তথ্য প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল টেকনিক্যাল রুলস অব এভিডেন্স মেনে চলতে বাধ্য নয়। পত্রিকা, ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছবি, প্রতিবেদন, ফিল্ম ও টেপ রেকর্ডে ধারণকৃত বিষয়াদি এবং অন্যান্য নন টেকনিকাল প্রক্রিয়া আদালত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচারকরা প্রত্যেকটি শব্দের ওপর হাজারো অর্থ ও সিদ্ধান্ত আরোপ করেছেন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো দলীয় প্রমাণ তারা গ্রহণ করেননি। তিনি আইসিটি'র রুলস পরিবর্তন না করেই এর বিচারকদের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো দেখে নিতে পারেন। অপরাধ প্রমাণের বিষয়টা সরকার পক্ষের ওপর বর্তানোর ওপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। র‍্যাপ তার সুপারিশে সাক্ষীদের সুরক্ষা বিধান করার কথা বলেন।

বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া চিঠিতে র‍্যাপ বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে ফৌজদারি অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইন এবং ফৌজদারি দন্ডবিধি উভয়ই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ২৩ ধারায় এর একটিও রাখা হয়নি। ১৯৭৩ সালের আইনের ১৯ (১) ধারায় বলা হয়েছে, অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল টেকনিক্যাল রুলস অব এভিডেন্স মেনে চলতে বাধ্য নয়। বরং পত্রিকা, ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছবি, প্রতিবেদন, ফিল্ম ও টেপ রেকর্ডে ধারণকৃত বিষয়াদি এবং অন্যান্য নন টেকনিকাল প্রক্রিয়া আদালত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

র‍্যাপ চিঠিতে লিখেছেন, আন্তর্জাতিক আদালত, হাইব্রিড কোর্ট বা বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের বিধির সাথে এটির খুব বেশি পার্থক্য নেই। যেমন, রুয়ান্ডার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনালের ৮৯ ধারায় বলা হয়েছে জাতীয় সাক্ষ্য আইন

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে বাধ্য নয় ট্রাইব্যুনাল। সংবিধান, আইনের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের আলোকে ও অপরাধ প্রমাণের জন্য যেটি গ্রহণ করা উপযুক্ত বলে আদালত মনে করবে সেটি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবে।' এতে আরো বলা হয়, তারা অপরাধ প্রমাণের জন্য আইনের মৌলিক ধারা ও স্ট্যাটিউট অনুযায়ী যে কোন আদালত স্বচ্ছ ধারনা অনুযায়ী তথ্য প্রমাণ গ্রহণ করতে পারবে'।

এ ছাড়া ট্রাইব্যুনাল এ সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য যে কোন তথ্য তারা গ্রহণ করতে পারবে। তবে এসব আদালতের বিচারকরা এ ধারার প্রত্যেকটি শব্দের ওপর হাজারো অর্থ ও সিদ্ধান্ত আরোপ করেছেন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো দলীয় প্রমাণ তারা গ্রহণ করেননি।

র‍্যাপ বলেন, আইসিটি'র রুলের কোন পরিবর্তন না করেই বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ অন্যান্য কোর্টের ডিসিশনগুলো দেখতে পারেন, যেখানে বহু বছর আগে সংগঠিত একই ধরনের অপরাধের দলীলের গ্রহণযোগ্যতার বিষয় নিস্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু দলীল গ্রহণে কোন রুল না থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ প্রমাণের আগে নিরপরাধ ধরে নেয়াটা এবং অপরাধ প্রমাণের বিষয়টা সরকার পক্ষের উপর বর্তানো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সাক্ষী সুরক্ষা : র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, ১৯৭৩ সালের আইন অনুযায়ী সাক্ষীদের সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, যাদেরকে আইসিটিতে বিচারের জন্য প্রয়োজন হবে। আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যারা সাক্ষী দিতে আসে অনেক ক্ষেত্রে তারা হুমকির মুখোমুখি, ক্ষতিগ্রস্ত বা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। সাক্ষী যখন কোর্টে আসবে, তার কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই প্রটেকশন দিতে হবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীদের সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের পরিচয় কিছু সময়ের জন্য গোপন রাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল সামরিক ব্যক্তি বা কোন গোপন বাহিনীর সাথে জড়িতদের বিচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সেখানে কোন বেসামরিক ব্যক্তির বিচার হয়নি। তাই সাক্ষীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা আশংকা প্রকাশ করছেন, সাক্ষী সুরক্ষার নামে সাক্ষী সাজানোর সুযোগ গ্রহণ করবে প্রসিকিউশন বা বাদি পক্ষ।

কার্যকর সুপারিশ : র‍্যাপ তার সুপারিশে বলেন, আইসিসি রুলস অফ প্রসিডিউর এন্ড এভিডেন্স এর ৮৭ ও ৮৮ ধারা সাক্ষীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি মডেল হতে পারে। তিনি ওই দুটি ধারাও তুলে ধরেন।

২৮-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-৯

মৃত্যুদণ্ডের বিধানের কারণে বিদেশী সাহায্য হারাতে পারে বাংলাদেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ তার চিঠিতে মৃত্যুদন্ড বিধানের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ বিধানের কারণে বাংলাদেশ বিদেশী সাহায্য হারাতে পারে। বিশেষ করে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশের সাহায্য হারাতে পারে বাংলাদেশ, যারা মৃত্যুদন্ডের বিধান বাতিল করেছে। তিনি এ ব্যাপারে রুয়ান্ডা থেকে শিক্ষা নেয়ার পরামর্শ নেয়ার আহবান জানান। যেখানে প্রথমে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হলেও পরে তা রহিত করা হয়। তিনি বিদেশী আইনজীবী আনার বিধান সহজতর করার কথা উল্লেখ করে বলেন, যুদ্ধাপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে বিদেশী আইনজীবীরা যাতে অংশ নিতে পারেন সেজন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়া উচিত। যেহেতু বিদেশী আইনজীবী আনার ক্ষেত্রে বার কাউসিলের অনুমোদন লাগে, তাই সরকারের উচিত বারের কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা।

বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ : স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেন, যদিও যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিদেশী আইনজীবী উপস্থিতির অনুমতি রয়েছে, কিন্তু প্রদত্ত এ অধিকার ফলপ্রসূ করতে হলে সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে এবং সরকারের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু অনুমতি দিয়ে রাখলেই চলবে না। কারণ বিদেশী আইনজীবীদের এ দেশে আসা ও অবস্থানের বিষয়টি সরকারের ভিসানীতির ওপর নির্ভর করে।

র‍্যাপের চিঠিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধের বিষয়টি খুবই বিশেষায়িত একটি ক্ষেত্র এবং এসব বিচারের ক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশে একই মাপকাঠি, পদ্ধতি ও মান বজায় রাখা উচিত। আর এ জন্যই বিদেশী আইনজীবীর উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। চিঠিতে বলা হয়, যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৪২ ধারায় বিদেশী আইনজীবীদের উপস্থিতির অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেকোনো পক্ষ বিদেশী আইনজীবী আনতে পারবে। তবে এ অধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সরকারের উচিত বার কাউসিলের কাছে বিদেশী আইনজীবী আনার ব্যাপারে প্রস্তাব করা, যাতে বার কাউসিল বিদেশী আইনজীবী আনার বিষয়টি অনুমোদন করে। আদালতের পক্ষ থেকে প্রধান কৌসুলি বার কাউসিলের কাছে বিদেশী আইনজীবী আনার প্রস্তাব করতে পারেন। রুয়ান্ডায় গণহত্যার দ্রুতবিচারের ক্ষেত্রে তাদের অভ্যন্তরীণ আদালতে বিদেশী আইনজীবী ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছিল।

র‍্যাপ বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ বিশেষায়িত অপরাধ,এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড কোর্টে বিদেশী আইনজীবীর অংশগ্রহণ জরুরি, যারা এখানে একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী প্রাকটিস করবেন। প্রসিকিউশন বা বিবাদী যারাই আইসিটিতে প্রাকটিস করতে আসবেন, বাংলাদেশ সরকার তাদের অবস্থানকালীন সময়ের জন্য অবশ্যই ভিসা

www.pathagar.com

দিবে। তবে এক্ষেত্রে একটা মান বজায় রাখতে হবে।

মৃত্যুদণ্ড : চিঠিতে বলা হয়, ১৯৭৩ সালের আইনের ২০(২) ধারা অনুযায়ী আইসিটি মৃত্যুদন্ডসহ বিভিন্ন শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনট্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) এ ধরনের শাস্তি মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রেই দিয়ে থাকে এবং তা যোগ্য কোর্টে চূড়ান্ত রায়ের প্রেক্ষিতে। জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশের সাহায্য হারাতে পারে বাংলাদেশ, যারা মৃত্যুদন্ডের বিধান বাতিল করেছে।

র‍্যাপ বাংলাদেশকে রুয়ান্ডা থেকে শিক্ষা নেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, সেখানে ১৯৯৪ সালে গণহত্যা সংগঠিত হয়। ১০০ দিনের মধ্যে সেখানে শিশু ও মহিলাসহ ৮ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে সেখানে অভ্যন্তরীণ আইনের অধীনে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়। এই আইনের আলোকে শত শত মানুষকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। যার কিছু কিছু ১৯৯৮ সালে কার্যকর করা হয়। কিন্তু এরপর আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি। আর ২০০৬ সালে তারা মৃত্যুদন্ডের বিধানটাই বাতিল করে। আর যাদের মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হয়, তাদেরটাও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। আর এই কারণেই তারা বিচার প্রক্রিয়ায় প্রচুর আন্তর্জাতিক সহায়তা পেয়েছিল। তারা রুয়ান্ডার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলাগুলো অভ্যন্তরীণ আদালতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

২৯-৫-১১ : সংগ্রাম

স্টিফেন র‍্যাপের সুপারিশ সিরিজ-১০

বিচার আন্তর্জাতিক মানের করার ক্ষেত্রে এই চিঠি সংলাপের পথ প্রশস্ত করবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ তার চিঠিতে ট্রাইব্যুনালে সব অপরাধীর বিচার হচ্ছে না উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী পাকিস্তান বা অন্য দেশে বসবাসরতদের বিচারের ক্ষমতা নেই ট্রাইব্যুনালের। এছাড়া যারা বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের কারো বিরুদ্ধেই যুদ্ধাপরাধের কোন মামলা করার সুযোগ নেই ট্রাইব্যুনালের নেই। উন্মুক্ত বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এই বিচার প্রক্রিয়া জনগণের জন্য যথাসম্ভব উন্মুক্ত থাকতে হবে। সবাই যেন সর্বশেষ তথ্য জানতে পারে, সে ব্যবস্থা ট্রাইব্যুনালকে নিতে হবে। র‍্যাপ তার চিঠিটি এই আশাবাদ জানিয়ে শেষ করেন যে, বিচার আন্তর্জাতিক মানের করার ক্ষেত্রে এই চিঠি সংলাপের পথ প্রশস্ত করবে।

র‍্যাপ তার চিঠিতে বিচারিক কৌশল নিয়ে বলেন, ৪০ বছর আগে ১৯৭১ সালে বর্বরতার জন্য দায়ী অনেকে মারা গেছেন। তাদের কখনো প্রশ্নের মুখোমুখি করা হয়নি। যুদ্ধাপরাধ আদালতের প্রধান কৌঁসুলিকে অনেক ধকল মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বেশ সীমাবদ্ধ।

১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী পাকিস্তান বা অন্য দেশে বসবাসরতদের বিচারের ক্ষমতা নেই ট্রাইব্যুনালের নেই। উপরন্তু ট্রাইব্যুনাল যারা বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের কারো বিরুদ্ধেই যুদ্ধাপরাধের কোন মামলার করার সুযোগ নেই, প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার-১৬ এর কারণে।

সুতরাং যে সমস্ত জায়গায়, সব অপরাধীর বিচার করা সম্ভব নয়, সেখানে যাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, সেটা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক আন্তর্জাতিক আদালতের প্রসিকিউটররা বিচার প্রক্রিয়ার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করেন, মামলা সিলেকশনের জন্য এবং তা যথাসময়ে জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটরকেও একই কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

যোগাযোগ ও জনসংযোগ প্রসঙ্গে র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, আমি বাংলাদেশ সফরের সময়ে বুঝতে পেরেছি, বিচারের বিষয়ে মানুষের প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে। তাই এই বিচার প্রক্রিয়া জনগণের জন্য যথাসম্ভব উন্মুক্ত থাকতে হবে। সবাই যেন সর্বশেষ তথ্য জানতে পারে, সে ব্যবস্থা ট্রাইব্যুনালকে নিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বা হাইব্রিড আদালতের সাফল্য খুব একটা বেশি না। যার কারণে এই ট্রাইব্যুনালগুলো (ন্যায় বিচারের পরিবর্তে) জাতির ক্ষত উপসমের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এসব ব্যাপারে সিয়েরালিয়ন ও কম্বোডিয়ার ট্রাইব্যুনাল সফলতা লাভ করেছে। সিয়েরালিয়নে বিভিন্ন জেলায় শতাধিক জনসভা করা হয়েছে, কোর্টের কার্যক্রম ও কার্যবিধি জানানোর জন্য। আর কম্বোডিয়ায় ৭৩ হাজার মানুষ কোর্ট পরিদর্শন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ শুনানি তাদের উপস্থিতিতেই হয়। সর্বসাধারণের মাঝে জানানোর জন্য পুরো ট্রায়ালই ভিডিও করা হয়।

র‍্যাপ তার চিঠিতে বলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে, যা সামাজিক শান্তি ও ঐক্যের ব্যাপারে ভূমিকা রাখবে। ৪০ বছর আগে যুদ্ধকালীন সময়ে সংগঠিত অপরাধের ভিকটিমদের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এটা ভিকটিম, তাদের পরিবার বা যাদের স্বজন হারিয়েছে তাদের দুঃখজনক অধ্যায়ের অবসান হবে। এই ট্রাইব্যুনাল একটা বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তবে এটা একটা সুযোগও বটে, একটা স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, যা সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করবে।

র‍্যাপ তার চিঠিতে সর্বশেষ মন্তব্য করেন এই বলে, সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মান এবং বিচারপ্রক্রিয়া বজায় রেখে কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এ ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে একটি মডেল হতে পারে সে বিষয়ে আমার এ চিঠি সংলাপের পথ প্রশস্ত করবে বলে আমি আশা করি।

৩০-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

পিরোজপুর কোর্টে মাহবুব হাওলাদারের মামলা

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী মহাজোটের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৮/৯/২০০৯ তারিখে মাহবুবুল আলম হাওলাদার পিরোজপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি মামলা করেন। মামলার বিবরণ নিম্নরূপ:

মাননীয়,

সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, পিরোজপুর। এমপি, কেস নং- ১/২০০৯। ধারা: ৪৩৬, ৩২০, ৪২৭, ৩০২/৩৪ দ.বি. প্রদানে আরও যে ধারা তৈরি করে।

ঘটনার তারিখ- ১৯৭১ সালের ২ জুন, সময়- অনুমান ১০টা হইতে ১২টা।

বাদী: ১) মো. মাহাবুবুল আলম হাওলাদার (মুক্তিযোদ্ধা), পিতা- মৃত জমির উদ্দিন হাওলাদার, সাং টেংরাখালী, জেলা পিরোজপুর।

আসামী : ১) মো. দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী, পিতা– মৃত ইউসুফ আলী সিকদার,

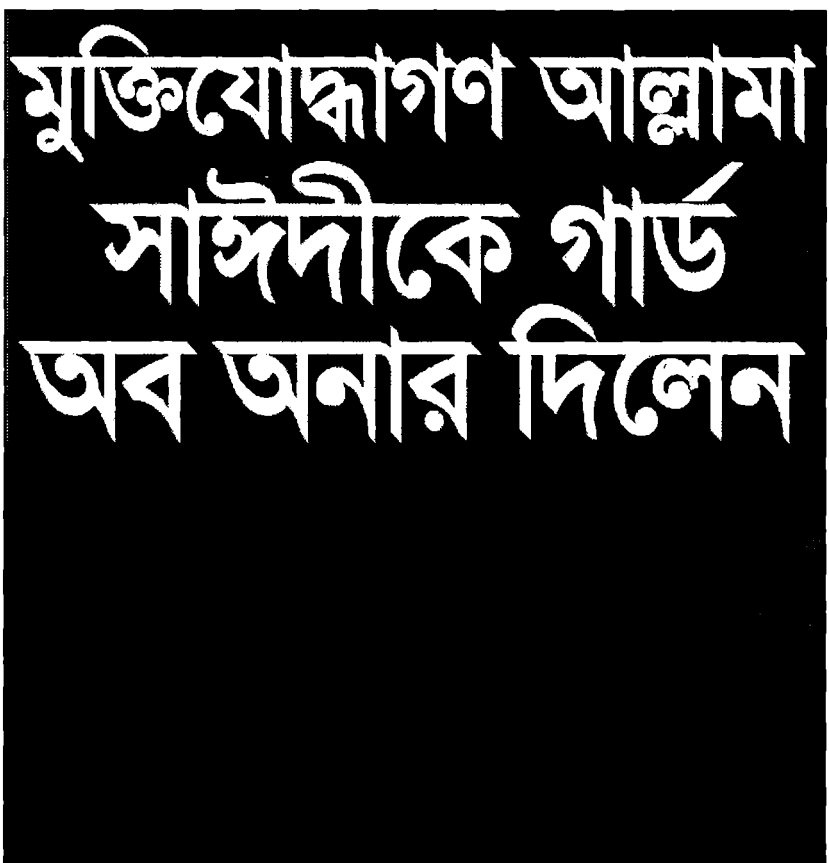

www.pathagar.com

সাং সাউথখালী, থানা ইন্দুরকানী (জিয়ানগর), জেলা পিরোজপুর। ২) মো. হাবিবুর রহমান মুনসী পিতা- মৃত ইসাহাক আলী মুনসী সাং- দ্বালিপাড়া উপজেলা- জিয়ানগর, জেলা পিরোজপুর। ৩) মো. মোস্তাফা আহসান সাঈদী পিতা- মৃত ইউসুফ আলী সিকদার সাং সাউথখালী, থানা ইন্দুরকানী (জিয়ানগর), জেলা পিরোজপুর। ৪) মাওলানা মুসলীম উদ্দিন, পিতা মৃত মোদাচ্ছের আলী গাজী, সাং- বাদুরা, উপজেলা ও জেলা- পিরোজপুর সহ আরো ২০/২৫ জন অজ্ঞাত।

সাক্ষীগণ:

১) মো. রুহুল আমিন নবীন, পিতা- মৃত সিরাজউদ্দিন আহমদ, সাং- পাড়েরহাট, ২) মো. মাহাতার উদ্দিন হাওলাদার, পিতা- মোশারেফ হোসেন হাওলাদার, সাং- টেংরাখালী। ৩) মো. আলতাফ হোসেন হাওলাদার, পিতা-মৃত হাফিজ উদ্দিন হাওলাদার, সাং- টেংরাখালী। ৪) আ. লতিফ হাওলাদার পিতা-মৃত নেছের উদ্দিন হাওলাদার সাং- টেংরাখালী। ৫) আ. ছালাম তালুকদার পিতা-মৃত নবাব আলী হাওলাদার সাং- উমেদপুর। ৬) মিজানুর রহমান তালুকদার, পিতা- আ. মজিদ তালুকদার সাং-টগরা। ৭। আশ্রাব আলী পিতা- মৃত সেকেন্দার আলী ফরাজী সাং- হোগলাবুনিয়া। ৮) মো. খলিলুর রহমান পিতা- মৃত ইসমাইল উদ্দিন শেখ, সাং-টগরা। ৯) মো. আলতাফ হোসেন পিতা- মৃত নুর মোহাম্মদ হাওলাদার সাং চর টেংরাখালী। ১০) চিত্তরঞ্জন তালুকদার পিতা-মৃত হরেন্দ্র তালুকদার সাং- উমেদপুর। ১১) সুনিল মন্ডল পিতা- মৃত নকুল মন্ডল ১২) সুখা বালি পিতা-মৃত ললিত বালি সাং উমেদপুর, উপজেলা- জিয়ানগর, জেলা-পিরোজপুর। ১৩) মো. শহিদুল ইসলাম খান (সেলিম) পিতা– মৃত নুরুল ইসলাম খান, সাং- বাদুরা ১৪) ইউনুস আলী হাওলাদার পিতা- মৃত মোতাহার আলী হাওলাদার সাং– শংকর পাশা। ১৫) আবুল বাসার মন্টু পিতা- মৃত এমদাদুল খান (খোকা) সাং- বাদুরা, ১৬) সুলতান হাওলাদার পিতা-মৃত হোসেন আলী হাওলাদার সাং- বাদুরা, ১৭) মিজানুর রহমান (ভদু) পিতা- মৃত আশ্রাব আলী হাওলাদার সাং বাদুরা, ১৮) আইয়ুব আলী হাওলাদার পিতা-মৃত সেরাজ উদ্দিন হাওলাদার সাং-শংকর পাশা, উপজেলা-পিরোজপুর, জেলা- পিরোজপুর সহ আরো বহু সাক্ষী আছেন।

মহাত্মন,

বিবরণ এই যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আমার এলাকায় অধিকাংশ হিন্দু পরিবার জীবন বাঁচানোর জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আসামীগণ ঐ সুবাদে হিন্দু পরিবার পরিজনহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ঘর-দরজা, মালামাল ও স্বর্ণালংকার লুটপাট ও খুনের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়, নারী নির্যাতন ও নিরিহ জনসাধারণের হত্যা করার কাজে লিপ্ত থাকে এবং আসামীরা অন্যায়ভাবে লাভবান হবার দুরাপায়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সমর্থিত রাজাকার আলবদরের দোসর হিসেবে নিজেরা রাজাকার পরিচয় দিয়া স্বাধীনাতা যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া যুদ্ধ করিয়া মৃদু অপরাধসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সহিত জাড়িত থাকে।

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। সুন্দরবন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে সংবাদ আদান প্রদান পূর্বক গোয়েন্দা হিসেবেও কাজ করতাম এবং মুক্তিযোদ্ধার পক্ষের শক্তিসম্মন্ন

www.pathagar.com

লোকদের আশ্রয় দিতাম। এলাকায় থাকাকালে সতর্ক অবস্থায় পারেরহাট এলাকায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি লুটপাট, পাড়ায় পাড়ায় অগ্নি সাংযোগ গরু-বাছুর ছাগলসহ অন্যান্য মালামাল আসামীগণ লুণ্ঠন করে যা স্বচক্ষে দেখি ও অন্যান্য সাক্ষীগণও স্বচক্ষে অবলোকন করে। পাড়েরহাট বন্দরের বড় ব্যবসায়ী বেনি মাধব সাহা, নগরবাসী সাহা, তারক সাহা, যাহারা দেশত্যাগী এর দোকানঘর এবং মালামাল আসামীরা লুটপাট করে। উক্ত লুটকৃত মালামালের মূল্য ৫ লক্ষাধিক টাকা এবং নগরবাসী সাহার দোকান ঘরে অবৈধ প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠিত মালামাল নিয়া ১নং আসামীর নেতৃত্বে বেচাকেনা করে। পাড়েরহাট বাজারের উত্তর পার্শ্বের পুলের কাছে মদন সাহার দোকানঘর ও বসতঘর ১ নং আসামীর নেতৃত্বে লুটপাট করে। উক্ত মদন যাহার দোকান ও বসতঘরে সম্পূর্নঘর ১নং আসামীর নির্দেশে ভাংগিয়া নৌকায় করে পাড়েরহাট বন্দরের পূর্বপাশ্বের বাজারের অপর পাড়ে ১নং আসামীর শ্বশুর ইউনুস মুনসীর বাড়িতে নিয়ে গচ্ছিত রাখে। যাহাতে মদন সাহার ঘরের মালামাল ও ঘরের লুটপাটের মালামাল আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ টাকা। এছাড়াও পাড়েরহাট এর তৎকালীন চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেনের ঘর দরজা ১নং আসামীর নেতৃত্বে ভাংগিয়া নিয়া যায় এবং মালামাল লুটপাট কারিয়া নিয়া যায়। যার আনুমানিক মূল্য ২ লাখ টাকা। বাদুরা গ্রামের মানিক পশারীর ঘরে ১নং আসামীর নির্দেশে অগ্নিসংযোগসহ হত্যাযজ্ঞ চালায়। ১৩ নং সাক্ষী শহিদুল ইসলাম সেলিম এর বসত ঘরের মালামাল লুট করে নেয় এবং বসতঘরে অগ্নি সংযোগ করে। তাহাতে ২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন হয়। পাড়েরহাট এর লুটপাটের মালামাল নগদ আনুমানিক মূল্যে ৫,০০,০০০/- টাকা ও স্বর্ণ অলংকার বাবদ ১০,০০,০০০/- টাকা মিলে ১৫,০০,০০০/- টাকা (পনের লাখ) নিয়া ১ নং আসামীসহ তাদের সহযোগীরা (যাহাদের মধ্যে কতক মৃত্যুবরণ করে) পাঁচ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করে। পরবর্তীতে লুট করিয়া আরও তহবিল বৃদ্ধি করে। ঐ লুটের টাকা দিয়া ১ নং আসামী ঢাকা ও খুলনা অট্টালিকাসহ বহু সম্পদ গড়ে তোলে। ঘটনার তারিখ ও সময় ২রা জুন, ১৯৭১ সাল সকাল অনুমান ১০টায় সময় ১ নং ও ৪ নং আসামীর নেতৃত্বে ২ ও ৩ নং আসামীসহ তাহাদের দোসর যাহারা কর্তৃক মৃত্যুবরণ করিয়াছে আরও কতিপয় অজানা রাজাকার রহিয়াছে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সদস্য সঙ্গে নিয়া টেংরাখালী গ্রামের পূর্ব সীমানাসহ উমেদপুর গ্রামের হিন্দু পাড়ায় চিত্তরঞ্জন তালুকদার, রবি তালুকদার, গৌরাঙ্গ তালুকদার, হরেন ঠাকুর, মোকেম ঠাকুর, অনিল মন্ডল, বিসাবালি, সুখা বালি, সতিশ বালাসহ অন্যান্যদের ২৩টি বসতঘরের মালামাল লুটপাট করিয়া ১ ও ৪নং আসামীর নির্দেশে অগ্নিসংযোগ করিয়া ঘর পোড়াইয়া দেয় তাহাতে আনুমানিক পনের লাখ টাকার ক্ষতি সাধন হয়। এক পর্যায়ে বিশাবালিকে ধৃত করিলে ১ নং আসামীর নির্দেশে উঠানের নারিকেল গাছে বাঁধিয়া রাখে এবং ১ নং আসামী বলে একটাকে যখন পেয়েছি তখন মেরে ফেলার জন্য অন্য রাজাকারকে নির্দেশ দিয়ে বিশাবালিকে গুলি করে মারিয়া ফেলে এবং নিয়া যায়।

অতঃপর আসামীগণঃ অন্যান্য রাজাকারদের নিয়ে ঐদিন দুপুর ১২টার সময় আমার বাড়িতে ঢুকিয়া আমার আপন বড় ভাই আ. মজিদ হাওলাদার (বর্তমানে মৃত) কে তাদের নিকট আমাকে হাজির করিয়া দিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে আমার

www.pathagar.com

বাড়িতে আশ্রয় নেয়া কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতাদের বাহির করিয়া দিবার জন্য আমার ভাইকে চাপ সৃষ্টি করে। আমার বড় ভাই তাহাদের আশ্রয়ের কথা অস্বীকার করিলে এবং আমি বাড়িতে নাই বলিয়া প্রকাশ করিলে এক পর্যায়ে আসামীগণসহ অন্যান্যরা আমার বসত ঘরে প্রবেশ করিয়া আলমারি ভাংগিয়া ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ বিশ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া নেয়। তাহাতে ১২ ভরি স্বর্ণের তৎকালীন মূল্যে ৬ হাজার টাকা। বর্তমান মূল্যে ৩ লাখ টাকা। ২ ও ৩ নং আসামী আমার ঘরে থাকা আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং কর্তৃক মূল্যবান মালামাল লুণ্ঠন করিয়া নিয়া যায়। যাহার আনুমানিক মূল্য ৩০ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য যে, আমি ও আমার বড় ভাই ঐ সময় একই ঘরে বসবাস করতাম। আরও উল্লেখ্য, পাড়েরহাট এর উক্ত ঘটনার সহিত দানেশ, আ. রাজ্জাক হাওলাদার জড়িত ছিল তাহারা মৃত্যুবরণ করায় তাহাদেরকে আসামী করা গেল না। আসামীগণ আমার ও বড় ভাইয়ের বসত ঘরের ফার্নিচার ভাংচুর, মালামাল লূটপাট করিয়া প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং ৩ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার লুণ্ঠন করে এবং হিন্দু পরিবারের ২৫টি ঘর লুণ্ঠন করিয়াছেন অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রায় ২৫ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং বিসাবালিকে হত্যা করিয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের দায়দায়িত্ব বহন করিয়া গুরুতর অপরাধের কার্য করিয়াছে।

আসামীগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করিয়া গুরুতর অপরাধ কার্য করিয়াছে। দেশ স্বাধীন হবার পরে তাহারা তাহাদের দোষ ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করে। আমি রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কারণে তথা আসামীদের ভয়ে ও কতেক হিন্দু দেশ ত্যাগ করায় বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ পাই নাই বিধায় মামলা দায়ের করিতে বিলম্ব হইল। ঘটনার বহু সাক্ষী আছে। সেমতে প্রার্থনা বিজ্ঞ আদালত দয়া প্রকাশে ন্যায় বিচারের স্বার্থে ফৌ. কার্যবিধি আইনের ১৫৬(৩) ধারামতে এজাহার করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়ানগর থানাকে নির্দেশ প্রদানে সুবিচার করার যোগ্য হয়। ইতি–

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি নিম্নলিখিতভাবে রেকর্ড করেন।

মো. মাহাবুবুল আলম বনাম মো. দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী।

৩১/৮/৯ ইহা দ.বি. ৪৩৬/৩৮০/৪২৭/৩০২/৩৪ ধারা মতে বাদী মাহাবুবুল আলম কর্তৃক আনিত একখানা নালিশী দরখাস্ত।

দেখিলাম, বাদী নালিশ কারীর নালিশী দরখাস্ত খানা পর্যালোচনা করিলাম। বাদীর দরখাস্ত-খানা আমার এজহার হিসেবে গণ্য করে ১টি লিখিত পুলিশ কেস রুজু করার জন্য ওসি, জিয়ানগরকে নির্দেশ দেয়া গেল। অন্য আদেশের কপি নালিশী দরখাস্ত-সহ ওসি, জিয়ানগর, বরাবরে প্রেরণ করা হউক। ছায়ানথি সংরক্ষণ করা হউক।

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

আদালত নং ১

পিরোজপুর।

www.pathagar.com

পিরোজপুর কোর্টে মানিক পসারীর মামলা

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর জানুয়ারি ২০০৯ এ ক্ষমতা গ্রহণের পর ১২/০৮/২০০৯ তারিখে মানিক পসারী পিরোজপুর চিফ জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি মামলা করেন। মামলার বিবরণ নিম্নরূপ :

মোকাম- মাননীয় চিফ জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালত।

পিরোজপুর।

মোকদ্দমা নং-১৩৫/০১ পি.

ধারা- ৩০২/৩৮০/৪৩৬/৩৪ বা. দ. বি।

ঘটনার তারিখ ও সময় : ০৮/০৫/৭১ইং

সময় : অনুমান দুপুর ৩টা।

বাদী-

আ. মানিক পসারী, পিতা মৃত- সৈজদ্দিন পসারী, সাং- চিতলিয়া, থানা- পিরোজপুর, জেলা- পিরোজপুর।

বিবাদী-

১। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, পিতা মৃত- ইউছুফ আলী সিকদার, সাং- সাউথখালী, থানা- বর্তমান জিয়ানগর, পিরোজপুর সদর।

২। মাওলানা মুহাসীন, পিতা মৃত- শফিউদ্দিন, সাং- পাড়েরহাট বন্দর।

৩। মমিন হাওলাদার, পিতা মৃত- গনি হাওলাদার, সাং- গাজীপুর, পিরোজপুর।

৪। হাকিম কারী, পিতা মৃত- সাইজউদ্দিন বিশ্বাস, সাং- গাজীপুর, জেলা-পিরোজপুর।

৫। সোবাহান হাওলাদার, পিতা মৃত- হাসেম হাওলাদার, সাং- উত্তর গাজীপুর।

থানা/জেলা- পিরোজপুর, সদর ২০/২৫ জন পাকসেনাসহ।

সাক্ষী-

১। আলমগীর পসারী, পিতা মৃত- সৈইজউদ্দিন পসারী।

২। মাহবুব পসারী, পিতা মৃত- মন্নান পসারী।

৩। মিয়া পসারী, পিতা মৃত- সৈইজউদ্দিন পসারী।

৪। জাহাঙ্গীর পসারী, পিতা মৃত- ঐ।

৫। হারুন পসারী, পিতা মৃত- ঐ।

বাকি সাক্ষী-

৬। হরিপদ মিস্ত্রী, পিতা মৃত- চুড়া মনি মিস্ত্রী।

৭। যাদবচন্দ্র রায়, পিতা মৃত- মদন রায়।

৮। যতীন হালদার, পিতা মৃত- মুকুন্দ হালদার।

৯। আইউব আলী তালুকদার, পিতা মৃত- ইমান উদ্দিন হাওলাদার, সাং- চিতলিয়া।

১০। হালিম তালুকদার, পিতা মৃত- তাছেন তালুকদার।

১১। বাসুদেব মিস্ত্রী, পিতা মৃত- মিস্ত্রী।

১৩। খবির হাওলাদার, পিতা মৃত- তোফেল হাওলাদার।

১৪। এছাহাক খান, পিতা মৃত- মজিদ খান, সাং- চিতলিয়া, থানা/জেলা- পিরোজপুর।

www.pathagar.com

আরো বহু সাক্ষী আছে।

বিবরণ এই যে, বিবাদীরা পরস্পর একই দলীয় লোক। তাহারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকসেনাদের ও রাজাকারদের দোসর হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আমি এবং আমার ভাইয়েরা ও পরিবারবর্গের সকল লোক ও কয়েক সাক্ষী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়া ছিলাম। বিবাদীরা ১নং বিবাদীর নেতৃত্বে পাকসেনাদের দোসর হিসেবে স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া এবং মালামাল লুটপাটসহ মানুষকে হত্যা করে। ঘটনার তারিখের সময় ১নং বিবাদী বিবাদীদেরসহ পাকসেনাদের নিয়া আমার এবং আমার ভাই ১/২/৩/৪/৫ নং সাক্ষীদের বাড়িতে প্রবেশ করেন। আমি এবং আমার ভাইয়েরা বিবাদীগণসহ পাকসেনাদের দেখিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যাই। বিবাদীগণ সেনাদের নিয়া আমাকে এবং আমার ভাইদের কাহাকেও বাড়িতে না পাইয়া আমাদের বাড়িতে দেখাশুনা করার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার মো. ইব্রাহিম, পিতা মৃত- সাইজউদ্দিন হা, সাং- বাদুরাকে পাইয়া হত্যা করার জন্য ১ নং বিবাদী পাকসেনাদের হাতে তুলিয়া দেয় এবং আমার এবং আমার ভাইয়েরা ১/২/৩/৪/৫ নং সাক্ষীদের পাকা-কাঠের টিনের চৌচালা ৫টি ঘর ও ধানের গোলা, কাচারী ঘর ২/৩/৫ নং বিবাদীগণ কেরোসিন ছিটাইয়া দেয়। ১নং বিবাদী আগুন লাগাইয়া দেয়, যাহাতে আমাদের ঘর-বাড়ির গোলা ঘর, কাচারী ঘর পুড়িয়া যায়। যাহাতে উক্ত আগুনে ঘরগুলী ও গোলার ধান পুড়িয়া আনুমানিক প্রায় দশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় এবং আমাদের ঘরের ভিতরে থাকা নগদ টাকা সোনার গহনাসহ বহু মালামাল ১নং বিবাদীর নেতৃত্বে সকল বিবাদীগণ আগুন ধরাইয়া দেওয়ার পূর্বে লুটপাট করিয়া নিয়া যায় যাহার আনুমানিক মূল্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হইবে এবং আমার ঘরে থাকা ইব্রাহিমকে পাড়েরহাট বন্দরে বিবাদীদের সহযোগিতায় পাকসেনাদের উপস্থিতিতে ১নং বিবাদীর নেতৃত্বে ও নির্দেশে পাকসেনাদের রাইফেল দিয়ে দু'টি গুলী করিয়া হত্যা করিয়া ফেলাইয়া রাখিয়া যায়, এমনকি পাড়েরহাট বন্দরের হিন্দু পরিবারের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয় যাহাতে বহু টাকার ক্ষতি হয়। আমরা দূরে বাগানের ভিতরে বসিয়া ১নং বিবাদী ও অন্যান্য বিবাদীদের নিয়া পাকসেনাদের উপস্থিতিতে আগুন দিয়া ঘর-বাড়ি পোড়াইয়া ও লুটপাট করিয়া এবং আমাদের বাড়ির দেখাশুনা করার জন্য রাখা ইব্রাহিমকে নিয়া যায় যাহা আমরা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের ঘটনা সত্য, বহু সাক্ষী-প্রমাণ আছে। কারণ এই যে, ১নং বিবাদীসহ অন্যান্য বিবাগীগণ যুদ্ধাপরাধী হইতেছেন তাহারা অন্যায়ভাবে আমার এবং আমার ভাইদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়া পোড়াইয়া এবং বসত বাড়ির মালামাল লুটপাট করিয়া নিয়া এবং আমাদের কাজের লোক ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়া মারাত্মক অপরাধের কার্য করিয়াছে।

সেমতে প্রার্থনা, হুকুম আদালত দয়া প্রকাশ অত্র মোকাদ্দমাটি গ্রহণ পূর্বক কার্য বিধি আইনের ১৫৩ (৩) ধারা মতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানাকে এজাহার হিসেবে গণ্যকরার অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দানের মর্জি হয়।

-ইতি, তাং- ১২/০৮/০৯ইং

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালে মাহবুব হাওলাদারের অভিযোগ

বরাবর
প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা
মিনিস্টার্স এপার্টমেন্ট ভবন-২
৩৯/এ বেইলী রোড, ঢাকা।

বিষয়: ১৯৭১ ইং সালের মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাইদী ওরফে দেলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ মাহবুবুল আলম হাওলাদার(৫৯), একজন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা। পিতা মৃত জমির উদ্দিন হাওলাদার, সাং টেংরাখালী, থানা- জিয়ানগর (ইন্দুরকানী), জেলা- পিরোজপুর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমার বয়স ছিল ১৯/২০ বৎসর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকে আমি আমার নিজ গ্রাম টেংরাখালী, থানা- ইন্দুরকানী, জেলা- পিরোজপুরে অবস্থান করছিলাম।

৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর হইতেই বাংলাদেশের সবাই মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে। ২৫ মার্চ ৭১ তারিখে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের নামে ঢাকাসহ সারাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং লুণ্ঠন করিতে থাকে। তাহারা নির্বিচারে গুলি করিয়া লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালীদের হত্যা করিতে থাকে। ২৫ মার্চ ৭১, দিবাগত রাত্রিতে পাকহানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ভাষণে বলেন "আজ হতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ" তাহার পর হইতেই বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করিতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অনেকে ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং করার জন্য চলিয়া যায়। আবার অনেক জায়গায় স্থানীয়ভাবে অস্ত্র গুলি সংগ্রহ ও গেরিলা ট্রেনিং করিয়া পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অব্যাহত অক্রমণ চালাইয়া পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং অব্যাহত আক্রমণ চালাইয়া পাক হানাদার বাহিনীকে হত্যা করিতে থাকে। পাক বাহিনী উপায় না দেখিয়া স্বাধীনতা বিরোধী কিছু লোককে তাহাদের সহযোগী বাহিনী হিসেবে নিয়োগ করে। জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযম, খুলনার একেএম ইউসুফ এবং পিরোজপুরের খান মোঃ আফজাল সহ অনেকে শান্তি কমিটিতে যোগদান করেন। তাহারা জামায়াতে ইসলামের নেতা কর্মীকে দেশের সকল

www.pathagar.com

স্থানে শান্তি কমিটি গঠন করিয়া মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করার আদেশ দেয়।

দেশের অনান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী (১) সেকেন্দার সিকাদার (বর্তমানে মৃত) (২) দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত) (৩) মাওলানা মোসলেম উদ্দিন, পিতা মৃত মোদাচ্ছের আলী গাজী, সাং বাদুরা (৪) আজাহার তালুকদার (বর্তমানে মৃত) (৫) মোঃ মহাসীন, পিতা মৃত শফিজ উদ্দিন, সাং পাড়েরহাট (৬) আব্দুল করিম হাওলাদার (বর্তমানে মৃত) (৭) দেলোয়ার হোসেন সাইদী ওরফে দেলু, পিতা মৃত ইউসুব আলী সিকদার, সাং সাউদখালী, (৮) মোঃ হাবিবুর রহমান মুন্সী, পিতা মৃত ইসাহাক আলী মুন্সী, সাং বালীপাড়া এবং আরো অনেককে লইয়া পাড়েরহাটে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। পরবতীতে উক্ত শান্তি কমিটির সদস্যরা স্থানীয় মাওলানা মোসলেম উদ্দিন, দেওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু, মোঃ হাবিবুর রহমান মুন্সী, (৯) মমিন হালাদার, পিতা মৃত গনি হাওলাদার, সাং গাজীপুর, থানা পিরোজপুর সদর, (১০) সোবহান মওলানা, পিতা মৃত হাশেম হাওলাদার, সাং উত্তর গাজীপুর, থানা ইন্দুরকানী (জিয়ানগর), (১১) হাকিম কারী পিতা মৃত সইজুদ্দিন বিশ্বাস, সাং গাজীপুর, থানা ও জেলা পিরোজপুর ও বিভিন্ন মাদারাসার ছাত্র স্থানীয় জামায়াতে ইসলাম ও স্বাধীনতা বিরোধী অন্যান্য সংগঠনের সমন্বয়ে পিরোজপুরে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী বাহিনী (Auxiliary Force) রাজাকার বাহিনী গঠন করে।

মে ১৯৭১, মাসের প্রথম দিকেই পাক হানাদার বাহিনী পিরোজপুর শহরে আসে। তাহারা শহর সহ পিরোজপুরের অন্যান্য থানাগুলিতে গিয়া ক্যাম্প স্থাপন করে। ৭ মে ১৯৭১, তারিখ সকাল বেলা আমি বাড়িতেই ছিলাম। লোকমুখে শুনিতে পাই, পাক হানাদার বাহিনী পাড়েরহাটে আসিতেছে এবং শান্তি কমিটির লোকেরা তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইতে পাড়েরহাট রিক্সাস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি গোপনে রিক্সা ষ্ট্যান্ডের পাশে গিয়া আড়ালে অবস্থান লইয়া দেখিতে থাকি। ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে ২৬টি রিক্সায় মোট ৫২ জন পাক সেনা পাড়েহাটে আসে এবং পাড়েরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। শান্তি কমিটির লোকজন তাহাদের সাথে দেখা করে। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু উর্দুতে কথা বলিতে পারে ফলে সেই ক্যাপ্টেন এজাজের সাথে কথা বলে। তাহারা পাক হানাদার বাহিনীকে পাড়েরহাট বন্দরে লইয়া আসে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের, আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের দোকানপাট ও ঘরবাড়ী দেখাইয়া দেয়। ক্যাপ্টেন এজাজ লুট করার আদেশ দিলে বাজারে লূটতরাজ শুরু হইয়া যায়। পরিস্থিতি খারাপ দেখিয়া আমি দূরে চলিয়া যাই। পরে শুনিতে পাই, তাহারা ৩০/৩৫টি দোকান লুট করিয়া মালামাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। মাখন সাহার দোকানে মাটির নীচের একটি সিন্দুক হইতে ২২ সের সোনা ও রুপা পাইলে তাহা পাক বাহিনীর ক্যাপ্টেন এজাজ লইয়া যায়। তাহার পর হইতে পাক বাহিনী পাড়েরহাটকে সোনার হাট নাম দেয়।

দানেশ মোল্লা ও সেকেন্দার সিকদারের নেতৃত্বে থাকিলেও দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদী ওরফে দেলু আরবী ও উর্দু ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা এবং বাকপটু হওয়ার সুবাদে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যোগাযোগ সহ সকল কর্মকান্ড তাহার নির্দেশ ও নেতৃত্বে পরিচালিত হইতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদী

www.pathagar.com

ওরফে দেলু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন এজাজের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। শান্তি কমিটিসহ রাজাকার বাহিনী পাক হানাদার বাহিনীর নিকট পাকিস্তান রক্ষা করার প্রয়োজনে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার অঙ্গীকার করে। তাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহন করিয়া পিরোজপুর সহ আশপাশের এলাকাতে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নিরীহ নাগরিকদের হত্যা, তাহাদের বাড়ী ঘরে অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষন ও নারীদের ধর্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে পাক বাহিনীর নিকট জোর পূর্বক তুলিয়া দিয়া অপরাধ সংঘটন করিতে থাকে।

দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ছারছিনা মাদ্রাসাতে আলীম ক্লাসে লেখাপড়া করা কালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামের ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হইয়া পড়িলে, অভিযোগের তদন্ত শেষে তাহাকে মাদরাসা হইতে বহিষ্কার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের আগে ইউনুস মুন্সীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতে ঘরজামাই হিসাবে অবস্থান করিয়া পাড়েরহাট বাজারের রাস্তার উপর দোকান সাজাইয়া মরিচ, লবন, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদির ব্যবসা করিত।

আমি সুন্দরবন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ৯নং সেক্টরের সাব সেক্টর (সুন্দরবন) কমান্ডার মেজর জিয়ার নিকটে সংবাদ আদান-প্রদান পূর্বক গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করিতাম। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা বিধান করিতাম। আমি এলাকায় থাকা কালে গোপনে অবস্থান করিয়া পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষন করি। দেখা যায়, তাহারা পাড়েরহাট এলাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি লুটপাট, পাড়ায় পাড়ায় অগ্নি সংযোগ, গরুবাছুর ছাগল সহ অন্যান্য মালামাল লুণ্ঠন করে। পাড়েরহাট বন্দরের ব্যবসায়ী বেনি মাধব সাহা, নগরবাসী সাহা, তরফ সাহা দেশত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া গেলে আসামীরা তাহাদের দোকানঘর এর মালামাল লুটপাট করে। উক্ত লুটপাটকৃত মালামালের মূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। আসামীরা উক্ত মালামাল লুণ্ঠন করিয়া আসামী দেলাওয়ার হোসেন ওরফে দেলুর নেতৃত্বে বিক্রয় করে। পাড়ের হাট বাজারের উত্তর পার্শ্বের পুলের কাছে মদন সাহার দোকানঘর ও বসতঘর আসামীরা লুণ্ঠন করে। মদন সাহার দোকান ও বসতঘর আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলুর নির্দেশে ভাঙ্গিয়া নৌকায় করিয়া পাড়েরহাট বন্দরে পূর্ব পাশ্বের খালের অপর পাড়ে সাঈদীর শ্বশুর ইউনুস মুন্সীর বাড়ীতে নিয়া রাখে। উক্ত মালামালের মূল্য চার লক্ষ টাকা। চিথলিয়া গ্রামের মানিক পশারীর ঘরের মালামাল আসামীরা লুণ্ঠন করে এবং অগ্নিসংযোগ করে। সেখানে আসামীরা হত্যাযজ্ঞ চালায়। সহিদুল ইসলাম সেলিমের বাসায় লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে দুই লক্ষ টাকার ক্ষতি করে। পাড়েরহাটের লুটের টাকা পাঁচ লক্ষ, স্বর্ণালংকার বাবদ দশ লক্ষ, মোট পনের লক্ষ টাকায় আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী পাঁচ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করে। পরবর্তী সময়ে লুণ্ঠিত মালামাল বিক্রী করিয়া তহবিল বৃদ্ধি করে। লুণ্ঠনের টাকায় আসামী সাঈদী ওরফে দেলু ঢাকা ও খুলনাতে অট্টলিকা সহ বহু সম্পদ গড়িয়া তোলেন।

০২ জুন, ১৯৭১ তারিখ সকাল অনুমান ১০.০০ টার সময় পাড়েরহাট শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী, দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলুর নেতৃত্বে আসামী হাবিবুর

www.pathagar.com

রহমান মুন্সী, মাওলানা মোসলেম, মমিন হাওলাদার, হাকিম কারী, সোবহান হাওলাদার, মহসীন এবং অন্যান্য আসামী কতিপয় অজানা রাজাকার ও পাকিস্তানী সেনা বানিহীকে সাথে লইয়া টেংরাখালী গ্রামের পূর্ব সীমানাস্থ উমেদপুর গ্রামের হিন্দু পাড়ায় গিয়া আক্রমন চালাইয়া চিত্ত রঞ্জন তালুকদার, জহর তালুকদার, হরেন ঠাকুর, মোকেন ঠাকুর, অনিল মন্ডল, বিশাবালি, সুকা বালি, সিতশ বালা সহ অন্যান্যদের ২৫টি ঘরের মালামাল লুণ্ঠন করার পর আগুন দিয়া পোড়াইয়া পনের লক্ষ টাকার ক্ষতি করে। এক পর্যায়ে আসামীরা বিশাবালিকে আটক করিয়া নারিকেল গাছে বাধিয়া নির্যাতন করিতে থাকে। দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলুর নির্দেশে জনৈক রাজাকার বিশাবালিকে গুলি করিয়া হত্যা করে। উক্ত ঘটনার সময় আমিসহ আরও অনেকে গ্রামের জংগলে লুকাইয়া থাকিয়া ঘটনা দেখি।

০২ জুন, ১৯৭১ তারিখ দুপুর অনুমান ১২.০০ টার সময় উক্ত অপরাধীরা আমার বাড়ীতে ঢুকিয়া আমার বড় ভাই আব্দুল মজিদ হাওলাদার (বর্তমানে মৃত) কে চাপ সৃষ্টি করে আমাকে তাহাদের নিকট হাজির করিয়া দেওয়ার জন্য। তাহা ছাড়া আমার বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের নেতাদের বাহির করিয়া দেওয়ায় জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আমার ভাই অস্বীকার করিলে অপরাধীরা আমার ভাইয়ের উপর নির্যাতন চালায় এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া আলমারি হইতে দশ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ বিশ হাজার টাকা, আমার মায়ের ঘর হইতে দুই ভরি স্বর্ণালংকার সহ সর্বমোট তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। অপরাধীরা আমার বাড়ী ঘর ভাংচুর করিয়া ত্রিশ হাজার টাকার ক্ষতি করে।

অপরাধীরা গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মানবতা বিরোধী অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সহ অন্যান্য অপরাধ করিয়াছে মর্মে আমি কোর্টে একটি এজাহার দাখিল করি। আমার উক্ত দাখিলকৃত অভিযোগটি ওসি জিয়ানগর থানার নিকট প্রেরণ করিলে জিয়ানগর (ইন্দুরকানী) থানা মামলা নং ৪ তারিখ ০৮/০৯/০৯ ধারা ৪৩৬/৩৮০/৪২৭/৩০২/৩৪ দঃবিঃ রুজু হয়। থানার এসআই আবু জাফর হাওলাদার মামলাটি তদন্ত করিতে থাকেন। দীর্ঘ দিন থানার তদন্তকারী অফিসার মামলা সংক্রান্ত কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই।

আমি রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মানবতা বিরোধী অপরাধ সহ অন্যান্য অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ঐ সকল মামলা ট্রাইব্যুনালে তদন্ত সংস্থা তদন্ত করিবেন। কাজেই সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে আমি আপনার নিকটে অত্র আবেদন দাখিল করিলাম।

বিনীত নিবেদক
মোঃ মাহবুবুল আলম হাওলাদার
বীর মুক্তিযোদ্ধা
পিতা- মৃত জমির উদ্দিন হাওলাদার
সাং- টেংরাখালী, থানা- ইন্দুরকানী
জেলা পিরোজপুর।

www.pathagar.com

মাওলানা নিজামী মুজাহিদ সাঈদী গ্রেফতার

সামছুল আরেফীন, শাহেদ মতিউর রহমান, মিয়া হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন কামাল : জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গতকাল মঙ্গলবার (২৯/৬/১০) গ্রেফতার করা হয়েছে। কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মামলায় তাদের গ্রেফতার করা

হয়।

দুপুরে এ মামলায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করে আদালত। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে জাতীয় প্রেসক্লাবের এক অনুষ্ঠান শেষে প্রধান ফটক, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে শহীদবাগস্থ বাসভবন এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধের সামনে থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার করে তাদেরকে মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিসে রাখা হয়। জামায়াতের শীর্ষ এই ৩ নেতাকে গ্রেফতারের সাথে সাথেই দেশব্যাপী তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ঢাকাসহ সারা দেশেই জামায়াতের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে বিকেল পৌনে ৬টায়, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে সন্ধ্যা ৬টায় এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। ডিবি অফিসে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে আনার খবর পেয়ে সন্ধ্যার পর থেকে জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা

www.pathagar.com

ভিড় করতে থাকে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে তারা তাদের প্রিয় নেতার জন্য দোয়া করতে থাকে।

এদিকে গ্রেফতারের সময় মগবাজারস্থ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ও পুরানা পল্টনস্থ মহানগরীর কার্যালয়ে অবস্থান নেয় পুলিশ। মিছিল করার সময় যাত্রাবাড়ীর শহীদ ফারুক সড়ক থেকে কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গত ১৭ মার্চ রাজধানীর মগবাজারে আলফালাহ মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর আমীর রফিকুল ইসলাম খানের দেয়া বক্তব্য বিকৃতির মাধ্যমে প্রতারণাপূর্বক সরকারি দল আওয়ামী লীগ সমর্থিত কতিপয় পত্রিকায় রাসুলুল্লাহ (স:)-এর সঙ্গে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে তুলনার মিথ্যা অভিযোগে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপর আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা মিথ্যা অভিযোগ পুঁজি করে মামলা দায়ের করতে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে- চাঁদপুরে গত ২৩ মার্চ ডা. নাজির আহমেদ পাটোয়ারী, খুলনায় গত ২৫ মার্চ চৌধুরী মো. রায়হান, ঢাকায় ২১ মার্চ মো. মতিয়ার রহমান, রাঙ্গামাটিতে গত ২৪ মার্চ মাওলানা মুহাম্মদ শাহজালাল ফারুকী এবং লালমনিরহাটে গত ২১ মার্চ তরিকত ফেডারেশনের সেক্রেটারি সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে।

গত ২৮ এপ্রিল মামলায় হাজির হওয়ার জন্য দিন ধার্য ছিল। ওই দিন মাওলানা নিজামীসহ অন্যরা হাজির না হওয়ায় মামলার বাদী বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের মহাসচিব সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারির আবেদন করে।

যেভাবে গ্রেফতার হন মাওলানা নিজামী

বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে ন্যাশনাল ডক্টর্স ফোরাম ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, বক্তৃতা দেন দীর্ঘক্ষণ। তিনি বলেন, মাদকের অভিশাপ থেকে মানবতাকে বাঁচাতে হলে শুধু রাজনৈতিকভাবেই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বিকেল ৫টায় তিনি বক্তব্য শেষ করে প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জ থেকে বের হন। গাড়ীতে উঠেন।

৫টা ১২ মিনিটে গাড়ি চলতে শুরু করে। কিন্তু তার আগেই প্রেসক্লাবের বাইরে তোপখানা রোড এলাকায় পুলিশ অবস্থান নেয়। প্রেসক্লাবের প্রধান ফটকে গাড়ি যাওয়ার সাথে সাথেই সামনে এসে দাঁড়ায় পুলিশ। ডিবির সহকারী পুলিশ কমিশনার ওবায়েদ সামনে দাঁড়ান। তিনি জানান, ওনার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে। উনাকে নিয়ে যাব। এ সময় জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ এমপি ওয়ারেন্ট দেখতে চান। কিন্তু পুলিশ তা দেখাতে পারেনি। এ

www.pathagar.com

সময় পুলিশ মাওলানা নিজামীর গাড়ি ঘিরে ফেলে আশেপাশে থাকা সাধারণ জনতাকে সরিয়ে দিতে থাকে। এতে চলে যায় বেশ কিছু সময়। মাওলানা নিজামী এ সময় নামাজ পড়ার জন্য সময় চান। এসি ওবায়েদ বলেন, আমরা যেখানে নিয়ে যাবো সেখানেই নামাজের ব্যবস্থা করা হবে। উনাকে সম্মানের সাথেই আমরা নিয়ে যাবো। বিকেল ৫টা ৩৭ মিনিটে পুলিশের পাজারো ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-২১৯৩-এ মাওলানা নিজামীকে উঠিয়ে রওয়ানা দেয় পুলিশ। এসময় মাওলানা নিজামীর পাশে বসেন এসি ওবায়েদ।

মাওলানা নিজামীকে বহনকারী গাড়িটি সার্ক ফোয়ারা, শেরাটন মোড় হয়ে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। রাত ৮টা ১৫ মনিটে মাওলানা নিজামীর ছেলে তার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ও খাবার পৌঁছে দেন।

মাওলানা নিজামীকে গ্রেফতারের পরপরই জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রধান সড়কে জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ এমপির নেতৃত্বে জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে।

যেভাবে গ্রেফতার হলেন মুজাহিদ

ঢাকা থেকে ফরিদপুরের নিজ বাড়িতে যাওয়ার পথে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সাভার স্মৃতিসৌধের সামনে থেকে আটক করেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ। পরে আশুলিয়া থানায় নেয়ার পর ঢাকা থেকে ডিবি পুলিশের একটি টিম এসে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল চারটায় উত্তরার বাসা থেকে মুজাহিদ স্ত্রী তামান্না জাহান ও মেঝো ছেলে আলী আহমেদ তাহকীকসহ ফরিদপুরের নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেন। বিকেল চারটা ৪০ মিনিটে তিনি সাভার স্মৃতিসৌধের সামনে আসলে আশুলিয়া থানার এসআই মনজুর মোরশেদ ও শাহাদাৎ হোসেনের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মুজাহিদের গাড়ি থামিয়ে আধা ঘণ্টা আটকিয়ে রাখে।

গাড়ি কেন আটক করা হয়েছে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, উপরের নির্দেশেই এমনটা করা হয়েছে। এ সময় তারা গাড়ির চাবিও নিয়ে নেন। মুজাহিদ পুলিশ কর্মকর্তাদের বলেন, আপনারা আইনের লোক আর আমি নিজেও একজন আইনানুগ নাগরিক। আইনকে শ্রদ্ধা করি। আপনারা যেভাবে বলবেন আমি আপনাদের সেভাবেই সহযোগিতা করবো। পুলিশ কর্মকর্তা উর্ধ্বতন ব্যক্তির সাথে মোবাইলে কথা বলার পরে বিকেল পাঁচটার দিকে মুজাহিদকে তার নিজ গাড়িতে করেই আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায়। থানায় নেয়ার পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কক্ষে মুজাহিদকে বসিয়ে রাখা হয়। এ সময় ওসি সিরাজুল ইসলাম নিজেকে গোপালগঞ্জের লোক পরিচয় দিয়ে বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা থেকে ডিবি পুলিশের উর্ধ্বতন টীম চলে আসবে। তাদের সাথেই আপনাকে ঢাকা যেতে হবে।

এদিকে আশুলিয়া থানায় বসে জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল সাংবাদিকদের বলেন, কেন আমাকে আটক করা হলো তা আমি নিজেই জানি না। তবে আজকে

www.pathagar.com

আদালতে একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবর আমি মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি। এই মামলায় আমি কেন আসামী তাও জানি না। কেননা যে মামলায় আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে আমি ঐ দিনের অনুষ্ঠানে বক্তা বা শ্রোতাও ছিলাম না। কাজেই এ মামলায় আমাকে গ্রেফতার করার কোন কারণ আমি দেখছি না। পরে তিনি আশুলিয়া থানার ওসির কক্ষেই আসরের নামাজ আদায় করেন।

আশুলিয়া থানা থেকে সন্ধ্যা ছয়টায় ঢাকার ডিবি পুলিশের একটি টীম সাদা মাইক্রোবাসে করে (ঢাকা মেট্রো চ ৫৩-২০৯৪) মুজাহিদকে ঢাকা নিয়ে আসে। মুজাহিদের গ্রেফতারের খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে আশুলিয়া থানায় স্থানীয় জামায়াতের নেতৃবৃন্দসহ কয়েকশ নেতাকর্মী জড়ো হয়।

বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীর বিক্ষোভ মিছিল

সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে মুজাহিদকে ঢাকায় ডিবি অফিসে আনা হয়। সাতটা ৫০ মিনিটে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের স্ত্রী ও তার ছেলে আলী আহমেদ তাহকীব ডিবি অফিসে পানি ও ওষুধ নিয়ে আসেন। এ সময় তাহকীব সাংবাদিকদের জানান, সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার উদ্দেশ্যেই আমার বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উত্তরা আমাদের বাসা থেকে বিকেলে ফরিদপুরের আমার দাদাবাড়ি যাচ্ছিলাম। সাভারে স্মৃতিসৌধের সামনে থেকে বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগে থেকে সেখানে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিল। আমাদের গাড়ি কেন থামানো হলো জানতে চাইলে পুলিশ জানায় ঢাকা ডিবি অফিস থেকে আমাদের এমনটিই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের সাথে আপনাদের আশুলিয়া থানা যেতে হবে। পরে তাদের আশুলিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যেভাবে গ্রেফতার হন মাওলানা সাঈদী

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বড় ছেলে মাওলানা রাফিক বিন সাঈদী জানান, বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে পুলিশ তাদের ৯১৪, শহীদবাগস্থ বাসায় যায়। সাদা পোশাকধারী পুলিশ এ সময় বাসায় গিয়ে জানান, মাওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। আমরা নিয়ে যাবো। তবে পুলিশ ওয়ারেন্টের কোন কাগজ দেখাতে পারেননি। এ সময় মাওলানা সাঈদী প্রস্তুতির জন্য সময় চান। এর পর পরই ডিবি পুলিশের সাদা মাইক্রো (ঢাকা মেট্রো-চ-৫১-৬২৭১) তে করে তাকে নিয়ে আসে। সন্ধ্যা ৬টায় তাকে মিন্টো রোডস্থ ডিবি পুলিশ কার্যালয়ে নিয়ে আসে।

৩০-৬-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা নিজামী মুজাহিদ সাঈদী পাঁচ মামলায় ১৬ দিনের রিমান্ডে

সামছুল আরেফীন, নাজমুল আহসান রাজু, তোফাজ্জল হোসেন কামাল, কাওসার আজম : যে মামলায় জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই মামলায় তাঁদের জামিন হলেও আরো পাঁচটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এই পাঁচ মামলায় জাতীয় এই তিন নেতার প্রত্যেককে ১৬ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সতর্কভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে এতো মামলার শুনানী ও রিমান্ড মঞ্জুর নজিরবিহীন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। এদিকে আদালত প্রাঙ্গণে দিনভর ছিল পুলিশ আর ছাত্রলীগের তৎপরতা। দাড়ি-টুপিধারী মানুষ দেখলেই তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ছাত্রলীগও বিভিন্ন জায়গা থেকে জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীদের ধরে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

জামায়াতের শীর্ষ এই তিন নেতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মামলাটি জামিনযোগ্য হওয়ায় সরকার আরো পাঁচটি মামলা প্রস্তুত করে রেকর্ড ৫০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। সরকারের নতুন মামলা সাজাতে গিয়ে বিলম্ব হওয়ায় জামায়াতের শীর্ষ তিন নেতাকে আদালতে হাজির করতে দেরি করা হয়। পাঁচ মামলার মধ্যে পল্টন থানার তিন মামলায় ৯ দিন, রমনা থানার একটিতে ৪ দিন এবং উত্তরা থানার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় ৩ দিন করে মোট ১৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

এর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মামলায় আদালত জামিন মঞ্জুর করেন। গতকাল বুধবার (৩০/৬/১০) বিকালে পৃথক পৃথক আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর হাকিম এস কে তোফায়েল হাসান ও তিন নম্বর অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আলী হোসাইন এসব আদেশ দেন। আদালতের আদেশের পর জামায়াতের শীর্ষ তিন নেতার আইনজীবী এডভোকেট মো. আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেন, যে পাঁচ মামলায় জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এসব মামলার এজাহারে তাঁদের নাম ছিল না। রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যেই একদিনে এতগুলো মামলা করা হয়েছে।

এসব মামলায় রিমান্ডে নেয়ার যৌক্তিক কারণ নেই। আমরা আদালতে রিমান্ডের বিরোধিতা করলেও সরকারের চাপিয়ে দেয়া নির্দেশে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর আদালতের পিপি আবদুল্লাহ আবু সাংবাদিকদের বলেন, পাঁচটি মামলায় আদালত পৃথকভাবে ১৬ দিনের রিমান্ড আদেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মামলা জামিনযোগ্য হওয়ায় আদালত জামিন আদেশ দিয়েছেন।

পুলিশ আর ছাত্রলীগ

সকাল থেকেই সিএমএম কোর্ট এলাকায় জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের

www.pathagar.com

নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে। সাথে ছিল উৎসুক জনতাও। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে পুলিশ ও র‍্যাব জড়ো হওয়া জনতাকে সরিয়ে দেয়। এসময় দাড়ি ও টুপিধারী ব্যক্তিদের গণহারে গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে আইনজীবীরা এর প্রতিবাদ করে। এ সময় এডভোকেট এসএম কামালউদ্দিন বলেন, কোর্ট প্রাঙ্গণে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে? এখানে বিচার প্রার্থীরা আসছেন। তাদের কি কারণে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন বলেন, এখানে জঙ্গিরা বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। জামায়াতের নেতাকর্মীরা এখানে আসছে। এ কারণেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। কামালউদ্দিন বলেন, পুলিশ ইচ্ছে করেই উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। উকিলের কাছে লোকজন আসছে। তাদের কেন বাধা দেয়া হচ্ছে?

১১টা ৩০ মিনিটের দিকে কোর্ট এলাকায় মুজিববাদী ছাত্রলীগ জঙ্গি মিছিল বের করে। তাদের শ্লোগানই ছিল, একটা দুইটা শিবির ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর। নিজামী মুজাহিদ সাঈদীর ফাঁসি চাই। পুলিশের সামনে দিয়েই তারা মিছিল করতে থাকে। মিছিল করে তারা এক পর্যায়ে জেলা পরিষদ ভবনে অবস্থান নেয়। সেখানে তারা খুঁজে খুঁজে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের মারধর করে পুলিশের কাছে তুলে দেয়।

১২টার দিকে এক রিক্সা গজারীর লাঠি নিয়ে আসে ছাত্রলীগের কর্মীরা। এ সময় বারের সভাপতি এডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া পুলিশকে দেখার জন্য বলেন। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়।

কোর্ট এলাকায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ এমপি, সহকারী সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুল, মাওলানা আবদুল হালিম।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। তারপরও জামায়াত নেতৃবৃন্দকে কোর্টে হাজির করা হচ্ছে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার যেন অবসান হচ্ছে না। এ নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় যেতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

ডিবি অফিস থেকে কোর্ট

অবশেষে বেলা ৩টা ১৫ মিনিটে মিন্টো রোডস্থ ডিবি কার্যালয় থেকে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে পুলিশের প্রিজন ভ্যান (ঢাকা মেট্রো অ-১১-১৬৩০) রওয়ানা হয়। ৪টায় তাদের কোর্ট এলাকায় নিয়ে আসা হয়। এ সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব আদালতের চারপাশে অবস্থান নেয়।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে সরাসরি হাজতখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আদালতের কার্যক্রম

বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে সিএমএম কোর্টের অতিরিক্ত হাকিম মোহাম্মদ আলী হোসাইনের আদালতে ৩ নেতাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে এডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার বলেন, আমরা আসলে ঠিক জানি না তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা আগে অভিযোগগুলো দেখতে চাই।

www.pathagar.com

এ সময় পিপি আবদুল্লাহ আবু বলেন, আসামীদের আমরা সবাই চিনি। তারা ৭১ সালে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে গণহত্যা হয়েছে। তারা প্রত্যক্ষভাবে এ অপরাধের সাথে জড়িত। তিনি বলেন, তারা জামায়াতে ইসলামীর নামে, রাজনীতির নামে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান করেছে। তারা ধর্মান্ধ। ধর্মের নামে ব্যবসা করে। শ্যোন এরেস্টের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিমানবন্দরে যাচ্ছিলেন। তার যাওয়ার পথে বাধা দেয়া হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষ ইন্ধন জুগিয়েছে আসামীরা। রাষ্ট্রপতির চলাচলে শুধু বাধাই নয়, তারা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনি ১০ দিন রিমান্ড দেয়ার কথা বলেন।

ইসলাম ধর্মের অবমাননার অভিযোগ তুলে সরকার পক্ষের আইনজীবী বলেন, এ মামলায়ই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা রাসূল (সা:) এর সাথে নিজেদের তুলনা করেছেন। পুলিশের এসি (প্রসিকিউশন) মকবুল হোসেন বলেন, তারা নীতি নির্ধারক। তারা পরিকল্পিতভাবে ঘটনা ঘটিয়েছে। প্রত্যেকটা মামলায় ১০ দিন করে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।

জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষে এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক বলেন, যে মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, সে মামলায় তারা এজাহারভুক্ত আসামী নন। যারা আসামী তারা সবাই এখন জামিনে রয়েছেন। এখন সেই মামলায় এদের রিমান্ডে নেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, এ মামলায় ৯৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের অনেকেই জামিনে রয়েছেন। আর বাকীদের জামিনের আবেদন রয়েছে মহানগর দায়রা আদালতে। তা আগামী ৬ জুলাই শুনানি হওয়ার কথা। আশা করি তাদের জামিন হয়ে যাবে। এখন রিমান্ডে নেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি আরো বলেন, ষড়যন্ত্রমূলকভাবেই তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে। তারা জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন।

এডভোকেট মশিউল আলম বলেন, পিপি সাহেব সাজানো রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন। এটা আদালত, রাজনৈতিক সভার জায়গা নয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে গ্রাম্য প্রবাদ রয়েছে, কিসের মধ্যে কী, পান্তা ভাতে ঘি। তিনি বলেন, একটি মামলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির কাজে বাধা দান করা নিয়ে। রাষ্ট্রপতি সম্মানিত ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয় না। তিনি বলেন, সেদিন ছিল জুমার দিন। সেখানে কিছু লোক গ্রেফতার হয়েছে। তারা জামিনে আছে। এখন আবার তদন্তের কী আছে?

তিনি বলেন, সেদিন বায়তুল মোকাররম সড়কে জামায়াতে ইসলামীর কোন সভা ছিল না। সেখানে অন্য কেউ সভা সমাবেশ করলে তার দায় দায়িত্ব জামায়াতের নয়। তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি নিবন্ধিত ও আইনানুগ রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ঠিক নয়। তিনি কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা যখন বিচার করো তখন ন্যায় বিচার করো। তিনি আদালতের কাছে ন্যায় বিচার আশা করে বলেন, পুলিশের রিমান্ড আবেদনের কোন যৌক্তিকতা নেই। এডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, রিমান্ডের যথার্থতা নিয়ে কথা আছে। এ নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। তিনি বলেন, যাদের গ্রেফতার

www.pathagar.com

করে আনা হয়েছে তারা মামলার এজাহারভুক্ত আসামী নন।

তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগও নেই। তিনি বলেন, ৩ জনই গুরুতর অসুস্থ। নানা জটিল রোগে তারা ভুগছেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। তার আরো জটিল রোগ আছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ডায়াবেটিসসহ নানা রোগে ভুগছেন।

তার হার্টে দুটি রিং পরানো হয়েছে। দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারেন না। কিছু দিন আগে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের গলব্লাডারে অপারেশন হয়েছে। তার হাঁটুতে ব্যথা রয়েছে। তিনি বলেন, ৩ জনের মধ্যে ২ জনেরই বয়স ৭০ এর উর্ধ্বে। একজনের বয়স ৬০ এর উর্ধ্বে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের কিছু নেই। শুধুমাত্র হয়রানি করার জন্যই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার বলেন, তারা ৩ জনই সম্মানিত আলেম। ৩ জনের জন্যই জামিন আবেদন করছি। রাষ্ট্রপতির কাছে বাধা দানের যে অভিযোগ করা হচ্ছে এই ৩ জনের নাম এজাহারে নেই। ৩/৫/৩ ধারা মতে এতে জামিন দেয়া যায়। তিনি বলেন, তাদের আগেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেসব থেকে তারা জামিনে মুক্ত রয়েছেন। তারা আদালতকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি আরো বলেন, এ মামলায় ইতিপূর্বে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে রিমান্ড চাওয়া হয়নি। এখন তাদের ব্যাপারে রিমান্ড চাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা প্রমাণিত হলে ৩ বছরের জেল। এ মামলায় রিমান্ড নেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। তিনি রিমান্ড না মঞ্জুর ও জামিন মঞ্জুর করার আবেদন করেন।

এডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া বলেন, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মন্ত্রী ছিলেন। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জামায়াতের নায়েবে আমীর। তিনি বলেন, যারা রাপট্রপতির কাজে বাধা দিয়েছে, তারা জামিনে রয়েছে। এখন জামায়াতের এই ৩ নেতাকে রিমান্ডে নেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। তিনি বলেন, তারা রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী ছিলেন। তাদের রিমান্ড নিতে হবে কেন? আর তারাতো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। ৪৯৭ ধারা মতে তারা জামিন পেতে পারেন। যদি জামিন না দেয়া যায় তাহলে তিনি জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানান।

কোর্ট থেকে কারাগার

৬টা ১৭ মিনিটে জামায়াতের শীর্ষ এই ৩ নেতাকে পুলিশের প্রিজন ভ্যান (ঢাকা মেট্রো অ-১১-১৬৩০) করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে পুলিশ ভ্যানটি কারাগারে গিয়ে পৌঁছে। প্রথমে গাড়ি থেকে নামেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, এরপর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এর পর আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। ফটকের ভিতরে তাদেরকে ভিআইপি কক্ষে বসানো হয়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাদেরকে চম্মাকলিতে নেয়া হয়। সেখানেই তাদেরকে ডিভিশন দিয়ে রাখা হবে।

১-৭-১০/ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

মুজাহিদ সাঈদীকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এদিকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। কারারুদ্ধ জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে স্বজনদের দেখা করতে দেয়নি কারা কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার (১/৭/১০) বিকেলে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাদেরকে মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিসে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জামায়াতের দুই নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ দুই নেতাকে রিমান্ডে নেয়ার জন্য গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে পল্টন থানা পুলিশের একটি দল কেন্দ্রীয় কারাগারে যায়। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে জামায়াতের দুই নেতাকে থানা হেফাজতে নেয়া হয়। বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে পুলিশের গাড়িতে করে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল ৪টায় তাদের বহনকারী গাড়ি ডিবি অফিসে এসে পৌঁছে। রোববার বা সোমবার তাদের কারাগারে ফেরত নেয়া হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

জামায়াতের শীর্ষ দুই নেতাকে যখন কারাগার থেকে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন কারাগারের সামনে শত শত নেতাকর্মীর মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। এসময় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

যে মামলায় রিমান্ড

পল্টন থানায় ১৭ ফেব্রুয়ারির ৩৭ নং মামলায় তাদেরকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। মামলার ধারাগুলো হচ্ছে ১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৪২৭-৩৪। মামলার বাদী এসআই জিল্লুর রহমান।

পল্টন থানার আরো ২টি মামলায় তাদের ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ ফেব্রুয়ারির মামলা নং ২০। ধারা ১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৪২৭-৩৪। এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শামসুর রহমান। জুন মাসের ২০ তারিখের মামলা নং ২৫। ধারা-১৪৩/১৮৬/৩৩২/৩৫৩। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মুজাফফর হোসেন।

পুলিশ যা বলে

পল্টন থানার ওসি শহিদুল হক বলেন, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে জামায়াতের দুই নেতাকে থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তিনি জানান, দুপুর আড়াইটার দিকে পল্টন থানা পুলিশের একটি দল কেন্দ্রীয় কারাগারে যায়।

ডিএমপি কমিশনার একেএম শহীদুল হক বলেন, জামায়াতের দুই নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানার ওসি, ঢাকা মহানগর পুলিশ সদর দফতরের ২ জন পদস্থ কর্মকর্তা থাকবে। তিনি বলেন, চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা, পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার ব্যাপারে তাদের সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখার জন্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

www.pathagar.com

স্বজনদের দেখা করতে দেয়া হয়নি

জামায়াতের শীর্ষ ৩ নেতাকে দেখার জন্য সকাল থেকেই তাদের স্বজনরা জেল গেটে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দেখার করতে দেয়নি। তবে তারা খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়।

কারাগারে অসুস্থ মাওলানা নিজামী

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার পায়ে ব্যথা হচ্ছে। পল্টন থানার ওসি জানান, পুলিশ যখন কেন্দ্রীয় কারাগারে যায়, ওই সময় মাওলানা নিজামী নিজেকে অসুস্থ দাবি করে পুলিশের হেফাজতে না দেয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেন। তবে জেল কর্তৃপক্ষ এ কথা অস্বীকার করে বলেন, পুলিশ মাওলানা নিজামীকে হেফাজতে নেয়ার আবেদন জানায়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ডিবি অফিসে স্থানাভাবেই মাওলানা নিজামীকে রিমান্ডে নেয়া হয়নি।

গত মঙ্গলবার জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ ৩ নেতা গ্রেফতার হওয়ার পর বুধবার তাদের আদালতে নেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে তিনটি থানার ৫টি মামলায় মোট ১৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।

এর মধ্যে পল্টন থানার তিনটি মামলায় তিন দিন করে নয় দিন, উত্তরা থানার একটি মামলায় তিনদিন এবং রমনা থানার একটি মামলায় ৪ দিন। বুধবার সন্ধ্যায় তাদের আদালত থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

২-৭-১০/ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

অবিলম্বে নিজামী মুজাহিদ সাঈদীকে মুক্তি দিন- খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন বিএনপির চেয়ারপার্সন, বিরোধী দলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বিবৃতিতে তিনি বলেন, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল, দেশের একটি বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ পর্যায়ের তিনজন নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও দেলাওয়ার হোসেন সাইদীকে শাসক দলের দোসর একটি সংগঠনের পক্ষে দায়ের করা এক হাস্যকর মামলায় সরকার হরতালের পর পরই গ্রেফতার করেছে। নিম্ন আদালত সেই মামলায় জামিন মঞ্জুর করলেও আরো কয়েকটি মিথ্যা মামলায় আটক করে তাদের প্রত্যেককে অর্ধ মাসেরও বেশি সময়ের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা চরম স্বৈরাচারী পন্থায় রাজনৈতিক নিপীড়নের এক জঘন্য নজীর। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি, নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি, সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বৈধ সকল রাজনৈতিক দলের শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমের ওপর থেকে সকল বিধি-নিষেধ তুলে নেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১/৭/১০) স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি এ বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক-সামাজিক অবনতিশীল পরিস্থিতিতে সচেতন, শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের মতই আমিও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সভ্যতা, গণতন্ত্র ও আইন মেনে চলার মুখোশ খুলে ফেলে সরকার ইতোমধ্যে চরম ফ্যাসিবাদী চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে। জাতিকে বিভক্ত এবং দেশকে হানাহানি, অস্থিরতা ও সংঘাতের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখছি যে, আওয়ামী লীগ কখনই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি অনুগত থাকেনি। বিরোধী দলে থাকতে তারা দেশে চরম নৈরাজ্য ও হানাহানির পথ বেছে নিয়েছে। জ্বালাও, পোড়াও, ভাংচুর, হরতাল, অবরোধের নামে

www.pathagar.com

তারা অগণিত নিরপরাধ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। লগি-বৈঠা দিয়ে রাজপথে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে। আবার তারা যতবারই ক্ষমতায় এসেছে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে এবং জনগণের সংবিধান ও আইন সম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সংবাদ-মাধ্যম ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করেছে। সংসদকে অকার্যকর করেছে। ভিন্নমতের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা-নির্যাতন ও জেল-জুলুমের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। হিংস্রতা ও শঠতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অপপ্রচার তাদের প্রধান হাতিয়ার।

বেগম জিয়া বলেন, ২০০৭ সালে দেশে ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীনের অবৈধ জরুরি সরকার রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যে নৃশংস অভিযান চালায়, তারপর আমরা আশা করেছিলাম, দেশের সকল রাজনৈতিক দলের মতো আওয়ামী লীগও গণতন্ত্রের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। আমরা আশা করেছিলাম, তারা দায়িত্বশীল আচরণ করবে। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, তারা সহনশীলতা, সংযম ও যুক্তির পথে এগুবে। আমরা মনে করেছিলাম, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এক্ষেত্রে আমার নিজের তরফ থেকে যতদূর সম্ভব ঔদার্য ও সহযোগিতার মনোভাব আমি প্রদর্শন করেছি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ও দুঃখের দিনগুলোতে আমি সহমর্মিতা নিয়ে তার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু ক্ষমতাসীনদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন কিংবা সৌজন্যবোধের কোনো লক্ষণই কখনো দেখা যায়নি।

তিনি বলেন, পরিবর্তন ও দিনবদলের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় বছরেও দেশে কোনো ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন দেশবাসীর নজরে আসেনি। বরং জনগণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ব্যর্থতা দেশবাসীকে হতাশ, বিপন্ন ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তিনি আরো বলেন, এই পটভূমিতে চট্টগ্রামের সদ্য সমাপ্ত সিটি নির্বাচনে ভোটাররা শাসক দলের সব অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণরায় প্রদান করেছেন। এরপর চরম জুলুম-নির্যাতন, হুমকি, হামলা ও ভীতিকে উপেক্ষা করে দেশবাসী ২৭ জুন দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে সরকারের প্রতি অনাস্থার কথা ঘোষণা করেছে। এই দুই বিপর্যয় ক্ষমতাসীনদের পুরোপুরি বেসামাল করে ফেলেছে। তাদের কার্যক্রমে তারই প্রতিফলন ঘটছে।

বেগম জিয়া বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে জনগণকে প্রস্তুতির জন্য সময় দিয়ে ৪০ দিন আগে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির পক্ষে জনগণকে সচেতন এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমাদের পক্ষ থেকে ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে। এতে আমরা সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষের বিপুল সাড়া পেয়েছি। আর তাই পুলিশী হামলা ও তাদের ছত্রছায়ায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সন্ত্রাসীরা ব্যাপক তান্ডব চালিয়ে আমাদের নেতা-কর্মীদের রাজপথে মিছিল করতে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও জনগণই হরতাল সফল করেছেন। কারণ তারা দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত। তারা এটাও বুঝেছেন যে, দলীয় স্বার্থে নয়, জনগণের বাঁচা-মরার দাবি আদায়ের জন্যই এই হরতাল আহবান করা হয়েছিল। তিনি বলেন, হরতাল উপলক্ষে বিএনপি কোনো ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ কিংবা বোমাবাজির আশ্রয় নেয়নি। বরং সরকারই হরতালের মতো গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছে। এই বেআইনি কর্মকান্ডে জড়িতদের বিচার দূরে থাক, তাদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা অস্বীকার করে সরকার একদিকে তাদের কর্তব্যে অবহেলা করছে, অপরদিকে দলীয় সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় ও মদদ দিচ্ছে।

হরতাল উপলক্ষে সারাদেশে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী পুলিশ ও সরকারি সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়ে বলেন, দেশবাসীর শান্তিপূর্ণ হরতাল কর্মসূচি উপলক্ষে হামলা, মামলা ও নির্যাতনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে রাজধানীর দু-এক স্থানে রহস্যজনক অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের যে সব ঘটনা ঘটানো হয়, তার সঙ্গে বিএনপির কেউ কোনোভাবেই জড়িত নয়। গান পাউডার ছড়িয়ে বাসে আগুন লাগিয়ে পৈশাচিক কায়দায় নাগরিকদের হত্যা করার ব্যাপারে অতীতে যারা পারদর্শিতা দেখিয়েছে, তারাই এ ধরনের নাশকতা ঘটিয়ে থাকতে পারে। নাশকতার এসব ঘটনায় যারা হতাহত হয়েছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই অজুহাতে বিএনপির অসংখ্য নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে শাসক দল মিথ্যা মামলা দিচ্ছে, গ্রেফতার করছে। বিএনপি নেতা মির্জা আববাস, সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, এমনকি শমসের মোবিন চৌধুরীর মতো একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সজ্জন প্রবীণ ব্যক্তিকেও গাড়ি ভাঙার মিথ্যা মামলায় আটক রাখা হয়েছে। আমি মীর্জা আববাস, শমসের মোবিন ও এ্যানিসহ আটক সকল নেতা-কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল, দেশের একটি বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ পর্যায়ের তিনজন নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ ও দেলাওয়ার হোসাইন সাইদীকে শাসক দলের দোসর একটি সংগঠনের পক্ষে দায়ের করা এক হাস্যকর মামলায় সরকার হরতালের পর পরই গ্রেফতার করেছে। নিম্ন আদালত সেই মামলায় জামিন মঞ্জুর করলে আরো কয়েকটি মিথ্যা মামলায় আটক করে তাদের প্রত্যেককে অর্ধ মাসেরও বেশি সময়ের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা চরম স্বৈরাচারী পন্থায় রাজনৈতিক নীপিড়নের এক জঘন্য নজীর।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি, নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবি

www.pathagar.com

করছি, সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বৈধ সকল রাজনৈতিক দলের শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমের ওপর থেকে সকল বিধি-নিষেধ তুলে নেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

জামায়াতের সঙ্গে অতীতে বর্তমান শাসক দলের সখ্য দেশবাসী বিভিন্ন সময়ে দেখেছে। কিন্তু যখনই বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচির সমর্থনে জামায়াত এগিয়ে এসেছে, তখনই এ দলটির ওপর আওয়ামী লীগ নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। রাজনৈতিক আক্রোশ ও প্রতিহিংসামূলক এ নির্যাতনকে বিবেকবান কোনো মানুষ মেনে নিতে পারে না।

হরতালের প্রাক্কালে ঢাকা সিটির ৫৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার, বিএনপি নেতা চৌধুরী আলমকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাদা পোশাকধারী সদস্যরা আটক করে নিয়ে গেছে। গত এক সপ্তাহেও তার হদিস পাওয়া যায়নি। আমি সরকারের কাছে জানতে চাই; চৌধুরী আলম কোথায়? অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্যও আমি দাবি জানাচ্ছি।

হরতাল চলাকালে ঢাকায় মীর্জা আববাসের বাসায় ঢুকে ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকের যে লোকজন পৈশাচিক হামলা চালিয়েছে এবং শিশু ও মেয়েদের পর্যন্ত নির্বিচারে মারধর করেছে দেশবাসী তাদের পরিচয় জানতে চায়। জঙ্গিবাদসহ বিভিন্ন গুরুতর সন্ত্রাস দমনে গঠিত বাহিনী র‍্যাবকে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বর্বরোচিত পন্থায় দমন করার ন্যক্কারজনক কাজে ব্যবহার করছে কিনা– সে কৈফিয়তও দেশবাসী চায়।

শাহবাগে জাতীয় সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির ওপর পুলিশী ছত্রছায়ায় সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলার দৃশ্য সংবাদ-মাধ্যমের কল্যাণে দেশবাসী দেখেছে। ওই হামলার ঘটনায় ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন মেয়েও গুরুতর জখম হয়েছে। অথচ উল্টো এ্যানিকে গ্রেফতার এবং হামলার শিকারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে।

আমি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে মির্জা আববাসের বাড়িতে এবং এ্যানির ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

জুলুম-নির্যাতন, খুন, গুপ্তহত্যা, গ্রেফতার ও প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে সরকার দেশে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে এতে আমরা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি। আমরা অবিলম্বে এই পথ পরিহারের আহবান জানাচ্ছি। নির্যাতন ও সন্ত্রাস চালিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা যে সম্ভব নয়, আমি ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক শক্তির ওপর দমন পীড়নের ফলে উগ্রবাদী শক্তির উত্থানের পথই উন্মুক্ত হয়।

দেশবাসীর প্রতি আমার আহবান, গণতন্ত্র আজ বিপন্ন, দেশ আজ ফ্যাসিবাদ কবলিত। সাহসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ পন্থায় এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। দেশপ্রেমিক সকল দল, সংগঠন, শক্তি ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ বাঁচাতে, মানুষ বাঁচাতে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

২/৭/১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

সরকার যাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করছে তারা প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী নয় -বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল থেকে এসএম মনিরুজ্জামান : মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) বলেছেন, সরকার আজ যুদ্ধাপরাধী বা মানবতাবিরোধী বানিয়ে গ্রেফতার করে যাদের বিচার শুরু করেছে তারা প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী নয়। তিনি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কামারুজ্জামান ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে বলেন, প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে প্রহসনের বিচার করে সরকার আবার নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাচ্ছে। কিন্তু একই এজেন্ডা দিয়ে ২ বার নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। গত ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শহরের নিরালা মোড়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পাকহানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথাগুলো বলেন। আব্দুস সবুর খান (বীর বিক্রম) - এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আহত মুক্তিযোদ্ধা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান তালুকদার বঙ্গবীরের সহধর্মীনি নাসরিন সিদ্দিকী, কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা সম্পাদক ইকবাল সিদ্দিকী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আনোয়ার হোসেন, বার সমিতির সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট গোলাম মোস্তফা ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট মো. রফিকুল ইসলাম।

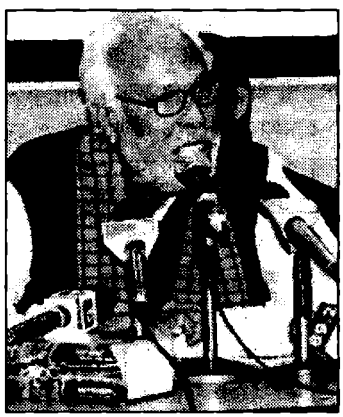

বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) ১১ ডিসেম্বর রাত পৌনে আটটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত পৌনে তিন ঘন্টার বক্তব্যে আওয়ামী লীগ তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও বর্তমান আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ সময় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের তিনদিকে রাস্তা ছিলো লোকে লোকারণ্য। একপর্যায়ে লোকের ভিড়ে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি আজকের (১১/১২/১১) তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা এবং আওয়ামী লীগের টাঙ্গাইল পাকহানাদার মুক্ত দিবস পালন না করা এবং তাকে (বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম)কে পালন করতে না দেয়ার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ করে আক্ষেপ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধ করে এবং দেশকে বিজয়

www.pathagar.com

এনে দিয়ে ভুল করেছিলাম কিনা জানি না। তবে আর কোনদিন আমি এই দিবস (১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পাকহানাদার মুক্ত দিবস) উপলক্ষে বক্তব্য দিতে আসব না। এমন কি আমার মৃত বাপ উঠে এসে আমাকে হুকুম করলেও আমি বক্তব্য দিব না।

এ জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কথায় যৌবন দিয়েছি, আওয়ামী লীগের জন্য জীবন দিয়েছি, বিনিময়ে কি চেয়েছি কি পেয়েছি? আমি শেখ হাসিনার আদর্শের কর্মী করতে চাইনি বঙ্গবন্ধুর কর্মী তৈরি করতে চেয়ে ছিলাম।

যার পুরস্কার হিসেবে রাজাকারের ছেলেরা আমাকে যুদ্ধাপরাধী বলে। যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গে বলেন, চল্লিশ বছর পর কেন ৪০০ বছর পর হলেও আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। কিন্তু আগে নির্ণয় করতে হবে যুদ্ধাপরাধী কারা। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, কামারুজ্জামান ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে বলেন, এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়তো বা ছোটখাট ইউনিয়নের ছোটখাট রাজাকার ছিলেন কিন্তু যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। আজ তারা জাতীয় নেতা হওয়ার কারণে তাদের বিচার করছেন। আর এদের বিচার করেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ করা যাবে না। তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান একজন এমপির নাম উল্লেখ করে মিঠাপুরের এমপি সাবেক ডিসি এবং সরিষাবাড়ীর নূরুল ইসলাম মোল্লা সাবেক মন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের কত জনের নাম বলবো বলে শেষ করতে পারব না। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমি আজ থেকে মুজিব কোট খুলে ফেলব কি না আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তবে যত দিন বেঁচে আছি মানুষের সেবা করে যাব দেশের খেদমত করে যাব। তিনি বর্তমান আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে বলেন, আমি আওয়ামী লীগ করি না বলে কি আমার বেঁচে থাকার অধিকার নাই, আমি আওয়ামী লীগ করি না বলেই কি যুদ্ধাপরাধী? আমার মিটিং না করতে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র করে। আমি যদি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ না করে ভাসানীর দল করতাম? তিনি তার বড় ভাই বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ করে বলেন, অনেকে অনেক মশকারা করেন আমার প্রসঙ্গে। কিন্তু বড় ভাই ব্যর্থমন্ত্রী তো যা খুশি বলতে পারেন না। তিনি বলেন, আমিও তো মন্ত্রী হতে পারি, হতে পারতাম, আজকের প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে অমাকে টানছেন যে আমার নিজের গামছাও ধরে রাখতে পারছি না। আমার বড় ভাই মানুষের ওপর ক্ষেপে যান যখন তাকে মানুষ বলে, আপনি কি কাদের সিদ্দিকীর ভাই, এটা কি আমার দোষ? আমি তো স্বীকার করি আমি আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর ভাই। তিনি অবশ্য আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ও খন্দকার আসাদুজ্জামান এসপি'র নাম উল্লেখ করে বলেন, উনারা তো যুদ্ধের সময় আরামে ভারতে ছিলেন। তিনি যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে জাতিকে বিভক্ত না করার আহবান জানান।

১৪. ১২ .১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

৭১এ জামাতের ভূমিকা ও একজন সেক্টর কমান্ডারের বক্তব্য

[illegible] মুক্তিযুদ্ধ [illegible]

[illegible] কোন সেক্টরের আওতাধীন না এমনও [illegible]

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তৎপর ছিল। এদেশের মধ্যে [illegible]

[illegible] একটা অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির নেতা [illegible]

[illegible] আরো কিছু বামপন্থী দল তাদের [illegible]

পরিচালনা করেছে। তারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি। তবে [illegible]

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাক সেনাবাহিনী অধিকতর সতর্ক এবং [illegible]

হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পেল, মুক্তিযোদ্ধাদের [illegible]

অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি দানা বাঁধতে থাকে। [illegible]

শক্তি জন্ম নিল পুরাতন মুসলিম লীগ, নেজামে-ই-ইসলাম, জামায়াত-ই- [illegible]

অন্যান্য ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ থেকে।

তাঁদের যুক্তি হল যে, তাঁরা বাঙালীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়, তবে [illegible]

আধিপত্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন [illegible]

হিসেবে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন যে, পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের [illegible]

থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর [illegible]

বিবেচনা করার কোন যুক্তিই নেই। তাঁরা ভারতীয় আধিপত্যবাদী [illegible]

আধিপত্যবাদী শক্তির তুলনায় অধিকতর বিপদজনক বলে গণ্য [illegible]

মতে, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী [illegible]

পাকিস্তানকে কেবল বিখণ্ডিতই করতে আগ্রহী নয়, [illegible]

অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশকে সর্বতোভাবেই গ্রাস করায় [illegible]

যুক্তিকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সাধারণ দেশবাসী [illegible]

[illegible] একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি, কারণ ঐ কথা [illegible]

এদেশের জনগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভারতভীতি বিদ্যমান [illegible]

এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে [illegible]

সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে ভারতের [illegible]

দেখায় পেয়েছিলাম। এ উক্তি [illegible]

[illegible]

মেজর জলিল [illegible]

www.pathagar.com

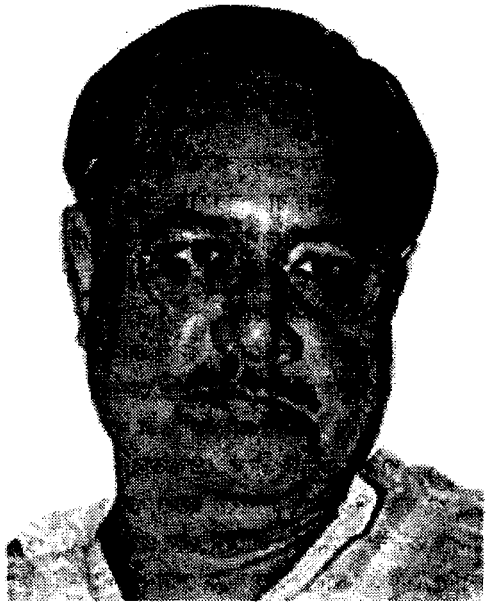

জামায়াতের কোনো নেতা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেননিঃ আ স ম রব

ht tp:/ / www. dai l ynayadi gant a. com 2010/ 04/ 09/ f ul l news. asp?News_I D=205132&sec=1

স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলক মুক্তিযোদ্ধা আ স ম আবদুর রব বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী '৭১ এ পাকিস্তানের সমর্থন করেছে কিন্তু জামায়াতের কোনো নেতা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে এমন কোনো তথ্য আমার জানা নেই। যুদ্ধের সময় কোনো জামায়াত নেতা খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগসহ লুটপাট করেছে এ ধরনের খবর আমি পাইনি। তিনি অভিযোগ করেন, তদন্তের আগেই যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা প্রকাশ করে তদন্ত সংস্থাকে বিতর্কের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে গোটা বিচারপ্রক্রিয়াকে বানচাল করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক, আইনজীবী ও তদন্ত সংস্থা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে নাগরিক সমন্বয়কের উদ্যোগে আ স ম আবদুর রবের একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

আ স ম আবদুর রব বলেন, ট্রাইব্যুনালের বিচারক, আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তারা রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে না পারলে বিচার নিরপেক্ষ হবে না। তিনি বলেন, বর্তমান মন্ত্রিসভায় চিহ্নিত রাজাকার আছে। ....আওয়ামী লীগে লুকিয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচার করতে হবে। এখন কে কে যুদ্ধাপরাধী আছে তা তদন্ত করেই বের করতে হবে।

সত্য একদিন বের হয়ে আসবেই।

www.pathagar.com

জাতীয় শীর্ষ রাজনীতিকদের ১৬ দিনের রিমান্ড পৃথিবীতে নজীরবিহীন

শহীদুল ইসলাম : জাতীয় শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একসাথে ১৬ দিন করে রিমান্ডে নেয়ার ঘটনা শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা ভারতীয় উপমহাদেশই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলের বিরোধীদলের ল্যান্ড স্লাইট বিজয় এবং একটি সফল ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের পর বিরোধীদলের আন্দোলন দমন এবং দেশ থেকে ইসলামী রাজনীতি বিলোপের নীল নকশার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ও সুশৃংখল রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গ্রেফতার করে একটির পর একটি সাজানো মামলায় জড়ানো হয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, যে মামলায় তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে আদালত সেই মামলায় জামিন হলেও মুক্তি না দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তড়িঘড়ি করে আরো ৫/৬টি মামলায় তাদেরকে শ্যোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের একজন ব্যক্তির দায়েরকৃত মামলায় হাজির হওয়ার দিন হাজিরা না দেয়ায় পুলিশ ২৯ জুন বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকা থেকে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে এবং শহীদবাগের নিজ বাড়ি থেকে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গ্রেফতার করে। এই মামলাটি জামিনযোগ্য। ফলে এমন কোন সিরিয়াস ফৌজদারী বিষয় ছিল না যে, কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট ইস্যু করার মাত্র দু-আড়াই ঘন্টার মধ্যেই তাদের গ্রেফতার করতে হবে। কোর্টের অর্ডার পুলিশের কাছে আসতে একটু সময়েরও ব্যাপার থাকে। কিন্তু অতি দ্রুততার সাথে গ্রেফতারের ঘটনাই প্রমাণ করে যে ঐ মামলায় জামায়াতের এই তিন বর্ষীয়ান নেতা যদি আদালতে হাজির হতেন, তাহলে তাদের জেলে নেবারই চেষ্টা হতো এটাই ছিল পরিকল্পনা। সম্ভবত এটা জেনেই জামায়াত নেতারা বিকল্প আইনি পথের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। মামলাটি ছিল তুচ্ছ মামলা। নয়া প্রতিষ্ঠিত একটি সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত যে সংবাদের ভিত্তিতে জনৈক মাইজভাণ্ডারী মামলাটি দায়ের করেন তা যদি ঢাকা মহানগরী আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেও থাকেন, তবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের পর্যায়ে পড়ার কোন কারণ নেই। রাসূলের যুগে ইসলামী আন্দোলনের জন্য নির্যাতিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এরূপ তুলনা তো সম্প্রতি আইন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলামও করেছেন, 'আল্লাহ যদি দুনিয়ার অপরাধের বিচার কোটি কোটি বছর পরে কিয়ামতের দিন করতে পারে, তবে আমরা কেন ৪০ বছর পরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারব না?' তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়- প্রতিমন্ত্রী কি আল্লাহর সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন? সম্প্রতি স্পীকার আব্দুল হামিদও এরূপ কথা বলেছেন

www.pathagar.com

যে, এখানে আল্লাহ এসেও কিছু করতে পারবেনা। তাহলে স্পীকারও কি আল্লাহর সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন? যদি হয় তবে সেটা বিচার্য হলো না কেন।

আসলে যেনতেনভাবে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে হয়রানি করাই ছিল মাইজভান্ডারীর ঐ তুচ্ছ কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলা।

কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলায় ওয়ারেন্ট হিসেবে গ্রেফতার করার পরদিন পুলিশ জামায়াতের তিন শীর্ষ নেতাকে আদালতে হাজির করলে আদালত জামিন দিয়ে দেয়। কিন্তু সরকার তাদেরকে মুক্তি না দিয়ে নিজামী ও মুজাহিদের বিরুদ্ধে আরো ৬টি করে এবং মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৫টি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে প্রত্যেকটি মামলার জন্য আলাদা আলাদা রিমান্ডের আবেদন করে। আদালতও সবাইকে ১৬ দিন করে এক সাথে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ এ ঘটনায় বিস্মিত হয়েছেন। তারা বলেছেন, এটা উপমহাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসেই নজীরবিহীন। কোন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের এভাবে সাজানো মামলা দিয়ে হয়রানি করা একটি নীল নকশারই বাস্তবায়ন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সাড়ে ৩ বছর আগেও মন্ত্রী ছিলেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন। মন্ত্রীত্ব করেও তারা একটি টাকার দুর্নীতি করেননি।

জামায়াতের তিন শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির গাড়ি বহরে বাধাগ্রস্ত করা, মগবাজারে সিএনজি আটোরিক্সায় অগ্নিসংযোগ, গ্রেফতারের সময় পুলিশের কাজে বাধাদানসহ কতিপয় সাজানো মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। প্রেসক্লাবে একটি প্রোগ্রামে নেতাকর্মীরা আমীরে জামায়াতের সাথে ছিলেন। তাদের ভিতর থেকে প্রাণপ্রিয় নেতাকে ধরে নিয়ে যাবে আর নেতাকর্মীরা কিছুই বলবেনা এমন নজীর কোথায়ই বা আছে। তবে পুলিশ এমন তো অভিযোগ করতে পারেনি যে, নিজামী বা মুজাহিদকে জামায়াত কর্মীরা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে আর তাতে উস্কানি দিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। তাহলে পুলিশের কাজে কিসের বাধা দান। গত মাসে আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের পরও একই ধরনের মামলা করেছিল পুলিশ। ঐ মামলায় ৪শ সাংবাদিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এটা নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানির জন্য ওপরের নির্দেশে এ ধরনের মামলা দায়ের ও সেই মামলায় জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

হরতালের আগের রাতে মগবাজারে সিএনজি অটোরিক্সায় কে বা কারা আগুন দিয়েছে সেই মামলায় শেষ পর্যন্ত মার্ডার কেসের আসামী করা হয়েছে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের। এরূপ যদি আসামী করা যায় তবে প্রশ্ন আসে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছরে এবং ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে যত হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়েছে তখন যত লোক মারা গেছে, তার জন্য কি শেখ হাসিনাকে আসামী করা হবে? কারণ ঐসব হরতালসহ আন্দোলন সংগ্রামের সব ঘটনাই তার ডাকে হয়েছিল। কিন্তু এমন পদক্ষেপ তখন সরকারও নেয়নি,

www.pathagar.com

পুলিশও কোন মামলা দায়ের করেনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন গতকাল শুক্রবার উত্তরায় তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় এক সমাবেশে জামায়াতের আটককৃত তিন শীর্ষ নেতাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, মানুষ এই ৩ যুদ্ধাপরাধীকে আর মুক্ত দেখতে চায় না। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের মাধ্যমে আরো প্রমাণ হয় যে, কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মামলায় ওয়ারেন্ট আসল বিষয় নয়। যেনতেনভাবে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা এবং সাজানো মামলায় তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া তাদের পূর্ব পরিকল্পনা এবং কোন একটি উচ্চ মহলের নীল নকশার অংশ।

বিরোধীদলের দেড় বছর পর ডাকা একটি হরতালের প্রতি জনগণের এতো স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে হয়তো সরকার তখনই সিগন্যাল পেয়ে গেছে যে, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। তাই তাদের ক্ষমতায় আনয়নকারীদের ডিকটেশন মত দেশ থেকে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং বিরোধী দলের আগামী দিনের সম্ভাব্য আন্দোলন দমনের জন্য এহেন দমন পীড়নের রাস্তা বেছে নিয়েছে। একই নীল নকশার অংশ হিসেবে হরতালের দিন বিএনপির সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মির্জা আব্বাস, শমসের মোবিন চৌধুরী ও আব্দুল মান্নানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩-৭-১০/ দৈনিক সংগ্রাম

"মূলত মিথ্যার চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে যারা আজ বিজয়ের অট্টহাসি দিচ্ছেন তাদের অট্টহাসিকে ম্লান করে দিয়ে সত্য একদিন উদ্ভাসিত হবেই ইনশাআল্লাহ।"

- আল্লামা সাঈদী।

www.pathagar.com

মুজাহিদ সাঈদী সম্পর্কে মিডিয়ার প্রতিবেদন সঠিক নয় : পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ দু'নেতা সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মিডিয়ায় যে সমস্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত এবং প্রচারিত হচ্ছে তার কোন ভিত্তি নেই। এসব প্রতিবেদন ঠিক নয়। জিজ্ঞাসাবাদের সাথে প্রতিবেদনের কোন সম্পর্ক নেই। এটা যার যার মতো করে মনগড়া লেখা হচ্ছে। তদন্ত সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে এ ধরনের কোন তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। গতকাল শনিবার (৩/৭/১০) দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডস্থ ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ শাখা কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মনিরুল ইসলাম।

তিনি জানান, যে ঘটনার ওপর ভিত্তি করে মামলা দায়েরের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জামায়াতের শীর্ষ দু'নেতাকে রিমান্ডে আনা হয়েছে সে ঘটনার ব্যাপারেই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অন্য কোন মামলা বা ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ নেই।

চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্কি ও ফকিরাপুল এলাকায় জামায়াত-শিবিরের একটি বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদেরকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ধর-পাকড় করা হয় বেশ ক'জনকে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই উল্টো পুলিশ বাদী হয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতেই পল্টন থানায় একটি মামলা (নং ৩৭) দায়ের করে। এই মামলায় শিবিরের ৩ জনকে এজাহার নামীয় আসামী এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকশ ব্যক্তিকে আসামী করা হয়। মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় পল্টন থানার এসআই জিল্লুর রহমানকে।

গত মঙ্গলবার বিকেলে এই মামলায় আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করার পর পুলিশ ও ডিবি পুলিশ যৌথভাবে জামায়াতের আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পৃথক পৃথকভাবে রাজধানী ও আশুলিয়া থেকে গ্রেফতার করে। এরপর তাদেরকে মিন্টু রোডস্থ ডিবি অফিসে রাখা হয়। পর দিন বুধবার বিকেলে তাদেরকে কড়া পুলিশ প্রহরায় ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। আদালত গ্রেফতারকৃত মামলায় তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

এ সময় অপর ৮টি মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার দেখিয়ে ৫টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে পৃথক পৃথকভাবে ১৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালতের কার্যক্রম শেষে বুধবার সন্ধ্যার পর তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পর দিন বৃহস্পতিবার পল্টন থানায় দায়ের করা গাড়ি ভাংচুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও পুলিশের কাজে বাধা দেয়া মামলায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে তিন দিনের রিমান্ডে আনা হয়। মিন্টু রোডের ডিবি অফিসে জামায়াতের শীর্ষ দু' নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গতকাল শনিবার ছিল জিজ্ঞাসাবাদের ২য় দিন। মাওলানা

www.pathagar.com

মতিউর রহমান নিজামীকে অসুস্থতার কারণে রিমান্ডে নেয়নি বলে পুলিশ দাবি করে। তবে স্থানাভাবের কারণে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

প্রেস ব্রিফিং

গতকাল ডিসি (ডিবি) দক্ষিণ মনিরুল ইসলাম এক প্রেস বিফিং-এ বলেন, চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পল্টন থানায় দায়ের করা মামলায় (নং-৩৭) জামায়াতের শীর্ষ দু নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই জিল্লুর রহমান তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। গাড়ি ভাংচুর, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও পুলিশের কাজে বাধা দানের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ডিসি (ডিবি) মনির জানান, এ মামলায় ইতোপূর্বে যারা গ্রেফতার হয়েছেন তাদেরকে তদন্ত কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পেয়েছেন তাতে জড়িতরা জানান, জামায়াতে ইসলামী একটি সুশৃংখল দল। কোন কিছু করতে হলে উপরের নির্দেশ নিতে হয়। উপরের নির্দেশ ছাড়া দলটির নেতা কর্মীরা কোন কাজ করে না। এজন্য কি নির্দেশ ছিল কেন্দ্রীয় নেতাদের, কিভাবে নির্দেশ দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে পুলিশকে মেরে জখম করা হয়েছিল তা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তদন্ত কর্মকর্তা জামায়াতের দু'শীর্ষ নেতাকে রিমান্ডে এনেছেন।

ডিসি মনির জানান, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মামলাটি যেহেতু তদন্তাধীন সেজন্য তদন্তের স্বার্থেই বেশি কিছু বলা যাবে না। তিনি দাবি করেন পল্টন থানায় দায়ের করা মামলায় জামায়াতের শীর্ষ এই তিন নেতার এক ধরনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তার প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা। এই প্রমাণ পাওয়ার পরই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে রিমান্ড প্রার্থনা করা হয়।

ডিসি ডিবি মনির প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এখনো জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কি কারণে ওইদিন ঘটনা ঘটেছিল, মোটিভ কি ছিল। এসবের জবাব জানতে চাওয়া হচ্ছে। তারা তাদের মত জবাব দিচ্ছেন।

আগে এই মামলায় যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে জামিনে আছেন। দুই মামলায় তিনজনের নাম ছিল। বাকীরা ছিলেন অজ্ঞাতনামা আসামী।

এক প্রশ্নের জবাবে ডিসি মনির জানান, তদন্ত কর্মকর্তা এক সাথে ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সমস্যায় পড়বেন বলে জানান। তার প্রেক্ষিতেই দু'জনকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জামায়াতের আমীর মাওলানা নিজামীকে পরে সুবিধাজনক সময়ে রিমান্ডে আনা হবে। তিনি জানান অন্য মামলাগুলো পৃথক। এক মামলার সাথে অন্য মামলার সম্পর্ক নেই। ডিবি অফিসে কেন তাদেরকে আনা হয়েছে-এর জবাবে ডিসি ডিবি বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা যেখানে থাকেন আসামীরাও সেখানে থাকেন। তাছাড়া থানার অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে ডিবি অফিসে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তদন্ত কর্মকর্তার বাইরে অন্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন অন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা প্রয়োজন তাহলে অন্য কেউ এলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। তিনি জানান আদালতের নির্দেশ মেনে এবং আইনগতভাবেই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই মামলায় আর কোন রিমান্ড চাওয়া হবে কিনা তা তদন্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তিনি জানান, রিমান্ডে থাকা অবস্থায় কোন আসামীর সাথে স্বজনদের সাক্ষাতের সুযোগ নেই। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের পর অন্য মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

৪-৭-১০/ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

জামায়াতের শীর্ষ তিন নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : আদালতের অনুমতি থাকার পরও জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে তিন আইনজীবীকে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি পুলিশ। এ সময় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তিন আইনজীবীকে জানান, আদালত থেকে তারা কোন নির্দেশনা পাননি। তাই আদালতের এ অনুমতি এলাউ করা হবে না। গতকাল সোমবার (৫/৭/১০) বিকেল ৬ টা ২০ মিনিটে তিন আইনজীবী যথাক্রমে এসএম কামাল উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক ও লুৎফর রহমান আজাদ মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিসে যান মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। মাওলানা নিজামী রোববার থেকে পল্টন থানার একটি মামলায় তিনদিনের রিমান্ডে ডিবি অফিসে আছেন।

এদিকে পল্টন থানার অপর একটি মামলায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ডিবি অফিস ও রমনা মডেল থানায় রেখে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গতকাল ছিল তিনদিনের জিজ্ঞাসাবাদের দ্বিতীয় দিন।

এডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আইনজীবী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ এবং তার পক্ষে আইনজীবী নিযুক্ত হয়ে আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেয়ার জন্য চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানান। আদালত আবেদন গ্রহণ করে মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ ও ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেয়ার অনুমতি প্রদান করে। এই অনুমতি নিয়ে তিন আইনজীব, গতকাল বিকেল ৬টা ২০ মিনিটে মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিসে আসেন। এ সময় অফিস গেটে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তিন আইনজীবী পরিচয় দিয়ে আদালতের অনুমতির কাগজপত্র দেখান। এরপর এসআই আনোয়ার হোসেন সাক্ষাতের বিষয়ে ডিবি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আদালতের অনুমতির বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। আলাপ শেষে এসআই আনোয়ার তিন আইনজীবীকে জানান, সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়।

কারণ আদালত তাদেরকে কোনরূপ নির্দেশনা দেয়নি। পাঁচ মিনিটের মাথায় তিন আইনজীবী আদালতের অনুমতির কাগজ নিয়ে বের হয়ে আসেন।

এডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিন এসময় জানান, কোর্টের অর্ডার তারা এলাউ করবেন না বলে জানিয়েছেন। কোর্ট থেকে কোন তথ্য কিংবা নির্দেশনা তাদেরকে দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, মাওলানা নিজামীকে গ্রেফতারের পর আমরা তার সাথে

www.pathagar.com

সাক্ষাতের জন্য জেলগেটে যাই। সেখানে জেল কর্তৃপক্ষ জানায়, আদালতের অনুমতি নিয়ে আসার জন্য। আদালতের অনুমতি আনতে যাওয়ার সময়টুকুতে মাওলানা নিজামীকে ডিবি অফিসে নিয়ে আসে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তিনি অভিযোগ করেন, আইনজীবী হিসেবে আমাদেরকে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হলো না। যে কোন ব্যক্তি বা আসামী গ্রেফতারের পর তারপক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা হয়।

এজন্য ওকালতনামায় স্বাক্ষর নিতে হয়। কিন্তু আজকে ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো না। তাহলে একজন ব্যক্তির পক্ষে কীভাবে আদালতে আইনী লড়াই চালানো সম্ভব? তিনি জানান, আজকের বিষয়টি আদালতের মাধ্যমেই ফায়াসালা হবে।

এদিকে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ তিন নেতাকে কেরানীগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা দুই সহোদর হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করবে গোয়েন্দা পুলিশ। ৫ পৃথক মামলায় রিমান্ড শেষে এ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার আভাস দিয়েছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। রাজধানীর পল্টন থানায় দায়ের করা ২টি মামলায় জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) মনিরুজ্জামান বলেন, ওই ২ মামলায় তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাদের নাম না থাকার পরও কেন রিমান্ডে আনা হয়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি নির্ভর করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর। গত ১ জুলাই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পল্টন মামলায় ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অসুস্থ থাকায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মামলায় গত ২৯ জুন বিকেলে এ তিন নেতাকে গ্রেফতার এবং পরদিন ৫ পৃথক মামলায় তাদের ১৬ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।

৬-৭-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা নিজামী মুজাহিদ সাঈদীকে পল্টন থানার তিন মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পল্টন থানায় দায়ের করা তিনটি মামলায় একে একে তিনদিন করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (৬/৭/১০) একটি মামলায় আমীরে জামায়াতকে তিনদিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করেছে পুলিশ। আজ বুধবার থেকে অপর একটি মামলায় তিনদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর আরও একটি মামলায় আরও তিনদিনের জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে আগামী সোমবার পল্টন থানার তিনটি মামলায় ৯ দিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবে।

গত রোববার থেকে মাওলানা নিজামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে রাজধানীর মিন্টো রোডস্থ ডিবি পুলিশের অফিসে। গত ২৯ জুন বিকেলে প্রেসক্লাব থেকে পুলিশ ও ডিবি পুলিশ যৌথভাবে তাকে গ্রেফতার করে। এরপর তাকে রাখা হয় ডিবি অফিসে। পরদিন ৩০ জুন মাওলানা নিজামীকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করে ৫টি মামলায় ১৬ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এর মধ্যে পল্টন থানায় ৩টি, রমনায় ১টি ও উত্তরা থানায় ১টি মামলা রয়েছে। রিমান্ড পাওয়ার পর তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

এদিকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গত বৃহস্পতিবার থেকে ডিবি অফিসে রেখে পল্টন থানায় দায়ের করা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রোববার থেকে গতকাল পর্যন্ত অপর মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আজ থেকে তাদেরকে অপর একটি মামলায় (নং-২৫) তিনদিনের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে। গত ২০ জুন পল্টন থানায় দণ্ডবিধির ১৪৩/১৮৬/৩৩২/৩৫৩ ধারায় দায়ের করা মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মোজাফফর হোসেন। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবে শুক্রবারে। এতে করে পল্টন থানায় দায়ের করা তিনটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে রমনা ও উত্তরা থানায় দায়ের করা আরও দুটি মামলায় যথাক্রমে চার ও তিনদিন করে ৭ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মাওলানা সাঈদী গত ২৯ জুন বিকেলে গ্রেফতার হন।

৭-৭-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

জামায়াতের আটক শীর্ষ তিন নেতা সম্পর্কে তৈরি হচ্ছে নিত্যনতুন রূপকথা

সংগ্রাম রিপোর্ট : নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু, নিখোঁজ, নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় জড়ানো, স্বীকারোক্তি আদায় এবং তার সাথে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানোর ঘটনা বাড়ছেই। আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলায় জড়ানো, অন্তরীণ রাজনীতিবিদদের ওপর নির্যাতন ও তাদের চরিত্র হনন প্রপাগাণ্ডা পিছিয়ে নেই। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে এসব ঘটনায় উদ্বিগ্ন সচেতন নাগরিক সমাজ।

দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা বলছেন, এতে করে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা কোনো সভ্য সমাজে ঘটতে পারে না। বিশেষ করে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে এ ধরনের ঘটনায় আরও বেশি উদ্বিগ্ন সচেতন নাগরিক সমাজ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতি উৎসাহী কিছু ব্যক্তি আর সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সচেতন নাগরিকরা।

গ্রেফতারকৃত জামায়াতের শীর্ষ তিন নেতা পুলিশ হেফাজতে (কথিত রিমান্ডে) কি বললেন, সে বিষয়ে যাওয়ার আগে শিশু সামিউলকে কে হত্যা করেছেন? এই প্রশ্ন দেশবাসীর। র‍্যাব আরিফকে গ্রেফতার করে সাংবাদিকদের সামনে দাঁড় করায়, আরিফ বলে যে, সামিউলের মা এবং সে দু'জনে মিলে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। আরিফ সুন্দর একটি কাহিনীও সংক্ষেপে তুলে ধরে। এর আগে পরে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সামিউলের মাকে জড়িয়ে নানা 'গল্প' সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হয়। গত ৭ জুলাই সবকিছু উল্টে যায়। পুলিশের কাছে আরিফ (বাক্কু) বলে যে, মা আয়শা খুনি নয় সে একাই খুন করে। গতকাল ৯ জুলাই কিছু পত্রিকায় বলা হয়- ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে না কি বাক্কু একাই খুনের কথা স্বীকার করেছে। মা সন্তানের ঘাতক। এমন খবর ফলাও করে প্রচারে গোটা মা জাতি অবাক হবেন, এটাই স্বাভাবিক। সেই সাথে পুলিশ-র‍্যাবের আর সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে। সংবাদ মাধ্যম, পুলিশ-র‍্যাব, কারা সঠিক কথা বলছে?

গতকাল কিছু সংবাদপত্রের শিরোনাম- জনকণ্ঠ গ্রেনেড হামলা মামলা ফেসে যেতে পারে নিজামী, মুজাহিদ, সাঈদী, যুগান্তর জামায়াতের সাথে আন্তর্জাতিক জঙ্গি কানেকশন পেয়েছে গোয়েন্দারা। এছাড়াও জামায়াত নেতাদের জড়িয়ে প্রতিদিন নানা ধরনের, রকমের, রং-বেরং এর গল্প আর রূপকথার কাহিনী কিছু সংবাদ মাধ্যমে ছাপা হচ্ছে। এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন- আসলে কোনটা ঠিক?

ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার ঘটনা আর কতদিন চলবে? তদন্ত না করে, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া দায়িত্বশীলরা এসব কথা কি করে বলেন আর প্রচারই করা হয়

www.pathagar.com

কিসের ভিত্তিতে?

বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এসব কি হচ্ছে? মিথ্যা মামলায় রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নানা কথা প্রচার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে। পুলিশ হেফাজতে নিরীহ নাগরিক মারা যাচ্ছে। এটাকে আইনের শাসন বলা যায়?

আইনের শাসন আর মানবাধিকার কোথায়? তিনি বলেন, আমার এই উদ্বেগের কথা এবং আইনী বিষয়টি আরও বিস্তারিত সংবাদ মাধ্যমকে বলবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আইনের অধ্যাপক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অগ্রিম মন্তব্য করা, সংবাদ মাধ্যমে কাল্পনিক লেখালেখি আইনেই এলাও করে না। এখন যেটা হচ্ছে,তাতে মনে হয় যে ব্যক্তি যত বেশি নতুন নতুন কথা বলতে পারবেন, সংবাদ মাধ্যম যত রং দিয়ে কাহিনী প্রচার করতে পারবে, ততোই যেন জনপ্রিয়তা লাভ করবেন। তারা কিসের ভিত্তিতে কি বলেন বা লিখেন বুঝি না। এটা কোনো সভ্য সমাজে আছে বলে মনে হয় না। একটা গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে নিরাপত্তা হেফাজতে মানুষ মারা যাবে, এটা ভাবতেও অবাক লাগে। তিনি বলেন, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমরা অস্বাভাবিক সরকার বলতাম। তখনও এমন অবস্থা দেখা যায়নি। একটা গণতান্ত্রিক সরকারের সময় শীর্ষ রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় জড়ানো, তাদের চরিত্র হনন করাও ঠিক নয়। মানবাধিকার কর্মী এডভোকেট এলিনাখান বলেন, বিচারাধীন মামলা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে কিছু অগ্রিম লেখালেখি, পুলিশ হেফাজতে নিয়ে অগ্রিম নানা কথা বলা, পুলিশী হেফাজতে কারও মৃত্যু এসবইতো মানবাধিকারের লংঘন। সংবাদ মাধ্যমকে এ বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান নিজেও। সাম্প্রতিক নিরাপত্তা হেফাজতে কয়েকজনের মৃত্যু, নিখোঁজ, নির্যাতনের বিষয়ে তিনি বলেন, এসব মৃত্যু উদ্বেগজনক। এসব সহ্য করা হবে না।

কারও বিরুদ্ধে ১০/১৫টি মামলা থাকলেও কাউকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে নির্যাতন করা যাবে না।

তিনি গত বুধবার আইনমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। আবার গত বৃহস্পতিবার কমিশন নিজেদের মধ্যে বৈঠক শেষে একই ধরনের কথা বলেছেন, এও বলেছেন যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মানবাধিকার লংঘন এর বিচার চেয়ে আবেদন করতে পারবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্যে আশ্বস্থ নাগরিকরা, তবে সময়ই বলে দেবে বাস্তবতা। যেহেতু স্বাধীন কমিশনের ওপর এখন সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করছে।

১০-৭-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মুজাহিদ ও সাঈদী আরো ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নয় দিনের রিমান্ড শেষে আরো চারদিনের রিমান্ড শুরু হয়েছে। হরতালের আগের দিন রাজধানীর মগবাজারে গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে রমনা থানার মামলায় গত ৩০ জুন আদালত চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল। গতকাল শনিবার (১০/৭/১০) ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক ড. আবদুল মজিদ (সিএমএম) রমনা থানার এই মামলায় রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দেন। এদিকে পল্টন থানা পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে গত ২৫ জুন দায়ের করা মামলায় জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ দু'নেতার আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করলে আদালত না মঞ্জুর করেছেন। এর আগে পল্টন থানার পৃথক তিনটি মামলায় নয় দিনের রিমান্ড শেষ হওয়ায় তাদের আদালতে হাজির করা হয়। গতকালই মামলাটি তদন্তের জন্য ডিবিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর পল্টন থানার দুইটি মামলায় ৬ দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল তৃতীয় মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

আদালতে শুনানি শেষে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ দু' নেতার আইনজীবী সিনিয়র এডভোকেট মশিউল আলম বলেন, পাঁচটি মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় জামায়াত নেতৃবৃন্দকে রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন।

এক টানা নয় দিন রিমান্ড শেষে সরকার পক্ষ রমনা থানার মামলায় চারদিনের রিমান্ডের অনুমতি চাইলে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ বিবেচনায় তাদের বিশ্রাম দেয়ার আবেদন করে বলেছি পল্টন থানার তিন মামলায় পৃথকভাবে তাদের একটানা নয় দিনের রিমান্ড শেষ হয়েছে। তারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ। গত নয় দিন তারা পর্যাপ্ত ঘুমাতে পারেননি। রাতে তাদের মাথার ওপর উচ্চ ক্ষমতার বাতি জ্বালিয়ে রাখার কারণে এমনটি হয়েছে। এছাড়া বয়সের কারণে দু'জনেই উচ্চ রক্তচাপসহ নানা সমস্যায় ভুগছেন। ফলে তাদের বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হোক। কারাগারে সুস্থ হয়ে ওঠার পর এ মামলায় তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। আদালতের আগের আদেশ অনুযায়ী দু'জনের সুচিকিৎসার আবেদন জানিয়ে বলেছি তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করছেন। তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করা এবং ওকালতনামায় স্বাক্ষর করতে দেয়া হয়নি। আমরা আদালতে বিষয়টি জানালে আদালত ওকালতনামায় স্বাক্ষর করার অনুমতি দিয়েছেন।

এছাড়া আদালত পল্টন থানার ২৫ জুনের মামলায় আমাদের করা জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেছেন।

সরকার পক্ষে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আদালত-৫ এর স্পেশাল পিপি কামরুল হাসান খান (আসলাম) বলেন, রমনা থানার মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা রিমান্ডের অনুমতির

www.pathagar.com

আবেদন করায় বলেছি আসামীরা সুস্থ। রিমান্ড শুরু অনুমতি না দিয়ে তদন্ত কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত হবে না। কারণ একই ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত ৩০ জুন চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। আদালতকে বলেছি হরতালের আগের দিন রমনা থানার ঘটনার সঙ্গে আসামীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাদের নির্দেশেই গাড়ি পোড়ানো হয়েছে। এ মামলাটি এখন হত্যা মামলায় পরিণত হয়েছে।

গতকাল দুপুর থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

আইনজীবী যারা ছিলেন

গত শনিবার জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট মশিউল আলম, এডভোকেট মোঃ আবদুর রাজ্জাক। আদালতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান, এডভোকেট এস এম কামাল উদ্দিন, এডভোকেট মো. ইউসুফ আলী, এডভোকেট মো. আবদুর রশিদ, এডভোকেট লুৎফর রহমান আজাদ, এডভোকেট জালাল উদ্দিন, এডভোকেট শামসুল ইসলাম আকন্দ, এডভোকেট আকতারুজ্জামান সোহেল, এডভোকেট আবু সাঈদ মোল্লাসহ অর্ধশতাধিক আইনজীবী।

ডিবি-আদালত-ডিবি অফিস

বেলা ১টা ৫০ মিনিটে পুলিশ ও ডিবি পুলিশের কড়া প্রহরায় প্রিজন ভ্যান (ঢাকা মেট্রো অ-১১-১৬৩২) এ করে মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিস থেকে দুই জামায়াত নেতাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষে বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে তাদেরকে একই প্রিজনভ্যানে করে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের বহনকারী প্রিজনভ্যানটি বিকেল ৫টা ২ মিনিটে ডিবি অফিসে পৌঁছে।

যে মামলায় রিমান্ড

গত ২৭ জুন রমনা থানার ৫৫ নং মামলায় রিমান্ডে নেয়া হয়েছে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে। মামলার ধারাগুলো হচ্ছে, ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩১৬/৩০৭/৪৩৫/৪২৭/সংযোজিত ৩০২। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন এসআই জাকির। তাদের বিরুদ্ধে মিছিল সহকারে এসে গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ, মারাত্মক জখম ও হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। গতকাল মামলাটি ডিবিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর আগে তদন্ত করে থানা পুলিশ।

২৯ জুন গ্রেফতারের পর ৩০ জুন জামায়াতের শীর্ষ এই তিন নেতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মামলাটি জামিন যোগ্য হওয়ায় সরকার আরো পাঁচটি মামলা প্রস্তুত করে রেকর্ড ৫০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। আদালত পাঁচটি মামলায় ১৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। এগুলো হচ্ছে পল্টন থানার তিন মামলায় ৯ দিন, রমনা থানার একটিতে ৪ দিন এবং উত্তরা থানার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় ৩ দিন করে মোট ১৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মামলায় আদালত জামিন মঞ্জুর করেন।

১১-৭-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মুজাহিদ সাঈদী আবারো ৩ দিনের রিমান্ডে

সকল জুলুমের মধ্যে যেন সবরকারী হতে পারি : সাঈদী

মিয়া হোসেন ও রায়হান মোর্শেদ : জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ১৬ দিনের রিমান্ড শেষ না হতেই নতুন করে দু'জনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি সাজানো মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডের আবেদন করেছে পুলিশ। নতুন মামলায় মুজাহিদকে আরো ৩দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।

আর মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে নতুন মামলায় রিমান্ডের শুনানীর জন্য ১৮ জুলাই তারিখ ধার্য করে আদালত। তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে উত্তরা থানায় দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গত ৩০ জুন মঞ্জুর করা ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আদালত থেকে বেরিয়ে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, সরকার ইসলামী শক্তি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। ধৈর্য্যের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান। সকল জুলুমের মধ্যেও সবরকারী হতে পারার জন্য মাওলানা সাঈদী দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৭/৭/১০) দুপুর ২টার দিকে প্রিজন ভ্যানে (ঢাকা মেট্রো-৩ ১১-১৬২৫) করে সাবেকমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে সিএমএম কোর্টে হাজির করা হয়। ৩০ জুন মঞ্জুর করা ১৬দিনের রিমান্ডের মধ্যে আগে ৩ মামলায় ৯দিন রিমান্ড শেষ হয়। সর্বশেষ রমনা থানায় দায়ের করা মামলায় ৪ দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় পুনরায় রিমান্ড আবেদন না করায় তাদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। তবে গত ৩০ জুন মঞ্জুর করা ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি চাইলে অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মোহাম্মদ আলী হোসাইন অনুমতি দেন।

এদিকে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০০৪ সালে দায়ের করা ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এ মামলায় পুলিশ ৭দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে না পারায় আসামী পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ মামলায় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন শুনানির দিন আগামী ১৮ জুলাই ধার্য করা হয়েছে।

অপরদিকে ২০০৮ সালে পল্লবী থানায় দায়ের করা ১৯৭১ সালের ৩৪৪ জনকে হত্যা মামলায় আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী গতকাল বৃহস্পতিবার ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি

www.pathagar.com

শেষে ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা বেগম হ্যাপি ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বেলা ৩টার দিকে আদালত থেকে তাদেরকে প্রিজন ভ্যানে ডিবি হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

আদালত থেকে বের হওয়ার পর আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে তার আইনজীবীরা কথা বলেন। শেষে আইনজীবী এডভোকেট মশিউল আলম সাংবাদিকদের বলেন, পর পর এভাবে রিমান্ডে নেয়া যায় না। তারা সাবেক মন্ত্রী এমপি ছিলেন। তাদেরকে ডিভিশন দেয়া হচ্ছে না। তাদেরকে ফ্লোরে শুতে দেয়া হচ্ছে, ঠিকমত ঘুমাতে দেয়া হচ্ছে না। রুমে লাইট জ্বালিয়ে রাখা হয়। তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কারণে তারা দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাদের শারীরিক জীবন নিয়ে আমরা শংকিত। এখন সবগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদী বলেছেন, সকল জুলুমের মধ্যে যেন সবরকারী হতে পারি এ জন্য দোয়া করবেন, আর দেশবাসীকে আমাদের জন্য দোয়া করতে বলবেন।

দেশবাসীকে সালাম জানিয়ে মুজাহিদ সাহেব বলেছেন, আমি যেমনই থাকি না কেন, সেটা বড় কথা নয়, সরকার ইসলামী শক্তি ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। জনগণকে ধৈর্য্যের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

সাঈদী ও মুজাহিদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, মশিউল আলম ও এস এম কামাল উদ্দিনসহ ১০/১৫ জন আইনজীবী এবং রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি শাহ আলম তালুকদার ও কামরুল আহসান খান আসলাম।

১৬-৭-১০ : সংগ্রাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জার্মানী সফরকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের হত্যা-নির্যাতনের প্রতিবাদে জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশীরা বার্লিন গেইটের (ব্রান্ডেনবোগার টুর)সামনে রোববার প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। (বার্লিন,জার্মান,২৪ অক্টোবর ২০১১)

www.pathagar.com

রিমান্ডে নির্যাতন করা হচ্ছে- জামায়াত নেতৃদ্বয়ের আইনজীবীর অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং নায়েবে আমীর সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পৃথক মামলায় আরো ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এ সময় তাদের রিমান্ড বাতিল ও জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করে আদালত। ইতোমধ্যে দুই নেতারই টানা ১৬ দিন করে রিমান্ড শেষ হয়েছে। এছাড়া গত ১৫ জুলাই আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে পল্লবী থানার একটি মামলায় ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।

রাজধানীর বিমানবন্দর থানায় দায়ের করা মামলায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা মনজিল মোরশেদ ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি শেষে বিচারক কামরুন নাহার রুনি এ আদেশ দেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যা চেষ্টা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়।

গতকাল সোমবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ৫টি পৃথক মামলায় ১৬ দিন রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করা হয়।

মাওলানা সাঈদী ৩ দিনের রিমান্ডে গত ১১ জুলাই ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির ইন্সপেক্টর মোস্তাফিজুর রহমান মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে রিমান্ড আবেদনের শুনানি শেষে বিচারক এসকে তোফায়েল হাসান ৩ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। রিমান্ডের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ করা ও অসুস্থ হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার আদেশ দেয় আদালত। এ সময় মাওলানা সাঈদীর পক্ষে হেফাজত বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করা হলে শুনানি শেষে বিচারক তা নাকচ করে দেন।

২০০৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ড. হুমায়ুন আজাদের ভাই মঞ্জুর কবির বাদী হয়ে রমনা থানায় মামলা দায়ের করে।

মামলায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন এডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া, এডভোকেট গোলাম মোস্তফা খান, এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক এবং এডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিন।

এডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া ও এডভোকেট গোলাম মোস্তফা খান শুনানীতে অংশ নিয়ে বলেন, এটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। মাওলানা সাঈদী বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে মানুষকে নামাজ পড়তে বলেন। তাই বলেতো তার ওয়াজ শুনে সবাই নামাজী হয়ে যায়

www.pathagar.com

না। ওয়াজ শুনে কেউ কিছু করে থাকলে তার দায় উনার উপরে আসবে কেন?

আদালতে শুনানী শেষে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেন, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ১৬ দিনের রিমান্ড শেষে ১৯ দিন পর আদালতে আনা হয়েছে। ২০০৪ সালের একটি মামলায় তাকে পুনরায় ৩ দিনের রিমান্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত।

তিনি বলেন, এ মামলাটি চার্জশিট দেয়ার পর ইতোমধ্যে বিচারিক আদালতে সাক্ষী নেয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। সেই মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। তিনি বলেন, আমরা আদালতকে বলেছি মাওলানা সাঈদী ইতোমধ্যে টানা ১৬ দিনের রিমান্ডে ১৯ দিন থাকার পর আদালতে আনা হয়েছে।

আমরা তার রিমান্ড আবেদন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলাম। তিনি অসুস্থ, তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই পুনরায় রিমান্ডে নেয়া যেতে পারে।

এডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিন বলেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে হয়রানী করার জন্যই মাওলানা সাঈদীকে এ মামলায় জড়িয়ে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এফআইআর বা চার্জশীটে তার নাম ছিল না।

এমনকি ১৬৪ ধারায় দেয়া আসামীদের জবানবন্দীতেও তার নাম আসেনি। তাকে হয়রানি করার জন্যই মামলায় জড়ানো হয়েছে। রিমান্ডে নেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও এ ক্ষেত্রে লংঘন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শাহ আলম তালুকদার জানান, সাঈদীকে উত্তরা থানার রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুপুরে আদালতে হাজির করা হয়। তিনি বলেন, জেএমবি নেতার ভাগ্নে শহীদের জবানবন্দীতে ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যার সাথে সাঈদী জড়িত বলে জানিয়েছে। আসল ঘটনা উৎঘাটনের জন্যই ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিশ্চিত থাকতে পারেন, এ ঘটনার সাথে জামায়াত ও জেএমবি পুরোপুরি ভাবে জড়িত।

বিমানবন্দর থানায় উত্তরা ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত সাজানো মামলায় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশ পরিদর্শক মঞ্জুর মোর্শেদ এ মামলায় মুজাহিদকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। মুজাহিদের পক্ষে তার আইনজীবী রিমান্ড আবেদন বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন।

মহানগর হাকিম কামরুন্নাহার রুমী শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ডে থাকার সময় উচ্চ আদালতের নির্দেশনা পালন করার জন্য মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে মুজাহিদকে শুকনো খাবার ও পানি সরবরাহের আবেদন করা হলে আদালত নজীরবিহীনভাবে এ আদেশ না মঞ্জুর করে। এ সময় মামলার কাগজপত্র পাওয়ার জন্য রিমান্ডের শুনানী পিছিয়ে দেয়ার আবেদন করলে আদালত তাও নাকচ

www.pathagar.com

করে দেয়। বিমানবন্দর থানার ওসি আবু সালেহ মো. শামসুদ্দিন উত্তরা ষড়যন্ত্র নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেন।

শুনানীতে অংশ নিয়ে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের আইনজীবী এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক আদালতে বলেন, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এ ঘটনার সাথে জড়িত নন। সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে টানা ১৬ দিনের রিমান্ডে নিয়ে ১৯ দিন রেখে তাকে আদালতে আনা হয়েছে। তিনি তার জামিন আবেদন করে বলেন, এ মামলায় ৩১ জন আসামীর মধ্যে সবাই জামিনে আছে। তাকে এ মামলায় জড়িয়ে রিমান্ডে নেয়া অযৌক্তিক।

এ পর্যায়ে শুনানীতে অংশ নিয়ে এডভোকেট এসএম কামালউদ্দিন বলেন, বাদী এফআইআরএ ৩১ জনের নামই উল্লেখ করেছেন। এর সাথে আর কেউ থাকতে পারে বাদী এমন কোন সন্দেহ করেনি। তাকে প্রতিহিংসামূলকভাবে হয়রানি করার জন্যই এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, তাদেরকে রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাকে রিমান্ডে নেয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এ সময় শুনানীতে অংশ নিয়ে এডভোকেট পারভেজ হোসেন বলেন, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বয়োবৃদ্ধ, তিনি মন্ত্রী ছিলেন। তাই ৪৯৭ ধারা অনুযায়ী তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে।

এছাড়া এ মামলার ৩১জন আসামীই জামিনে রয়েছে।

আদালত জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেন। পরে এ মামলায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলকে ৫ দিনের রিমান্ড দেয়ার আবেদন করা হয়। এসময় এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক শুনানীতে অংশ নিয়ে বলেন, আমরা মামলার কাগজপত্র পাইনি। তিনি এ জন্য রিমান্ড শুনানির জন্য সময় দেয়ার আবেদন করে বলেন, সবারই ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার সাংবিধানিক অধিকার আছে। তাই কাগজপত্র পাওয়ার পর শুনানী করার জন্য তিনি আবেদন জানান। আদালত তা না মঞ্জুর করেন।

এ সময় এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক রিমান্ড বাতিলের আবেদন করে বলেন, সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাকে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য মামলায় জড়ানো হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী একই ব্যক্তিকে টানা ১৫ দিনের বেশি রিমান্ডে নেয়ার সুযোগ নেই। এসময় শুনানীতে অংশ নিয়ে এডভোকেট পারভেজ হোসেন বলেন, ইতোমধ্যে টানা তাকে ১৬ দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ১৯ দিন পর আনা হয়েছে। এখন আবার রিমান্ডে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার কথা তুলে ধরে বলেন, এক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বেশী রিমান্ডে নেয়া যায় না। এসময় তিনি ৫৫ ডিএলআর এর ৩৬৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রিমান্ডে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা নিম্ন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক। এটা মানা না হলে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশনা লংঘন করা হবে।

এ সময় শুনানীতে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি শাহ আলম তালুকদার বলেন,

www.pathagar.com

মাহমুদুর রহমান ২০০৬ সালের ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল চারদলীয় জোটের পক্ষে নেওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে আসামির বিমানবন্দর থানার আর্টিজান সিরামিকস অফিসে গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হন। সাংবাদিকরা খবর পেয়ে সেখানে গেলে তারা মুখ ঢেকে পালিয়ে যান। এসময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলেন, ১৫ দিনের বেশী রিমান্ডে নেয়া যাবে না এ ধরনের কোন নির্দেশনা নেই। এমন কথা কোথাও বলা নেই।

আদালত ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে সতর্কতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেয়।

এ সময় জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট এসএম সোহরাব আলী, এডভোকেট আশরাফুজ্জামান, এডভোকেট মো.ইউসুফ আলী, এডভোকেট মো.আবদুর রশিদ, এডভোকেট লুৎফর রহমান আজাদ, এডভোকেট জসিম উদ্দিন তালুকদার, এডভোকেট শামসুল ইসলাম আকন্দ, এডভোকেট আকতারুজ্জামান সোহেল, এডভোকেট ফিরোজ আলম, এডভোকেট আবদুল মান্নান, এডভোকেট রেজাউল করিম, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান, এডভোকেট সাজ্জাদ সরওয়ারসহ শতাধিক আইনজীবী।

২০-৭-১০ : সংগ্রাম

কারাবন্দী আল্লামা সাঈদীর প্রতি পুলিশের অসীম শ্রদ্ধা কি প্রমাণ করে, তিনি যুদ্ধাপরাধী?

www.pathagar.com

অসুস্থ মাওলানা সাঈদী আবারো ২ দিনের রিমান্ডে

মিয়া হোসেন : অসুস্থ বয়োবৃদ্ধ আলেম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আবারো ২দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত। বিশ্ব বরেণ্য কুরআনের তাফসীরকারক মাওলানা সাঈদী ডায়াবেটিসের রোগী। তার বুকে দু'টি রিং বসানো। তার চলাফেরা ও বাথরুম সারানোর কাজসহ সকল কাজই করতে হতো সাহায্যকারীদের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের তাফসীর শুনে মাওলানা সাঈদীর হাতে হাজারো অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রিয় এ ব্যক্তিটির দুটো হাঁটুই ফুলে গেছে। ভেঙ্গে গেছে শরীর। রিমান্ডের নামে অমানবিক নির্যাতন চলছে তার ওপর। নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর কক্ষে তাকে রাখা হয়েছে। দিন রাত সবই সমান তার কাছে। সকালে সূর্যের আলোতে পবিত্র কুরআনের তাফসীর দেখার সুযোগ নেই তার। ফ্লোরে ঘুমিয়েই কাটাতে হচ্ছে রাতের পর রাত।

নিয়মিত ঘুম নেই, নেই ভাল খাবার, অযু গোছল বা বাথরুম সারানোর জন্য আগের মতো সাহায্যকারী নেই। ফ্লোরে শুয়ে ছাদের দিকে দেখেন সিলিং ফ্যান নেই তার কক্ষে। আর মশা ও পোকা মাকড় যেন তার নিত্য সঙ্গী।

রমনা থানায় দায়ের করা ৮২ (২) ২০০৪ মামলায় ৩দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল শুক্রবার (২৩/৭/১০) আদালতে হাজির করা হয় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে। আবারো রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ। তাও ৭ দিনের। বিচারক দিলারা আলো চন্দনা ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মাওলানা সাঈদীর পক্ষের আইনজীবীরা তার অসুস্থতার কথা তুলে ধরে জেল হাজতে পাঠানোর আবেদন করেন। কিন্তু তা নাকচ হয়ে যায়।

রাজধানীর কদমতলী থানায় সাজানো আরো এক মামলায় আসামী করা হয়েছে মাওলানা সাঈদীকে।

এ মামলার শুনানীর জন্য ২৯ জুলাই তারিখ নির্ধারণ করেছেন বিচারক তানিয়া।

মাওলানা সাঈদীর পক্ষে আদালতে শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন এডভোকেট মশিউল আলম, আব্দুর রাজ্জাক, এস এম সোহরাব আলী, আবু সাঈদ মোল্লা, লুৎফর রহমান, শামসুল ইসলাম, পারভেজ হোসেন, আব্দুল হান্নানসহ অর্ধশতাধিক আইনজীবী।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কোন মামলায় ৩দিনের বেশী রিমান্ড না দেয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে। মাওলানা সাঈদীকে ৩দিনের রিমান্ড নেয়ার পর আবার রিমান্ড না নিয়ে জেল হাজতে পাঠানোর আবেদন করেছি। রিমান্ডে থেকে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তার হাঁটু ফুলে গেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাকে রাখা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন

২৪-৭-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

রিমান্ড প্রশ্নে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও উপেক্ষিত

সংগ্রাম রিপোর্ট : রিমান্ডের সরকারে পরিণত হয়েছে বর্তমান মহাজোট সরকার। প্রচলিত রীতিনীতি, হাইকোর্টের নির্দেশনা কোনটাই মানছে না সরকার। রাজনৈতিক দলন নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে রিমান্ড। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নানা ধরনের নির্যাতন করারও অভিযোগ উঠেছে।

এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের কোন নির্দেশনাই মানছে না সংশ্লিষ্টরা। জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে একের পর এক রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে।

রিমান্ড শব্দটি আইনের দৃষ্টিতে বৈধ একটি শব্দ। পৃথিবীর সব দেশেই আসামির কাছ থেকে তথ্য উদ্ধারের জন্য রিমান্ডের বিধান রয়েছে। তবে সেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাতে কারও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন না হয় বা কেউ যাতে নির্যাতনের শিকার না হন, সেই নিশ্চয়তাও আইনে দেয়া আছে।

বাংলাদেশেও রিমান্ডে নেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার রিমান্ডকে রাজনৈতিক নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিগত জরুরি সরকারের আমলে রিমান্ডকে রাজনৈতিক নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমান সরকার সেই ধারাই অব্যাহত রেখে আরো জোরদার করেছে।

হাইকোর্টের ১৫ দফা নির্দেশনা

২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল বিচারপতি মো. হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে ১৫ দফা নির্দেশনা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন। এই নির্দেশনাই ঐতিহাসিক ৫৫ ডিএলআর নামে পরিচিত। এই নির্দেশনা পরবর্তীতে আপিল বিভাগেও বহাল রাখা হয়। রায়ে বলা হয়- ১. আটকাদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না, ২. কাউকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ তার পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য থাকবে, ৩. অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা কাছের কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের বিষয়টি অবহিত করতে হবে, ৪. গ্রেফতারের কারণ একটি পৃথক নথিতে পুলিশকে লিখতে হবে, ৫. গ্রেফতারের ৩ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃতকে কারণ জানাতে হবে, ৬. বাসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য স্থান থেকে গ্রেফতারকৃতের নিকটাত্মীয়কে এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন বা বিশেষ বার্তাবাহক মারফত বিষয়টি জানাতে হবে, ৭. গ্রেফতারকৃতকে তার পছন্দসই আইনজীবী ও নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে দিতে হবে, ৮. জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আইনজীবী বা পরিচিত কারও উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, ৯. কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে সর্বোচ্চ তিনদিন পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ থাকতে হবে, ১০. জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে ডাক্তার দেখাতে হবে ইত্যাদি।

রিমান্ড রাজনৈতিক নিপীড়নের হাতিয়ার

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার রিমান্ডকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে। জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গত ২৯ জুন গ্রেফতার করা হয়। পরদিন তাদের আদালতে হাজির করা হয়। যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে, সে মামলায় জামিন দেয়া হলেও আরো ৫টি সাজানো মামলায় নজিরবিহীনভাবে ১৬ দিনের রিমান্ডে দেয়া হয় তাদের। ১৬ দিনের রিমান্ডে নিয়ে ১৯ দিন রাখার পর আবারো মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে পল্লবী থানার মামলায় আরো ৫ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে একটি মামলায় আরো ৩ দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল শুক্রবার আরো ২ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এছাড়া আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে পল্লবী থানার মামলায় ৩ দিন ও বিমান বন্দর থানার মামলায় আরো ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

এদিকে গ্রেফতার ও হয়রানী না করতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়ার পরও গত ১৩ জুলাই জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলা সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান এবং আবদুল কাদের মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের সময় কোন নির্দেশও দেখাতে পারেনি পুলিশ। গ্রেফতারের পরপরই তাদের ৫ দিনের রিমান্ড দেয়া হয়। এরপর আরো একটি মামলায় ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়ার পর গত বৃহস্পতিবার তাদের আরো ১১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে।

রিমান্ডে নেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মানছে না সংশ্লিষ্টরা। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে ১৬ দিনের রিমান্ডে নিয়ে ১৯ দিন রাখা হয়েছে। একই ব্যক্তিকে টানা ১৫ দিনের বেশি রিমান্ডে নেয়া যাবে না উচ্চ আদালতের এ নির্দেশ অনুসরণ করেনি নিম্ন আদালত। এক মামলায় ৩ দিনের বেশী রিমান্ডে নেয়া যাবে না হাইকোর্টের সরাসরি নির্দেশের পরও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে পল্লবী থানার মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

এছাড়া দৈনিক আমারদেশ এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের পর একের পর এক মামলায় রিমান্ডে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করে কয়েক দফা রিমান্ডে নেয়া হয়। চট্টগ্রামে জামায়াত ও শিবিরের ১০২ জনকে একই সাথে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের সরকার গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিচ্ছে।

রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন

রিমান্ডে নিয়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে নানা ধরনের নির্যাতন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গ্রেফতারকৃতরাই বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়টি আদালতের নজরে এনেছে। কিন্তু তারপরও কিছু হয়নি। এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন জামায়াত নেতৃবৃন্দের আইনজীবীরা।

১০ জুলাই টানা ৩ দফায় ৯ দিন রিমান্ড শেষে জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা

www.pathagar.com

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আদালতে বলেন, গত নয় দিনের রিমান্ডে তাদের ঘুমাতে দেয়া হয়নি। রাতভর বসিয়ে রাখা হয়েছে। নামাজ পড়ারও সুব্যবস্থা করে দেয়া হয়নি।

রাতে উচ্চ তাপমাত্রার বৈদ্যুতিক বালব জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। এতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, রাতে ৩০০ ওয়াটের বালব জ্বালিয়ে রাখা হয়। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারি না। চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতে হয়। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেই। তিনি আদালতকে বলেন, গ্রেফতারের সময় তার ব্লাড প্রেসার ছিল ৮০/১২০। কিন্তু বর্তমানে প্রেসার ১০০/১৫০।

মাওলানা সাঈদী বলেন, আমি বয়স্ক লোক। এভাবে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

গত ১২ জুলাই জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জানিয়েছেন তাকে নানাভাবে রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হচ্ছে। রাখা হয় দাগী আসামীদের সাথে, ঘুমানোর জন্য দেয়া হয়েছে মাত্র ১টি কম্বল।

গত ১৯ জুলাই জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আবদুল কাদের মোল্লাকে আদালতে হাজির করা হলে শুনানিকালে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, আমরা অসুস্থ। রিমান্ডে নিয়ে যেখানে রাখা হয় সেখানে কোনো ফ্যান নেই। সেখানকার ভয়াবহ অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দয়া করে আমাদের জেলে পাঠান।

মানবাধিকার কমিশনের হুশিয়ারি

মানবাধিকার লংঘনের কোনো ঘটনাই সহ্য করা হবে না বলে জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। গত ৭ জুলাই আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের সঙ্গে কমিশনের কর্মকর্তাদের সাক্ষাত শেষে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সরকার যদি উদ্যোগ না নেয়, তবে কমিশন এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী উদ্যোগ নেবে। এদিকে অপর এক সাক্ষাৎকারে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তবে কোনভাবেই দৈহিক নির্যাতন করা যাবে না। দৈহিক নির্যাতন করা হলে তা হবে রাষ্ট্রীয় আইনের লংঘন, আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন এবং মানবাধিকার লংঘন।

যুক্তিহীন রিমান্ড আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়

সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেছেন, অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে যুক্তিহীন অভিযোগে কারো বিরুদ্ধে ইচ্ছেমতো মামলা দিয়ে তাদেরকে আবার রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা কোন অবস্থাতেই আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রিমান্ডের নামে বর্বীয়ান জননেতাদের নির্যাতন করে তাদের কাছ থেকে মিথ্যা তথ্য আদায়ের নানা কল্পকাহিনী দিয়ে হয়তো সরকার ভাবতে পারে অনেক বড় কিছু একটি অর্জন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এভাবে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন, কোন সভ্য সমাজেই অন্যায়ভাবে গ্রেফতার বা রিমান্ড চলতে পারে না। এটা একদিকে যেমন আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন তেমনি আমাদের সংবিধান ও মানবাধিকারেরও চরম লংঘন।

২৫-৭-৯০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

জামায়াতের শীর্ষ চার নেতাকে গ্রেফতার দেখাতে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে একতরফা শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : সাজানো, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক বিভিন্ন মামলায় আটক জামায়াতের শীর্ষ চার নেতাকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মানবতাবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডের কল্পিত অভিযোগে গ্রেফতার দেখানোর জন্য আজ সোমবার (২৬/৭/১০) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একতরফা শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। জামায়াতের শীর্ষ এই চার নেতাকে আটক বা গ্রেফতার দেখানোর জন্য ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই আজ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে সাফ জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার শাহিনুর ইসলাম। অন্যদিকে চীফ প্রসিকউটির গোলাম আরিফ টিপু জানিয়েছেন জামায়াতের শীর্ষ চার নেতা দলের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লা যাতে বিচার চলাকালে সংস্থার তদন্ত কাজে কোন ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে এবং এই তদন্ত কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই অভিযুক্তদের আটকাদেশ কিংবা গ্রেফতার দেখানোর আবেদন জানানো হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় পুরাতন হাইকোর্টে স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই আবেদনের পর একতরফা শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে দশটায় তদন্ত সংস্থার পক্ষে এই আবেদনটি ট্রাইব্যুনালের কাছে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে জমা দেন প্রসিকিউশন টীমের প্রধান গোলাম আরিফ টিপু। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে আমরা আজ জামায়াতের চার শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানিয়েছি। যাতে ওই চার নেতার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত কাজ সহজে পরিচালনা করা যায়।

চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৩ নং ধারায় এই আবেদন করেছি। আবেদনে আমরা বলেছি বিচার চলাকালে অভিযুক্তরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে কিংবা তদন্ত কাজে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্যই এই আবেদন জানানো হয়েছে। তবে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে নাকি আটক দেখানো হবে সেটি আমরা বলিনি। এটি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার। তবে আমাদের আবেদনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে তদন্ত কাজ যাতে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে

www.pathagar.com

সম্পন্ন হতে পারে।

রাজধানীর পল্লবী কিংবা কেরানীগঞ্জের মামলায় জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার দেখানো হতে পারে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে চীফ প্রসিকিউটর জানান, না ঐ সব মামলায় গ্রেফতার দেখানোর দরকার নেই। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতাবলে '৭১ সালে যে সব মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার আলোকেই তাদেরকে আটক দেখানো যেতে পারে। আমরা পল্লবী বা এ ধরনের অন্য কোন মামলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। ওটা আমাদের বিষয় নয়। আমাদের মূল দৃষ্টি ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে। প্রেস ব্রিফিংয়ে আইনজীবী প্যানেলের সদস্য সৈয়দ রেজাউর রহমান, সৈয়দ হায়দার আলী, আব্দুর রহমান হাওলাদার ও মোখলেসুর রহমান বাদল উপস্থিত ছিলেন।

পরে দুপুরে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার শাহিনুর ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তদন্ত সংস্থা তাদের তদন্তকাজের স্বার্থে অভিযুক্তদের গ্রেফতার বা আটক করা অপরিহার্য এই মর্মে আজ সকালে একটি আবেদন করেছেন। আবেদনটি আমি যথানিয়মে রেকর্ডভুক্ত করেছি যার নং ০১/২০১০। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামীকাল (আজ সোমবার) শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই শুনানিতে অভিযুক্তদের পক্ষে কোন আইনজীবী অংশ নিতে পারবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, না। এখানে শুধু তদন্ত সংস্থার আবেদনটি আমলে নেয়া যাবে কি যাবে না তার ওপর প্রসিকিউশনের বক্তব্য শুনেই আদেশ দেবেন ট্রাইব্যুনালের বিচারক প্যানেল। তবে আজকের শুনানিতে বিচারক প্যানেলে তিনজন বিচারকই থাকবেন নাকি দু'জন বা একজন থাকবেন সেবিষয়ে রেজিস্ট্রার কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি। তিনি শুধু বলেছেন, বিচারক কয়জন থাকবেন সেটি ট্রাইব্যুনালই নির্ধারণ করার এখতিয়ার রাখে।

এদিকে গত রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে হাইকোর্ট বিভাগের দু'বিচারপতির নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করা হয়েছে।

আংশিক শুনানি শেষে সরকারের সময়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ সোমবার পর্যন্ত এই রিট আবেদনের শুনানি মুলতবি করা হয়েছে। আজ সোমবার ট্রাইব্যুনালের এই দু'বিচারক যখন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বসে প্রসিকিউশনদের বক্তব্য শুনবেন ঠিক ঐ একই সময়ে হাইকোর্টে তাদের নিয়োগকেই বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। রিট আবেদনে হাইকোর্ট বিভাগের দু'বিচারপতি কোন ক্ষমতাবলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তা জানতে চেয়ে রুলনিশি জারির আবেদন করা হয়েছে।

২৬-৭-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

আদলতের কাঠগড়ায় সাঈদীর ফরিয়াদ

আমি রোযা পালন করতে চাই॥ অন্তত রমযানের আগে রিমান্ডে নিবেন না

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সংসদীয় দলের সাবেক উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আবারো দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে সিআইডি। গতকাল রোববার (১/৮/১০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যাচেষ্টা মামলায় মাওলানা সাঈদীর ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। এ সময় আদালতের অনুমতি নিয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, অন্তত: রোযার আগে যেন রিমান্ডে না নেয়া হয়। আমি পবিত্র রমযান ভালোভাবে পালন করতে চাই।

মাওলানা সাঈদীর এই আহবানের পরও আদালত ২ দিনের রিমান্ডের নির্দেশ দেয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাঈদীকে ৩ দফায় ৬ দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল আদালতে হাজির করে পুনরায় ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। গতকাল মহানগর হাকিম এসকে তোফায়েল হাসান এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। সাঈদীকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন মামলায় ২২ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক। কদমতলীর একটি মামলায় আরো ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা আছে। গতকালের ২ দিনসহ মাওলানা সাঈদীর রিমান্ড হলো ২৭ দিন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি'র পরিদর্শক মুস্তাফিজুর রহমান তিন দফায় ছয় দিনের রিমান্ড শেষে সাঈদীকে আদালতে হাজির করে পুনরায় পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানান। শুনানি শেষে বিচারক দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আদালতের অনুমতি নিয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, আমাকে রিমান্ডে নিয়ে একই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। রিমান্ডে গত ৬ দিনে একই কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। নতুন করে কেন রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে? তিনি তার শারীরিক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, আমার হার্টে দুটি রিং পরানো হয়েছে। ৩৬ বছর যাবৎ ডায়াবেটিসে ভুগছি।

মাওলানা সাঈদী বলেন, প্রতি রমযান মাসেই আমি পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় কাটাই। রমযান মাসটা বায়তুল্লাহে ইবাদত বন্দেগী করে অতিবাহিত করি। এবার আর তা হচ্ছে না। তিনি নতুন করে রিমান্ডে না নেয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন, অন্তত: রোযার আগে যেন রিমান্ডে না নেয়া হয়। আমি পবিত্র রমযান ভালোভাবে পালন করতে চাই।

আদালতের রিমান্ড আবেদনের বিরোধিতা করে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক বলেন, একই মামলায় মাওলানা সাঈদীকে ৬ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এখন নতুন করে রিমান্ডে নেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্যই তাকে মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি মাওলানা সাঈদীর জামিন দেয়ার আবেদন জানান।

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা জানান, মামলাটি ২০০৪ সালের। ইতিমধ্যে এ মামলার চার্জশিট হয়ে বিচারিক আদালতে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে পুন:তদন্তের জন্য মামলাটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়রানি করার জন্যই। তারা বলেন, মামলার বিস্ফোরক ধারার অংশটির বিচার এখনও জর্জকোর্টে চলছে। আর দন্ডবিধির অংশটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ছিল। সেটাই পুন:তদন্তের জন্য

www.pathagar.com

ফিরিয়ে আনা হয়।

মাওলানা সাঈদীর পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, এডভোকেট কামাল উদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট গোলাম মোস্তফা খান, এডভোকেট এস এম সোহরাব আলী, এডভোকেট আশরাফুজ্জামান, এডভোকেট মো. ইউসুফ আলী, এডভোকেট পারভেজ হোসেন, এডভোকেট মো. আবদুর রশিদ, এডভোকেট লুৎফর রহমান আজাদ, এডভোকেট জসিম উদ্দিন তালুকদার, এডভোকেট শামসুল ইসলাম আকন্দ, এডভোকেট আকতারুজ্জামান সোহেল, এডভোকেট ফিরোজ আলম, এডভোকেট আবু সাঈদ মোল্লা, এডভোকেট আবদুল মান্নান, এডভোকেট রেজাউল করিম, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান, এডভোকেট সাজ্জাদ সরওয়ারসহ শতাধিক আইনজীবী।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর সাইফুল ইসলাম হেলাল।

২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা থেকে বাসায় ফেরার পথে টিএসসির সামনে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে আহত হন হুমায়ুন আজাদ। ঘটনার পরদিন হুমায়ুন আজাদের ভাই মঞ্জুর কবির রমনা থানায় এ মামলা দায়ের করেন। ২০০৪ সালের ১২ আগস্ট ড. হুমায়ুন আজাদ জার্মানীর মিউনিকে মারা যান।

২-৮-১০/ দৈনিক সংগ্রাম

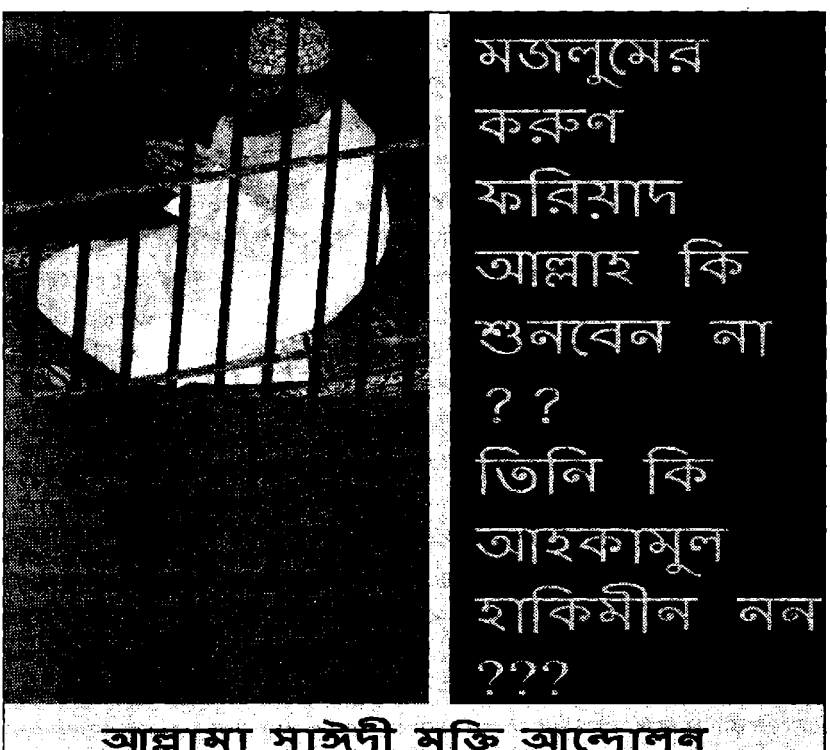

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ট্রাইব্যুনালে চ্যালেঞ্জ

শহীদুল ইসলাম : জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে গতকাল সোমবার (২/৮/৯) এই প্রথম আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। গত ২৬ জুলাই ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল করা হয়েছে কিনা তা ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করার জন্যই গতকাল জামায়াতের এই ৪ শীর্ষ নেতাকে হাজির করা হয়।

তবে অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীগণ গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে ৩টি পিটিশন দাখিল করেছেন ট্রাইব্যুনালে। পরবর্তীতে এই পিটিশনের উপরে শুনানি হবে মর্মে জানিয়েছেন আদালত। মাত্র ৯ মিনিটের আদালতে গতকাল অভিযুক্ত চার জামায়াত নেতার গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল রিপোর্ট গ্রহণ করে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে জেল হাজতে রাখার আদেশ দেয়া হয়।

অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেছেন, কোন অভিযোগ ছাড়া ওয়ারেন্ট ইস্যু করা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার শামিল।

শত শত পুলিশসহ নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢেকে ফেলা পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারপতি নিজামুল হক এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমেদ গতকাল সোমবার এজলাসে বসেন সকাল ১০টা ৩৩ মিনিটে। তার ৩ মিনিট আগে ঠিক সাড়ে ১০টায় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় ৪ শীর্ষ নেতাকে। আদালত কক্ষে প্রবেশ করেই ৪ নেতা উপস্থিত আইনজীবী সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে কুশলাদী বিনিময় করেন। তবে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকা নেতৃবৃন্দ সবাইকে শুধু সালামই জানাতে পেরেছেন।

অন্য কোন কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি। তার আগে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে তাদেরকে ট্রাইব্যুনালের নীচতলায় স্থাপিত হাজত খানায় নেয়া হয়। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাদেরকে আনা হয় পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে। ১০টা ৩৩ মিনিটে ৩ বিচারক ট্রাইব্যুনালের এজলাসে বসলে কাঠগড়ায় দন্ডায়মান ৪ নেতা তাদেরকে সালাম দেন। বিচারকগণ তাদেরকে বসার অনুমতি দিলে কাঠগড়ায় স্থাপিত হাতাছাড়া চেয়ারে তারা বসেন। এরপরই আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়।

শুরুতেই অভিযুক্তদের পক্ষের কৌশুলী সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট জয়নাল আবেদীন ও এডভোকেট তাজুল ইসলাম ওকালতনামা পেশ করেন। আদালত তাদের ২ জনকেই বক্তব্য রাখার অনুমতি দেন। প্রথমে তাজুল ইসলাম ওকালতনামা পেশ করলে আদালত জানায়, আপনাদের আবেদন ট্রাইব্যুনালের অফিসে জমা দিন। নির্ধারিত নিয়মেই এই আবেদনের ওপর শুনানি হবে। এর পরে এডভোকেট জয়নাল আবেদীন দাঁড়ালে তাকেও একই কথা বলা হয় আদালতের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে। এরপরই আদালত চীফ প্রসিকিউটরকে কথা বলার অনুমতি দেন। চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু তেমন কোন কথা আদালতে বলেননি। শুধু উল্লেখ করেন যে গত ২৬ জুলাই অত্র আদালত ৪ জনের বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে তা তামিল করে তাদেরকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। এ সময় তিনি কাঠগড়ায় অবস্থানরত চার জামায়াত নেতাকে দেখিয়ে দেন।

এরপরই আদালত তাদের নির্দেশনা দেন। এতে কাঠগড়ায় হাজির ৪ জামায়াত নেতা গ্রেফতার আছেন মর্মে তারা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে কারাগারে আটক রাখার আদেশ দেন। এই আদেশ শেষ হলেই ৪ শীর্ষ নেতা নেতাকে কোর্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয় নিচে। সকাল ১০টা ৪২ মিনিটে কোর্টের কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। মাত্র ৯ মিনিটের আদালতের কার্যক্রম শেষ হলে ৪ জামায়াত নেতাকে সরাসরি পূর্ব থেকে নীচতলায় গাড়ি বারান্দায় রাখা একটি প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে গাড়িতে উঠতে পারছিলেন না। দুই পুলিশ অফিসারের ঘাড়ে ভর দিয়ে তিনি গাড়িতে ওঠেন। তার হাতে ছিল একটি পানির বোতল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে রিমান্ডে থাকা আমীরে জামায়াত অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং অসুস্থ। কারাগারে তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে কিনা তা অবশ্য জিজ্ঞেস করার সুযোগ আইনজীবীদেরও হয়নি।

আদালতের কার্যক্রম শেষ হলে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রারের অফিসে ৩টি পিটিশন দাখিল করা হয়। পরে এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, প্রথমত : আমরা ওকালতনামা চেয়েছি যাতে অভিযুক্তদের স্বাক্ষর করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত : যে মামলায় চার জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তার অভিযোগপত্রসহ সমস্ত কাগজপত্রের সার্টিফাইড কপি চাওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত : আমরা গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের আবেদন করেছি। কারণ এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত কোন মামলা নেই, অভিযোগপত্র নেই। এফআইআর পর্যন্তও নেই। সুতরাং এই আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী করার এখতিয়ারই নেই। আমরা গ্রেফতারি পরোয়ানাকেই চ্যালেঞ্জ করেছি। তাজুল ইসলাম বলেন, মামলার তদন্তকালে প্রসিকিউশন পক্ষ গ্রেফতারি পরোয়ানা চাইতে পারেন। তবে তার আগে অভিযোগ বা চার্জ থাকতে হবে। এই নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের কোন অভিযোগ বা চার্জ নেই। এরূপ ভিত্তিহীন আবেদনের ওপর আদালত ওয়ারেন্ট জারি করেছে। এটা তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। তিনি বলেন, পল্লবী এবং কেরানীগঞ্জের মামলা রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা নেই সেই মামলা ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করার। এই ট্রাইব্যুনালও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মামলা এই আদালতে স্থানান্তরের আবেদন করেনি। যেখানে কোন অভিযোগ নেই সেখানে গ্রেফতারি পরোয়ানা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার শামিল।

আদালতের কার্যক্রম শেষে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, গত ২৬ জুলাই আদালত এই আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। আসামীদের আজ কোর্টে হাজির করে পরোয়ানা

www.pathagar.com

তামিল দেখানো হয়েছে। আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

আসামীদের জামিন আবেদন প্রসঙ্গে গোলাম আরিফ বলেন, যথাযথ বিধি অনুসারে আগাম আবেদন করতে হবে। তাহলে তা বিবেচনা করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার বিষয়টি এখানে গৌণ। আইনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। আদালত স্বাভাবিক আদেশ দিয়েছে এবং তা তামিল করা হয়েছে। আসামী পক্ষের পিটিশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনারা ভুল দেখেছেন। ওগুলো পিটিশন নয়। তিনটি কাগজ দেখেছেন। আসামী পক্ষে এডভোকেট জয়নাল আবেদীন ও তাজুল ইসলাম ছাড়াও আদালতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার, মসিউল আলম, আশরাফুজ্জামান, এসএম কামাল উদ্দিন, ফরিদ উদ্দিন খান, গিয়াস উদ্দিন মিঠু, গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী আলাল, ব্যারিস্টার ফখরুল ইসলামসহ প্রায় অর্ধশত আইনজীবী।

অপরদিকে চীফ প্রসিকিউটরের সাথে প্যানেলের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন ও সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম সুজনকে আদালত কক্ষে দেখা যায়।

৩-৮-১০ : সংগ্রাম

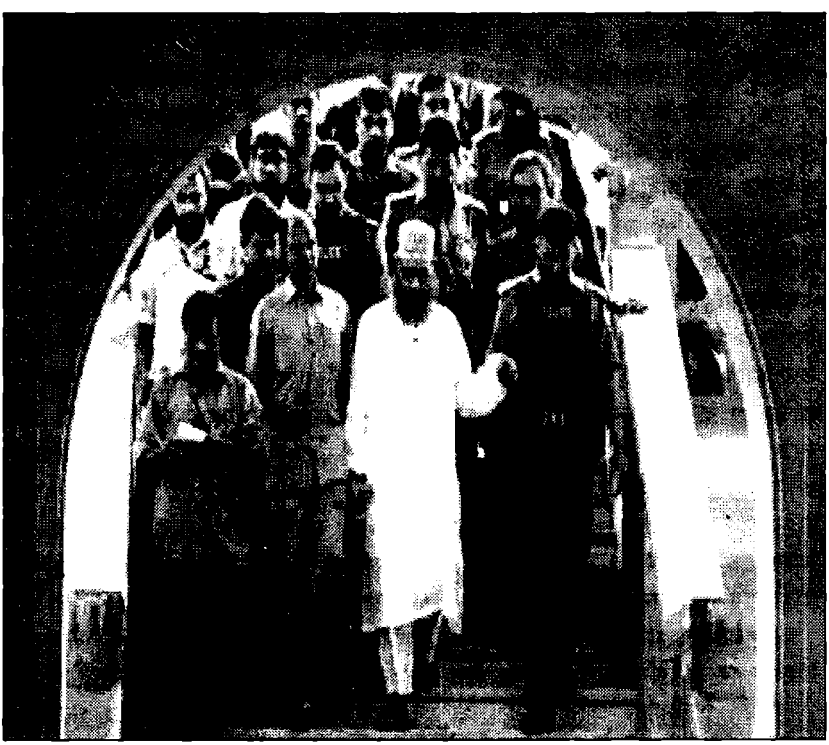

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি

শহীদুল ইসলাম : ১৯৭১ সালে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১০ আগস্ট তাকে এই ট্রাইব্যুনালে হাজির করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই দিন জামায়াতের চার শীর্ষনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা ৩টি আবেদনেরও শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা চার্জ ছাড়া গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির কোন এখতিয়ার এই ট্রাইব্যুনালের নেই বলে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা উল্লেখ করলেও গত ২৬ জুলাই মাওলানা নিজামীসহ ৪ শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির পর ট্রাইব্যুনাল গতকাল বুধবার আবার মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলেন। জামায়াতের পক্ষের আইনজীবী তাজুল ইসলাম চার্জ গঠনের আগে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেছেন, অভিযোগ গঠনের পর ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু করার কথা থাকলেও বিচারের নামে প্রহসন করে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের আগেই জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে।

গত ২ আগস্ট চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা চেয়ে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের অফিসে একটি দরখাস্ত করেন। গতকাল বুধবার (৪/৮/১০) ঐ আবেদনের উপর শুনানির দিন ধার্য ছিল। একই দিন জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষের আইনজীবীরা ৩টি পিটিশন দাখিল করেন। এই পিটিশনগুলোর উপরও আদেশের দিন ধার্য ছিল গতকাল বুধবার। তবে গতকাল এসব পিটিশনের শুনানি হয়নি। ট্রাইব্যুনালের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি নিজামুল হক জানান, আগামী ১০ আগস্ট এসব আবেদনের উপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। জামায়াতের পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী আলাল ও এডভোকেট তাজুল ইসলাম গতকাল পিটিশনগুলোর শুনানির জন্য আদালতের কাছে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তবে তা নাকচ করে ১০ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়। গতকাল সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে কোর্ট বসে। প্রথমে জামায়াতের দুই আইনজীবী এসব পিটিশনের উপর বক্তব্য রাখতে চাইলে আদালত তা নাকচ করে দেয়। পরে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির আবেদনের উপর একতরফা শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু এ বিষয়ে অপর প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান শুনানি করবেন বলে আদালতে অনুমতি চাইলে তা মঞ্জুর করা

www.pathagar.com

হয়। এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান ভাষা আন্দোলন, ৬ দফার আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। তারা সারাদেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ মানবতা বিরোধী কাজে হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন এজাজের সাথে সাক্ষাৎ করে আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনী গঠনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের ৮ মে ৩টায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু পিরোজপুরের চিতলিয়া গ্রামে পাক হানাদার বাহিনীকে নিয়ে প্রবেশ করে আলমগীর পসারী, মাহবুব পসারী, চানমিয়া পসারী, জাহাঙ্গীর পসারী ও কাঞ্চন পসারীকে হত্যা করে।

সেই সাথে বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান মালামাল লুণ্ঠন ও মহিলাদের উপর গণধর্ষণ চালানো হয়। রেজাউর রহমান আরো বলেন, মাওলানা সাঈদী ওরফে দেলু ২/৬/১৯৭১ তারিখে সকাল ১০টায় পিরোজপুরের টেংরাখালী, ওমেদপুর ও তার আশপাশের গ্রামে পাক বাহিনীকে সাথে নিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ চালায়। এ অবস্থায় অধিকতর তদন্তের জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আদালত জানতে চান যে, মাওলানা সাঈদী এখন কোথায় আছেন। জবাবে রেজাউর রহমান বলেন, অন্য মামলায় তাকে আটক করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে। তিনি আসলে কারাগারে আছেন কিনা সেটাও সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চান আদালত।

রেজাউর রহমান একই জবাব দেন। পরে সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে আদালত আদেশ দেন। আদেশে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষকে আগামী ১০ আগস্ট তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে বলা হয়।

উল্লেখ্য, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গত ২৯ জুন তার শহীদবাগস্থ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে প্রথমে ৬টি মামলায় ১৬ দিন রিমান্ডে নেয়া হয়। পরে ২০০৪ সালে সংঘটিত হুমায়ুন আজাদ হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ৪ দফায় ১২ দিন রিমান্ডে নেয়া হয়। গুরুতর অসুস্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই আলেমে দ্বীন ও মোফাসসিরে কুরআন গতকালও রিমান্ডে ছিলেন।

ওদিকে জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবীরা গতকাল বুধবার ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের কাছে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে ওকালতনামা জমা দিয়েছেন। ১০ আগস্ট হাজিরার দিন তারা এ বিষয়েও আদালতে কথা বলতে পারেন। গত ২ আগস্ট দাখিলকৃত ৩টি আবেদনের পর গত মঙ্গলবার আরো তিনটি আবেদন তারা ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দিয়েছেন। আগামী ১০ আগস্ট এসব আবেদনের উপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

জামায়াতের পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান,

www.pathagar.com

মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ গঠনের আগে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বন্ধের আবেদন জানানো হয়েছে।

একই সাথে অবৈধভাবে জারিকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং আটককৃত জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তির আবেদন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আমরা আদালতের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে সেসব অভিযোগের সার্টিফাইড কপি চেয়েছি।

তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কিংবা চার্জ গঠনের আগে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি সম্পূর্ণ অবৈধ।

অথচ ইতোপূর্বে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে এই ট্রাইব্যুনাল।

আজ (বুধবার) আবার মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধেও একইভাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলো।

তাজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ গঠনের পর ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিচারের নামে প্রহসন করে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের আগেই জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে। চার্জ গঠনের আগ পর্যন্ত তিনি ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বন্ধ ও জামায়াত নেতাদের মুক্তি দাবি করেন।

৪-৮-১০ : সংগ্রাম

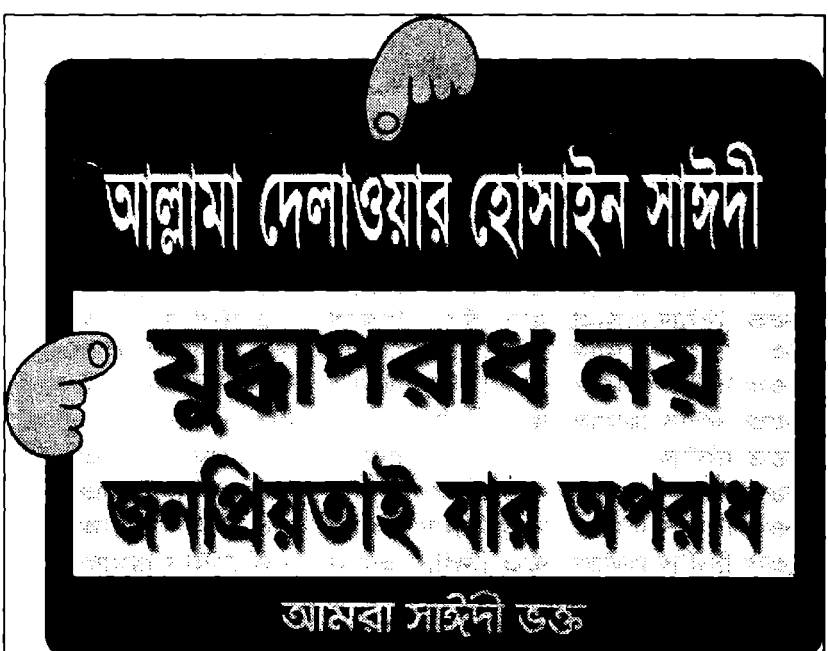

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদী আরো ৪ দিনের রিমান্ডে

কোর্ট রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যাচেষ্টা মামলায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আরও ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার মহানগর হাকিম এসকে তোয়ায়েল হাসান এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান সাঈদীকে ৪ দফায় ৮ দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল আদালতে হাজির করে পুনরায় ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন।

মাওলানা সাঈদীর পক্ষে আদালতে রিমান্ড বাতিল চেয়ে আদালতে শুনানিতে অংশ গ্রহণ করেন, এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, গোলাম মোস্তফা খান, কামাল উদ্দিন আহমেদ, পারভেজ হোসেন প্রমুখ আইনজীবী। আর সরকার পক্ষের ছিলেন পিপি আব্দুল্লাহ আবু, অতিরিক্ত পিপি শাহ আলম তালুকদার প্রমুখ।

৫-৮-১০ : সংগ্রাম

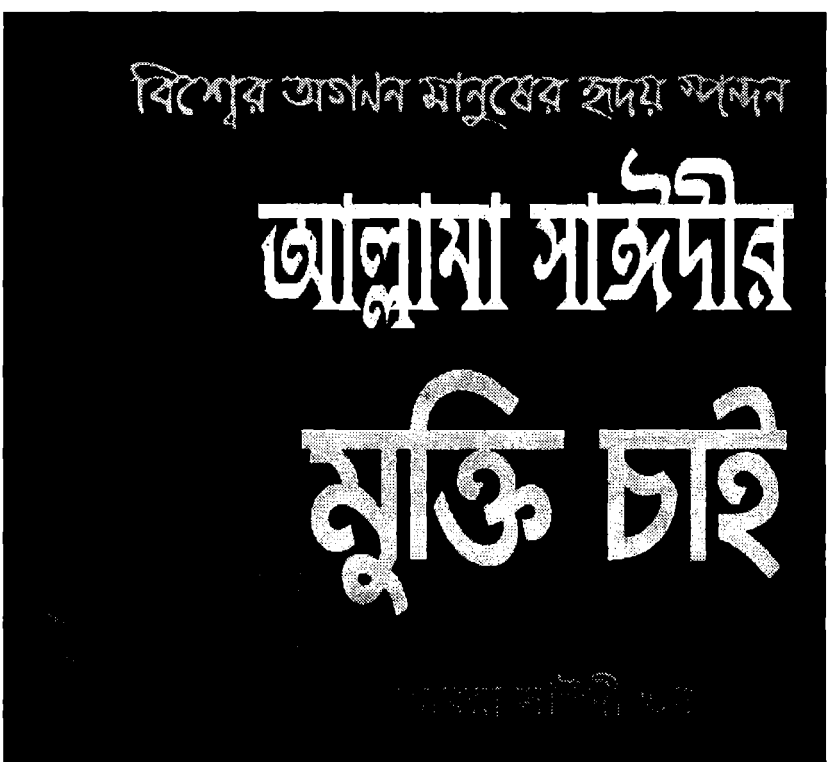

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীকে আজ হাজির করা হবে ট্রাইব্যুনালে

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজ মঙ্গলবার (১০/৮/১০) হাজির করা হবে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে। এছাড়াও আজ এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম স্থগিতসহ জামায়াতে ইসলামীর ৪ শীর্ষ নেতার পক্ষে দায়েরকৃত ৬টি আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হকের নেতৃত্বে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গত ২ আগস্ট চীফ প্রসিকিউটরের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। ঐদিনই পরোয়ানা তামিল করে মাওলানা সাঈদীকে ১০ আগস্ট ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়।

আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ট্রাইব্যুনাল বসলে দেশবরেণ্য এই মোফাসসিরে কুরআনকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। গত ২৯ জুন ঢাকার শহীদবাগস্থ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস যাবত নানা মামলায় মাওলানা সাঈদীকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন হয়রানি করা হচ্ছে। দীর্ঘ রিমান্ডে থাকায় মাওলানা সাঈদী বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ। তাকে চিকিৎসা, বিশ্রাম ও তার পছন্দমত খাবার তো দূরের কথা ন্যূনতম বেঁচে থাকার মত খাবারও দেয়া হচ্ছে না।

সর্বশেষ ৪ দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল সোমবার তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। আজ তাকে হাজির করা হবে ট্রাইব্যুনালে।

ওদিকে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের পক্ষে দায়ের করা ৬টি আবেদনের ওপরও আজ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৬ জুলাই ৩টি এবং ১ আগস্ট বাকি ৩টি আবেদন জমা দেয়া হয় ট্রাইব্যুনালে। গত ২ আগস্ট আদালত এসব আবেদনের ওপর শুনানির জন্য ১০ আগস্ট দিন ধার্য করেন। অভিযুক্তদের পক্ষের কৌসুলি এডভোকেট তাজুল ইসলাম গতকাল সন্ধ্যায় জানান, অভিযোগ গঠনের আগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির কোন এখতিয়ার এই আদালতের নেই। এ জন্য আমরা এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিকে চ্যালেঞ্জ করেছি এবং পরোয়ানা বাতিলের আবেদন জানিয়েছি। চার্জ গঠনের আগ পর্যন্ত আমরা এই আদালতের কার্যক্রম স্থগিত রাখা এবং অভিযুক্তদের মুক্তির আবেদন জানিয়েছি। এছাড়াও কেরানীগঞ্জ ও পল্লবী থানায় দায়েরকৃত মামলার নথি অবৈধভাবে ট্রাইব্যুনালের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমরা ঐ মামলার নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে ফেরত পাঠানোর আবেদন করেছি। ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগসমূহের সার্টিফাইড কপি পাওয়ার আবেদন করেছি। সেইসাথে মামলা পরিচালনার জন্য আসামীদেরকে ক্ষমতা অর্পণপত্রে স্বাক্ষর করারও অনুমতি চেয়েছি।

১০-৮-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদী গুরুতর অসুস্থ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা যায়নি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গুরুতর অসুস্থ থাকায় গতকাল মঙ্গলবার (১০/৮/৯) তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে পারেনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৪ আগস্ট তাকে হাজিরার তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধের সন্দেহভাজন অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে দায়েরকৃত ৬টি আবেদনেরও শুনানি গতকাল হয়নি। এই শুনানিও একই দিন হওয়ার কথা জানিয়েছেন আদালত। বিচারকদের মধ্যেও একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাকী ২ জন বিচারক গতকাল মাত্র ৭ মিনিটের জন্য আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

৩ সদস্যের বিচারক প্যানেলের অন্যতম একেএম জহির আহমেদ অসুস্থ থাকায় গতকাল মঙ্গলবার তিনি নিজেও ট্রাইব্যুনালের এজলাসে বসেন নাই। সকাল সাড়ে ১০টায় বিচারপতি নিজামুল হক ও এটিএম ফজলে কবির এজলাসে বসেন। এর আগেই ঢাকা কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

কারাগারের কর্তৃপক্ষ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গুরুতর অসুস্থ বিধায় যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাকে হাজির করা সম্ভব নয়। দুই বিচারক গতকাল ট্রাইবুনালের এজলাসে আসন গ্রহণ করার পর পরই অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা মাওলানা সাঈদীর পক্ষে দু'টি আবেদন করেছি। আজ তাকে হাজির করার কথা থাকলেও গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে হাজির করা হয়নি। আমরা এই দু'টি আবেদনের শুনানি মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতেই করতে চাই। এজন্য তিনি আদালতের কাছে সময় প্রার্থনা করেন।

আদালত সময় মঞ্জুর করে আগামী ২৪ আগস্ট পরবর্তী দিন ধার্য করেন। ঐ দিন মাওলানা সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন আদালত। এরপরই এডভোকেট তাজুল ইসলাম ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জামায়াতের চার শীর্ষ নেতার পক্ষের ৬টি আবেদনের উপর শুনানি করতে আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজামুল হক বলেন, যেহেতু ঐ আবেদনগুলোও একই ধরনের তাই ঐ আবেদনও ২৪ আগস্টই শুনানি হতে পারে।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম তাতে সম্মতি দেন। এ পর্যায়েই আদালতের কার্যক্রম গতকালের মত সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরে এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, মাওলানা সাঈদী গুরুতর অসুস্থ হওয়ার কারণে সরকার পক্ষ তাকে আদালতে হাজির করতে পারেনি। আমরা তার পক্ষে যে দু'টি আবেদন জানিয়েছি তার শুনানি তার উপস্থিতিতেই করা দরকার বলে উল্লেখ করেছি। আদালত সেটা মেনে নিয়েই ২৪ তারিখে মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতেই শুনানির দিন ধার্য করেছেন। দুইটি আবেদনে কি ছিল জানতে চাইলে এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, আমরা তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি না করার আবেদন করেছি। যেহেতু ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে সেহেতু শুনানি হলে আমরা সেটা বাতিল করার যুক্তি প্রদর্শন করতাম। দ্বিতীয়ত আমরা তাকে আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদানের কাগজপত্রে তার স্বাক্ষর করার অনুমতি চেয়েছি।

দ্বিতীয় শুনানি প্রসঙ্গে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, ইতোপূর্বে আমাদের দায়ের করা ৬টি আবেদনের উপরও আমরা আজ শুনানি করতে চেয়েছিলাম। আদালত সেটারও ২৪ আগস্ট তারিখ নির্ধারণ করেছে।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম ছাড়াও জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষে ছিলেন, ব্যারিস্টার ফখরুল ইসলাম, সাবেক সহকারী এটর্নি জেনারেল এডভোকেট আশরাফুজ্জামান, এডভোকেট গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী আলাল, মসিউল আলম, সাইফুর রহমান, রেজাউল করিম, আবু ইউসুফ, আব্দুল বাতেন, ফরিদ উদ্দিন খান, হেলাল উদ্দিন, এএসএম শাজাহান কবির, রেদওয়ানুল করিম, মোহাম্মদ মুসাসহ প্রায় অর্ধশত আইনজীবী। অপরদিকে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপুর পক্ষে ছিলেন প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান, সৈয়দ হায়দার আলী, জিয়াদ আল মাসুম, আব্দুর রহমান হাওলাদার ও আলতাফ হোসেন।

১১-৮-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

৪ শীর্ষ নেতার ৬টি আবেদনের একটিও গৃহীত হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে কারাগারে আটক রাখার যুক্তি সংক্রান্ত উপযুক্ত কাগজপত্র আদালতে উপস্থাপন করতে পারেনি চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজন্য আজ বুধবার (২১/৯/১০) মাওলানা সাঈদীকে পুনরায় ট্রাইব্যুনালে হাজির করে তার উপস্থিতিতে শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করেছেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে দায়ের করা ৬টি আবেদনের একটিও গ্রহণ করেননি ট্রাইব্যুনাল। ৪টি পিটিশন শুনানী শেষে খারিজ করে দেয় আদালত। বাকী ২টি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। জামায়াতের এই ৪ শীর্ষ নেতাকে আটক রাখা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বহির্ভূত বিধায় তাদের মুক্তি দেয়াসহ কয়েকটি আইনগত বৈধতার বিষয় এসব আবেদনে আদালতের কাছে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের এড়িয়ে চলার জন্য গতকাল সকাল পৌনে ৯টায় জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নাজিম উদ্দিন রোডস্থ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের করে পুরাতন হাইকোর্টস্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। ট্রাইব্যুনালের নীচতলায় অবস্থিত হাজতখানায় তাকে নেয়া হয় সকাল ৯টা ১২ মিনিটে। সকাল ১০টা ২৮ মিনিটে তাকে দ্বিতীয় তলায় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। গুরুতর অসুস্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা সাঈদী এসময় এজলাস কক্ষের কানায় কানায় পূর্ণ আইনজীবী, সাংবাদিক, পর্যবেক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের সালাম জানিয়ে কাঠগড়ায় ওঠেন। একটি হাতাছাড়া কাঠের চেয়ারে তাকে বসতে দেয়া হয়। বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন সকাল ১০টা ৩২ মিনিটে।

আদালতের কার্যক্রমের শুরুতেই প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে কারাগারে আটক রাখার পক্ষে দায়ের করা পিটিশনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের এক নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জনৈক আলমগীর পসারীসহ বেশ কয়েকটি হত্যাকান্ডের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থায় সন্দেহভাজন সাঈদী

www.pathagar.com

মুক্ত থাকলে এই তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে তাকে আটক রাখা দরকার। এ পর্যায়ে আদালত জানতে চান যে, সাক্ষ্য প্রমাণ এমনিতেই যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে কারাগারে আটক রাখার প্রয়োজন কি? আদালত প্রসিকিউটরকে নানা প্রশ্ন করে জানতে চান, আবেদনে আছে কিন্তু স্টেট মেন্টে নেই। এমন আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। কোন আইনে এমন আবেদনগুলো করা যায় মর্মে আদালত প্রশ্ন করেন। আজ বুধবার এ সংক্রান্ত অতিরিক্ত কাগজপত্র প্রদানসহ মাওলানা সাঈদীকে আজ পুণরায় ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক। এ পর্যায়ে মাওলানা সাঈদীর পক্ষে দাখিলকৃত ২টি আবেদনের শুনানী করতে চান তার পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম। আদালত এ পর্যায়ে বলেন, যেহেতু বুধবার পুণরায় মাওলানা সাঈদীকে হাজির করা হবে এবং তার উপস্থিতিতে গ্রেফতারি পরোয়ানার পক্ষের শুনানী হবে তাই তার আটক রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আবেদন ও ওকালতনামা প্রদানের আবেদনও একই সাথে শুনানী হবে। বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে মাওলানা সাঈদী সংক্রান্ত শুনানি, পাল্টা শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে তাকে আদালতের কাঠগড়া থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পূর্ব থেকেই সেখানে রাখা একটি প্রিজন ভ্যানে করে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাওলানা সাঈদীকে আদালত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতে ইসলামীর চার শীর্ষ নেতার পক্ষে ইতোপূর্বে দাখিলকৃত ৬টি আবেদনের ওপর শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মাসুদ আহমেদ সাঈদ, গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী আলাল ও ব্যারিস্টার ফকরুল ইসলাম আবেদনগুলোর পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। এর বিপরীতে সরকার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন চীফ প্রসিকউটর গোলাম আরিফ টিপু ও জিয়াদ আল মাসুম।

গতকাল প্রথম দীর্ঘ ২ ঘন্টা ২০ মিনিট স্থায়ী ট্রাইব্যুনালে জামায়াতের চার শীর্ষ নেতার পক্ষে আবেদনের শুনানীকালে এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম স্থগিত রাখার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তারা বলেন, এখন পর্যন্ত তদন্ত শেষ হয়নি। কোন চার্জ গঠন হয়নি। এ অবস্থায় এই ট্রাইব্যুনালের কোন কার্যক্রমের বৈধতা নেই। এই আদালতের ওয়ারেন্ট জারীর এখতিয়ার নেই বিধায় জামায়াতের নেতৃবৃন্দের মুক্তির আবেদন জানান তারা।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আটককৃতরা সমাজের শান্তিকামী, সৎ এবং অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে তাদের হেয় করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ চাপানো হয়েছে। কোন ধরনের সুস্পষ্ট অভিযোগ এবং আইন নির্ধারিত প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে অভিযুক্তদের জেলে আটকে রাখার সুযোগ নেই। এছাড়া বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে

www.pathagar.com

তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ ও বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে আঘাত হানা হয়েছে। তিনি বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ নয়, সরকার মাওলানা সাঈদীকে শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে এসেছে। সরকার যদি মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চাইতো প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতারের জন্য প্রথমেই আবেদন জানাতো। মূলত মানবতাবিরোধী অপরাধের আবেগকে কাজে লাগিয়ে মাওলানা সাঈদীর মতো একজন নিরপরাধ এবং বিশ্ববরেণ্য ধর্মীয় নেতাকে তথাকথিত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে তাকে হয়রানির চেষ্টা করা হচ্ছে।

পল্লবী এবং কেরানীগঞ্জ থানায় দায়ের করা মামলা দু'টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে পুনরায় চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) কোর্টে পাঠানোর আবেদন জানানো হয় গতকাল।

আইনজীবীরা এ সম্পর্কে বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ অথবা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) এ্যাক্ট ১৯৭৩ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রুলস অব প্রসিডিউর ২০১০ অনুযায়ী চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) কোর্টে বিচারাধীন কোন মামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর সুযোগ নেই। তাই ট্রাইব্যুনালে মামলা দু'টির কার্যক্রম স্থানান্তর করা আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং অবৈধ। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পল্লবী থানার মামলা নং ৬০ (১) (০৮) তারিখ ২৬.২.২০০৮ এবং কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং ৩৪(১২(০৭) তারিখ ১৭.১২.২০০৭, এই মামলা দু'টি সংশ্লিষ্ট আদালত অর্থাৎ ঢাকার সিএমএম কোর্টে ফেরত পাঠানো উচিত।

আইনজীবীরা বলেন, ২৬ জুলাই ২০১০, চীফ প্রসিকিউটরের আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল আটককৃত চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতার আদেশ (এ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট) জারি করে। ১৯৭৩ সালের ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্টের ১১ ধারায় ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং ১১ এর ৫ ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল কেবল মাত্র সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করতে পারে যার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক চার্জ গঠন হয়েছে। যদিও গ্রেফতার আদেশ জারি করার মতো কোন বিষয় ট্রাইব্যুনালের কর্মপরিধিতে ছিল না। গ্রেফতার আদেশ জারিকে ট্রাইব্যুনালে পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করেন আইনজীবীরা। এ প্রসঙ্গে আইনজীবীরা এ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৯(১) ধারা উল্লেখ করে বলেন, অভিযুক্তদের ব্যাপারে 'ফরমাল চার্জ' গঠন ছাড়া গ্রেফতার আদেশ জারি করা যায় না।' ফরমাল চার্জ এর বিবরণে আইনজীবীরা রুল ২(১১) এর বর্ণনা দেন। The Rules to mean `accusation of crimes against the accused in the form of a petition lodged by the prosecutor with the Tribunal on recipt of the investigation report.

আইনজীবীরা বলেন, কোন সন্দেহভাজন অভিযুক্তের বিষয়েই এখনো ফরমাল

www.pathagar.com

চার্জ গঠন করা হয়নি। তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে কোন তদন্তও হয়নি। ১৯৭৩ এ্যাক্ট এর অ্যাকশন ৯(১) রুল ২(১১) অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন ছাড়া কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ গঠনের প্রশ্নই ওঠে না।

যেহেতু সন্দেহভাজন অভিযুক্তদের ব্যাপারে কোন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি, সেহেতু ট্রাইব্যুনালের বিদ্যমান কার্যপ্রণালী স্পষ্টতই অবৈধ এবং স্থগিতাদেশের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল এই বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে আইনগতভাবে বাধ্য।

এছাড়া আইনজীবীরা আজ ট্রাইব্যুনালের কাছে সন্দেহভাজন অভিযুক্তদেরকে 'লেটার অব অথরিটি' এক্সিকিউট করার অনুমতি প্রদান এবং ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারকে উক্ত লেটার অব অথরিটি'গুলো সত্যায়িত করার নির্দেশ দানের আবেদন জানান।

আইনজীবীরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে আইসিটি বিডি-মামলা নং ১/২০১০ এর নথির সকল সত্যায়িত অনুলিপি অভিযুক্তদের প্রদানের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্টারকে নির্দেশ দানের জন্য আবেদন জানান।

দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট চলার পর বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে আদালতের কার্যক্রম শেষ হয়। পরে এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ ৪ শীর্ষ নেতার পক্ষে আমাদের ৬টি আবেদন ছিল। এর মধ্যে ৪টিই আদালত খারিজ করে দিয়েছে। বাকী ২টি প্রত্যাহার (নট প্রেসড) করে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ফর্মাল প্রসিডিংস শুরু হওয়ার আগে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির কোন এখতিয়ার এই আদালতের নেই। আদালতই স্বীকার করেছেন যে, এটা ফর্মাল প্রসিডিংস নয়। তদন্ত শেষে চার্জশীট দেয়ার পরে ফর্মাল প্রসিডিংস শুরু হবে। গ্রেফতারী পরোয়ানার বিষয়টি আদালত তদন্তের স্বার্থে দিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদীকে যে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে পারেনি প্রসিকিউশন পক্ষ। ফলে আগামীকাল (আজ বুধবার) তাদেরকে অতিরিক্ত কাগজপত্র জমাদান পূর্বক মাওলানাকে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী সাংবাদিকদের জানান। পিটিশনে আছে কিন্তু গ্রাউন্ডে নেই আইনের যুক্তি। এজন্য আমরা বলেছি, আগামীকাল সাঈদীকে পুনরায় হাজিরসহ তাকে আটক রাখার গ্রাউন্ড সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করব। তিনি বাইরে থাকলে তার বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে তা বাধাগ্রস্ত হবে।

২২-৯-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

অভিযোগপত্র ছাড়া প্রডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যুর এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের নেই -ব্যারিস্টার ফকরুল

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গতকাল বুধবার (২২/৯/১০) জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে হাজির করা হয়নি। ফলে তার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের আনীত অভিযোগ এবং আসামী পক্ষের মুক্তির আবেদন কোনটিরই শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি।

মাওলানা সাঈদী অসুস্থ মর্মে ট্রাইব্যুনালে নোটিশ দিয়ে তাকে হাজির না করার ঘটনাকে তার পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে যেনতেনভাবে সাক্ষী জোগাড় করা এবং অভিযোগ বানানোর অসৎ উদ্দেশ্যে কাল ক্ষেপণের জন্য সুস্থ সাঈদীকে অসুস্থ দেখানো হয়েছে। এতে বিচার ব্যবস্থাকে প্রলম্বিত এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হবে বলে উল্লেখ করেন তাজুল ইসলাম। প্রসিকিউশন পক্ষের অপর্যাপ্ত কাগজপত্রের সাথে পুনরায় অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিলের ঘটনাকে নজিরবিহীন বলে অভিহিত করে তাজুল ইসলাম বলেন, এটা ট্রাইব্যুনাল করতে পারে না। শুরুতেই ট্রাইব্যুনাল এভাবে প্রসিকিউশন পক্ষে নিজেই ভূমিকা রাখলে বলার কোন অবকাশ নেই যে আমরা ন্যায়বিচার পাবো না।

গত মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ মত গতকাল বুধবার মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে হাজির করার কথা ছিল। কিন্তু আগেই ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের অফিসে লিখিতভাবে জানানো হয় যে তিনি অসুস্থ। ফলে তাকে আদালতে হাজির করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় গতকাল সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন। অপর দুই বিচারপতি হলেন এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির।

গতকাল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের শুরুতেই প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী অসুস্থ বিধায় তাকে হাজির করা সম্ভব হয়নি। তবে মঙ্গলবার আদালত কর্তৃক নির্দেশিত অতিরিক্ত কাগজপত্র তিনি ট্রাইব্যুনালে পেশ করেন। এটার ওপর শুনানী করতে গেলে আদালত বলেন, সন্দেহভাজন অভিযুক্ত মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে এর শুনানী হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু যেহেতু অসুস্থ এবং তাকে হাজির করা হয়নি সেহেতু আজ এটার শুনানী হবে না। পরবর্তী দিন এর শুনানী হবে। এ পর্যায়ে মাওলানা সাঈদীর পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, গতকাল তাকে আদালতে যখন হাজির করা হয় তিনি সুস্থই ছিলেন। আমরা কারাগার ও পারিবারিক সূত্র থেকে জেনেছি যে তিনি সুস্থই আছেন। মানবতা বিরোধী অপরাধের কোন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই। যেনতেনভাবে অভিযোগ দাঁড় করানো এবং সাক্ষী

www.pathagar.com

জোগাড় করার জন্য প্রতিপক্ষ সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে এই অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাজুল ইসলাম বলেন, এর মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা এবং ন্যায়বিচার বিঘ্নিত করা হচ্ছে। তিনি মঙ্গলবার আদালত থেকে প্রসিকিউশন পক্ষের অপর্যাপ্ত কাগজপত্রের সাথে অতিরিক্ত কাগজপত্র প্রদানের সুযোগ প্রদানকে আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষের কাগজপত্রে কোন দুর্বলতা বা অপর্যাপ্ততা থাকলে তার বেনিফিট আমি পাবো। কিন্তু আদালত নিজেই সেটা প্রতিপক্ষকে ধরিয়ে দিতে বা কাগজপত্রের দুর্বলতা দূর করে পুনরায় অতিরিক্ত কাগজপত্র দেয়ার কথা বলতে পারে না। এর মাধ্যমে আদালত সুস্পষ্টভাবে একটি পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তার মক্কেল এই আদালতে ন্যায়বিচার পাবেন না বলেও অভিযোগ করেন তাজুল।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম ছাড়াও ব্যারিস্টার ফকরুল ইসলাম প্রডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যু করার বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি ৭৩ এর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্টের ফর্ম-৪ এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অভিযোগপত্র ছাড়া প্রডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করার এখতিয়ার এই আদালতের নেই। আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার প্রতি কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে আদালত কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যান। পরে বলেন, আমরা স্যাটিসফাইড হয়েই ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছি।

ব্যারিস্টার ফকরুল তার বিরোধিতা করে আরো দৃঢ়তার সাথে যুক্তিতর্ক পেশ করতে থাকেন। এ পর্যায়ে বিচারপ্রতি নিজামুল হক তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন। এ পর্যায়ে মাত্র ১০ মিনিটেই আদালতের কার্যক্রম গতকাল শেষ হয়। আগামী ১২ অক্টোবর পরবর্তী শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ঐদিন মাওলানা সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে তার উপস্থিতিতে শুনানী অনুষ্ঠানের কথা বলেন আদালত।

আদালতের কার্যক্রম শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, মাওলানা সাঈদীকে গতকাল আদালতে আনা হয়েছিল। আপনারা সবাই দেখেছেন তিনি সুস্থ আছেন। অথচ আজ সকালে আমরা ট্রাইব্যুনালে এসে জানতে পারলাম তিনি অসুস্থ। আসলে তদন্ত বিলম্বিত করে যেনতেনভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে মাওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাই তাদের উদ্দেশ্য। এতে ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হবে। ব্যারিস্টার ফকরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত হলে আদালত প্রডাকশন ওয়ারেন্ট করতে পারে। কিন্তু অভিযোগপত্রই হয়নি। সুতরাং এই আদালতের প্রডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যু করার কোন অধিকার নেই। এটা একতরফা এবং ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

সরকার পক্ষে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু সাংবাদিকদের বলেন, সাঈদী সাহেব সুস্থ একথা বলার এখতিয়ার তাদের নেই।

২৩-৯-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

পিরোজপুরে ক্যাডার পরিবেষ্টিত ট্রাইব্যুনাল টীমের তদন্ত কাজ

পিরোজপুর সংবাদদাতা : যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্তদল গতকাল বুধবার (২২/৯/১০) সকাল ১০টায় পিরোজপুর ত্যাগ করে। এর পূর্বে পিরোজপুর সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল টীমের প্রধান এএসপি হেলাল উদ্দিন এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান যে, পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ১৮টি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এগুলো পরিদর্শন করা হয়েছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাবার কারণে গত ৭ জুলাই চীফ প্রসিকিউটরের কাছে তাকে গ্রেফতার দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তদন্ত টীম জানায়, রিপোর্ট প্রদানের পূর্বে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে আন্তর্জাতিক মানের একটি তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে পারি। তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান।

উল্লেখ্য, গত ১৮ আগস্ট যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল টীমের সদস্য এএসপি হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি তদন্ত দল পিরোজপুরে এসে নিশ্বনন্দিত মুফাসসির, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, পিরোজপুর থেকে দু'বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বাদি মানিক পশারীর বাড়ি পরিদর্শনে যান। ১৯৬৮ সালে ঘরে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার কথা মানিক পশারীর ভাই জলিল পশারী সাধারণ সাংবাদিকদের সামনে বললেও উহা ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিক বা তদন্ত দলের কারো কানে প্রবেশ করেনি। ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় সেই ৬৮ সালের ঘর পোড়া টিন দিয়ে বেড়া দেয়া অবস্থায় তদন্ত দলকে ক্ষমতাসীনরা দেখায় যে, মাওলানা সাঈদীর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে এই ঘর পোড়ানো হয়েছে। তাছাড়া পাড়েরহাটের হার্ডওয়্যারের দোকানদার মদন সাহার স্ত্রী সাজিয়েছে উষা রানীকে এবং ৭১ সালে সাঈদীর নির্দেশে পাক বাহিনী মদন সাহাকে হত্যা করে। অথচ মদন সাহা ৮১ সালে জমিজমা বিক্রি করা কবলা দলিল দিয়ে ভারতে চলে যায়। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা মাওলানা সাঈদীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পথের কাঁটা সরানোর জন্য মিথ্যা নাটক সাজিয়ে ফাঁসাতে চায়। ক্যাডার বেষ্টিত একতরফা পরিকল্পিত সাক্ষ্য দ্বারা সাক্ষী দিয়ে কি মাওলানা সাঈদীকে ফাঁসাতে পারবে? এটা এখন জনমনের প্রশ্ন। কারণ ১৯৭১ সালে মাওলানা সাঈদী মানবতা বিরোধী কোন কাজে অংশ নেননি। তার জীবন দুধের মতন স্বচ্ছ।

পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারাই সাক্ষী। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্তকারী দল রিপোর্ট পেশ করলেই জনগণ বুঝতে পারবে বিষয়টি সাজানো নাটক না গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। ক্ষমতাসীনদের এতসব তোড়জোড় দেখেও পিরোজপুরের সাঈদীর ভক্তরা ভেঙ্গে পড়েনি। সত্য একদিন বেরিয়ে আসবেই। ১০ বছর এমপি থাকাকালে মাওলানা সাঈদী প্রায় ৫০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করলেও ১টি টাকার দুর্নীতি মেলেনি।

www.pathagar.com

সরকার দূরবীন দিয়ে তদন্ত করেছে। দুর্নীতির কোন প্রমাণ পায়নি। গত মঙ্গলবার বিকেলে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল হঠাৎ করে ছারছিনা দরবারের বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন। এই বধ্যভূমির খবর তাদের জানা ছিল না। নেছারাবাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলাপকালে জানতে পেরে তাৎক্ষণিক পরিদর্শনে গেলে এলাকার ভুক্তভোগী ও ৭১ এর শহীদ পরিবারের সদস্যরা বধ্যভূমি দেখান এবং বলেন, তৎকালীন পীর আবু জাফর মো. সালেহ-এর নেতৃত্বে রাজাকার ও পাক বাহিনীর সদস্যরা এখানে লোক ধরে এনে হত্যা করে। এ সময় তদন্তকারী দলের প্রধান এএসপি হেলাল উদ্দিন ছারছিনা মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শারাফাতুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এই মাদরাসায় পড়াশুনা করেছে কিনা? জবাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, আমি শুনেছি ১৯৫৭ সালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এই মাদরাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এর পর এ মাদরাসায় পড়ে নাই। তদন্তকারী দল পিরোজপুর ত্যাগকালে তদন্ত শেষ হয়েছে কিনা এরূপ কোন মন্তব্য করেন নাই

২৩-৯ -১০ : সংগ্রাম

শেখ মুজিবের তৈরী করা ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় ইয়াহিয়া, ভুট্টো, টিক্কা খান ও রাওফরমান আলীর নাম কেন নেই শেখ হাসিনা জবাব দিবেন কি?

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীকে কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ

শহীদুল ইসলাম : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সাথে ট্রাইব্যুনাল ২৩ ডিসেম্বর তদন্ত সংস্থাকে তার বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য কোন তদন্ত কার্যক্রম চলতে পারে না। ২৯ ডিসেম্বর তদন্ত রিপোর্টের ওপর শুনানি শেষে পরবর্তী আদেশ দেয়া হবে যে মাওলানা সাঈদীর আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে কি পাবে না। জামায়াতের আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ কারাগারে আটক অপর চার শীর্ষ নেতার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন আদালত। ট্রাইব্যুনালের এই আদেশের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী বলেছেন, আটকাদেশ দেয়ার মত কোন গ্রাউন্ড না থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনালের এই আদেশে খুব কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু অসন্তোষ জানানোর তো জায়গা নেই। আল্লাহ ছাড়া কোথায়ও এই ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের কোন সুযোগ নেই। গতকাল (২/১১/১০) ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীকে হাজির করে তার উপস্থিতিতে ২টি পিটিশনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাঈদী ট্রাইব্যুনালে কথা বলতে চাইলেও আদালত তাকে কথা বলার অনুমতি দেয়নি।

প্রসিকিউশন পক্ষের আবেদন ছিল মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হোক।

অন্যদিকে তার পক্ষের আইনজীবীর আবেদন ছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি না করার পক্ষে। এই উভয় পিটিশনের শুনানি মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের জন্য পূর্ব নির্দেশনা মোতাবেক গতকাল সকাল ৯টার মধ্যেই একটি প্রিজন ভ্যানে করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে স্থাপিত ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় আনা হয়। হাজতখানায় একটি হাতাছাড়া চেয়ারে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর সাড়ে ১০টায় দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় নেয়া হয়। বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ প্রদানের আবেদনের পক্ষে যুক্তিতর্ক পেশ শুরু করেন। এ পর্যায়ে আদালত জানতে চান মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে তার অগ্রগতি কি? আর কত সময় লাগবে? জবাবে প্রসিকিউটর বলেন, তদন্ত এগিয়ে চলছে।

তবে কত সময় লাগবে তা বলা যাবে না। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য কোন তদন্ত চলতে পারে না। প্রসিকিউটর বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থেই তাকে কারাগারে আটক রাখা প্রয়োজন।

১০টা ৪০ মিনিটে মাওলানা সাঈদীর পক্ষের আইনজীবী তার আবেদনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন শুরু করেন। দীর্ঘ ৩৫ মিনিটব্যাপী যুক্তি প্রদর্শনকালে তরুণ আইনজীবী তাজুল

www.pathagar.com

ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত হলেই কেবল কাউকে গ্রেফতার করা যাবে। কিন্তু মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ আনা হয়নি- কোন মামলা হয়নি। এমনকি প্রসিকিউশন পক্ষ কোন তদন্ত রিপোর্টও দাখিল করেনি যাতে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে।

তাজুল ইসলাম বলেন, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন বিশ্ববরেণ্য ধর্মীয় নেতা। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবার কাছেই তিনি জনপ্রিয়। তার তাফসীরুল কুরআনে মুগ্ধ হয়ে শত শত মানুষ মুসলমান হয়েছে। ১৯৯১ সালে উত্তর আমেরিকা থেকে তাকে আল্লামা উপাধী দেয়া হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রসিকিউশন পক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মাওলানা সাঈদীর নামের সাথে দেলু শব্দ যোগ করে দিয়েছে। অথচ তার মা জীবিত রয়েছেন। তার বিবৃতি দৈনিক সংগ্রামসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এতে তিনি বলেছেন, আমার ছেলের নাম কখনো দেলু ছিল না। কেউ কোনদিন তাকে এই নামে ডাকেনি। কাজেই প্রসিকিউশন পক্ষ এই নামটি ব্যবহার করছে এ কারণেই যে হয়তো দেলু নামে কারো কোন মানবতাবিরোধী অপরাধ ১৯৭১ সালে থাকতে পারে। সেই অপরাধ নিরপরাধ মাওলানা সাঈদীর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হতে পারে।

তিনি আরো বলেন, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষ মাওলানা সাঈদীর মাহফিলে যোগ দেয়। তার সুন্দর বাচনভঙ্গি যাদুকরি যুক্তিতর্ক মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করে। এজন্য তিনি অমুসলিম অধ্যুষিত জনপদ থেকেও বারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত কয়েকটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, এসব বইয়ের কোথায়ও উল্লেখ নেই যে, মাওলানা সাঈদী পিরোজপুরে কোন যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। পিরোজপুরের ইতিহাস নামে একটি বই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মুক্তিযুদ্ধে পিরোজপুরের ইতিহাসও রয়েছে। তাতেও কোথাও মাওলানা সাঈদীর নাম নেই। তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেয়ার কারণেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। পাওয়াও যাবে না। তদন্তের নামে যা হচ্ছে তা নীতিহীন। যারা তার পক্ষে কথা বলবে এমন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তদন্ত সংস্থার কাছে যেতে দিচ্ছে না পুলিশ। কাজেই মাওলানা সাঈদী বাইরে থাকলে তদন্ত ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তদন্তে ব্যাঘাত ঘটলে তা করছে সরকার এবং সরকারের পুলিশ প্রশাসন।

তাজুল ইসলাম যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, রাজাকার বাহিনী গঠন হয়েছিল সরকারি নির্দেশে। মাওলানা সাঈদী তখন কোন রাজনীতিই করতেন না। অপরিচিত এক যুবক ছিলেন মাত্র। কাজেই তিনি কি করে রাজাকার বাহিনী গঠন করলেন। প্রসিকিউশন পক্ষের এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। তিনি বলেন, আমরাও '৭১ এর যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চাই। কিন্তু প্রসিকিউশন পক্ষ প্রকৃত অপরাধীদের বিচার না করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে হয়রানি করছে। এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। তিনি বলেন, তদন্ত সংস্থা যে তদন্ত করছে বলে শোনা যায় তার গতি দেখে মনে হয় অনন্তকাল চলবে। আর সেই অনন্তকালের জন্য

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীকে আটক রাখার আদেশ এই আদালত দিতে পারে না।

গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদনের পক্ষে শুনানিতে অংশ নিয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী বলেন, মাওলানা সাঈদীর যাদুকরি বক্তব্য এবং মানুষকে প্রভাবিত করার অসীম ক্ষমতা আছে এটা সত্য। আর এজন্যই তিনি তদন্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারেন। তাই তাকে আটক রাখা প্রয়োজন। তার বিরুদ্ধে আলমগীর পশারী হত্যাকান্ডের অভিযোগ রয়েছে যা এখন তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, সরকারি দল বা ক্ষমতাসীনরা আমাদের তদন্তে কোন প্রভাব ফেলছে এমন অভিযোগ সত্য নয়। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে যা সময়মত আমরা এই আদালতে বলব। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তার বিরাট কর্মী বাহিনী আছে যা দ্বারা তিনি তদন্তে ব্যাঘাত ঘটাতে বা প্রভাবিত করতে পারেন। হায়দার আলীর বক্তব্যের পর তাজুল ইসলাম আবারো কতিপয় পয়েন্টে যুক্তি প্রদর্শন করেন। বেলা ১১টা ১৪ মিনিটে এই যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি প্রদর্শনের পর গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী আলাল আদালতের কাছে আপীল করেন যে, মাওলানা সাঈদী কিছু কথা বলতে চান। এ পর্যায়ে বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, তার আইনজীবী কথা বলেছেন। কাজেই তার নিজের বক্তব্য রাখার প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে আদালত আদেশ প্রদান শুরু করেন।

ট্রাইব্যুনাল আদেশে উল্লেখ করেন ২৯ ডিসেম্বর আদালত পুনরায় বসবে। ঐ দিন পর্যন্ত মাওলানা সাঈদীকে আটক রাখা যাবে। তার আগে ২৩ ডিসেম্বর তদন্ত সংস্থাকে রিপোর্ট দিতে হবে। ২৯ তারিখে শুনানি শেষে আমরা আদেশ দিব যে তার আটকাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হবে কি হবে না। এ পর্যায়ে আদালত প্রসিকিউশন পক্ষকে জানান, অন্য ৪ জন (মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লা) সাসপেন্টের ব্যাপারেও আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করব। বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে আদালতের কার্যক্রম শেষ হয়।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, আটকাদেশ দেয়ার কোন গ্রাউন্ড বা যুক্তি প্রসিকিউশন পক্ষ দেখাতে না পারলেও আদালত তাদের পক্ষে আদেশ দিয়েছেন। এতে আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি। তবে এই কষ্টের কথা কোথায় জানাবো। কোথায় আপীল করব। আল্লাহর কাছে ছাড়া এই ট্রাইব্যুনালের কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ নেই।

সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর হায়দার আলী পরে সাংবাদিকদের জানান, এই তদন্তের কার্যক্রম শুধু দেশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বাইরেও অনেক ডকুমেন্ট আছে। আমরা সেগুলো আনছি। তদন্তে ধীরগতির অভিযোগ সত্য নয়। আদালতকে সন্তুষ্ট করার জন্য যতটুকু তথ্য এখন দেয়া দরকার তা দিয়েছি। এরচেয়ে অনেক বেশি তথ্য এখনও আমাদের হাতে রয়েছে।

৩-১১-১০ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

রণপ্রস্তুতির মধ্যে জামায়াতের ৫ শীর্ষ নেতাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়

শহীদুল ইসলাম : র‍্যাব-পুলিশের ব্যাপক রণপ্রস্তুতির মধ্যে গতকাল বুধবার (২০/৪/১১) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৫ শীর্ষ নেতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনাল গতকাল শুধুমাত্র দলের নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জামিন আবেদনের ওপর দীর্ঘ শুনানি গ্রহণ করে তা খারিজ করে দিয়েছে। তবে বারডেম হাসপাতালে নিজ খরচে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল। জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে আজ আবার ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গতকাল জামায়াতের ৫ শীর্ষ নেতার পক্ষেই জামিনের আবেদন করেছিলেন তাদের স্ব-স্ব আইনজীবী। একই সাথে ইতোপূর্বে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে ধানমন্ডির কথিত সেফ হোমে তদন্ত সংস্থার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের যে অনুমতি ট্রাইব্যুনাল দিয়েছিল তার ওপর রিভিউ পিটিশানও শুনানির অপেক্ষায় ছিল।

তবে আদালত গতকাল শুধুমাত্র মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আবেদনের শুনানিই গ্রহণ ও আদেশ দিয়েছেন। বাকী ৪ জনের আবেদন আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় এই চার শীর্ষ নেতার উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করবেন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জামিন আবেদনের শুনানি করেন গতকাল ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন। তাকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, ফজলে কবির ও একেএম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল দীর্ঘ শুনানি শেষে প্রদত্ত আদেশে জামিন আবেদন নাকচ করে দেন। তবে তার নিজ খরচে বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। একই সাথে আদালত আগামী ৩১ মে'র মধ্যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ব্যাপারে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীকেও সেফ হোমে তদন্ত সংস্থার হেফাজতে নিয়ে ৩ দিন জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করা হয়। তবে গতকাল তার শুনানি হয়নি। পরে শুনানি হবে বলে ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে ট্রাইব্যুনালের নীচতলায় স্থাপিত হাজত খানায় আনা হয়, বেলা ১০টার আগেই। আলী আহসান মোহাম্মদ

www.pathagar.com

মুজাহিদকে নারায়ণগঞ্জ কারাগার থেকে আনতে সময় লেগে যায় যানজটে আটকা পড়ে। ফলে বেলা ১০টা ৩৫ মিনিটে তাকে ছাড়া বাকী ৪ নেতাকে আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় এবং আদালত কার্যক্রম শুরু করে। মুজাহিদকে হাজির করা হয় আদালত চলাকালে বেলা ১১টার সময় কাঠগড়ায় নেতৃবৃন্দকে চেয়ারে বসতে দেয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষ হলে নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত তাদের সন্তান, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

বেলা ১০টা ৩৫ মি আদালতের কার্যক্রমের শুরুতেই প্রসিকিউশন পক্ষ অবজার্ভার গ্যালারিতে উপস্থিত বৃটিশ আইনজীবী টবি এম ক্যাডম্যানের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করেন। তাদের আপত্তির প্রেক্ষিতে আদালত জানান, অবজার্ভার হিসেবে তাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা আজ অনুমতি দিয়েছি। পরে আদালত নিউএজ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে 'ট্রাইব্যুনালকে রাবার স্ট্যাম্প' বলায় তার লেখক ডেভিড বার্গম্যানকে ভৎসনা করেন। এটাকে আদালত অবমাননায় শামিল বলে তাকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং -৭ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এছাড়াও আদালত কার্যক্রমের শুরুতে গত মঙ্গলবার সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর উপস্থিতির সময় আইনজীবীদের বিক্ষোভ এবং টিভি চ্যানেল প্রদত্ত বক্তব্য কে মস্কারী বলে অভিহিত করেন। বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, সাবেক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ব্যারিস্টার ফখরুল ইসলামসহ ৫০/৬০ জনকে আবার দেখেছি সিসি টিভিতে। এই আদালত কক্ষে ডিফেন্স এবং প্রসিকিউশন উভয় পক্ষে ১৫জন করে আইনজীবীর বেশি আমরা এলাউ করব না।

শুধুমাত্র পাওয়ার প্রাপ্ত আইনজীবীরাই আদালতে থাকবেন। ৫০/৬০ জনকে আমরা বসতে দেব কোথায়?

ট্রাইব্যুনালে গতকাল মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জামিন আবেদনের পক্ষে দীর্ঘ শুনানী কালে তার আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমদ আল আমিন বলেন, দীর্ঘ ১০ মাস মাওলানা সাঈদীকে আটক রাখা হয়েছে। অথচ তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারেনি প্রসিকিউশন পক্ষ। তিনি ডায়বেটিক পেশেন্ট, তার হৃৎপিন্ডে দুটি রিং পরানো আছে। এছাড়াও আর্থারাইটিসসহ নানা জটিল রোগে তিনি আক্রান্ত। এরূপ অসুস্থ অবস্থায় সত্তরোর্ধ একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে আটক রাখা ন্যায়বিচার পরিপন্থী। তিনি বলেন, এই আদালত জামিন দিতে পারে তার উদাহরণ ও ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আইসিসি ও রোম স্টাটুর উদাহরণ দিয়ে বলেন, বিচার পূর্ব অবস্থায় জামিনের বিধান সব খানেই আছে। মাওলানা সাঈদী তার পাসপোর্ট সারেন্ডার করবেন, তিনি শহীদবাগেই নিজ বাড়িতে থাকবেন, তিনি কোন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন না। বিদেশে যাবেন না, এমনকি পিরোজপুরে যাবেন না, সময়ে সময়ে আদালতের নির্দেশনা মত নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে তিনি হাজিরা দেবেন। এ ধরনের যেকোন শর্তে তিনি জামিন নিতে প্রস্তুত আছেন। জামিনের ক্ষেত্রে মানবিক বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

সরকার পক্ষে প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান মাওলানা সাঈদীর জামিন

www.pathagar.com

আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন, তার বিরুদ্ধে ৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি জেলের বাইরে থাকলে তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তিনি দুই বার এমপি হয়েছেন। তিনি একটি দলের কেন্দ্রীয় নেতা। তিনি জেলে থাকা অবস্থায়ই তদন্ত কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছেন। রেজাউর রহমান বলেন, মানুষকে গাছের সাথে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও লুটপাটের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। মানুষের বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র এমনকি ঘরের টিন পর্যন্ত খুলে এনে তা বিক্রি করে ৫ তহবিলে বণ্টন হতো। উনি সেই ৫ তহবিলের একজন।

রেজাউর রহমানের শুনানি গ্রহণের শুরুতেই আদালত জানতে চান, আপনারা আর কত প্রগ্রেস রিপোর্ট দিবেন। কেস ডকেটের ৭ম খণ্ডের প্রতি চোখ বুলিয়ে আদালত জানতে চান যে, এর মধ্যে ২০০০ সালের পত্রিকার কাটিং দেখা যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের কোন কিছু আছে কিনা। রেজাউর রহমান-এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি আদালতে একটি ম্যাপও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত প্রায় শেষ করে এনেছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও সময় নেব না। বিচারপতি একেএম জহির এসময় জানতে চান আর কত দিন আটকে রাখলে আপনারা প্রতিবেদন দাখিল করতে পারবেন? জবাবে তিনি বলেন, কমপক্ষে ৩০ দিন। আদালত বলেন, তাহলে বেশির পক্ষে কতদিন প্রয়োজন। এরপর আদালত বেলা ১২টা ১০ মিঃ আদেশ প্রদান করেন। সে সাথে আদালতের আদেশের কপি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। বাকি চার শীর্ষ নেতার জামিন আবেদনের শুনানি আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে বলে আদালত উল্লেখ করেন।

পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, জেলখানায় রুম নেই এমন অজুহাতে ধানমন্ডির সেফহোমে জিজ্ঞাসাবাদ করবে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে। এটা টর্চার সেল। আমাদের তাতে ঘোর আপত্তি আছে। এ জন্য আমরা কোর্টের আদেশ রিভিউ চেয়েছি। বৃহস্পতিবার তার শুনানি হবে। সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, সাঈদীর জামিনের আবেদন তারা আগেও করেছিল। তখনও কোর্ট নামঞ্জুর করেছেন। আজ আবার তারা যে আবেদন করেছেন তার মধ্যে নতুন কোন গ্রাউন্ড তারা দেখাতে পারেনি। ফলে আদালত তা নাকচ করে দিয়েছে।

জামায়াতের পাঁচ শীর্ষ নেতাকে আদালতে হাজির করাকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য রণপ্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। ভোর থেকেই বিপুলসংখ্যক র‍্যাব ও পুলিশ, পানিকামানসহ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে হাইকোর্ট, প্রেসক্লাব, দোয়েল চত্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শাহবাগ, মৎস্য ভবনসহ সংশ্লিষ্ট এলাকা ঘিরে রাখে। হাইকোর্টে আগত বিচারপ্রার্থী এবং আইনজীবীদেরও তল্লাশি করা হয়। তবে কোন বিক্ষোভ বা গোলযোগ কিছুই না হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর রণসজ্জা শুধু প্রস্তুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

২১-৪-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের অভিমত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে

শহীদুল ইসলাম : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখন সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ট্রাইব্যুনাল তার নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ হারিয়েছে। জনগণ তো নয়ই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কারোই এই ট্রাইব্যুনালের প্রতি ন্যূনতম আস্থা নেই। বিচারকদের সাথে সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ও অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বৈঠক প্রমাণ করে যে বিচার প্রক্রিয়াকে পুরোপুরিই প্রভাবিত করা হবে। বিচারের নামে হবে প্রহসন। মন্ত্রীর সাথে বিচারকদের বৈঠক পৃথিবীর ইতিহাসে নজীর বিহীন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮/৪/১১) দৈনিক সংগ্রামের কাছে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকার, আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি জেনারেল শফিউল্লাহ, সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল হারুনুর রশিদ ও নাট্য ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন ও বিচারকদের সাথে দুই ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করার প্রেক্ষিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ এসব মন্তব্য করেন। দৈনিক সংগ্রামের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম, সম্মিলিত ওলামায়ে মাশায়েখ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী, খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) মহাসচিব শামীম আল মামুন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস।

মির্জা ফখরুল

বিনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ট্রাইব্যুনালের গঠন প্রক্রিয়াই আস্থাহীনভাবে সংঘটিত হয়েছে। এর কার্যক্রমের উপর বিন্দুমাত্র জনগণের আস্থা নেই। আর মন্ত্রীর সাথে বিচারকদের বৈঠকের পর তো একেবারেই থাকার কথা নয়। এটা তার গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়েছে। তিনি বলেন, এই ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক বলা হলেও তা মোটেও আন্তর্জাতিক মানের নয়। এটা সরকারের নিজের একটি বিচারালয় যেখানে সরকারের মতেরই প্রতিফলন ঘটবে। বিচারের নামে হবে প্রহসন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এটা ব্যবহৃত হবে।

আজহারুল ইসলাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল

www.pathagar.com

ইসলাম বলেন, বাদী আর বিচারক যখন রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিচার কি হবে। আসলে বিচার হবে না- হবে সরকারের ইচ্ছার বাস্তবায়ন। বিচারের নামে হবে প্রহসন। মানুষ সেই বিচার মানবে না। ইতোমধ্যেই এই ট্রাইব্যুনাল জনগণের আস্থা হারিয়েছে। আর মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর আর আস্থার প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলা হলেও এই ট্রাইব্যুনাল মোটেও আন্তর্জাতিক মানের নয়। এখানকার বিচারক, প্রসিকিউটর, আইনজীবী কেউই আন্তর্জাতিক নয়। সবাই দলীয় লোক। কাজেই এই ট্রাইব্যুনালের কোন স্বচ্ছতা নেই, আন্তর্জাতিক মান নেই। এর বিচারও গ্রহণযোগ্য নয়। এটিএম আজহারুল ইসলাম আরো বলেন, কোন কালো আইন দিয়ে ভাল বিচার আশা করা যায় না। কথিত মনবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য যে আইন করা হয়েছে তা দেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও কনভেনশনের সম্পূর্ণ বিরোধী একটি কালো আইন। এই আইনে ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং বিচার প্রক্রিয়া পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণ এটা মানে না।

মুহিউদ্দিন খান

সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ পরিষদের সভাপতি মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান বলেন, বিচারকদের সাথে মন্ত্রীর বৈঠকই প্রমাণ করে যে এটা হবে রাজনৈতিক বিচার। সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেই বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং চূড়ান্ত হবে। জনগণ আহাম্মক নয় যে এই বিচার মানবে।

মুফতি আমিনী

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী দৈনিক সংগ্রামকে বলেন, মন্ত্রীর সাথে বিচারকদের গোপন বৈঠক আসলে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই গোপন বৈঠকে নির্ধারন হয়েছে যে, কার কি বিচার হবে। মন্ত্রীর নির্দেশনা মাফিক বিচার হলে সেই বিচার কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। স্বচ্ছতা হারিয়েছে, গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে এই ট্রাইব্যুনাল। এই বৈঠক জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এটা বিচার হবে না। হবে বিচারের নামে প্রহসন এবং সরকারের গোপন ইচ্ছার বাস্তবায়ন।

মাওলানা ইসহাক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক বলেন, মন্ত্রী এ কে খন্দকার সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের শীর্ষ নেতা ও সরকারের প্রভাবশালী পদে অধিষ্ঠিত। তাদের দাবি অনুসারেই এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রী হলো মামলার বাদী। বাদীর সাথে বিচারকদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর স্পষ্ট হয়েছে যে বিচার একটি সাজানো নাটক। এর গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরিই নষ্ট হয়েছে। এক পক্ষের সাথে বিচারকদের এহেন বৈঠক দুনিয়ার ইতিহাসে নজীরবিহীন ও চিরাচরিত নিয়মবহির্ভূত। এর প্রতি জনগণের কোন আস্থা নেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা নেই।

www.pathagar.com

শামীম আল মামুন

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) মহাসচিব শামীম আল মামুন বলেন, ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সাথে মন্ত্রীসহ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বৈঠক নজীরবিহীন ঘটনা। এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম ভীষনভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কথিত যুদ্ধাপরাধের বিচার যে একটি এ্যারেঞ্জ গেম সেটা আর প্রমাণ হতে বাকি নেই। ন্যায় বিচার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা এই ট্রাইব্যুনালে নেই। এই ট্রাইব্যুনালের প্রতি জনগণের কোন আস্থা আগেও ছিলনা, এখন একেবারেই নেই। এটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

শওকত হোসেন নিলু

এনপিপি (ন্যাশনাল পিপলস পার্টি) চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু বলেন, এই ট্রাইব্যুনাল হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে আগে ইয়াহিয়া, ঠিক্কা খান আর জেনারেল নিয়াজির বিচার করতে হবে। তাদের বিচার না করে ঐ সময় ২০ বছরের ছাত্র যুবকদের ধরে বিচারের সম্মুখীন করা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে জনগণকে বিভক্ত করা হচ্ছে। একই অপরাধে অপরাধী একজন হবে মন্ত্রী আর দুইজন যাবে জেলে সেটা হতে পারে না। সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাবার অপরাধে তিনি জেলে। খন্দকার মোশারফ হোসেনের বাবাও একই অপরাধে অপরাধী। তার ছেলে মন্ত্রী। এটা কি করে হয়। অপরাধী হলে দু'জনই হবে। না হলে কেউ নয়। যা করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ ভাওতাবাজী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি বলেন, আমি এই ট্রাইব্যুনাল স্বীকার করি না। আস্থা রাখার প্রশ্নই আসে না। আগেই মন্ত্রীরা বলে দিচ্ছেন অমুক যুদ্ধাপরাধী, বিচারের রায়ও বলে দেয়া হচ্ছে। এরপরে কি বিচার হতে পারে। বিচারের আগেই দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। তাহলে কি বিচার হবে।

মাওলানা ইউনুস

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহাসচিব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, অনিয়মের মধ্যেই এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে এবং কাজও করছে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে। এর কাছে সুষ্ঠু বিচার আশা করা যায় না। দলীয় মানসিকতা নিয়েই চলছে বিচার প্রক্রিয়া। বিচারকরা কিভাবে মামলার একটি পক্ষের সাথে বৈঠক করলেন এটা আমার বোধগম্য নয়।

জাফরুল্লাহ খান

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বলেন, মন্ত্রীর সাথে বিচারকদের যেখানে বৈঠক হয় সেখানে ন্যায় বিচার পাওয়ার কথা নয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দাবি করা হলেও এ ঘটনা প্রমাণ করে বিচার বিভাগ প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসনের ইঙ্গিতেই ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। ইনসাফ ভিত্তিক বিচার এই ট্রাইব্যুনালের কাছে আশা করা যায় না। জনগণ নির্বোধ নয়। সরকারের জেনে রাখা উচিত।

২৯-৪-১১

www.pathagar.com

সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদ
আরেক মানসিক নির্যাতন

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধের সাথে নিজের ন্যূনতম সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেননি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান খান বলেছেন, এর সাথে লিংক আপ করার দায়িত্ব আমাদের। অন্যদিকে সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাশের কক্ষে থাকা মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন অভিযোগ করেছেন যে, জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে তার সাথে কথা বলতে দেয়া হয়নি মাওলানা সাঈদীকে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ধানমন্ডী পুরাতন ২৭ নম্বর রোডের ৪০৫/বি নম্বর বাড়িতে সরকার ঘোষিত সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে। দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা নামায এবং খাওয়ার বিরতি দেয়া হয়। এর আগে মাওলানা সাঈদীকে কারাগার থেকে সেফ হোমে একটি প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে আসা হয় সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে। এ সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একজন চিকিৎসক তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। দুপুরে বিরতির সময় তিনি যোহরের নামায আদায় করেন এবং দুপুরের খাবার খান। তবে তার আইনজীবীর সাথে বেশি কথা বলতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। বিকেল ৫টায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দেশবরেণ্য এই আলেম ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন আসরের নামায আদায় করেন। বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে তাকে পুনরায় একটি প্রিজন ভ্যানে উঠিয়ে কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। মাওলানা সাঈদী এ সময় সেফ হোমের প্রধান ফটকে অপেক্ষমান সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। মাওলানা সাঈদীর জিজ্ঞাসাবাদ উপলক্ষে সেফ হোমের সামনের রাস্তায় গতকাল প্রায় সারাদিনই ছিল জামায়াতের দলীয় নেতা-কর্মী, তার ভক্ত, শতাধিক আইনজীবী ও সাংবাদিকদের ছিল উপচে পড়া ভিড়। এই ভিড় ঠেলে তাকে বহনকারী গাড়ি সেফ হোম অতিক্রমকালে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে সবাইকে সালাম দেন এবং হাত নেড়ে অভিনন্দনের জবাব দেন।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তদন্ত সংস্থার সমন্বয়কারী আব্দুল হান্নান খান বলেন, আদালতের নির্দেশনা মতে ৪ জন আসামীকে সেফ হোমে এনে জিজ্ঞাসাবাদের কথা ছিল। আজ সেটা শেষ হলো। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বাড়ি পিরোজপুর। তার অপরাধের স্থানও পিরোজপুর।

তিনি বলেন, আমরা আগেই তদন্ত করে অনেক তথ্য পেয়েছি। সেই তথ্যের সাথে এই জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য মিলিয়ে দেখি। তথ্য যাচাই-বাছাই করি জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস মাওলানা সাঈদী কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তার কি

www.pathagar.com

ভূমিকা ছিল এটাই ছিল জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়। তিনি গণহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি যে হয়েছে সেটা স্বীকার করেছেন। এ ছাড়াও তার এলাকায় জোর করে হিন্দুদের মুসলমান বানানো হয়েছে সেটাও তিনি স্বীকার করেছেন। তবে নিজেকে বাঁচিয়ে বলেছেন, এসবের সাথে তার সম্পৃক্ততা নেই, এসব অপরাধ তিনি করেননি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আইনে আছে মিথ্যা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। তিনি মিথ্যা বলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানবতা বিরোধী অপরাধের সাথে বা '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের সাথে তিনি নিজে জড়িত নন বলে দাবি করেছেন। সবাই তাই করে। এর সাথে লিংক আপ তো করি আমরা।

আব্দুল হান্নান আরো বলেন, তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো অবস্থা করেননি। তিনি বলেন, উনার নাম নিয়ে বিভ্রাট রয়েছে। তার আসল নাম আবু নাইম দেলোয়ার হোসেন। পরে ওয়াজ করে করে সাঈদী হয়েছেন।

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমীন বলেন, কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হবে তা আমাকে আগে জানানো হয়নি। তাকে ১০টায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর আগে আমার সাথে কথা বলতে দেয়া হয়নি। দুপুরে বিরতির সময় তাকে সামান্য একটি কথা বলতে দেয়া হয়েছে।

তবে আগেই বলে দেয়া হয়েছে যে, জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে আমার মক্কেলকে যেন আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করি। তার সাথে জিজ্ঞাসাবাদকালে কি আচরণ করা হয়েছে শুধু সেই ব্যাপারেই কথা বলতে দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার সাথে আদৌ কথা বলতে দেয়া হয়নি বলে জানান ব্যারিস্টার তানভীর।

মাওলানা সাঈদীর স্বাস্থ্য কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা হলে তার আইনজীবী বলেন, তার ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা। এ ব্যাপারে আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য একদিনও নেয়া হয়নি। জেল কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

মাওলানা সাঈদীর চিকিৎসা সম্পর্কে তার প্যানেল আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, জেল কর্তৃপক্ষ যে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তার চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছে না সে ব্যাপারে লিখিত কোনো অভিযোগ জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করছে না। ফলে আমাদেরকে মৌখিকভাবেই জানাতে হয়। এর বিকল্প নেই, তবে আমরা বার বার বলার পরেও জেল অথরিটি আদালতের নির্দেশনা না মানার কারণে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব।

১৩-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রামের সাংবাদিককে সতর্ক করলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ কে খন্দকারসহ প্রভাবশালী মহলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের কারণে দৈনিক সংগ্রামের সিনিয়র রিপোর্টার শহীদুল ইসলামকে সতর্ক করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। আগামী তিন দিনের মধ্যে ভুল স্বীকার করে ট্রাইব্যুনাল একই স্থানে আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় ট্রাইব্যুনাল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বেলা ১২টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৩ বিচারক বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও এ কে এম জহির এজলাসে বসলে নির্ধারিত কার্যক্রমে না গিয়ে আগে সংগ্রামের সিনিয়র ইসলামকে তলব চেয়ারম্যান হক বলেন, আমরা কতিপয় সম্মানিত বৈঠক করেছি। লিখেছেন। ইজ ইট দিয়ে চুপ করে বিচারপতি এ টি এম চুপ থাকবেন না।

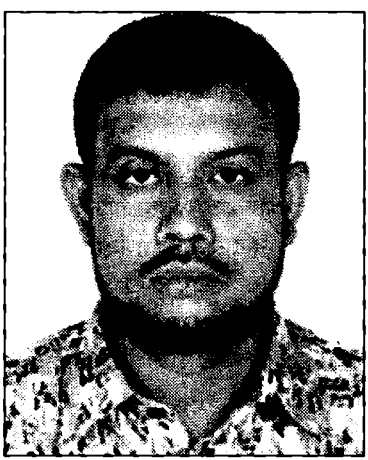

শুরুতেই দিনের গিয়ে আগে দৈনিক রিপোর্টার শহীদুল করেন। ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি নিজামুল একটি পক্ষের ব্যক্তির সাথে রুদ্ধদ্বার আপনি এমন রিপোর্ট ট্রু? কোন জবাব না দাঁড়িয়ে থাকলে ফজলে কবির বলেন, জবাব দেন। তখন সংগ্রামের এই সিনিয়র সাংবাদিক বলেন, অন্য একটি পত্রিকায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকের খবরটি আগেই প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক সংগ্রাম এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের লিগ্যালিটি নিয়ে কতিপয় আইনজীবী ও রাজনীতিকের কমেন্ট ছেপেছে। এ সময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আমরা তো ডিফেন্স পক্ষের আইনজীবী তাজুল সাহেবের সাথেও কথা বলি। সেটাকে কি আপনি রুদ্ধদ্বার বৈঠক বলবেন?

চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আগামী ৩ দিনের মধ্যে ভুল স্বীকার করে একই স্থানে আপনি (শহীদুল ইসলাম) আরেকটি রিপোর্ট করবেন যে রিপোর্টটি সঠিক নয়। অন্যথায় আমরা লিগ্যাল এ্যাকশনে যাবো।

উল্লেখ্য, পরিকল্পনা মন্ত্রী এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের একটি প্রতিনিধি দল গত ২৬ এপ্রিল ২০১১ তারিখে পুরানা হাইকোর্ট ভবনস্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করেন।

www.pathagar.com

প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের প্রভাবশালী নেতা সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) হারুনর রশিদ, লে. জেনারেল (অব.) শফিউল্লাহ ও নাট্য ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ। তারা ট্রাইব্যুনালের এজলাস ঘুরে দেখেন। ট্রাইব্যুনালে দুই ঘন্টা অবস্থানকালে তারা বিচারকদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন এবং প্রসিকিউটর ও রেজিস্ট্রারের সাথে বৈঠক করেন। এসব তথ্য জানিয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল 'যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল : বিচারকদের সঙ্গে মন্ত্রী ও আ'লীগ নেতাদের বৈঠক'। এইসব তথ্য সম্বলিত কোন রিপোর্ট ঐ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে আসেনি। তবে এই বৈঠকের বৈধতা এবং এর ফলে ট্রাইব্যুনালের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দৈনিক সংগ্রামে ২৮ অক্টোবর একজন সাবেক বিচারপতি ও কয়েকজন আইনজীবীর কমেন্ট সম্বলিত রিপোর্ট ছাপা হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, এডভোকেট জয়নুল আবেদীন ও এডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া এ ব্যাপারে তাদের মতামত দেন। তাদের ছবিসহ দৈনিক সংগ্রামে প্রথম পাতায় ঐ দিন যে রিপোর্টটি পরিবেশিত হয় তার শিরোনাম ছিল 'সাবেক বিচারপতি ও আইনজীবীদের অভিমত/ মন্ত্রী ও বিশেষ পক্ষের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আর কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না।'

একই ধরনের আরেকটি রিপোর্ট ছাপা হয় ২৯ এপ্রিল। ঐ রিপোর্টের শিরোনাম ছিল বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের অভিমত/ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ঐদিন যারা কমেন্ট প্রদান করেন তাদের ছবিও পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এরা হলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী, খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহাসচিব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান।

১৭-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

বিচারকের অভিমত

এটা দেশী আদালত-মান আন্তর্জাতিক

স্টাফ রিপোর্টার : তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলাসহ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর দায়ের করা দুটি পিটিশনই গতকাল মঙ্গলবার (২৪/৫/১১) খারিজ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে মিডিয়ার সামনে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য বা মামলার আগাম তথ্য না বলার জন্য সকল পক্ষকেই সতর্ক করে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। অন্যদিকে এই ট্রাইব্যুনালের নাম সংক্রান্ত বিষয়েও গতকাল ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে It is a domestic Tribunal dealing with international standard.

অর্থাৎ এটা দেশীয় আদালত যার কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানের।

বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গতকাল মঙ্গলবার উপরোক্ত নির্দেশনা দেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর পক্ষে ট্রাইব্যুনালে শুনানি করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম। অন্যদিকে সরকার পক্ষে ছিলেন প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার এস হায়দার আলী। গতকাল মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারপতি এজলাসে বসেন বেলা ১০টা ৩৭ মিনিটে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ২টি আবেদনের ওপর শুনানি শুরু করেন তার আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম। গত ৫ মে মাওলানা নিজামীকে ধানমন্ডি ২৭ নং রোডস্থ সেফ হোমে তদন্ত সংস্থার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তদন্ত কর্মকর্তা এম সানাউল হক মিডিয়ার সামনে যেসব কথা বলেছেন, তাতে আদালত অবমাননা হয়েছে এমন অভিযোগই ছিল প্রথম আবেদনটিতে। গত ৮ মে এডভোকেট তাজুল ইসলাম এই আবেদনই জমা দেন। অপর আবেদনটি ছিল জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বিচারিক কাজে যেন ব্যবহার না করা হয়। এই আবেদনটি জমা দেয়া হয় গত ১৫ মে। গতকাল এই দুটি আবেদনেরই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

শুনানিতে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আদালতের নির্দেশনা মতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইনজীবীর উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু মাওলানা নিজামীকে জিজ্ঞাসাবাদের আগে আমার সাথে পরামর্শ করতে দেয়া হয়নি। মধ্যাহ্ন বিরতির সময়ও কথা বলতে দেয়া হয়নি। আমাকে রাখা হয়েছিল পাশের ঘরে।

তিনি আরো বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সানাউল হক মিডিয়ার সামনে অনেক কথা বলেছেন, ঐ প্রেস ব্রিফিংয়ের পুরো ভিডিও সিডি তিনি আদালতে জমা দেন এবং তার কথোপকথন সুলিখিতভাবে উপস্থাপন করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বাইরে ফাঁস করা যাবে না।

মিডিয়ায় তা বলা যাবে না। এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্টের ১১(৪) এবং বিধি ৪৫-এর সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। অথচ এম সানাউল হক মিডিয়ার সামনে বলেছেন যে, রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী মাওলানা নিজামী গঠন করার কথা স্বীকার

www.pathagar.com

করেছেন। এটা না করলে নাকি তাকে হত্যা করা হতো। সেটাও তিনি বলেছেন, সাংবাদিকদের সামনে। এর মাধ্যমে একটি জনমত সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে যা মিডিয়া ট্রায়ালের শামিল। এরূপ জনমত তৈরি হলে মাওলানা নিজামীকে যারা চেনেন এবং তার পক্ষে যারা সাক্ষী দিতে চান তারাও বিভ্রান্ত হবে। তখন হয়তো সাক্ষীরা বলার চেষ্টা করবে নিজামী তো এসব করেছেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন। আমরা আর কি বলবো। এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রেসার আসতে পারে সাক্ষীদের উপর। অন্যদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি এভাবে অভিযোগ স্বীকার করেছেন মর্মে মিডিয়ায় অব্যাহত প্রচারণা চললে তার ওপর সাধারণ জনগণের বিশ্বাস স্থাপিত হবে। তখন যদি ট্রাইব্যুনাল সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেয়ে ভিন্নতর কোনো রায় দেয় তখন অভিযোগ উঠবে যে, ট্রাইব্যুনাল পক্ষপাতিত্ব করেছে। এটাকে ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে একটি অসত্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এই আদালতকে প্রভাবিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা সানাউল হক।

তদন্তকালীন জিজ্ঞাসাবাদের প্রাপ্ত তথ্য মিডিয়ায় বলা যাবে না এ মর্মে '৭৩-এর এ্যাক্ট ও বিধি ছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক আইনের কতিপয় নজির ও রায়ের অংশ তুলে ধরে বলেন, এটা আন্তর্জাতিক ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এর নাম আন্তর্জাতিক। মানও আন্তর্জাতিক হবে বলে বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সকল আইনে মিডিয়ার সামনে এ ধরনের কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই আদালত ইতোপূর্বে যে রায় দিয়েছে তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্যের মাধ্যমে তার লঙ্ঘন হয়েছে। আদালত অবমাননার জন্য তিনি তদন্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবি করেন।

জবাবে সরকার পক্ষের প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী বলেন, এই আইন দেশীয় আইন, বিধিও দেশীয় বিধি। এই আদালত দেশীয় আদালত। কাজেই বাইরের উদাহরণ আনা ঠিক নয়। তিনি স্বীকার করেন যে, মাইক পেলে কারো হুশ থাকে না। হয়তো সানাউল হকও তাই করেছেন। তবে তাতে আদালত অবমাননা হয়নি এবং এই ট্রাইব্যুনালের আইন ও বিধিতে কভার করে না। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজেই বলেন, এটা ডমেস্টিক কোর্ট) তবে মান হবে আন্তর্জাতিক। আমরা আগে দেশীয় আইনই দেখবো। আমরা আমাদের আইন দেখবো।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত প্রদত্ত আদেশে দুটি আবেদনই খারিজ করে দেন। তবে মিডিয়ার সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ (অবজারভেশন) দেন। আদেশে বলা হয়, ইতোপূর্বে প্রদত্ত আদেশের মিস কোড হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করে বা কথা বলে জবাব দিবেন এমন আদেশ ছিল না। বরং অভিযুক্তের সাথে কোনো খারাপ আচরণ করা হলো কিনা সেটা দেখার জন্যই আইনজীবীর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল। আদেশে আরো বলা হয়, মামলার আগাম বিচারিক বিষয় মিডিয়াতে বলা যাবে না।

জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য গোপনীয় বিষয়। এটা তদন্ত কর্মকর্তার কাছেই থাকবে। এটা মিডিয়ায় বলার বিষয় নয়। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মাওলানা নিজামীর দ্বিতীয় আবেদনটিও খারিজ করে দিয়ে আদেশে বলা হয়, জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য বিচারিক কাজে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এটা এই ট্রাইব্যুনালের মূল বিধিতেই আছে।

২৫-৫-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও জামিন পেলেন না মাওলানা সাঈদী

স্টাফ রিপোর্টার : জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও গুরুতর অসুস্থ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জামিন পাননি। গতকাল মঙ্গলবারও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার জামিন আবেদন চতুর্থ বারের মত নাকচ করে দিয়েছে। তিনি বর্তমানে এতটাই অসুস্থ যে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় এক ঘণ্টা হুইল চেয়ারে বসিয়ে রাখার পর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ফলে গতকাল তাকে সেখান থেকেই আবার এ্যাম্বুলেন্সে করে বারডেম হাসপাতালে পাঠিযে দেয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল তার জামিন আবেদন নাকচ করে দেয়ার পাশাপাশি সরকার পক্ষকে আগামী ১১ জুলাইয়ের মধ্যে অভিযোগপত্র গঠনের আবেদন জানাতে বলেছেন। বিচারপতি নিজামুল হক, এ টি এম ফজলে কবির ও এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গতকালের মধ্যে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট অথবা অগ্রগতি রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল ট্রাইব্যুনালের গত ২০ এপ্রিলের নির্দেশ মোতাবেক। সরকার পক্ষে প্রসিকিউটরগণ কোন অগ্রগতি রিপোর্ট বা চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে পারেনি। এজন্য আদালতের কার্যক্রম গতকাল বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে শুরু হলে প্রথমেই সরকার পক্ষের আইনজীবী এস হায়দার আলী-এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, আধঘণ্টা আগে আমরা তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে ১৪ খন্ডে ৪ হাজার ৭৮ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেয়েছি। আমরা এটা দেখে ফর্মাল চার্জ গঠন করব। এ পর্যায়ে আদালত এই বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আপনারা গতকালই একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে পারতেন যেহেতু গতকাল পর্যন্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট পাননি। এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব হায়দার আলী দিতে না পারলেও আদালত তা এড়িয়ে যান। তবে হায়দার আলী তদন্ত সংস্থার ১৪ খণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন সম্বলিত বই এবং অন্যান্য পুস্তকাদি ট্রাইব্যুনালকে দেখান। আদালত এতেও প্রশ্ন করে যে এটা কি প্রদর্শনী করার জন্য এনেছেন ?

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন গুরুতর অসুস্থতার কথা তুলে ধরে মাওলানা সাঈদীর জামিনের আবেদন জানান। তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদী দেশ বরেণ্য আলেম। দুই দুইবার সংসদ সদস্য ছিলেন। তার হৃৎপিন্ডে দুটি রিং পরানো আছে। আরো ২ টিতে ৭৫% পর্যন্ত ব্লক আছে। এখন তা আরো বেড়েছে। তিনি গুরুতর ডায়বেটিসে আক্রান্ত। উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। এ অবস্থায় এই আদালতের নির্দেশেই তাকে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। সেখানে ডাক্তার, নার্স সব থাকলেও নিবিড় পরিচর্যা বা ফ্যামেলি কেয়ার বর্তমানে তার অত্যন্ত জরুরি। তিনি আদালতের কাঠগড়া দেখিয়ে বলেন, আজ তার এখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তাকে আনা হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় এখানে হাজির না করে আবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা একটি মানবিক বিষয়। ব্যারিস্টার তানভীর বলেন, প্রসিকিউশন পক্ষের আপত্তি ছিল যে, তিনি জামিনে থাকলে

www.pathagar.com

তদন্ত কাজ বাধাগ্রস্ত করতে পারেন। যেহেতু এখন তদন্ত কাজ শেষ সেহেতু ঐ অবস্থা আর এখন নেই। তাই একাত্তরোর্ধ এই বরেণ্য ব্যক্তির মাস্তক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে যেকোন শর্তে জামিন দেয়া যেতে পারে। তিনি যাতে বিদেশে যেতে না পারেন সেজন্য তার পাসপোর্ট এই ট্রাইব্যুনালে জমা রাখা হবে। তিনি ঢাকাতে শহীদবাগস্থ নিজ বাসভবনেই থাকবেন। অন্য কোথায়ও যাবেন না। কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন না। নিজ এলাকাতেও তিনি যাবেন না। তিনি নিয়মিত থানায় রিপোর্ট করবেন।

এসব শর্তসহ যেকোন শর্ত মেনে নিয়ে তিনি জামিন নিতে চান। বিচারিক কার্যক্রমের এই পর্যায়ে যে জামিন দেয়া সম্ভব এমন যুক্তি দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আদালতের সংশ্লিষ্ট ধারা তুলে ধরেন। সরকার পক্ষে প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী মাওলানা সাঈদীর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ১৯৭১ সালে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটসহ মানবতাবিরোধী অপরাধে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। কাজেই মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি মানবিক আবেদনের যোগ্য হতে পারেন না। তার চিকিৎসা হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য হাসপাতালে। তিনি বলেন, তদন্ত যেখানে চূড়ান্ত হয়েছে এই পর্যায়ে জামিন দেয়ার বিধান নেই। তার পক্ষের আর্মস ক্যাডারদের বিরুদ্ধে থানায় ৬টি জিডি হয়েছে যার ৫টি এখন নন এফ আই আর পর্যায়ে রয়েছে। এখন স্পষ্ট যে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হতে যাচ্ছে। এই পর্যায়ে জামিন দেয়া হলে বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থেই জামিন আবেদন নামঞ্জুর করার আবেদন করছি। এ পর্যায়ে আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয় ১১ মাস যাবত তাকে বিনা অভিযোগে আটক করে রেখেছেন। আর কত দিন। বর্তমানে তিনি গুরুতর অসুস্থ।

আদালত উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পর আদেশ দেন। গতকাল ব্যতিক্রম ছিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজে আদেশ না দিয়ে দ্বিতীয় বিচারক আদেশ দেন। আদেশে জামিন আবেদন নাকচ করে দেন আদালত। একই সাথে আগামী ১১ জুলাইয়ের মধ্যে অভিযোগ গঠন সংক্রান্ত আবেদন করার নির্দেশ দেয়া হয় প্রসিকিউশন পক্ষকে।

পরে প্রেসব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও মাওলানা সাঈদীকে জামিন দেয়া হয়নি। তার খুব ভাল চিকিৎসা হচ্ছে এমন গ্রাউন্ড দেখিয়ে আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী প্রেসব্রিফিং-এ বলেন, আইন ও কার্যবিধি অনুসারে আমরা এখন তদন্ত প্রতিবেদন পড়ব। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা অভিযোগপত্র দাখিল করব আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ১১ জুলাইয়ের মধ্যে। এরপর আদালত শুনানির দিন ধার্য করবেন। তার আগে ৩ সপ্তাহের মধ্যে আসামীপক্ষ কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, গতকাল ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য সকাল পৌনে ১০টায় মাওলানা সাঈদীকে একটি এ্যাম্বুলেন্সে করে ট্রাইব্যুনালের নীচতলায় হাজত খানায় আনা হয়। গুরুতর অবস্থায় তাকে একটি হুইল চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই তার অবস্থার চরম অবনতি ঘটলে রেজিস্ট্রারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে তাকে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে তাকে গতকাল আদালতে হাজির করতে পারেনি জেল কর্তৃপক্ষ।

১-৬-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

প্রসিকিউশনের ৪৯ দফা ফর্মাল চার্জ

প্রসিকিউশন ১১-৭-২০১১ তারিখে ৪৯ দফা ফর্মাল চার্জ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে এবং ট্রাইব্যুনাল তার ভিত্তিতে অভিযোগ আমলে নিয়ে আদেশ প্রদান করেন। ৪৯ দফা ফর্মাল চার্জ নিম্নরূপ :

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পিরোজপুর মহকুমাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করা, পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা, মুক্তিবাহিনীকে ধংস করার নামে গণহত্যা পরিচালনা করা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, মানবতা বিরোধী অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধ সংঘটনের লক্ষ্যে খানবাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (বর্তামানে মৃত)কে পিরোজপুর মহকুমা শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট, মহকুমা শান্তি কমিটির সেক্রেটারী আব্দুস সাত্তার, সদস্য এ্যাডভকেট আব্দুল মান্নান, সৈয়দ আব্দুল বারী, মোহাম্মদ আব্দুল গণি, মন্নাফ এবং অন্যান্যদের লইয়া মহকুমা ও থানার শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য পদে নিয়োগ দিয়া শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। শান্তি কমিটি গঠনের পর হইতেই তাহাদের অত্যাচার নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের কারণে শহরের মানুষ জীবন বাচাঁনোর তাগিদে গ্রামে গিয়া নিরাপদ আশ্রয় খুজিতে থাকেন।

২। যেহেতু ফরমাল চার্জ সম্বলিত আবেদন দাখিলকারী আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন, ১৯৭৩-র ৭ ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত চীফ প্রসিকিউটর এবং উক্ত আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনালে উক্ত আইনের ৩(২) ধারায় বর্ণিত অপরাধ/অপরাধসমূহ বিচারের জন্য মামলা দায়ের ও তাহা পরিচালনা জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৩। যেহেতু, আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা পিতা মৃত ইউসুফ আলী সিকদার গ্রাম-সাউখালী থানা- ইন্দুরকানী জেলা- পিরোজপুর ০১.০২.৪০ তারিখে (দাখিল পরীক্ষার সার্টিফিকেট অনুযায়ী) উল্লিখিত নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সনে ছারছীনা দারুসসুন্নাত মাদ্রাসা হইতে দাখিল পরীক্ষায় তিনি উর্ত্তীণ হন যাহা উক্ত সময়ে ৮ম শ্রেণীর মানসম্পন্ন ছিল। দাখিল পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হইবার পর উক্ত মাদ্রাসার আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া তথায় ছাত্রাবস্থায় তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কৃত হন। তৎপর বারুইপাড়া মাদ্রাসা হইতে ১৯৬০ সনে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে আর কোথাও হইতে কোন ডিগ্রি তিনি প্রাপ্ত হন নাই। ফলে তাহার নামের সহিত 'মাওলানা' বা 'আল্লামা' ডিগ্রি নামের সাথে যুক্ত করার জন্য তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ১৯৭০ সনে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা হিসাবে তিনি প্রচার-প্রচারণা চালান। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে ২০০৮ সনের অনুষ্ঠিত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থী হিসেবে নির্ধারিত ছাপানো ফরম পূরণ করিয়া তিনি জমা

www.pathagar.com

দেন। তাহার সহিত দাখিলীয় কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট তাহার নামের সহিত লিখিত 'আবু নাঈম মোহাম্মদ' কাটা আছে এবং 'সাঈদী' নামটি অন্য হাতের লেখা। কিন্তু ফরমে তিনি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী লিখিয়াছেন এবং স্বাক্ষর করিয়াছেন। সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, তাহার আসল নাম 'আবু নাঈম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন'। তিনি আবু নাঈম মোহাম্মদ শব্দটি বাদ দিয়াছেন এবং সাঈদী' নামটি তাহার ওস্তাদ প্রদত্ত। তদন্তে পাওয়া যায় যে, পবিত্র ইসলাম ধর্ম এবং ধর্মীয় শিক্ষার যে কোন একটি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি না থাকিলে তাহাকে আল্লামা উপাধি ব্যবহার করা যায় না। আসামীর ঐ ধরনের কোন ডিগ্রী নাই যাহাতে তিনি 'মাওলানা' বা আল্লামা' উপাধি ধারণ বা ব্যবহার করিতে পারেন। আসামীর নাম পরিবর্তন ও ব্যবহারের কারণে তদন্তে প্রাপ্ত অবস্থায় তাহার নাম নিম্নরূপ পাওয়া যায়- "আবু নাঈম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন ওরফে দেলোয়ার হোসাইন ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা ওরফে আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে আল্লামা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী"। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে তিনি পাড়েরহাটের মুদি দোকনে কর্মচারী ছিলেন। তাহার পূর্বে তিনি পাড়েরহাটের বাইরে রাস্তার উপর তেল, লবন বিক্রি করিতেন অর্থাৎ তাহার আর্থিক অবস্থা সেই সময় খুবই শোচনীয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লুটপাটের অর্থে এখন তিনি বাংলাদেশের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি এবং ঢাকা ও খুলনাতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনসহ তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হইয়াছেন।

৪। যেহেতু, আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন, ১৯৭৩-র ৮(১) ধারার ক্ষমতাবলে গঠিত তদন্ত সংস্থার সদস্য মোঃ হেলাল উদ্দিন, এ.এস.পি তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত আইনের ৩(২) ধারার অপরাধসমূহ তদন্তের জন্য তাহার সাহায্যকারী অন্যান্য তদন্ত কর্মকর্তাগণসহ ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, গনহত্যা, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সংঘটিত অপরাধ ও উল্লিখিত আইন অনুযায়ী সংঘটিত অন্যান্য অপরাধের সহায়তা করা এবং অপরাধ সংঘটনকালে অপরাপর অপরাধীদের অপরাধ করা হইতে বিরত না রাখার অভিযোগ আসামীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে তদন্ত পূর্বক ৩০.০৫.১১ তারিখে বিজ্ঞ চীফ প্রসিকিউটর বরাবরে রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত রিপোর্টে আসামী কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর বরিশাল জেলার অন্তর্গত বর্তমান পিরোজপুর জেলায় আসামীর অপরাধ সংঘটনের প্রামাণ পাওয়া গিয়াছে যাহার পর্যাপ্ত মৌখিক ও দালিলীক সাক্ষ্য-প্রমাণ, কাগজপত্রাদি রহিয়াছে যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তা সংগ্রহ ও জব্দ করেন। সাক্ষীগণ আদালতে তাহা প্রামাণ করিবেন

৫। যেহেতু, তদন্তাকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার ঘটনাস্থল বাংলাদেশ ভূখন্ডের বিভিন্ন এলাকাসহ পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন ঘটনাস্থল পরিদর্শন, ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের সময় ঘটনাস্থলে বা তাহার আশেপাশে

www.pathagar.com

উপস্থিত থাকা সাক্ষীদের, পাক হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী বাহিনী (Auxiliary Force) অর্থাৎ রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, বাহিনীর টার্গেট মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, এলাকার গণমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারের সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলের স্থির চিত্র ধারন করেন। ১৯৪৭ সন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পাক-ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাস (বিভিন্ন লেখকের বই) পর্যালোচনা করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর লিখিত বই, জার্ণাল, পুস্তিকা, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করেন। মহান স্বাধীনতা ও মক্তিযুদ্ধের পূর্বে ও পরে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত তথ্যচিত্র পর্যালোচনা করেন। ইন্টানেটের মাধ্যমে পাকিস্তান হানাদার দখলদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী বাহিনী (Auxiliary Force) অর্থাৎ রাজাকার, আল-বদর ও আল-শাম্স বাহিনী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত বর্বরোচিত গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও অন্যান্য অপরাধের চিত্র ও বর্ণনা পর্যালোচনা করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন। আসামীকে মাননীয় ট্রাইবুনালের আদেশ বলে অত্র মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তিনি বর্তমানে জেল হাজতে আটক আছেন তাহাকে সরকার কর্তৃক গঠিত সেভ হোমে ১২.০৫.১১ তারিখে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন।

৬। যেহেতু, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পিরোজপুরের নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করিয়া এই অঞ্চলকে জনসংখ্যার দিক দিয়া সংখ্যাগুরু হইতে সংখ্যালঘু করিবার উদ্দেশ্যে কর্নেল আতিক, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন কাদরি, ক্যাপ্টেন এরশাদ (কর্ণেল জানজুয়ার আত্মীয়), সুবেদার ইউসুফ(ক্যাপ্টেন এরশাদের ভাগ্নে), হাবিলদার শাহনেওয়াজ, সুবেদার সেলিম (মৃত), সিপাহী সিদ্দিকুর রহমানগণ অন্যান্য পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যসহ পিরোজপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহনের জন্য ০৩.০৫.৭১ তারিখে যায়। আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ও রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্যে নিয়া ও তাহাদেরকে সাহায্য করিয়া পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, জাতিগত নিধন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করিয়া ত্রাস সৃষ্টি করে এবং পরিকল্পিত উপায়ে, ধারাবাহিক ভাবে (Systematic), ব্যাপক (Wide Sprid) আক্রমণ চালাইয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন, ১৯৭৩-র(২) ধারায় অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন।

৭। যেহেতু, তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে জানা যায়, ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব হইতেই আসামী দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা পিরোজপুর সদর থানার পাড়েরহাটে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে ঘরজামাই হিসাবে অবস্থান করিয়া পাড়েরহাট বাজারের বাহিরের রাস্তার উপর লবন, মরিচ, তেল ও অন্যান্য মুদি সামগ্রীর ব্যবসা করিতেন এবং কিছুদিন তাহার আত্মীয়ের মুদি দোকানে কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন।

www.pathagar.com

৮। যেহেতু, ০৭.০৪.৭১ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম যথাক্রমে খুলনা ও কুষ্টিয়ায় দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর ব্যানারে সকলে একত্রিত হইয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়, আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের ধ্বংসের ঘোষণা দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেকটি গ্রামে 'পিস্ কমিটি' গঠনের আহবান জানান।

৯। যেহেতু, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজস্ব, পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ মন্ত্রী, খুলনা কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সভাপতি জামায়াতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা এ.কে.এম ইউসুফ রাজাকার বাহিনী গঠন করিয়া এই বাহিনীতে যোগদান করার জন্য সকল জামায়াত কর্মীদের নির্দেশ দেন।

১০। যেহেতু, জামায়াতে ইসলাম, বাংলাদেশ এর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, মন্ত্রী এ.কে.এম ইউসুফ এবং পিরোজপুর শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (বর্তমানে মৃত)-দের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জামায়েত ইসলামের নেতা সেকেন্দার সিকদার (বর্তমানে মৃত), দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত), দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেইল্ল্যা এবং আরও অনেককে লইয়া পাড়েরহাটে শান্তি কমিটি গঠন করেন। উক্ত শান্তি কমিটির সদস্যরা পরবতীতে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা ও বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র, স্থানীয় জামায়াতে ইসলাম ও স্বাধীনতা বিরোধী অন্যান্য সংগঠনের সমন্বয়ে পাড়েরহাটে ১৯৭১ সনের মে মাসের শুরুতেই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সহযোগী বাহিনী (Auxiliary Force) রাজাকার বাহিনী গঠন করে। আসামী উক্ত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। রাজাকার বাহিনী গঠন করে। আসামী উক্ত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। রাজাকাররা পাড়েরহাট বন্দরের ফকির দাসের বিল্ডিং জোরপূর্বক দখল করিয়া সেখানে রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করে।

১১। যেহেতু, ০৩.০৫.৭১ তারিখে বাংলাদেশ অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পিরোজপুরের স্বাধীনতাকামী নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে দাবিয়ে দেয়ার লক্ষে কর্ণেল আতিক, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন কাদরি, ক্যাপ্টেন এরশাদ, সুবেদার সেলিম, ইউসুফ, হাবিলদার শাহনেওয়াজ, সুবেদার সেলিম (মৃত) সিপাহী সিদ্দিকুর রহমানগণ অন্যান্য বাহিনীসহ পিরোজপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পাকিস্তানী হানাদার দখলদার বাহিনী পিরোজপুরে আসার পরই শান্তি কমিটির লোকদের সহিত মিটিং করে। সৈয়দ আফজাল হোসেন পিরোজপুরের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পিরোজপুরে শান্তি কমিটিসহ রাজাকার, আল-বদর ও আল-শাম্স বাহিনী গঠন করিয়া পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পক্ষ অবলম্ব করিয়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকর্মী, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনসহ সাধারণ মানুষের উপর গণহত্যা, হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধ করিতে শুরু করে। পাকিস্তানী হানাদারদের সাথে

www.pathagar.com

শান্তি কমিটির মিটিং এ শান্তি কমিটির লোকজন হানাদার বাহিনীকে পিরোজপুরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ও অন্যান্য সকল তথ্য তাহাদের সরবরাহ করে। রাজাকার বাহিনী (Auxiliary Force) ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যৌথভাবে পিরোজপুর শহরসহ বিভিন্ন থানা এলাকাতে গিয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস্) আইন, ১৯৭৩-র ৩ (২) ধারার অপরাধ করিতে থাকে।

১২। যেহেতু, ০৪.০৫.৭১ তারিখে দিনের বেলায় পাকিস্তান হানাদার দখলদার বাহিনীর কর্ণেল আতিক ও ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে সশস্ত্র পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী যৌথভাবে পিরোজপুর শহর আক্রমন করে। তাহারা হিন্দু বাড়িগুলোতে হামলা চালাইয়া অগ্নিসংযোগ করে। কালিবাড়ি রোডের দুই পাশে মাসিমপুর, পালপাড়া, শীকারপুর, রাজারহাট, কুকারপাড়া, ডুমুরতরা, কদমতলা, নামাবপুর, আলমকুঠি, ঢুকিগাতি, রানীপুর, পাড়েরহাট, চিংড়াখালি এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

১৩। যেহেতু, একই দিনে মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়ার সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বিভিন্ন এলাকা হইতে ২০ জন নিরস্ত্র ও নিরীহ বাঙালী মধ্য মাসিমপুর বাসষ্ট্যান্ডের পিছনে জামায়েত হয়। এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহযোগী শান্তি কমিটির ও সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লাসহ অন্যান্যরা পাকিস্তানী আর্মিদের গোপনে খবর দিয়া মধ্য মাসিমপুর বাসষ্ট্যান্ডের পিছনে লইয়া আসে। সেখানে আবস্থানরত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক উক্ত নিরীহ নিরস্ত্র ২০ জনের উপর পাকিস্তানী হানাদার ও সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী যৌথভাবে নির্বিচারে গুলি চালাইয়া সবাইকে হত্যা করে।

১৪। যেহেতু, ০৪.০৫.৭১ তারিখে দিনের বেলায় রাজাকার দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী ও পাকিস্তানী দখলকার বাহিনী মাসিমপুরের হিন্দুপাড়ার প্রবেশ করিয়া মনিদ্র নাথ মিস্ত্রী, সুরেশ চন্দ্র মন্ডল (৭০) পিতা- মৃত অক্ষয় চন্দ্র মন্ডল, বর্তমান- বাসা নং- ৩৩৩, ওয়ার্ড নং- ০৮, মাসিমপুর, পিরোজপুর এবং আরও কয়েকটি বাড়ী লুন্ঠন করিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেন। তখন লোকজন ভয় পাইয়া পালাইতে থাকিলে পাকিস্তানী সশস্ত্র হানাদার ও রাজাকার বাহিনী যৌথভাবে তাহাদের উপর সশস্ত্র আক্রমন করে এবং শরৎচন্দ্র মন্ডল তাহার ভাইসহ ১৩ জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীকে গুলি করিয়া হত্যা করে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা চলিয়া গেলে এলাকার লোকজন মধ্য মাসিমপু আসিয়া লাশগুলিকে শিয়াল কুকুরে খাইতে দেখেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখিয়া এলাকাবাসী নিরাপদ স্থানে চলিয়া যায়। যাহারা ঐ দিন গুলিতে নিহত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন ছিলেন- ১) বিজয় কৃষ্ণ মিস্ত্রী ২) উপেন্দ্রনাথ ৩) জগেন্দ্যনাথ মিস্ত্রী ৪) সুরেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী ৫) মতিলাল মিস্ত্রী ৬) জগেশ্বর মন্ডল ৭) সুরেন মন্ডল এবং অজ্ঞাতনামা আরো ৬ জন সদস্য।

www.pathagar.com

১৫। যেহেতু, একই দিনে সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে সাথে লইয়া এল.জি.ই.ডির পিছনে ধোপা বাড়ীর সামনে হিন্দুপাড়া ঘেরাও করিয়া নির্বিচারে গুলি চালায়। তাহারা হিন্দু সম্প্রদয়ের দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল, জগেন্দ্রনাথ পুলন বিহারী, মুকন্দ বালাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

১৬। যেহেতু, ০৪.০৫.৭১ তারিখে পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব তোফাজ্জল হোসেন, কর্ণেল আতিক এবং ডিআইজি খুলনা রেঞ্জের রিফারেন্সে পিরোজপুরের এসডিপিও জনাব ফয়জুর রহমান আহম্মদকে একটি চিঠি পাঠান তিনি জানান যে, পিরোজ পুরে সেনা বাহিনী আসিয়াছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক, আপনি সরকারী কাজে যোগদান করুন। এসডিপিও সাহেব ০৫.০৫.৭১ তারিখে সরকারী কাজে যোগদান করিবার জন্য তাহার ছেলে বর্তমানে ডক্টর মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, বিশিষ্ট কম্পিউটার সাইন্স বিশেষজ্ঞকে সাথে লইয়া পিরোজপুর বাসায় যান। ০৫.০৫.৭১ তারিখে তিনি ইউনিফরম পরিয়া নিজ অফিসে গেলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাহাকে আটক করে। তাহার সহিত এসডিও আব্দুর রাজ্জাকসহ আরও কয়েকজনকে আটক করিয়া লইয়া যায়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাহাদের বলেশ্বর নদীর ঘাটে লইয়া যায়। সেইখানে পূর্ব হইতেই শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আফজাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। নদীর ঘাটে সবাইকে এক লাইনে দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করে এবং মৃতদেহগুলি নদীতে ফেলিয়া দেয়। ঐ সকল মৃতদেহসহ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা বহু মৃতদেহ বলেশ্বর নদী ও আশপাশের নদীতে ভাসিতে থাকে। জনৈক ব্যক্তি এসডিপিও সাহেবের মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া অনেক লাশের মধ্য হইতে তাহাকে পানি হইতে তুলিয়া নদীর পাড়ে সমাহিত করেন। দেশ স্বাধীন হইবার পর এসডিপিও সাহেবের লাশ করব হইতে তোলা হয়া। পিরোজপুরে তাহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। জানাজায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক অংশগ্রহন করেন।

১৭। যেহেতু, ০৫.০৫.৭১ তারিখে পিরোজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাঈফ মিজানুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই তিনি পিরোজপুরের সর্দদলীয় সংগ্রাম পরিষদকে সহযোগিতা করিতে থাকেন। গোপনে তিনি ছাত্র, জনতা ও পুলিশ বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধে গড়িয়া তোলেন মর্মে সন্দেহ হওয়ায় রাজাকার দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা বিষয়টি জানিতে পারিয়া মিজানকে বন্দী করার প্রাকাশ্য ঘোষণা দেন। দুপুর বেলা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা এবং শান্তি কমিটির সদস্য মন্নাফ ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যৌথভাবে দখলদার বাহিনীর জীপে চড়িয়া পিরোজপুর হাসপাতালে হাজির হয়। সংবাদ মোতাবেক আত্মগোপনে থাকা মিজানুরকে মন্নাফ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে দেখাইয়া দিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। পরে বলেশ্বর নদীর ঘাটে লইয়া গিয়া তাহাকেসহ এসডিপিও ফয়েজুর রহমান আহম্মেদ এবং আরো অনেককে এক লাইনে দাঁড় করাইয়া সশস্ত্র সেনা ও রাজাকাররা যৌথভাবে গুলি করিয়া হত্যা করে। হত্যা

www.pathagar.com

করার পূর্বে তাহারা শহীদ মিজানকে আদেশ দেয় 'বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ' মিজান বলেন 'জয় বাংলা' সাথে সাথে বেয়োনেট চার্জ ও গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহারা লাশগুলি নদীতে ফালাইয়া দেয়।

১৮। যেহেতু, ০৭.০৫.৭১ তারিখে সকালে পাড়েরহাটের শান্তি কমিটি ও সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর সেকেন্দার (বর্তমানে মৃত) দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত) দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা এবং আরও অনেকে পাড়েরহাট বন্দরের উত্তর পাশের রিক্সা ষ্ট্যান্ডে গিয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সশস্ত্র হানাদারদের আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে ২৬টি রিক্সা যোগে মোট ৫২ জন সেনা পাড়েরহাট বন্দরে আসে। অপেক্ষমান শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে অন্যান্যরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পাড়েরহাটে স্বাগত জানায়। তাহারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পাড়েরহাট বাজারে লইয়া আসে। তাহারা পাড়েরহাট বন্দরের বাজারে আওয়ামী লীগ, হিন্দু সম্প্রদায় ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নিরীহ লোকজনদের দোকান ও বাড়ীঘর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে দেখাইয়া ও চিনাইয়া দেয়। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এজাজ শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের আদেশ দেয় 'লে লেও'। তখন তাহারা লুটতরাজ শুরু করিয়া দেয়। লুটতরাজের এক পর্যায়ে মাখন সাহার দোকানের মাটির নীচ হইতে একটি লোহার সিন্দুক হইতে ২২ সের সোনা ও রূপা লুট করিয়া নেয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সব সোনা ও রূপা নিজেরা লুণ্ঠন করে। সেই দিন হইতে পাড়েরহাট বন্দরকে সোনারহাট বলিয়া নাম দেয়া হয়। একদিনে প্রায় ৩০/৩৫টি দোকান লুণ্ঠন করিয়া সকল মালামাল শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী লইয়া যায়। সোনা ও রূপা পাওয়া যাইবে মনে করিয়া তাহারা হিন্দুদের প্রতিটি দোকান ও ঘরে মাটি খুড়ে গর্ত করে।

১৯। যেহেতু, পাড়েরহাট শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী দানেশ মোল্লা ও সেকেন্দার সিকদার ও অন্যান্যরা থাকিলেও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা আরবী ও উর্দু ভাষায় সহিত যোগাযোগসহ সকল কর্মকান্ড তাহার নির্দেশ ও নেতৃত্বে পারিচালিত হইতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন এজাজের সহিত আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। শান্তি কমিটিসহ রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিকট পাকিস্তান রক্ষা করিবার প্রয়োজনে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার অঙ্গীকার করে। তাহারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নিরীহ ও নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা, তাহাদের বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও নারীদের ধর্ষণ কারনোর উদ্দেশ্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিকট জোরপূর্বক তুলিয়া দিয়া অপরাধ সংঘটন করিতে থাকে। পাকিস্তানী দখলকার বাহিনী পাড়েরহাট রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে।

২০। যেহেতু ০৮.০৫.৭১ তারিখ দুপুর অনুমান ১.৩০ টার সময় দেলাওয়ার

www.pathagar.com

হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে সেকেন্দার সিকদার (বর্তমান মৃত), দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত)সহ ৮/১০জন সশস্ত্র রাজাকার ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যৌথভাবে বাদুরা গ্রামের শহিদুল ইসলাম ওরফে সেলিমের বাড়ীতে প্রবেশ করে। রাজাকাররা প্রথমেই সেলিমের বাবা নুরুল ইসলাম খানকে আটক করিয়া পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিকট হাজির করিয়া জানাইয়া দেয়, যে তিনি আওয়ামী লীগের নেতা এবং তাহার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। তখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা বাড়ীর প্রত্যেক ঘর হইতে মালামাল লুণ্ঠন করিয়া লইয়াা আগুন দিয়া পুড়িয়ে বাড়ীটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়।

২১। যেহেতু ০৮.০৫.৭১ বিকাল অনুমান ৩ টার সময় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায় আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে সেকেন্দার (বর্তমানে মৃত), দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত) এবং অন্যান্য রাজাকাররা পাকিস্তানী দখলকার সেনাদের সাথে লইয়া মানিক পশারী ও তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী হানাদার দখলকার বাহিনী ও সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর লোকদের দেখিয়ে তাহারা সকলেই বাড়ী হইতে পালাইয়া বাড়ীর পাশের জংগলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া ঘটনা দেখিতে থাকেন। মফিজ উদ্দিন জীবন রক্ষার্থে পালাইবার সময় রাজাকার সেকেন্দার সিকদার ও ২ জন পাকিস্তানী সেনা তাহাকে আটক করে। রাজাকাররা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীসহ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বাড়ী দেখাশোনা করিতে থাকা মোঃ ইব্রাহিম ওরফে কুট্টি মৃত গহুর সেখ গ্রাম-নলবুনিয়া থানা- ইন্দুরকানী জেলা- পিরোজপুর পাইয়া তাহাকেও আটক করে। আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নির্দেশে অন্যান্যরা মনিক পশারী ও তাহার ভাইদের ৫টি ঘর, ধানের গোলা ও কাচারী ঘরে কেরোসিন ঢালিয়া দেয়। তখন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লা আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়া আনুমানিক তৎকালীন মূল্য দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি করে। বাড়ী পোড়াইবার পূর্বে ঘরে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুণ্ঠন করে যাহার আনুমানিক তৎকালীন মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। রাজাকার বাহিনী আটককৃত ইব্রাহিম ওরফে কুট্টি এবং মফিজকে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পাড়েরহাট বন্দরে অবস্থিত সেনা ক্যাম্পে লইয়া যাওয়ায় উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়। ব্রীজ পার হইবার পর দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার সহিত শলাপরামর্শ করিয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাইফেল দিয়া গুলি করিয়া ক্যাম্পে লইয়া গিয়া শারীরিক নির্যাতন চালায়। ইহার পর আসামীর পাড়েরহাট বন্দরের হিন্দু পরিবারের ঘরবাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়া বহু টাকার ক্ষতি করে। মানিক পশারীসহ অন্যান্যরা দূরে বাগানের ভিতরে অবস্থান করিয়া ঘটনা দেখেন। রাত্রীতে মফিজ সেনাক্যাম্প হইতে পালাইয়া বাড়ীতে আসে। পরিস্থিতি খারাপ দেখিয়া মানিক পশারী এবং তাহার সকল ভাইয়েরা সুন্দরবন এলাকাতে চলিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে।

২২। যেহেতু ০২.০৬.৭১ তারিখ সকাল অনুমান ৯ টার সময় আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে আন্যান্য সশস্ত্র রাজাকার,

www.pathagar.com

পাকিস্তানী সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে সাথে লইয়া স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করিবার বদউদ্দেশ্যে আব্দুল হালীম বাবুল(৫৫) পিতা-মৃত আব্দুল খালেক খলিফা গ্রাম-নলবুনিয়া, থানা-ইন্দুরকানী, জেলা-পিরোজপুর এর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঘরের সকল মালামল লুণ্ঠন করিবার পর আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেয়। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টা পর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা উক্ত বাড়ী হইতে চালিয়া যায়।

২৩। যেহেতু, একই দিনে সকাল অনুমান ১০ টার সময় আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে সশস্ত্র রাজাকার ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী উদেমপুর গ্রামের হিন্দু পাড়ার গিয়া চিত্ত রঞ্জন তালুকদার, জহর তালুকদার, হরেন ঠাকুর, মোকেন ঠাকুর, অনিশ মন্ডল, বিশাবালি, সুকা বালি, সতিশ বালাসহ অন্যান্যদের ২৫টি ঘরের মালামাল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করিয়া পোড়াইয়া আনুমানিক তৎকালীন মূল্যে পনের লক্ষ টাকার ক্ষতি করে। এক পর্যায়ে আসামীরা বিশাবালিকে ধরিয়া নারিকেল গাছের সহিত বাধিয়া রাখে। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নির্দেশে জনৈক রাজাকার বিশাবালিকে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং লাশ লইয়া যায়। উক্ত ঘটনার সময় সাক্ষীরা গ্রামের পাশের জংগলে লুকাইয়া থাকিয়া ঘটনা দেখেন।

উক্ত বাহিনী একই দিন শংকরপাশা গ্রামে গিয়া মুক্তিযোদ্ধা খসরু এবং আমীর খার বাড়ীতে আগুন দিয়া পোড়াইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয় এবং বাড়ীর মানুষের উপর নির্যাতন চালায়।

২৪। যেহেতু ০২.০৬.৭১ তারিখ দুপুর অনুমান ১২ টার সময় আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত), সেকেন্দার সিকদার (বর্তমানে মৃত)সহ আরও ১০/১২ জন সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী সশস্ত্র পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সাথে লইয়া মাহবুবুল আলম হাওলাদারের বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহার বড় ভাই আব্দুল মজিদ হাওলাদার (বর্তমানে মৃত) কে আটক করিয়া নির্যাতন করিতে থাকে এবং মাহবুবুল আলমসহ তাহার বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের নেতাদের ধরাইয়া দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আব্দুল মজিদ হাওলাদার উল্লিখিত লোকদের সংবাদ জানেন না বালিয়া জানাইলে তাহাকে অমানুষিক নির্যাতন করে। রাজাকার বাহিনী উক্ত বাড়ীর আলমারী হইতে আনুমানিক দশ ভরি স্বর্ণালংকারসহ সর্বমোট আনুমানিক তৎকালীন মূল্যে তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। আসামীরা তাহার বাড়ীঘর ভাংচুর করিয়া আনুমানিক তৎকালীন ত্রিশ হাজার টাকার ক্ষতি করে । আব্দুল মজিদের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভাংচুর ও মালামাল লুণ্ঠন করিয়া আনুমানিক তৎকালীন মূল্যে ত্রিশ হাজার টাকার ক্ষতি করে। তাহারা আনুমানিক তৎকালীন মূল্যে তিন লক্ষ টাকার স্বর্ণলংকার লুণ্ঠন করে।

২৫। যেহেতু, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লার নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করিবার লক্ষে

www.pathagar.com

পাড়েরহাটের হিন্দু পাড়াতে প্রবেশ করিয়া ১) হরলাল মালাকার ২) অরকুমার মির্জা ৩) তরণী কান্ত সিকদার ৪) নন্দ কুমার সিকদারসহ ১৪ জনকে আটক করিয়া একই রশিতে বাধিয়া পিরোজপুরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে তুলিয়া দেয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়া লাশ নদীতে ফেলিয়া দেয়।

২৬। যেহেতু, ১৯৭১ সনের মে মাসের ১৭ বা ১৮ তারিখে একদিন আলহাজ আব্দুল মান্নান তালুকদার (বর্তমানে মৃত) পিতা- মরহুম আব্দুল হালিম মাজিদ তালুকদার গ্রাম- টগড়া তাহার চাকুরীর কর্মস্থল পিরোজপুর হইতে পাড়েরহাট হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন এমন সময় পাড়েরহাট ক্যাম্পে শান্তি কমিটির সেকেন্দার সিকদার (বর্তমানে মৃত), দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত), দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা এবং অন্যান্য শান্তি বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর লোকজন তাহাকে আটক করিয়া নির্যাতন চালাইতে থাকে। পরেরদিন দানেশ মোল্লা সুপারিশ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে বাড়ীতে গিয়া মুক্তিযোদ্ধা আকবরকে সে খুজিয়া বাহির করিয়া দিবে। সেই শর্ত মোতাবেক তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে পালাইয়া আত্মরক্ষা করে।

২৭। যেহেতু উক্ত ঘটনায় অব্যবহিত পর আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার নেতৃত্বে অন্যান্য রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানী দখলকার সেনাবহিনী চরখালি গ্রামে গিয়া গ্রামের বাড়ীঘর লুন্ঠন করিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়া লুন্ঠিত মালামাল ধান টানা নৌকা পাড়েরহাট বন্দরে লইয়া গিয়া ৫ তহবিলে জমা করে।

২৮। যেহেতু, মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে জুন মাসের মাঝামাঝি রোজ বৃহস্পতিবার সকাল অনুমান ১০.৩০/১১ টার সময় আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা লুঙ্গি কোচামারা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, বাম হাতে একটা ঢেউটিন, মাথায় পিতল ও কাসার থালা, জগ, বদনা, বাটি, ইত্যাদির একটি ঝাকা লইয়া উত্তর হইতে দলিল নিয়ে ৫ তহবিলে যাইতে দেখা যায়। উল্লেখিত মালামাল লুন্ঠন করিয়া নিজ মাথায় ও হাতে বহন করিতেছিলেন।

২৯। যেহেতু, উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পর আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী পাড়েরহাট বাজারের উত্তর পাশের পুলের কাছে মদন সাহার দোকান ও বসতঘর লুন্ঠন করে। তাহারা মদন সাহার দোকান ও বসতঘর ভাঙ্গিয়া নৌকায় করিয়া পাড়েরহাট বন্দরের পূর্ব পাশের খালের অপর পাড়ে সাঈদীর শ্বশুর ইউনুস মুন্সীর বাড়ীতে নিয়া রাখে। উক্ত মালামালের আনুমানিক তৎকালীন মূল্য চার লাখ টাকা। ইহা ছাড়া পাড়েরহাট তৎকালীন চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেনের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। যাহার আনুমানিক তৎকালীন মূল্য দুই লাখ টাকা। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া দলবদ্ধভাবে আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া লুন্ঠিত দোকান ও বসতঘর ভাঙ্গিয়া আনিয়া পুনরায় মদন সাহার জায়গাতে উঠাইয়া দেয়।

www.pathagar.com

৩০। যেহেতু, মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাড়েরহাট বাজারে ব্রীজের নিকট লোহালক্করের দোকানদার বসন্ত (বর্তমানে মৃত) ও সুরের (বর্তমানে মৃত), দুপুর বেলা নিজ দোকানের সামনে বসিয়া কাঁসায় তৈরী বৃন্দাবন থালায় ভাত খাইতাছিলেন। হঠাৎ আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা কয়েকজন রাজাকার লইয়া উক্ত দোকানের সামনে আসিয়া লাথি মারিয়া তাহাদের গরম ভাতের থালা হইতে ভাত ফেলিয়া দিয়া কাঁসার বৃন্দাবন থালা দুইটি জোরপূর্বক লুট করিয়া লইয়া যায়।

৩১। যেহেতু, মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একদিন বিকালে মোঃ মফিজ উদ্দিন পশারী (৭২) পিতা- মৃত মৈজদ্দিন পশারী মাতা- মৃত রূপমালা বিবি গ্রাম- বাদুরা, থানা ও জেলা পিরোজপুর কচা নদীত মাছ ধরিতেছিল। রাজাকার ও শান্তি- কমিটির দানেশ মোল্লা, দেকেন্দার সিকদার এবং রাজাকার বাহিনীর দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা এবং আরও কয়েকজন তাহাকে ডাকিয়া বলে যে, পাকিস্তান সেনাবহিনীর লোকেরা মাছ ক্রয় করিবে। তাহাদের কথামত আগাইয়া গেলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মফিজকে আটক করিয়া রাজলক্ষী স্কুলের সেনাবাহিনী ক্যাম্পে লইয়া গিয়া নির্যাতন চালাইতে থাকে। এবং এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা রৈজুদ্দিন পশারী ও সৈজুদ্দিন পশারী কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। মফিজ উদ্দিন তাহাকে কোন তথ্য না দিলে তাকে ক্যাম্পে বাধিয়া রাখিয়া এবং অমানষিক নির্যাতন করিয়া গুরুতর জখম করে। নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া রৈজুদ্দিন ও সৈজুদ্দিন সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার আশ্বাস দিলে তাহারা মজিফ উদ্দিনকে ছাড়িয়া দেয়।

৩২। যেহেতু, আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার নেতৃত্বে পাড়েরহাট ৫ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। পিরোজপুরে পাকিস্তান হানাদার সেনাবাহিনী ক্যাম্প স্থাপনের অব্যবহিত পর রাজাকাররা নগরবাসি সাহার ঘর দখল করিয়া ৫ তহবিলের অফিস তৈরী করে। মহান মুক্তিদ্ধের সময়ে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী মুক্তিযোদ্ধা ও তাহাদের পরিবার আত্মীয়-স্বজন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের লোকজনের মালামাল লুট করিয়া আনিয়া উক্ত ৫ তহবিল অফিসে জমা করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের পর শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের মধ্যে তাহা ভাগাভাগি করা হইতো। আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা ফতোয়া দেয় যে, পাকিস্তান বিরোধী লোকদের লুণ্ঠিত মালামাল গণিমতের মাল হিসাবে ব্যবহার করা জায়েজ।

৩৩। যেহেত, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইবার ২/৩ মাস পর এক রাত্রিতে অনুমান ৩ টার সময় রাজাকার দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার নেতৃত্বে পিস কমিটির দানেশ মোল্লা, সেকেন্দার সিকদার এবং আরও অনেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সাথে লইয়া আজহার আলী, গ্রাম- হোগলাবুনিয়ার বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহার উক্ত বাড়ী ঘেরাও করিয়া সাহেব আলীকে এবং আজহার আলীকে আটক করিয়া উঠানে ফেলিয়া অমানুষিক নির্যাতন করিয়া গুরুতর জখম করে। সাহেব আলীকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় নৌকায় করিয়া পিরোজপুরে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়া লাশ নদীতে ফেলিয়া দেয়।

www.pathagar.com

৩৪। যেহেতু, মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যার নেতৃত্বে সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী একদিন সকাল বেলা হেগলাবুনিয়া গ্রামে হানা দেয়। রাজাকারদের দেখিয়া হিন্দুপাড়ার অনেক মহিলা পালাইয়া গেলেও মুধুসুধন ঘরামীর স্ত্রী শেফালী ঘরামী ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। অস্ত্রসহ রাজাকাররা উক্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া শেফালী ঘরমীকে ধর্ষণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেফালী ঘরামী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। উক্ত সন্তানকে লইয়া গ্রামের মানুষ বিভিন্ন কথাবার্তা বলিতে থাকিলে শেফালী ঘরামী লজ্জায় বাংলাদেশ হইতে ভারত চলিয়া যায়।

একই দিনে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার অংশ হিসাবে আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যার নেতৃত্বে রাজাকাররা শক্তি বৃদ্ধি করতঃ ৫০/৬০ জন রাজাকার হোগলাবুনিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহারা রজনী বালার ২টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করার সময় দানেশ বাধা দেয় এবং ঘর ২টি ভাঙ্গিয়া তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া যায়। স্বাধীনতার পর মুক্তি বাহিনীরা উক্ত ঘর ২টি তাহার বাড়ী হইতে আনিয়া রজনী বালার বাড়ীতে উঠাইয়া দেয়।

৩৫। যেহেতু, একই দিনে আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যার নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী হোগলাবুনিয়া গ্রামে ১০ জনকে ধরিয়া একই রশিতে বাধিয়া পিরোজপুরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কাছে তুলিয়া দেয়। পাকিস্তানী দখলকার বাহিনী তাহাদের নির্বিচারে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া নদীতে লাশ ফেলিয়া দেয়। তাহাদের মধ্যে ১) তরনী সিকদার ২) নির্মল সিকদার (তরনীর ছেলে) ৩) শ্যাম কান্ত সিকদার ৪) বানী কান্ত সিকদার ৫) হরলাল কর্মকার ৬। মাইঠ ডাঙারের লালু হালদারের ছেলে ৭) প্রকাশ সিকদার ৮) নির্মল সিকদার ৯) প্রকাশের শ্যালক ছিল।

৩৬। যেহেতু, আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যার নেতৃত্বে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী পিরোজপুর এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে তাহাদের উপর অত্যাচার আর অমানুষিক নির্যাতন চালাইতে থাকে। তাহারা হিন্দুদের বাড়ীঘর দোকানপাট লন্ঠন করিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া ধ্বংস করা সহ অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করে। শান্তি কমিটি, রাজাকার আর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া সর্বশান্ত, গৃহহারা, ভীত সন্ত্রস্ত অসংখ্য হিন্দু গৃহহারা হইয়া দেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া ভারতে রিফুজী ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাহারা পালাইতে বাধাগ্রস্ত হইয়া নিজ বাড়ীতে বাধ্য হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তাহারাই সকল অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করিতে থাকেন। এক সময় শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী হিন্দুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হইতে বাধ্য করে। তাহারা হত্যা, গুরুতর জখম, বাড়ীঘর লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ভয় দেখাইয়া এলাকার মুদুসূদন ঘরামী, কৃষ্ট সাহা (যাহাকে গুলি করিয়া হত্যা হইয়াছে), ডাঃ গনেশ সাহা (ভারতে বর্তমানে) অজিত কুমার শীল, বিপদ সাহা, নারায়ন সাহা, গৌরাঙ্গ পাল, সুনিল পাল, নারায়ন পাল, অমূল্য

www.pathagar.com

হাওলাদার, হরি রায়, শান্তি রায়, জুরান, ফকির দাস, জোনা দাশসহ ১০০/১৫০ জন লোককে হিন্দু হইতে মুসলমান বানায়। তাহারা সকলে ভয়ে মুসলমান হইয়াছিল। আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার ভয়ে তাহারা সকলে স্থানীয় মসজিদে গিয়া নামাজ পড়িতে বাধ্য হইতেন। মুসলমান বানাইয়া প্রত্যেককের মুসলমান নাম রাখিয়া আসামী তাহাদের টুপি তসবিহ দেয়। স্বাধীনতার পর উক্তরূপে ধর্মান্তরিত সকল হিন্দু স্বধর্মে ফিরিয়া আসে।

৩৭। যেহেতু, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একদিন রাজাকার আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার নেতৃত্বে আরও ১০/১২ জন সশস্ত্র রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকজন গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা (৬৭) পিতা-মৃত হরিদাস সাহা গ্রাম-পাড়েরহাট বাজার (উমেদপুর), থানা- ইন্দুরকানি, জেলা- পিরোজপুরের বাড়িতে যায়। তাহারা বাড়ীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে। গৌরাঙ্গের তিন বোন মহামায়া, অন্যরানী ও কমলারানীকে ক্যাম্পে তুলিয়া দেয়। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যরা গৌরাঙ্গের তিন বোনকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তিনদিন নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করিবার পর ছাড়িয়া দিলে তাহারা বাড়িতে চলিয়া আসে। বিষয়টি লোকজন জানিয়া ফেলিলে গৌরাঙ্গের তিন বোনই ভারতে চালিয়া যায় এবং আর ফেরত আসে নাই। আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী পাড়েরহাট বন্দরের কৃষ্ট সাহাকে হত্যা করিবার পর তাহার মেয়েসহ অসংখ্য নারীকে আটক করিয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ক্যাপ্টেন এজাজ ও অন্যান্যদের ধর্ষণ করিবার জন্য তুলিয়া দেয়। পাড়েরহাট বাজারের ব্যবসায়ী মহাজন মৃত বিপদ সাহার মেয়ে ভানু সাহার সহিত দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার অবৈধ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। সে অন্য রাজাকারকে সাথে লইয়া জোরপূর্বক ভানু সাহাকে বিপদ সাহার বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়া নিয়মিতভাবে তাহাকে ধর্ষণ করিত। উক্ত ভানু সাহা দেশত্যাগে বাধ্য হইয়া ভারতে গমন করে এবং সেইখানে তাহার বিবাহ হইয়াছে। বর্তমানে সেইখানে বাসবাস করে।

৩৮। যেহেতু, স্বাধীনতা বিশ্বাসী বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ নিশ্চিত করিবার লক্ষে ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন সকাল বেলা পাড়েরহাটের শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত) সেকেন্দার সিকদার (বর্তমানে মৃত) এবং আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যার ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা ও নির্দেশে ১০/১২ জনের একটি রাজাকার দল অস্ত্রসহ ইন্দুরকারী থানাধীন ইন্দুরকানী গ্রামের বিখ্যাত তালুকদার বাড়ীতে গিয়া বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে। ঐ সময় সদ্য ঘুম হইতে উঠা রামগোপাল তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিতে চাহিলে রাজাকাররা তাহাকে আটক করিবার চেষ্টা করে। রামগোপাল দৌড়াইয়া পালাইতে উদ্যত হইতেই জনৈক রাজাকার তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্য গুলি করে। সৌভাগ্যক্রমে গুলি তাহার শরীরে লাগে নাই। সে দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়। রাজাকাররা অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া তালুকদার বাড়ীতে সমস্ত মালামাল লুণ্ঠন করে। উক্ত বাড়ীতে থাকা ৮৫ জন মহিলা-পুরুষকে আটক করে। রাজাকাররা তিনটি বড় নৌকায় মালামাল ও

www.pathagar.com

আটককৃত মহিলা-পুরুষকে পাড়েরহাট রাজাকার ক্যাম্পে লইয়া যায়। তালুকদার বাড়ীর একই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর ফজলুল হকের সহযোগিতায় দুইটি গরু ও পাঁচশত টাকার বিনিময়ে আটককৃত অধিকাংশ লোক পাড়েরহাট রাজাকার ক্যাম্প হইতে ছাড়া পাইলেও ১০/১২ মহিলা-পুরুষকে পিরোজপুরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ক্যাম্পে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিরোজপুরে পাকিস্তানী দখলকার বাহিনী কয়েকদিন ধরিয়া মহিলাদের উপর নির্যাতন করিবার পর শান্তি কমিটির প্রধান খান মোঃ আফজালের অনুরোধে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাকিস্তানী সশস্ত্র হানাদার সেনাবাহিনী, সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য হাজার হাজার মানুষ তালুকদার বাড়ীর মাধ্যমে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য যাইতেছিলেন- এই সংবাদ পাইয়া পাড়েরহাটের রাজাকার বাহিনী এই অপারেশন চালাইয়াছিল।

৩৯। যেহেতু, ১৬.১২.৭১ তারিখে সর্বস্তরের জনসাধারণ সমর্ধিত বাংলার সাহসী সন্তানদের নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনী এবং তাহাদের এদেশীয় দোসর শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস্ বাহিনী পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে। ভারত সরকার ০৬.১২.৭১ তারিখে স্বাধীন সার্বভৌম সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট অবশেষে ১৬.১২.৭১ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট পাকিস্তানী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জে. নিয়াজী আত্মসমর্পন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

৪০। যেহেতু, ১৬.১২.৭১ তারিখে বাংলাদেশ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর দখল হইতে মুক্ত হইবার পর সারাদেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান দখলকার বাহিনীর সহযোগী বাহিনী শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস্ বাহিনীর লোকদের গ্রেপ্তার করিতে থাকে। পিরোজপুরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজ এলাকায় ফেরত আসিয়া উক্ত বাহিনীসমূহের সদস্যদের অনুসন্ধান করিতে শুরু করেন। অত্র মামলার আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যার (৭১) পিতা- মৃত ইউসুফ আলী সিকদার গ্রাম- সাউদখালী, থানা- ইন্দুরকানী, জেলা- পিরোজপুর, বর্তমান ঠিকানা- ৯১৪ শহীদবাগ, থানা- মতিঝিল, ডি.এম.পি, ঢাকা তাহার কৃত অপরাধ হইতে নিজেকে আড়াল করিবার জন্য আত্মসমর্পণ না করিয়া অস্ত্রসহ নিজ বাড়ী ও এলাকা হইতে পালাইয়া যায়। সে মোঃ রওশন আলী (৭০) পিতা- মৃত সুফী দাউদ আলী বিশ্বাস গ্রাম- দোহাকোলা, থানা- বাঘারপাড়া, জেলা যশোর এর বাড়ীতে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করিয়া থাকেন। অনেকদিন আত্মগোপনে থাকিবার পর তাহার রাজাকার পরিচয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ অন্যান্য অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি উক্ত এলাকায় জানাজানি হইয়া গেলে সেইখান হইতে পরিবারবর্গসহ তিনি পালাইয়া অন্যত্র চালিয়া যান। দীর্ঘদিন আত্মগোপন থাকিবার পর ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট সরকার পরিবর্তনের পর নিজেকে নিরাপদ ভাবিয়া আত্মগোপন হইতে বাইর হইয়া আসিয়া বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ১৯৮৬ সনে পিরোজপুর জেলায় পাড়েরহাটে আসেন

www.pathagar.com

ও ভুয়া মাওলানা পরিচয়ে ওয়াজ মাহফিল করার মাধ্যমে নিজের কৃত অপরাধ আড়ালের চেষ্টা করেন।

৪১। যেহেতু, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পিরোজপুর এলাকার নিরীহ নিরস্ত্র বে-সামরিক লোকজনের উপর আক্রমণ করিয়া ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া পালাইয়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যাইতে বাধ্য করা এবং দেশের অভ্যন্তরে থাকা নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করিয়া হত্যাযজ্ঞ চালাইয়া এবং অন্যান্যদেরকে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়া স্বাধীনতার পক্ষে অর্থ্যাৎ আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সদস্য, সুশীল সমাজ, ছাত্র-জনতা, কৃষক, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালাইয়া গ্রামের পর গ্রাম ও শহর অঞ্চলের বাড়ীঘর অগ্নিসংযোগের মাধ্যেমে নিশ্চিহ্ন করিয়া নিরস্ত্র জনগণকে হত্যাসহ নির্যতানের মাধ্যেমে আহত করিয়া মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া এবং হিন্দু ধর্মাবলাম্বী লোকদের তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক হত্যার ভয় দেখাইয়া ধর্মান্তরিত করিয়া আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা নিজে রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং পরবর্তীতে পিরোজপুর অঞ্চলের নেতৃত্বে দেয়ায় এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীসহ অন্যন্যা বাহিনী (Auxiliary Force) সহযোগিতা লইয়া সশস্ত্র আসামীর নির্দেশে রাজাকার বাহিনী ও ১৯৭৩, আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন

(i) Extermination as Crimes Against Humanity With Abetament and Complicity Under Section 3(2) (a), 3(2) (g) and 3(2) (h).

(ii) Enslvement as Crimes Against Humanity Wtih Abetametn and Complicity Under Section 3(2) (a, 3(2) (g) and 3(2) (h).

(iii) Deportation as Crimes Againtst Humanity With Abetament and Complicity under Section 3(2) (a), 3(2) (g) and 3(2) (h).

৪২। যেহেতু, আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা নিজে রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং পরবর্তীতে পিরোজপুর অঞ্চলের নেতৃত্বে দেয়ায় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীসহ (Auxiliary Force) সহযোগিতা করিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অর্থ্যাৎ ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রী তথা ২৬শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বানিহীর আত্মসমর্পনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় তদনিন্তন বরিশাল জেলার অংশ বর্তমানে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করিয়া হোগলাবুনিয়া ও পাড়েরহাটের যথাক্রমে ১) শেফালী ঘরামী, ২) মহামায়া, ৩) অন্নরানী, ৪) কমলা রানী, ৫) ভানু সাহাকেসহ এবং পাড়েরহাটসহ পিরোজপুর জেলায় অসংখ্য যুবতী নারীকে জোরপূর্বক অপহরণ করিয়া সেনা ও রাজাকার ক্যাম্পে লইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক ও ধর্ষণ করে ও করায়। আসামী নিজে অপরের সহযোগিতা লইয়া এবং অপরকে

www.pathagar.com

সহযোগিতা করিয়া সশস্ত্র পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী একত্রে এবং এককভাবে নিরীহ নিরস্ত্র জনগণকে বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহের নিরীহ ও নিরস্ত্র নেতাকর্মী এবং হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে হত্যা, অপহরন, বেআইনী আটক রাখিয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের পছন্দ মাফিক করাইয়া ও অসংখ্যা মহিলাদের ধর্ষণ করিয়া এবং করাইয়া ১৯৭৩ সনের আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন মতে একক বা সংগঠিত উপায়ে অপরাধী চক্রের সদস্য হিসাবে

(i) Rape as Crimes against Humanity under Section 3(2) (a)

(ii) Rape as Crimes against Humanity With abetment and complicity under Section 3(2) (a), 3(2) (g) and 3(2) (h) অপরাধ সংঘটন করিয়াছে।

৪৩। যেহেতু আসামী নিজে ও অন্যান্যদের সহযোগীতা লইয়া ও অন্যান্যদের সহযোগিতা করিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অর্থ্যাৎ ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রী তথা ২৬শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় তদানিন্তন বরিশাল জেলার অংশ বর্তমানে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করিয়া ০৭.০৫.৭১ তারিখে পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট বন্দর বাজারের ৩০/৩৫ টি দোকান লুট করে ও করায়; ০৮.০৫.৭১ তারিখে বাদুরা গ্রামের শহিদুল ইসলাম সেলিমের বাড়ী লুট ও অগ্নিসংযোগ করিয়া ধ্বংস করে ও করায়; ০২.০৬.৭১ তারিখে চিতলিয়া গ্রামের মানিক পশারীর এবং তাহার ভাইয়ের বাড়ী লুট ও অগ্নিসংযোগ ধ্বংস করে ও করায়; ০২.০৬.৭১ তারিখে শংকরপাশা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা খশরু ও আমীর খার বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ও করায়; ০২.০৬.৭১ তারিখে উমেদপুরের হিন্দুপাড়ায় ২৫টি বাড়ী লুট ও অগ্নিসংযোগ করিয়া ধ্বংস করে ও করায়; উমেদপুর গ্রামের মাহবুবুল আলমের বাড়ী লুট করে ও করায়; ১৮.০৫.৭১ তারিখে চরখালী গ্রামের বাড়ীঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করিয়া ধ্বংস করে ও করায়; মুক্তিযুদ্ধের সময় জুন মাসের মাঝামাঝি বৃহস্পতিবার সকাল অনুমান ১০.৩০/১১ টার সময় মদন সাহার দোকান ও বসতঘর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে ও করায়; ১৯৭১ সনের জুলাই এর প্রথম দিকে পাড়েরহাট বন্দর বাজারের পাশে বসন্ত ও সুরেনের ভাতের থালা (কাঁসার বৃন্দাবন থালা) লুট করে ও করায়; মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ২/৩ মাস পর হোগলাবুনিয়া গ্রাম লুট ও অগ্নিসংযোগ করিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ও করায়; ১৯৭১ সনের নভেম্বরের শেষের দিকে একদিন সকালে ইন্দুরকানীর বিখ্যাত তালুকদার বাড়ী লুট করে ও করায়। পিরোজপুর জেলায় ত্রাস সৃষ্টি করিয়া সশস্ত্র পাকিস্তানী হানাদার দখলকার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী একত্রে বা এককভাবে নিরস্থ নিরীহ জনগণকে বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবি, সুশীল সমাজ, ছাত্র শ্রমিক কৃষকসহ সকলের উপর এবং হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য ভীত সন্ত্রস্ত করে এবং নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে ভীত সন্তস্ত করিয়া জীবন ও

www.pathagar.com

সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাড়ীঘর ত্যাগে বাধ্য করিয়া পাশ্ববর্তী ভারতে দেশান্তরিত করিয়া প্রায় ১ কোটি লোকের সহিত শরনার্থী জীবনযাপনে বাধ্য করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যাহারা পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই তাহারাও ভীত সন্তস্ত অবস্থায় আসামী ও তাহার সহযোগীদের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইয়ো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জীবনযাপনের চেষ্টা করে।

আসামী নিজে ও অন্যান্যদের সহযোগিতা লইয়া ও অন্যান্যদের সহযোগিতা করিয়া নিরীহ, নিরস্ত্র সাধারন মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য সশস্ত্র পাক হানাদার বাহিনী ও সম্পূর্ণ রাজাকার বাহিনী একত্রে বা এককভাবে ত্রাস সৃষ্টি করিয়া সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় পিরোজপুর অঞ্চলে সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত্র করিয়া গৃহ ত্যাগে বাধ্য করিয়া আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন, ১৯৭৩- ধারা মতে

(i) under section 3(2)a as crime against Humanity

(ii) under section 3(2)d as War Crime করিয়াছেন।

৪৪। যেহেতু, আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যা নিজে রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং পরবর্তীতে পিরোজপুর অঞ্চলের নেতৃত্ব দেয়ায় এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীর (Auxiliary Force) সহযোগিতা লইয়া সশস্ত্র আসামীর নির্দেশে রাজাকার বাহিনী ও অন্যান্যদের সযযোগিতা করিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময অর্থ্যাৎ ১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত্রী তথা ২৬ শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় তদানিন্তন বরিশাল জেলার অংশ বর্তমানে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করিয়া ০৪.০৫.৭১ তারিখে পিরোজপুর জেলার মাসিমপুর এলাকায় ৩৩ জন, পিরোজপুর শহরের এল.জি.ই.ডির সামনে ৪ জন, ০৫.০৫.৭১ তারিখে পিরোজপুরে বলেশ্বর নদীর ঘাটে সাঈফ মিজানুর রহমানসহ অসংখ্য নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে, ০৭.০৭.৭১ তারিখে পাড়েরহাট বন্দর বাজারের ব্রীজের নিকট ইব্রাহীম কুট্টিকে, পাড়েরহাট হিন্দুপাড়ায় ১৪ জনকে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ২/৩ মাস পরে হোগলাবুনিয়া গ্রামের ১০ জন নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দু লোককে হত্যা করে; ১৯৭৩ সনের আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে

(i) Killing members of a group as Genocide under section 3(2) (c) (i)

(ii) Killing members of a group as Genocide With Abetment and complicity in killing under section 3(2) (c) (ii) 3(2) (g) and ৩(২) (য) ধারায় অপরাধ করিয়াছে।

৪৫। যেহেতু, আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যা নিজে রাজাকার বাহিনীর সদস্য হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীসহ অন্যান্য সহযোগী বাহিনী (Auxiliary Force)-এর সহযোগিতা লইয়া এবং তাহাদের সহযোগিতা প্রাদানের মাধ্যমে উল্লিখিত সময়ে তদানিন্তন বরিশাল জেলার অংশ পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নিরীহ নিরস্ত্র

www.pathagar.com

জনগণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্য একত্রে বসিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা, গণহত্যা চালাইয়া গ্রামের পর গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের বাড়ীঘর ধ্বংস করিয়া এবং ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া এবং তদানুযায়ী আক্রমণ চালাইয়া এই আইনে অন্যান্য অপরাধ সংঘটন আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালস্ আইন, ১৯৭৩-মতে

(i) Genocide with abeatment and complicity in killing under section 3(2) (c) (ii) 3(2) (g) and 3(2) (h) ধারায় অপরাধ করিয়াছে।

৪৬। যেহেতু আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্ল্যা পাকিস্তানী হানাদার দখলকার বাহিনীর সহযোগী বাহিনী রাজাকার বাহিনীর নেতা থাকা অবস্থায় তাহার অধীনস্থ সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীকে হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ হইতে বিরত না রাখিয়া বরং উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং লুটের মাল (গনিমতের মাল) হিসেবে ফতোয়া দিয়া লুট করিয়া এবং লুটের মালে অংশগ্রহণ করিয়া এবং অন্যান্য অপরাধের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত (Indivisualresponsibelity) রাখিয়া আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালস্ আইন, ১৯৭৩-এর ৩(২) ধারার অপরাধ সমূহ সংঘটন করিয়াছেন।

৪৭। যেহেতু, আসামী মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে রাজাকারের নেতা ছিলেন এবং তাহার কৃত দূর্নীতি ও লুটপাটের খরব দৈনিক সমকাল পত্রিকায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিকার তথা ১০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী সম্বলিত মোকদ্দমা পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পিরোজপুরের যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়ের করেন, যাহা পরবর্তীতে ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।

৪৮। যেহেতু, আসামী ও তাহার সহযোগীতায় ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশের তৎকালীন বরিশাল জেলার অংশ বতর্মান পিরোজপুর জেলায় আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন, ১৯৭৩-র ৩(২) ধারায় অপরাধসমূহ সংঘটিত করিয়াছে সেই কারণে অত্র মামলার বিষয়বস্তু মাননীয় আদালতের এখতিয়ারাধীন বিধায় উহার বিচার ও নিস্পত্তি করার ক্ষমতা মাননীয় ট্রাইব্যুনালের রহিয়াছে।

৪৯। যেহেতু, অত্র মামলায় ৭ অনুচ্ছেদ হইতে ৪৬ পর্যন্ত আসামীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহ বিচার্য্য বিষয় হিসাবে পেশ করা হইল।

এমতাবস্থায়, প্রার্থনা এই যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র ফরমাল চার্জ সম্বলিত দরখাস্ত গ্রহণ করতঃ আমলে লইয়া আসামী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে দেলু ওরফে দেইল্লাকে জেল হাজতে আটক রাখিয়া আন্তজার্তিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) আইন, ১৯৭৩-র ৩(২) ধারায় অপরাধসমূহ বিচার করিয়া অত্র আইনের বিধান মতে সর্বোচ্চ শাস্তি দানের এবং অথবা মাননীয় ট্রাইব্যুনাল অন্য যেরূপ বিবেচনা করেন সেরূপ আদেশ দানে আজ্ঞা হয়।

এবং মাননীয় ট্রাইব্যুনালের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রসিফিউশন সর্বদা প্রার্থনা করিতেছে।

www.pathagar.com

জামিন আবেদন শোনেননি ট্রাইব্যুনাল

অভিযোগ গঠন আবেদনের শুনানি ১৪ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি হবে আগামী ১৪ জুলাই। একই দিন তার জামিনের আবেদনও শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল সোমবার (১১/৭/১১) ট্রাইব্যুনাল এই শুনানির দিন ধার্য্য করে আদেশ প্রদান করেন। গতকাল বেলা ২টায় বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসলে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগসহ আবেদনপত্র জমা দেন। আদালত এই আবেদনের ওপর আগামী ১৪ জুলাই শুনানির দিন ধার্য্য করে আদেশ দেন। আদালতের কার্যক্রমের শুরুতেই জামিন আবেদন শুনবেন না বলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পিটিশন আজই আমাদের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। আদালত তার আদেশে জামিন আবেদনও ১৪ তারিখে শুনানির দিন ধার্য্য করেন।

মাত্র ৩ দিনের সময় দেয়ার বিরোধীতা করে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন বলেন, এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়। তিনি আইনের বিধান উল্লেখ করে বলেন, প্রস্তুতি নেয়ার জন্য অভিযোগপত্রের কপি ৩ সপ্তাহ আগেই অভিযুক্ত পক্ষকে সরবরাহ করার কথা রয়েছে। এ সময় আদালত তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে বলেন, আমরা ১৪ তারিখ শুনবো। যদি অভিযোগ আমলে নেয়ার মত না হয় তাহলে আমরা ঐ দিনই চার্জ গঠন না করার আদেশ দিব।

অভিযোগ আমলযোগ্য হলে পরবর্তী শুনানির ৩ সপ্তাহ আগে আপনারা আমাদের কাছ থেকে কপি পাবেন।

পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের ৩(২) ধারায় মানবতাবিরোধী প্রায় সব অভিযোগই রয়েছে। হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। তবে এই পর্যায়ে সব বলা যাবে না।

১২-৭-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সময় এক সপ্তাহ বৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ গঠনের সময় এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১৮ আগস্ট চার্জ গঠনের দিন ধার্য করেছে আন্তর্জাতিক অবরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে মাত্র এক সপ্তাহ সময় বাড়ানোকে অপর্যাপ্ত সময় বলে অভিহিত করে এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন।

পূর্ব নির্ধারিত চার্জ গঠনের দিনে গতকাল বুধবার (১০/৮/১১) মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন ট্রাইব্যুনালে বলেন, ৩টি কারণে আজ চার্জ গঠন সম্ভব নয়। তিনি জানান, গত ১৯ জুলাই আমাদের হাতে কপি পৌঁছার কথা থাকলেও আমরা কপি পেয়েছি ২৭ জুলাই। বিধি অনুসারে আমাদের ৩ সপ্তাহ সময় পাওয়ার কথা তা আমরা পাইনি। দ্বিতীয়ত ৪০০ পৃষ্ঠার যে ডকুমেন্টসহ অভিযোগপত্র আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ৯৭ পৃষ্টা পড়ার অযোগ্য। তৃতীয়ত মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেয়ার যে আদেশ এই ট্রাইব্যুনাল দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা রিভিউ আবেদন করব। রিভিউ শুনানিতে যদি আদেশ আমাদের পক্ষে আসে তাহলে তো এই অভিযোগ শুনানিই প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা এখন পর্যন্ত অভিযোগ আমলে নেয়ার আদেশের কপিই পাইনি।

সরকার পক্ষে প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুম বিলম্বে কপি সরবরাহ এবং কপিতে অস্পষ্টতার কথা স্বীকার করেন। ফলে সময় প্রার্থনার তেমন কোন বিরোধিতা করেননি।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক ১০টা ৪৫ মিনিটে এ সংক্রান্ত আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, আগামী ১৮ আগস্ট চার্জ গঠনের শুনানি হবে। তিনি প্রসিকিউশন পক্ষকে ১৪ আগস্ট অপাঠযোগ্য ৯৭ পৃষ্ঠা পাঠযোগ্য অবস্থায় পুনরায় মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেন। আদেশে আগামী ১৬ আগস্ট জেলখানায় মাওলানা সাঈদীর দুই আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন এবং এডভোকেট তাজুল ইসলামকে তার সাথে পূর্ণ দিবস আইনী পরামর্শ করার সুযোগ প্রদান করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন। আদেশে আরো বলা হয়, জেল অথরিটি অথবা সরকার পক্ষের কোন লোক এই আইনী পরামর্শের সময় উপস্থিত থাকবে না।

পরে প্রেস বিফ্রিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা ৮ সপ্তাহের সময় চেয়েছিলাম প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল মাত্র এক সপ্তাহের সময় দিয়েছে। এটা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। জেলখানায় মাওলানা সাঈদীর সাথে আইনী পরামর্শ করার জন্য ১৬ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন। তার মাত্র ১ দিন পরেই চার্জ গঠন। এই ১ দিনে কিভাবে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব? তিনি বলেন, সারা দুনিয়ায় যত যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত বিচার-আচার হয়েছে সেখানে বছরের পর বছর সময় দেয়া হয়। আর আমাদের ন্যূনতম যে সময় প্রয়োজন তা দেয়া হচ্ছে না। অথচ প্রসিকিউশন পক্ষ প্রায় এক বছর সময় নিয়েছে এই অভিযোগ আনার জন্য। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারপতি হলেন বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির।

১১-৮-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

অভিযোগ শুনানির প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির সময় দেয়া হলো না

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমলে নেয়ার আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সেই সাথে অভিযোগ শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার জন্যও পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়নি তার আইনজীবীকে। আগামী ২৩ আগস্ট এই অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। পর্যাপ্ত সময় না দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন যে, একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এ মাসেই সাঈদীর বিচার শুরু হবে বলে যে মন্তব্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল তারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। অভিযুক্তকে প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা করার সময় দেয়া না হলে বিচারিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কতটা সমীচীন হবে তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তাজুল ইসলাম।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮/৮/১১) বেলা ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিচারিক কার্যক্রম শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক সিনিয়র প্রসিকিউটর নিকোলাস কুনিজিয়ান এ সময় অবজার্ভার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এর কয়েক মিনিট আগে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় এনে বসতে দেয়া হয়। তারও দেড় ঘণ্টা আগে ট্রাইব্যুনালের নীচতলায় হাজতখানায় মাওলানা সাঈদীকে এনে রাখা হয়।

বিচারিক কার্যক্রমের শুরুতেই গত ১৪ জুলাই ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত আদেশের রিভিউ আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আদেশে ট্রাইব্যুনাল মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেন। রিভিউ আবেদনের শুনানিতে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন, আইসিসিপিআর রোম সংবিধি অনুসারে অপরাধের সংজ্ঞা, ধরন ও অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করলে দেখা যায়, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমলযোগ্য নয়। নিছক রাজনৈতিক হয়রানির জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। এটা আমলে নেয়ার যোগ্য নয়। ট্রাইব্যুনাল সরকার পক্ষের কোনো বক্তব্য না শুনেই নিজের থেকে আদেশে রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন এবং পূর্বের আদেশ বহাল রাখেন।

অভিযুক্তের পক্ষের অপর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম অভিযোগ শুনানির জন্য গতকালের পরিবর্তে পর্যাপ্ত সময় দেয়ার আবেদন জানিয়ে শুনানিতে অংশ নেন। তিনি বলেন, ৫৪২ পৃষ্ঠার অভিযোগের মধ্যে ৯৭ পৃষ্ঠা পড়া যায় না। এই আদালত গত ১৪ তারিখে পাঠযোগ্য কপি সরবরাহের আদেশ দিলে তারা যে কপি দিয়েছে তার মধ্যেও ৭২ পৃষ্ঠা পড়া যায় না। এই অপাঠ্য অভিযোগ নিয়ে আদালতের কার্যক্রম চলতে

www.pathagar.com

পারে না। দ্বিতীয়ত তিনি অভিযোগ করেন যে, অভিযুক্তের সঙ্গে জেলাখানায় এক দিন মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরামর্শ করা সম্ভব হয়েছে যাতে মাত্র ৫০ পৃষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। বাকি অভিযোগের উপর আলোচনা করার জন্য সময় প্রয়োজন। তৃতীয়ত মাওলানা সাঈদী একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রতিবছর রমযানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করেন। জেল কর্তৃপক্ষ যাতে সেই সুযোগ দেয় এই ট্রাইব্যুনাল থেকে সেই আদেশ প্রার্থনা করেন এবং রমযানের পরে কোনো একটি দিন চার্জ গঠনের শুনানির দিন ধার্য করার আদেশ চান তিনি।

ট্রাইব্যুনাল এ পর্যায়ে সরকার পক্ষের বক্তব্য শুনতে চাইলে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, আমরা আজই শুনানির জন্য প্রস্তুত। আদালত সময় বাড়ানোর আবেদন নাকচ করে চার্জ শুনানি গ্রহণ করতে উদ্যত হলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও অপর বিচারপতি একেএম জহিরের সাথে দীর্ঘ আইনী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১টা পর্যন্ত দেশীয়, আন্তর্জাতিক এবং ট্রাইব্যুনালের আইন ও বিধি নিয়ে বিতর্ক কখনো কখনো উত্তেজনায় রূপ নেয়। ট্রাইব্যুনাল কোনো আবেদন নিবেদনেই কর্ণপাত না করে গতকাল থেকেই শুনানি গ্রহণে উদ্যত হন। শেষ পর্যন্ত শুনানি মুলতবী করে রোববারে (২০/৮/১১) শুনানি করার দিন ধার্য করতে চাইলে তাজুল ইসলাম বলেন, এটা বিচার নয়। আসামীর আইনজীবীকে প্রস্তুতি নেয়ার সময় দেয়া না হলে সেটা হবে বিচারের নামে প্রহসন। বিচার যে হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। এ পর্যায়ে আদালত ২৩ আগস্ট অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য করেন। এটা খুবই অপ্রতুল সময় উল্লেখ করে তাজুল ইসলাম বলেন, ঐ দিন শুনানি হলে মাওলানা সাঈদীর ইতিকাফ বিঘ্নিত হবে। দুর্বোধ্য, অপাঠ্য পৃষ্ঠার কি সমাধান হবে তারও কোনো নির্দেশনা নেই। ৫৪২ পৃষ্ঠার অভিযোগ পড়ে তার জবাব দেয়ার জন্য মাত্র ২ দিন সময় প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এভাবে সময় দেয়া না হলে অভিযুক্তকে প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা দেয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি আইনী সহায়তা নাই দিতে পারি তাহলে এখানে এসে লাভ কি? কিন্তু ট্রাইব্যুনাল এসব কোনো কথাই কর্ণপাত করেনি বেলা ১টায় বিচার কার্যক্রম গতকালের মতো সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরে প্রেসব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৪০টি আলাদা আলাদা অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে তার সাথে আইনী পরামর্শ করা প্রয়োজন। কারণ ৪০ বছর আগের ঘটনা উনার ঠিক মতো মনে থাকার কথা নয়। তিনি বলেন, আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের মিল পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সেটা আদালতেই বলেছি। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সব আইনেই অভিযুক্তের আইনজীবীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই ট্রাইব্যুনাল সময় দিচ্ছে না। এটা নজিরবিহীন।

সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর রেজাউর রহমান প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন, আদালতের কার্যক্রম সঠিকভাবেই চলছে।

১৯-৮-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

অভিযোগ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার -তাজুল

৬ষ্ঠ বারের মত মাওলানা সাঈদীর জামিন আবেদন খারিজ

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জামিন আবেদন ৬ষ্ঠ বারের মত খারিজ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পবিত্র মাহে রমযানের শেষ ১০ দিনে তিনি ইতিকাফ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও ট্রাইব্যুনাল সে সুযোগ না দিয়ে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অভিযোগের শুনানির নামে প্রতিদিন ট্রাইব্যুনালে হাজিরার ব্যবস্থা করেছেন। তার আইজীবীকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সময় না দিয়েই অভিযোগ গঠনের কার্যক্রম শুরু করেছে ট্রাইব্যুনাল।

আজ মঙ্গলবার (২৩/৮/১২) আবারো তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে চার্জ শুনানী করা হবে।তবে সরকার পক্ষের আইনজীবীর কাছে সাক্ষীদের জবানবন্দীর পর্যাপ্ত কপি না থাকায় গতকাল চার্জ গঠনের শুনানি শুরু করেও তা মূলতবী করতে হয়েছে। প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় না দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদী সম্পূর্ণ নির্দোষ। ২০০৮ সাল পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই আলেমকে দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ হলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার।

চার্জ গঠনের জন্য পূর্ব নির্ধারিত দিন হিসেবে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই মাওলানা সাঈদীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নীচ তলায় হাজত খানায় এনে রাখা হয়। বেলা ১০.২৫টা মিনিটে তাকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় নেয়া হয়। বেলা ১০.৩৫টা মিনিটে বিপারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারপতি এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে সঠিত ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন, গতকাল মূলত চার্জ গঠন শুনানি ছিল সরকার পক্ষের। অন্যদিকে অভিযুক্তের পক্ষে ছিল সময় বাড়ানোর আবেদন এবং জামিনের আবেদন। প্রথমেই ট্রাইব্যুনাল জামিন আবেদন শুনতে চান।

মাওলানা সাঈদীর পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভির আহমেদ আল আমিন জামিন আবেদনের শুনানিতে বলেন, গত ১৪ জুলাই ৫ম বারের মত জামিন আবেদন নাকচ করে দেয় যে গ্রাউন্ডে তার অন্যতম ছিল যে তিনি তদন্ত বাধাগ্রস্ত করবেন। এখন যেহেতু তদন্ত শেষ সেহেতু ঐ গ্রাউন্ড আর নেই। তিনি পালিয়ে যেতে পারেন

www.pathagar.com

এমন গ্রাউন্ডের ব্যাপারে আগেও বলেছি তিনি পাসপোর্ট এই ট্রাইব্যুনালের কাছে জমা রাখবেন। তিনি পিরোজপুর যাবেন না ঢাকার শহীদবাগে নিজ বাড়িতে থাকবেন। তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন না। আদালতের নির্দেশ মতো নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করবেন।

তিনি বলেন, এই ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে তার চিকিৎসা চলমান আছে। তবে এখন প্রয়োজন তার নিবীড় ফ্যামিলি কেয়ার। তিনি ডায়বেটিক এবং হৃদরোগে আক্রান্ত। তিনি একজন বয়স্ক মানুষ এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। এই পবিত্র রমযানে তিনি রোজা রাখার পাশাপাশি ইতিকাফ করতে চান। এজন্য তার জামিন প্রয়োজন। এই আদালত মামলার যে কোন পর্যায়ে জামিন দেয়ার ক্ষমতা রাখে। মাওলানা সাঈদী একজন ইনোসেন্ট পার্সন। তার বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের আগে কোন অভিযোগ ছিল না। অথচ ১৯৭১ সালের ঘটনা ৪০ বছরের পুরাতন।

জামিন আবেদনের বিরোধীতা করে চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু বলেন, গোটা জাতি এই বিচার দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ট্রাইব্যুনাল আমলে নিয়েছে। ফরমাল চার্জ গঠন হলেই বিচার প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবেই শুরু হবে। এই পর্যায়ে জামিন দেয়া হলে বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

পুনরায় জবাব দিতে উঠে ব্যারিস্টার তানভির আল আমিন বলেন, একবার ছেড়ে দিয়ে দেখুন যে তিনি বিচার বাধাগ্রস্ত করেন কি না। যেকোন শর্ত ভঙ্গ করলে তো এই আদালত যেকোন সময় তার জামিন বাতিলও করতে পারে। সংশোধিত বিধি অনুসারে এই ট্রাইব্যুনাল যেকোন সময় জামিন দিতে পারে।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমরা আমলে নিয়েছি। এখন ফরমাল চার্জের শুনানির সময়। জামিন আবেদনে যেসব বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে তা আগেও বলা হয়েছে। ওসব গ্রাউন্ডে আমরা আগেও জামিন আবেদন খারিজ করেছি। এখন নতুন কিছু নেই যাতে জামিন দেয়া যায়।

চার্জ গঠনের সময় বাড়ানোর আবেদনের শুনানিতে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, অপাঠ্য ৯৭ পৃষ্ঠা পরবর্তীতে যা সরবরাহ করা হয়েছে তার মধ্যেও ৭২ পৃষ্ঠা একেবারেই পড়া যায় না। এই অংশ বাদ দিতে হবে। আদালত অস্পষ্ট কপির কথা স্বীকার করে বলেন, পড়া না গেলে এ ধরনের অস্পষ্টতা যেখানে আসবে সেখানে বাদ দেয়া হবে। তাজুল ইসলাম বলেন, ঐ অস্পষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে যদি আমার পক্ষে কিছু থাকে তাতো পাচ্ছি না। আর তাদের পক্ষে কিছু থাকলে তারা পরবর্তীতে স্পষ্ট করে এনে আদালতে পেশ করবে। এমনটি হতে পারে না। এরপরও বিচারপতি নাসিম বলেন, চার্জ গঠনের সময় অস্পষ্ট অংশ আসলে তা বাদ যাবে। তাজুল ইসলাম বলেন, এটা কোন সাধারণ কোর্ট নয়, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। আন্ত র্জাতিক অপরাধ বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল ফেস করার মত অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই

www.pathagar.com

নেই। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কি তা আমিও জানি না। কাজেই এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করে প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। আগে যে কপি পেয়েছি তার মাত্র ৫০ পৃষ্ঠা নিয়ে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলেছি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিয়েছি। বাকী সাড়ে ৩শ পৃষ্ঠাই পড়ে আছে। তারপর আবার কপির রয়েছে অস্পষ্টতা, মক্কেলের সাথে আরো বেশি আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নেয়া প্রয়োজন।

সময় বাড়ানোর আবেদনের বিরোধিতা করে চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু বলেন, তারা সময় বাড়ানোর আবেদন করেছেন এজন্য যে তারা বিচার কাজে সহযোগিতা করতে চান না। আমরা প্রস্তুত আছি। তবে কেন হবে না চার্জ শুনানি। এডভোকেট তাজুল ইসলাম পুনরায় দাঁড়িয়ে বলেন, তারা দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে তদন্ত করেছেন, গবেষণা করেছেন। বই পুস্তক পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। এমনকি ৪০০০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট দেয়ার পরও ৪২ দিন সময় পেয়েছেন চার্জ আনার জন্য। আর আমাকে কপি দেয়ার কথা ছিল ১৯ জুলাই। বাস্তবে পেয়েছি ২৭ জুলাই। যে কপি দেয়া হয়েছে তা পড়া যায় না, উনারা নিজেদের চেহারা আয়নায় দেখার জন্য কত সময় পেয়েছেন। আর আমাদের সময় দেয়ার ব্যাপারে এত কার্পণ্য কেন।

তাজুল ইসলাম বলেন, একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী বলেছেন, আগস্টের মধ্যেই বিচার শুরু হবে।

তড়িঘড়ি করে এখনই চার্জ গঠন করা হলে মানুষ অভিযোগ অবশ্যই করবে যে এই ট্রাইব্যুনাল মন্ত্রীর নির্দেশ মত কাজ করছে। মাওলানা সাঈদী কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে কাছে টেনেছেন। তিনি কাউকে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ বা হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন না। এখানে সম্পূর্ণ মিথ্যাচারের ভিত্তিতে বিচারের নামে প্রহসন চলছে। সময় না দিয়ে আমাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত সময় দেয়া না হলে আমাদের পক্ষে এই আদালতের কার্যক্রমে অংশ নেয়া সম্ভব হবে না। সময়ের ব্যাপারে এতদিন আমরা এত জোরালো দাবি কখনো করি নাই।

এ পর্যায়ে আদালত কোন আদেশ না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করে চিফ প্রসিকিউটরকে চার্জ শুনানি শুরু করতে বলেন। বেলা ১১টা ৫ মিনিটে সরকার পক্ষে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে পিরোজপুর তার একটি অংশ এটা। সেখানেও হত্যা, ধর্ষণ, গণহত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ হয়েছে। গত বছর ২৭ জুলাই থেকে তদন্ত সংস্থা তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। মাওলানা সাঈদী পিরোজপুরের অপরাধের উল্লেখযোগ্য কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদীর নাম আবু নাঈম মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন।

জন্ম ১/২/১৯৪০। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ৩১ বছর। তার ডাক নাম আমরা পেয়েছি দেলু ওরফে দেইল্লা। তিনি নামের সাথে আল্লামা লাগান। আমরা শর্ষিণা মাদরাসার প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে জেনেছি যে তার আলেমত্ব নিয়ে প্রশ্ন

www.pathagar.com

আছে। তিনি যে পর্যায়ের আলেম তাতে তিনি আল্লামা ব্যবহার করতে পারেন না।

হায়দার আলী বলেন, ৭১ সালের ৩ মে থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তার নেতৃত্বে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন হয়েছে। আব্দুল লতিফ এবং মোখলেস পসারী এই দুইজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে।

একটি মেয়ের নামোল্লেখ করে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকার কারণে তাকে পাক সেনারা খুঁজতে থাকে। রাজাকাররা তাকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। এতে নেতৃত্ব দেন সাঈদী। গণেশ চন্দ্র নামে এক ব্যক্তি সাক্ষী আছে। তবে এই সাক্ষীর ডকুমেন্ট সরবরাহ করতে পারেনি প্রসিকিউশন পক্ষ।

আদালতকে এবং অভিযুক্ত পক্ষকে কপি সরবরাহ না করায় আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গতকালই ৪ কপি অভিযোগ জমা দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিয়ে আজ বুধবার পর্যন্ত আদালতের কার্যক্রম মুলতবী করেন।

পরে প্রেসব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাইনি, ক্লায়েন্টের সাথে পরামর্শ করতে পারি নাই। তারপরও আমাদের আবেদনের ওপর কোন আদেশ না দিয়ে সরকার পক্ষকে চার্জ শুনানি করতে বলেন। আদালতে তারা কপি দিতে পারেনি। আমাদেরকেও দেয়নি। তার ওপর শুনানি চলতে পারে না। আমরা কালও (মঙ্গলবার) আসবো। তবে পর্যাপ্ত সময় না দিলে এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, তারা তড়িঘড়ি চার্জ গঠন করে মূলত মন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে চায়। এভাবে করলে জনগণ এই ট্রাইব্যুনাল মোটেও বিশ্বাস করবে না। তিনি রাজনীতিই করতেন না।

সাম্প্রতিককালে তার রাজনীতিতে যোগদান অন্যদের ভয়ের কারণ হয়েছে। এজন্যই তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। ৪০ বছর আগের ঘটনার পর ২০০৮ সাল পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও পাওয়া গেল না আর হঠাৎ করে সাম্প্রতিককালে তারা এই অভিযোগ কোত্থেকে পেলেন?

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আজ ৬ষ্ঠ বারের মত মাওলানা সাঈদীর জামিন আবেদন খারিজ করে দেয়া হয়েছে। প্রসিকিউশন জামিন না দেয়ার কোন গ্রাউন্ড দেখাতে না পারলেও ট্রাইব্যুনাল জামিন দেয়নি।

প্রেসব্রিফিং-এ চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু বলেন, কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী এলোমেলো ছিল। সেজন্য আদালতে তা দেখানো যায়নি এবং আদালত সময় হারিয়েছে ১ দিন। ডিফেন্স ভাল প্রস্তুতি নিতে পারেনি বলেছেন আদালতে। তার পরেও আদালত সময় না দিয়ে চার্জ হেয়ারিং শুরু করেছে।

২৪-৮-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

অভিযোগের নানা অসঙ্গতি নিজ উদ্যোগে শুধরে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের চার্জ গঠনের শুনানি শেষ করেছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।

অপরদিকে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর চার্জ গঠনের এই শুনানিতে অংশ নেবে ডিফেন্স টীমের আইনজীবীরা। এদিকে ট্রাইব্যুনালে বারবার আবেদন জানিয়েও ভিডিও ফুটেজের কোন কপি পাচ্ছেন না মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা। আর মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত কথিত অভিযোগের নানা অসঙ্গতিও নিজ উদ্যোগেই শুধরে দিচ্ছে ট্রাইব্যুনালেন তিন বিচারক।

গতকাল রোববার (৪/৯/১১) সকাল থেকে শুরু হওয়া মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের এই শুনানি দুপুরে এক ঘণ্টা নামায ও খাবারের বিরতি দিয়ে একটানা চলে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। ডিফেন্স টিমের এডভোকেট তাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেছেন প্রসিকিউশন টীমের শুনানির সময় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগে নানা অসঙ্গতি থাকলেও ট্রাইব্যুনাল নিজেই তা সংশোধন করে দিয়েছেন। আর এতে প্রসিকিউশন টীমের আনিত অভিযোগের দুর্বলতার পয়েন্টে শুনানি করে আইনি সুবিধা নেয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ডিফেন্স টীমের আইনজীবীরা।

এর আগে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে শুরু হয় ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম। অবশ্য এর অনেক আগেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মাওলানা সাঈদীকে নিয়ে আসা হয় আদালতে। শুরুতেই ডিফেন্স টীমের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম দাঁড়িয়ে শুনানির জন্য সময় আবেদন করে ট্রাইব্যুনালকে জানান ঈদের ছুটির কারণে তারা শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারেননি।

ঈদের ছুটিতে অনেকেই ছিলেন গ্রামের বাড়িতে। এছাড়া ঈদের আগে একদিন মাত্র ছিল কর্মদিবস।

এসব কারণেই তিনি শুনানির প্রস্তুতির জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে সময় প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনাল এ সময় বলেন, মামলার আনুসঙ্গিক কাগজপত্র তো আপনাকে অনেক আগেই দেয়া হয়েছে তাহলে প্রস্তুতি নিতে পারেননি কেন? জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন কাগজপত্র আমি পেয়েছি ঠিকই কিন্তু আমি তো এই মামলার আসামী নই। এই কাগজপত্র আমাদের মক্কেলকে দিব। কাগজ পাওয়ার পর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে তা তিনি নিজে পড়ে দেখবেন তারপর আইনজীবী হিসেবে তিনি আমাদের নির্দেশনা দেবেন।

www.pathagar.com

আমিতো সেই সময়ই পাইনি। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তার জবাবে কোন আদেশ না দিয়েই প্রসিকিউকিশনের সদস্যদের শুনানিতে অংশ নেয়ার আহবান জানান।

প্রসিকিউশন টীমের প্রধান গোলাম আরিফ টিপু প্রথমে শুনানিতে অংশ নিয়ে চার্জ গঠনের ওপর বক্তব্য রাখেন। পরে অপর সদস্য হায়দার আলী মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত নানা অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন। তিনি আদালতকে জানান, আনিত অভিযোগে ৬৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুরে এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি ৩১টি অভিযোগের বিষয়ে আদালতে বক্তব্য রাখেন।

কথিত অপরাধের ধারা বর্ণনায় নানা অসঙ্গতি থাকলেও আদালতে তিনি ১৮ জন সাক্ষীর বরাত দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ফিরিস্তি তুলে ধরেন। তবে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানসহ অপর দুই সদস্যও নিজ উদ্যোগে প্রসিকিউশনের বর্ণনায় আনিত অভিযোগের নানা অসঙ্গতিগুলো শুধরে দিয়ে তা সংশোধন করে দেন। অনেক বর্ণনায় ঘটনার স্থান বা নির্দিষ্ট গ্রাম বা এলাকার নামও ভুল শুধরে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। একইভাবে ঘটনার তারিখ এবং অনেক শব্দ যেমন ইংরেজি শব্দের অহেতুক ব্যবহারও বাদ দিতে প্রসিকিউশনকে পরামর্শ দিয়েছেন তারা। ডিফেন্স পক্ষের আইনজীবী তাজুল ইসলাম বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাতে কোনই কর্ণপাত করেনি ট্রাইব্যুনাল।

ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শেষে আদালত থেকে বেরিয়ে এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাইব্যুনাল নিজ উদ্যোগে মামলার অনেক দুর্বল দিক শুধরে দিয়েছেন। এটা অবশ্যই উচিত নয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বারবার চেষ্টা করেছি। তিনি বলেন আদালত ভালভাবে না জেনেই আমাদের আইনজীবী তানভির আহমেদ আল আমিনের স্বাক্ষর করা আজকের সময় আবেদনটিও প্রথমে রিজেক্ট করেছিল। পরে অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আদালত আমাদের সময় দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন আদালতের কাছে ভিডিও ফুটেজের কপি চেয়েও আমরা পাচ্ছি না। আমার বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ সেই বিষয়টিই যদি আমাদের জানতে দেয়া না হয় তাহলে সেখানে ন্যায়বিচার হতে পারে না। তাই আমরা প্রয়োজনে বিধি পরিবর্তন করে হলেও আমাদের কপি সরবরাহ করতে আবেদন জানিয়েছি।

৫-৯-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনাল বললেন আমাদের যা প্রয়োজন তাই শুনবো
আমাদেরও ভুল হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ খন্ডনের শুনানি হবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর। তার আগে আগামীকাল বৃহস্পতিবার দু'টি টেলিভিশন চ্যানেলের ভিডিও ক্লিপসহ প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীকে সরবরাহ করতে হবে। সেই সাথে ১৮ সেপ্টেম্বর জেলখানায় মাওলানা সাঈদীর সাথে আইনি পরামর্শ করার জন্য ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারপতি এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গতকাল মঙ্গলবার (১৩/৯/১১) দীর্ঘ আইনি বিতর্কের পর এই সময় নির্ধারণ করে আদেশ প্রদান করেন। ফলে সরকার পক্ষের আনীত অভিযোগ খন্ডন করার জন্য গতকাল শুনানির দিন ধার্য থাকলেও তা হয়নি।

সময় বাড়ানোর আবেদনের শুনানিতে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, ন্যায়বিচারের স্বার্থে ডকুমেন্ট হাতে পাওয়া এবং তার ওপর প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। এজন্যই সময় দেয়ার কোন বিকল্প নেই। সময় আবেদনের বিরোধিতা করে প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী বলেন, বিচার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত বা বিলম্বিত করার জন্যই প্রতিপক্ষ বার বার সময়ের আবেদন করছেন। আইনে আছে তদন্ত শেষ হওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ৩১ টি অভিযোগ এনে গত ৪ সেপ্টেম্বর চার্জহেয়ারিং করে প্রসিকিউশন (সরকার) পক্ষ। অভিযোগ খন্ডনের শুনানির জন্য গতকাল দিন ধার্য ছিল। তবে মাওলানা সাঈদীর পক্ষে সময়ের আবেদন করা হয়। এই সময়ের আবেদনের পক্ষে-বিপক্ষে গতকাল দুই বেলা প্রায় ৪ ঘণ্টা ট্রাইব্যুনালে উত্তপ্ত আইনি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এটিএন বাংলা ও একুশে টেলিভিশন প্রচারিত ভিডিও ক্লিপসহ প্রসিকিউশন পক্ষ ট্রাইব্যুনালে যেসব ডকুমেন্ট দাখিল করেছে তার কপি অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীকে সরবরাহ এবং জেলখানায় অভিযুক্তের সঙ্গে আইনি পরামর্শ ছাড়া চার্জ শুনানি হতে পারে না। এডভোকেট তাজুল ইসলামের এই যুক্তি দীর্ঘ আইনি বিতর্কের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে ট্রাইব্যুনাল সরকার পক্ষের আইনজীবীকে ডকুমেন্টগুলো ১৫ তারিখে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীকে সরবরাহ এবং জেলখানায় ১৮ তারিখে আইনি পরামর্শ করার সুযোগ দিয়ে আদেশ প্রদান করেন।

চার্জ হেয়ারিং এর জন্য গতকাল সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই আলেমে দ্বীনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তার আরো এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে করে নিয়ে আসা হয় ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায়।

বেলা ১০টা ৩৫ মিনিটে ৩ বিচারপতি এজলাসে বসেন। প্রথমেই তারা নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ সেরে নিয়ে সরকার পক্ষকে ইতোপূর্বে দায়েরকৃত একটি আবেদনের ওপর শুনানির আহ্বান জানান। ঐ আবেদনটি ছিল চার্জগঠনের পর চূড়ান্ত শুনানি শুরুর আগে

www.pathagar.com

অভিযুক্ত পক্ষ যে ডকুমেন্ট আদালতে পেশ করবে তা প্রসিকিউশন পক্ষকে সরবরাহ করা সংক্রান্ত। প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী এই আবেদনের ওপরে শুনানি করেন। তার যুক্তি খন্ডন করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন। তবে ট্রাইব্যুনাল এই আবেদনের ওপর কোনো আদেশ প্রদান করেননি।

সময়ের আবেদনের ওপর এডভোকেট তাজুল ইসলাম এবং ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন দীর্ঘ যুক্তিতর্ক পেশ করেন। ব্যারিস্টার তানভীর বলেন, আমাকে হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে বলছেন। সেটা বাস্তব সম্মত নয়। আমার বিরুদ্ধে ৩১টি অভিযোগ খন্ডনের প্রস্তুতি নিতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে। তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও নজীর উত্থাপন করতে চাইলে ট্রাইব্যুনাল নিজেই সে ব্যাপারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এসব নজীর আদালতে উপস্থাপন করতেই দিতে চান না। তিনি আবারও উল্লেখ করেন এটা আন্তর্জাতিক আদালত নয়- এটা ডমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল। যুগোস্লাভিয়ার বিচারের কথা বলছেন? সেখানে অভিযুক্তকে ১০ বছর আটক রাখার পর বিচার সম্পন্ন হয়েছে। আর আমরা তো মাত্র দেড় বছর আটকে রেখেছি। চার্জ গঠন শেষ হলেই প্রসিকিউশন পক্ষকে আপনাদের উপস্থাপনার (সাবমিশনের) কপি সরবরাহ করতে হবে। এর জন্য প্রস্তুত থাকবেন। ব্যারিস্টার তানভীর জবাবে বলেন, এটা আইনের ভাষা নয়, এটা বিচারিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। এডভোকেট তাজুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে জোরালো যুক্তিতর্ক পেশ করলে ক্ষুব্ধ আদালত বলেন, আপনারা যাদেরকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবেন তাদের তালিকা বিচার শুরু হওয়ার আগেই দিতে হবে। তাজুল ইসলাম তার বিরোধিতা করে বলেন, যে আইনে এখানে বিচার হচ্ছে এই আইনটি নতুন। এর আগে কখনো এই আইনের বিচার এদেশে হয়নি। আমাদের কারোই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই গোটা দুনিয়ায় এ ধরনের বিচারের নজীর এখানে উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে এবং আমরা তা আনব। আদালত এই আবেদনের ওপরে অবশ্য কোন আদেশ দেননি। পরে সময় আবেদনের ওপরে শুনানি শুরু হয়। সময়ের আবেদনের শুরুতে ক্ষুব্ধ ট্রাইব্যুনাল নিজেই উল্লেখ করেন যে সিডি, ভিসিডি আপনাদেরকে সরবরাহ করার কথা নয়। এডভোকেট তাজুল ইসলাম চুক্তি দিয়ে বলেন, প্রসিকিউশন যদি এটাকে অভিযোগের ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে আমি অবশ্যই এর কপি পাবো। অন্যথায় তারা বলুক যে এটা মামলার ডকুমেন্ট নয়। তাহলে চার্জ থেকে এই অংশটুকু বাদ দেয়া হোক। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের একটি নজির পড়তে চাইলে আদালত বলেন, ইট ইজ এপ্লিকেবল টু আস। তাজুল ইসলাম বলেন, দ্বৈতনীতি নিয়ে কোন বিচার হতে পারে না। একবার বলা হলো এটা আন্তর্জাতিক আদালত পরে বলা হলো ডমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল।

আন্তর্জাতিক বিচারের নজির শুনবেন না। আমাদের হাইকোর্টের বিচারের নজির শুনবেন না। তাহলে বিচার হবে কিসের ওপর। তিনি বিচারপতি এটিএম আফজালের একটি রায় পড়ে শুনাতে চাইলে ট্রাইব্যুনাল তাও শুনতে চাননি। আদালত বলেন, আমরা ওটা পড়েছি। আমাদের কাছে আছে। তাজুল ইসলাম বলেন, সব যখন আপনারা পড়ে এসেছেন তাহলে এই হেয়ারিং এর প্রয়োজন কি। সব আপনারা পড়ে এসে জাজমেন্টও দিয়ে দেন। আদালত বলেন, আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা শুনব।

এই নজিরটি পড়া নিয়েই বিচারকদের সাথে তাজুল ইসলামের উত্তপ্ত আইনি বিতর্ক চলে ১৫ মিনিটেরও বেশি সময়। শেষ পর্যন্ত তা পড়ার অনুমতি দেন আদালত। নজির উপস্থাপন করে তাজুল ইসলাম বলেন, সিডি, ভিসিডি এবং ভিডিও ক্লিপগুলো আমাদেরকে না দিয়ে

www.pathagar.com

প্রসিকিউশন পক্ষ বিধি লঙ্ঘন করেছে। ঐসব ডকুমেন্ট আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত চার্জ ফ্রেম হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তাজুল ইসলাম। এটা না দিয়ে চার্জ ফ্রেম হলে আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবো। দ্বিতীয়ত ডকুমেন্টগুলো হাতে আসার পর আমার মক্কেলের সাথে জেলখানায় আইনি পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে। এটা আমার আইনগত অধিকার।

এই বিতর্ক চলে বেলা পৌনে ১২টা পর্যন্ত। তারপর প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী এর পাল্টা জবাব দিতে আসেন। এ সময় বিচারকরা ছিলেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। তারা হাসিমুখে শোনেন হায়দারের সব বক্তব্য। তিনিও দীর্ঘ সময় ধরে যুক্তিতর্ক পেশ করেন। চার্জ গঠনের পর তিনি সিডি ভিসিডি ও ভিডিও ক্লিপগুলো অভিযুক্ত পক্ষকে সরবরাহ করবেন বলে জানান। আদালতও বার বার এই পয়েন্টই থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ওপর অটল থাকতে পারেননি। আদালত বলেন, আমাদেরও ভুল হতে পারে। ভুল মানুষই করে। আমরা আপনাদের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখছি।

হায়দার আলী সিডি ভিসিডিগুলো মামলার অন্যতম ডকুমেন্ট বলে উল্লেখ করেন। তাজুল ইসলাম বলেন, ডকুমেন্ট হলে ওটা আমার হাতে না আসা পর্যন্ত চার্জ গঠন হতে পারে না। আদালত এ পর্যায়ে হায়দার আলীকে ডাকেন তাদের ভুল সাবমিশনগুলো শুধরে নেয়ার জন্য।

একপর্যায়ে আদালত কক্ষে নাট্য ব্যক্তিত্ব ও অন্যতম ঘাদানিক নেতা ম হামিদ প্রবেশ করলে আদালত কর্মচারীরা সশব্যস্ত হয়ে পড়েন। রেজিস্ট্রার যে চেয়ারে বসেদিলেন সেই চেয়ারে তাকে বসতে দেয়া হয়। ঢাবি শিক্ষকদের নীল দলের অন্যতম এক নেতাকেও দেখা যায় প্রসিকিউটরদের সারিতে। সেইসাথে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটরকে।

বেলা ১২টা ৫৭ মিনিটে আদালতের কার্যক্রমে বিরতি দেয়া হয়। বেলা ২টা ২০ মিনিটে পুনরায় শুরু হয় ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম। প্রথমে হায়দার আলী এবং পরে তাজুল ইসলাম যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি পেশ করেন। একপর্যায়ে আদালত সব আইন ও নজির উপস্থাপনে কনভিন্স হন যে ডকুমেন্টগুলো ডিফেন্স পক্ষের প্রাপ্য।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ডকুমেন্টগুলো সরবরাহ করতে বলেন। আজ বুধবারই তা দিতে বললে তাতে রাজি হননি টিফ প্রসিকিউটর। পরে বিচারপতি ফজলে কবির আদেশ দেন। আদেশে আগামীকাল ডকুমেন্টগুলো অভিযুক্ত পক্ষকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেন। আদেশে জেল কর্তৃপক্ষকে আইনি পরামর্শ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মাওলানা সাঈদীর দুই আইনজীবী জেলগেটে তার সাথে আলোচনা করবেন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর চার্জগঠনের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

পরে প্রেস ব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট সংসদে পাস করা একটি আন্তর্জাতিক আইন। এটাকে যারা ডমেস্টিক আইন ও ডমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল বলছেন তারা সঠিক বলছেন না। তিনি বলেন, ন্যায়বিচার পাওয়ার স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য আমাদের সময় দিতে হবে। এটা বিচারের একটি সাধারণ প্রক্রিয়াগত বিধান।

প্রেসব্রিফিং-এ এস হায়দার আলী বলেন, তারা বার বার সময়ের আবেদন করে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে চায়। তাদের মনের মধ্যে কি আছে জানি না। তবে মনে হয় তারা বিচারকে বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত করতে চায়।

১৪-৯-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদী অসুস্থ
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অসুস্থতার কারণে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গঠনের শুনানি হয়নি। আজ বুধবার (২১/৯/১১) অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী অভিযোগ খন্ডনের শুনানি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এটা নির্ভর করবে মাওলানা সাঈদীর শারীরিক অবস্থার ওপর।

গতকাল মঙ্গলবার (২০/৯/১১) পূর্ব নির্ধারিত শুনানির দিন থাকলেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গতকাল বসেনি। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, আমরা শুনানি করার জন্যই এসেছিলাম। এসে শুনলাম মাওলানা সাঈদী অসুস্থ বিধায় তাকে এই আদালতে হাজির করা সম্ভব নয়। এজন্য ট্রাইব্যুনাল বুধবার শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এডভোকেট তাজুল ইসলাম জানান, ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ মতো আমরা ৮টি সিডি পেয়েছি। তবে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ মাওলানা সাঈদীর সাথে আমাদেরকে পর্যাপ্ত সময়ব্যাপী সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। ইতঃপূর্বে কারাকর্তৃপক্ষ সারাদিন তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেও ১৮ তারিখে আমাদেরকে মাত্র আধা ঘণ্টা সময় সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কারা কর্তৃপক্ষকে আমরা ট্রাইব্যুনালের আদেশের কথা বলা সত্ত্বেও তারা বলেছে যে, কোর্টের আদেশ যাই থাকুক আপনারা আধা ঘণ্টার বেশি থাকতে পারবেন না। ফলে আমাদেরকে মাত্র আধা ঘণ্টা কথা বলেই চলে আসতে হয়েছে। এতে করে তার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন আনীত অভিযোগগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তারপরেও আমরা অভিযোগ খণ্ডনের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলাম

২১-৯-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

বায়বীয় অভিযোগের ভিত্তিতে কোন বিচার হতে পারে না -এডভোকেট তাজুল

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগের বিপরীতে অভিযুক্ত পক্ষের শুনানি শুরু হয়েছে। শুনানির প্রথম দিনেই মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে বলেছেন, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। বায়বীয় বা ঢালাও অভিযোগের ভিত্তিতে কোন বিচার হতে পারে না। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সব আইনেই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, অপরাধের সুনির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থান থাকতে হবে। এই মামলায় তা অনুপস্থিত থাকায় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে বাস্তবে কোন অভিযোগ নেই। এটাই ধরে নিতে হবে। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

গতকাল বুধবার (২১/৯/১১) পুরাতন হাইকোর্ট ভবনস্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই শুনানি শুরু হয়েছে। বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালে গতকাল সকালে মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে এই শুনানি শুরু হয়ে টানা আড়াই ঘন্টা চলে। আগামী রোববার আবার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শুনানি চলাকালে গুরুতর অসুস্থ বয়োবৃদ্ধ মাওলানা সাঈদী প্রাকৃতিক প্রয়োজনে টয়লেটে গেলে তিনি মোবাইল ফোনে কারো সাথে কথা বলেছেন বলে সরকার পক্ষের আইনজীবী অভিযোগ করেন। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর মতে এমন অভিযোগ অসত্য। এ ঘটনা নিয়ে দু'পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। হৈ চৈ করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে আদালত কিছুক্ষণের জন্য শুনানি মুলতবী রেখে সবাইকে চুপ থাকতে বলেন। ৬/৭ মিনিট নীরবতার পর আবার শুনানি শুরু হয়। বেলা ১টা পর্যন্ত শুনানি চলার পর আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুনানি মুলতবী করা হয়। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের আনীত ৩৮টি অভিযোগ খন্ডনের জন্য এডভোকেট তাজুল ইসলাম ৭৯টি যুক্তি সম্বলিত ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন যার কিছু যুক্তির ওপর গতকাল শুনানি হয়েছে। আরো কয়েক কার্যদিবস লাগতে পারে এই অভিযোগ খন্ডনের শুনানি শেষ হতে।

গতকাল সকাল ১০টা ৩৪ মিনিটে ৩ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন। তার ১০ মিনিট আগে মাওলানা সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয়। এরও এক ঘন্টা পূর্বে তাকে জেলখানা থেকে নিয়ে আসা হয় ট্রাইব্যুনালের নীচতলার জেলখানায়। অসুস্থ মাওলানা সাঈদী পুলিশের ঘাড়ে ভর করে উপরে ওঠেন এবং নামেন। বিচারিক কার্যক্রমের শুরুতেই গতকাল অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী পূর্বে দায়েরকৃত একটি আবেদনের শুনানি করেন। চূড়ান্ত অভিযোগ পত্রে আছে অথচ অভিযোগ আমলে নেয়ার আগে তা আদালতে দাখিল করা হয়নি- এমন সব ডকুমেন্ট যা ভলিউম-২ আকারে পরে দাখিল করা হয়েছে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে এই আবেদনটি করা হয়।

শুনানিকালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, ৩৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী দেয়া হয়েছে ভলিউম-২ এ। অথচ তা অভিযোগ আমলে নেয়ার আগে আদালতে দাখিল করা হয়নি। যা দাখিলই করা হয়নি তার উপরে কগনিজেন্স হতে পারে না। সুতরাং, অভিযোগও হতে পারে

www.pathagar.com

না অভিযোগ শুনানিও হয় না। এই আবেদনের বিরোধিতা করে শুনানি করেন প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী। পরে ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত আদেশে বলা হয়, আমাদের কাছে যেসব ডকুমেন্ট দেয়া হয়েছিল আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ আমলে নিয়েছি। আদালত আবেদন খারিজ করে দেন। ২৫ মিনিট চলে এই আবেদনের ওপর যুক্তি, পাল্টা যুক্তি ও আদেশ প্রদান করতে। পরে বেলা ১১ টায় শুরু হয় অভিযোগ গঠনে অভিযুক্ত পক্ষের শুনানি।

প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী গতকালের শুনানিতে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আন্ত র্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্টে রুলের ২০ ধারা মতে সাক্ষীর পরিচিতি থাকতে হবে। কিন্তু যে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে তাতে সাক্ষীর কোন পরিচিতি নেই। এই ডকুমেন্ট অসম্পূর্ণ। এর ওপরে কোন অভিযোগ গঠন হতে পারে না। বাংলাদেশের সিআরপিসি, সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও কতিপয় নজীরের উদ্ধৃতি দিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, আইনে আছে যে অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট সময়, তারিখ ও স্থান থাকতে হবে। কি অপরাধ করেছেন তাও নির্দিষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু যে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়েছে তাতে তা একেবারেই নেই। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে অপরাধ সংঘটনের কথা বলা হয়েছে যা একেবারেই ভেগ। বায়বীয় কোন অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার কার্য চলতে পারে না। সুতরাং এটাই ধরে নিতে হবে যে মাওলানা সাঈদী কোন অপরাধ করেননি। তিনি নির্দোষ।

তাজুল ইসলাম বলেন, ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে বাংলাদেশকে আইসিসিপিআর মানতে বাধ্য। বাংলাদেশও ঐ আইনের একটি সাক্ষরকারী দেশ। সেখানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং অভিযোগের সঙ্গায়নের কথা বলা হয়েছে। অভিযোগ হতে হবে সুনির্দিষ্ট। তা না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করবে কিভাবে। বাংলাদেশ সংবিধান, ফৌজদারী দন্ডবিধিতেও এটা উল্লেখ আছে। এ পর্যায়ে আদালত জিজ্ঞেস করেন যে আমেরিকা তো এরূপ করছে। তাজুল তার জবাবে বলেন, আমেরিকা তো জোর করে অনেককেই ফাঁসি দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি করার আছে। একটি পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। রাষ্ট্র যন্ত্র ব্যবহার করে এটা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রেই বা আমরা কি করতে পারি।

১৯৭১ সালে পিরোজপুরে রাজাকার ক্যাম্প স্থাপনের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, সারাদেশেই রাজাকার ক্যাম্প হয়েছিল সত্য। তবে ক্যাম্প হলেই অপরাধ হয়েছে এমনটি সত্য নয়। সর্বোপরি সেই ক্যাম্পে আমার মক্কেল কি অপরাধ করেছেন তা সুনির্দিষ্ট করে অভিযোগে বলা হয়নি।

পরে প্রেসব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, স্টিফেন র‍্যাপসহ আন্ত র্জাতিক সম্প্রদায়ও বলেছে যে অপরাধ হতে হবে সুনির্দিষ্ট। আগে অপরাধ চিহ্নি করতে হবে। তারপর অপরাধের স্থান, তারিখ, সময় সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজ সাক্ষীদের নাম ঠিকানাও থাকতে হবে অভিযোগপত্রে। এখানে তাও নেই। আমরা এ বিষয়গুলোই আদালতে গতকাল উল্লেখ করে বলেছি যে, এ ধরনের বায়বীয় অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার কার্য চলতে পারে না।

প্রেসব্রিফিং-এ চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু বলেন, অভিযোগ যেভাবে আনা দরকার সেভাবেই আনা হয়েছে। তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২২-৯-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

অভিযোগের একটিও সুনির্দিষ্ট নয়-ট্রাইব্যুনাল

শহীদুল ইসলাম : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের শুনানি অব্যাহত রয়েছে। সরকারপক্ষের আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম প্রথম পর্যায়ে অভিযোগ খণ্ডনের যুক্তি প্রদর্শন শেষ করেছেন। সরকার পক্ষের পাল্টা যুক্তিও শুরু হয়েছে। আগামীকাল পুনরায় সরকারপক্ষ বক্তব্য রাখবেন। অভিযোগ শুনানিকালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেছেন, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগই আনতে পারেনি প্রসিকিউশন পক্ষ। কাজেই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কোন অভিযোগ দায়ের হতে পারে না। ১৯৭১ সালের কথিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হোক। তার বক্তব্যকে সমর্থন করে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির বলেছেন, শতভাগ ভেগ তথ্য বলে তাজুল যে অভিযোগ করেছেন তা পুরোপুরি সত্য। যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার একটিরও সুনির্দিষ্ট দিন, তারিখ, অপরাধের ধরন ইত্যাদি অভিযোগপত্রে উল্লেখ নেই।

গতকাল (২৫/৯/১১), সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও বিচারপতি এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল বিচারিক কার্যক্রম শুরু করেন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে তার আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম গতকাল তার অসমাপ্ত বক্তব্য শুরু করেন। সরকার পক্ষের আনীত ৩১টি অভিযোগের জবাবে তিনি ৭৯টি যুক্তি তুলে ধরে বলেন, আমার মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার শতভাগই অসত্য। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ইত্যাদির যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার একটি ঘটনারও সুনির্দিষ্ট তারিখ, সময় উল্লেখ নেই। সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না থাকলে আমার মক্কেল কিভাবে ডিফেন্ড করবেন যে ঐদিন তিনি আসলে কোথায় ছিলেন, কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর তিনি যুক্তিতর্ক প্রদর্শন শুরু করেন। ঐদিন ৫৫টি যুক্তি প্রদর্শনের পর আদালত মুলতবি করা হয়। গতকাল তিনি তার বাকী যুক্তিগুলো তুলে ধরেন। বেলা ১২টার পরে সরকারপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন শুরু করেন। দুপুরে সোয়া ১ ঘণ্টা বিরতি দিয়ে আবার সোয়া ২টায় ট্রাইব্যুনাল বিচারিক কার্যক্রম শুরু করলে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত তিনি বক্তব্য রাখেন।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম মাওলানা সাঈদীকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, অনিশ্চিত তথ্য অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। বাংলাদেশ ঐ আইনে স্বাক্ষরকারী দেশ। তিনি এ প্রসঙ্গে আইসিসিপিআর এর বিভিন্ন ধারা, নুরেমবার্গ ট্রায়ালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও বিচারের রায় নজীর হিসেবে উপস্থাপন করেন

www.pathagar.com

যার কপিও ৩ বিচারক ও সরকারপক্ষের আইনজীবীদের সরবরাহ করেন। তিনি বলেন, একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২ মে থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ৮ মাসের যে কোন একদিন এক ব্যক্তির হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সময়, স্থান, তারিখ এখানে উল্লেখ নেই। ৯ মাসে অসংখ্য নারী ধর্ষিতা হয়েছে, গণহত্যা হয়েছে, অগ্নিসংযোগ হয়েছে। এর সাথে মাওলানা সাঈদী জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন তারিখের কোন ঘটনায় তিনি জড়িত তা উল্লেখ নেই। সেই ঘটনায় ভিকটিমই বা কে তাও উল্লেখ নেই। এই ধরনের অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কোন অভিযোগ গঠন হতে পারে না। এটা আইসিসিপিআর-এর লংঘন যা বাংলাদেশ মানতে বাধ্য। দেশীয় আইন, সংবিধান, কোনটিতেই এভাবে অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন সমর্থন করে না। তিনি জোর করে মানুষকে হিন্দু থেকে মুসলমান বানিয়েছেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। কিন্তু কবে, কাকে, কোথায় করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এভাবে ৭টি অপরাধ সংঘটনের জন্য ৩৩টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর প্রতিটি অভিযোগই ভিত্তিহীন। পর্যাপ্ত তথ্য, প্রমাণ উপাত্ত এতে নেই। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া চার্জ গঠন হলে সেটা সুবিচার হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ট্রাইব্যুনালের আইনের অপর্যাপ্ততার কথা তুলে ধরে বলেন, অপরাধ সঠিকভাবে সংগায়ন প্রয়োজন। ট্রাইব্যুনালের আইন কভার না করলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন কি বলে সেটা দেখতে হবে। সব আইনেই সুনির্দিষ্ট অভিযোগই চার্জ গঠনের ভিত্তি বলে উল্লেখ আছে।

বেলা ১২ টায় প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী ইতোপূর্বে উত্থাপিত অভিযোগের পক্ষে এবং তাজুল ইসলামের যুক্তির বিপক্ষে শুনানি শুরু করেন। তিনি বলেন, যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই অভিযোগ আনা হয়েছে। ৪০ বছর আগের ঘটনা আমরা যতটুকু তথ্য জোগাড় করেছি সেটা কম নয়। সুনির্দিষ্ট তারিখ, সময় অনেকেরই মনে নেই। তবে হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ লুটতরাজ ঐ ৯ মাসে সারা দেশেই হয়েছে। পিরোজপুরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগও সুনির্দিষ্টই আছে। সেটা বলার সময় এখনো আসেনি। এ পর্যায়ে বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির বলেন, তাজুল ইসলাম বলেছেন যে শতভাগ অস্পষ্ট তথ্য। সেই অভিযোগ পুরোপুরি সত্য। এর বিরোধীতা করেন হায়দার আলী। তিনি বলেন, ৯ মাসের আক্রমণগুলো ছিল সিরিজ আক্রমণ। তবে বিচারপতির প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে তিনি ভিন্ন প্রসঙ্গে বলতে থাকেন। তিনি বলেন, ৩ জনের একটি গ্রুপ ছিল যার নেতা ছিলেন সাঈদী। বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাকী ২ জন মারা গেছে। আরবি ও উর্দু ভাষার পারদর্শী হওয়ার কারণে মাওলানা সাঈদীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তার বক্তব্য শুধরে নিয়ে বলেন, পাকিস্তানী বাহিনী উর্দু ভাষী হওয়ায় তিনি তাদের সাথে কমিউনিকেট করার পারদর্শী ছিলেন। আদালত আরো জানতে চান যে ৩ জনের নেতা যে তিনি ছিলেন তার প্রমাণ কি?

প্রসিকিউটর হায়দার আলী গতকাল দুই দফায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা বক্তব্য রাখার পর বেলা ৩টা ৩৫ মিনিটে আদালত মূলতবী ঘোষণা করা হয়। আজই শুনানির দিন ধার্য করতে চাইলে অন্য মামলায় ব্যস্ত থাকার কথা জানান তাজুল ইসলাম। ফলে মঙ্গলবার

www.pathagar.com

পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রেসব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আইন ও বিধিতে অপূর্ণতা রয়েছে। এজন্য আমরা আন্তর্জাতিক আইন এবং বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের নজীর তুলে ধরেছি। অপরাধ সঠিকভাবে সংগায়িত না হলে বিচার হতে পারে না। বাংলাদেশ সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় আন্ত র্জাতিক আইন ও কনভেনশান মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, সময় ভিকটিমের নাম, স্বাক্ষীর নাম উল্লেখ করা ছাড়া অভিযোগ গঠন হতে পারে না। ঘটনাস্থল, সময়, তারিখ ইত্যাদি কিছুই সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগে বলা হয়নি। সুতরাং এইসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। এতে প্রমাণ হয় মাওলানা সাঈদী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন।

প্রসিকিউটর হায়দার আলী প্রেসব্রিফিং-এ বলেন, চার্জ গঠনের মত যথেষ্ট আইনগত ভিত্তি আছে। আদালত অপূর্ণ, অনির্দিষ্ট অভিযোগের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন করেছে সে সম্পর্কে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে এস হায়দার আলী বলেন, আদালত চূড়ান্ত রায় দেয়ার আগ পর্যন্তও তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং প্রশ্ন করতে পারে। এটা দোষের কিছু নয়।

২৬-৯-১১ : সংগ্রাম

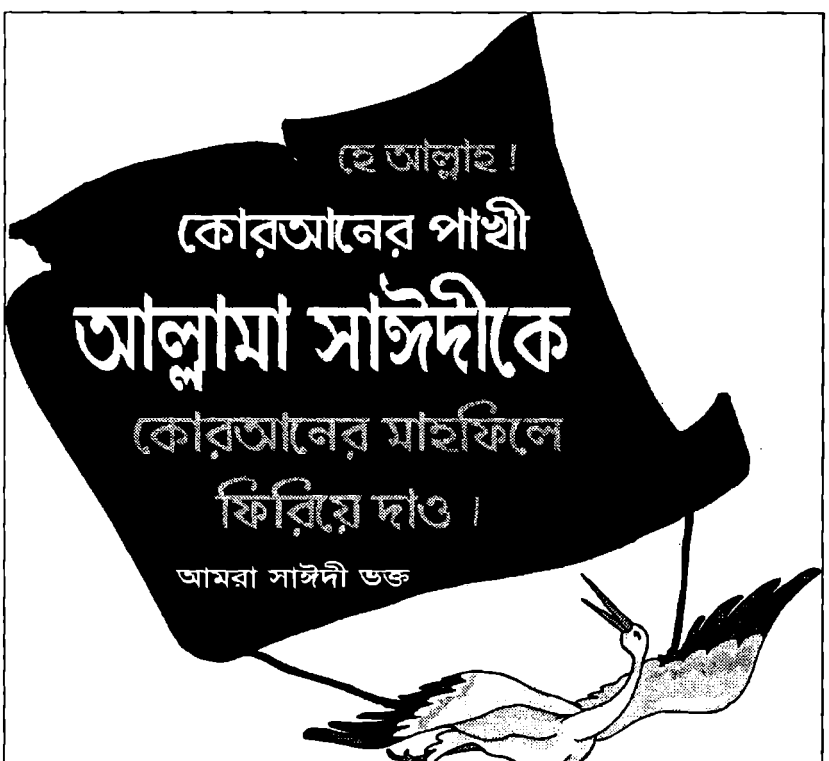

www.pathagar.com

উভয় পক্ষের শুনানি শেষ ॥ সাঈদীর চার্জ গঠনের আদেশ ৩ অক্টোবর

স্টাফ রিপোর্টার : কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন ও মুফাচ্ছিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে উভয় পক্ষের শুনানি গতকাল মঙ্গলবার (২৭/৯/১১) শেষ হয়েছে। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হবে কিনা সে বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল আগামী ৩ অক্টোবর সোমবার আদেশ দেবে।

এদিকে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এই মামলার চার্জ গঠনের কোন আনুষ্ঠানিক আবেদনই জানায়নি। এখন ট্রাইব্যুনাল যদি চার্জ গঠনের আদেশ দেন তাহলে এটা ট্রাইব্যুনালকে স্ব-প্রণোদিত হয়েই আদেশ দিতে হবে। এছাড়া এই মামালায় যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেসবের কোন তদন্ত রিপোর্টও ট্রাইব্যুনালের কাছে এখনো পর্যন্ত পেশ করা হয়নি। সুতরাং আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্য এবং অভিযোগের গ্রাউন্ড যদি বিবেচনায় নেয়া হয় তাহলে এই মামলার কোন চার্জ গঠনই হতে পারে না। অপর দিকে প্রসিকিউশন টীমের সদস্য এডভোকেট হায়দার আলী গতকাল আদালতে শুনানীতে সুনির্দিষ্ট স্থান ও তারিখের ভিত্তিতে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কোন গ্রাউন্ড জানাতে না পারলেও পরে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে জানান, অভিযোগ আছে কী নেই তা আগামী ৩ তারিখে এসেই জানতে পারবেন।

এর আগে সকাল দশটায় মাওলানা সাঈদীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে স্থাপিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম অপর দুই সদস্যকে নিয়ে ট্রাইব্যুনালে এসে বিচার কাজ শুরু করে সকাল ১০ টা ৪০ মিনিটে। দুপুর একটা পর্যন্ত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যের বিচারক প্যানেল মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হবে কিনা সে বিষয়ে আগামী ৩ অক্টোবর আদেশ দেয়ার তারিখ ঘোষণা করেন।

ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের শুরুতেই প্রসিকিউশন টীমের এডভোকেট হায়দার আলীকে বক্তব্য রাখার আহবান জানানো হয়। তিনি প্রায় এক ঘন্টা আনীত অভিযোগের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। এর পর ১১ টা ৩০ মিনিটে ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে অংশ নিয়ে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোন ভিত্তিই নেই বলে আদালতে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন। শুনানিতে অংশ নিয়ে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, প্রসিকিউশনের টীমের আইনজীবীদের দাখিল করা অভিযোগপত্রে থাকা ভুলগুলো ঠিক করার দায়িত্ব ট্রাইব্যুনালের নয়। এ কাজ ট্রাইব্যুনাল করতে পারে না। এছাড়া প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে চার্জ গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন আবেদনও জানানো

www.pathagar.com

হয়নি। চার্জ গঠনের আবেদনের আগে তাদের তদন্ত রিপোর্টও ট্রাইব্যুনালে তারা দাখিল করেনি। শুনানীতে অংশ নিয়ে এডভোকেট তাজুল ইসলাম গ্রামের একটি প্রবাদ বাক্যের সুরে বলেন, বাজারের বেগুণের কেজি দশ টাকা হলে এর সাথে একজন ব্যক্তির বয়সের হিসেবের যেমন কোন মিল নেই তেমনি মাওলানা সাঈদীর সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধেরও কোন সম্পৃক্ততা নেই।

আদালতে নানা যুক্তি তুলে ধরে তাজুল ইসলাম বলেন, প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে ৭১ সালের অনেক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। ঐ সময়ে অনেক বাড়ি ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অনেকে নারীদের নির্যাতন করেছে, লুটতরাজও হয়েছে। পিরোজপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সেখানে স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা এর কোনটিরই বিরোধিতা করছি না। বরং এই সকল ঘটনার সাথে আমরাও সহানুভূতি জানাই। কিন্তু এই সকল ঘটনার সাথে মাওলানা সাঈদীর ন্যুনতম কোন সম্পৃক্ততা ছিল বলে প্রসিকিউশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। তাহলে কোন অপরাধে এবং কেনইবা সাঈদীকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে তার কোন কারণ এখানে উল্লেখ নেই। কাজেই তাদের এই প্রতিবেদন দিয়ে নাটক লেখা হতে পারে। ইতিহাসে হয়তো এই বর্ণনা অনেক দিন লেখাও থাকবে।

কিন্তু মাওলানা সাঈদী কবে কোথায় বা কিভাবে এসকল অপরাধের সাথে জড়িত ছিল তার কোন সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তাদের লেখা প্রতিবেদনেই উল্লেখ নেই। এই ধরনের প্রায় ৭৯টি মারাত্মক অসঙ্গতির বিবরণ আদালতে উপস্থাপন করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেখানে ঘটনার সুনির্দিষ্ট স্থান, সময়, সাক্ষী, তারিখ কোন কিছুরই উল্লেখ নেই। কাজেই বায়বীয় অভিযোগের ভিত্তিতে কোন চার্জ গঠন হতে পারে না। প্রসিকিউশন যেখানে চার্জ গঠনের ফরমাল আবেদনই করেনি সেখানে ট্রাইব্যুনাল নিজে দায়িত্ব নিয়ে চার্জ ফ্রেম করতে পারে না বলেও আইনের ভাষায় ব্যাখ্যা প্রদান করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন, সাঈদীর বিরুদ্ধে কোনো সু-নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়নি তাই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, অভিযোগে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সাঈদীর সঙ্গে এর সম্পর্ক কি তা উল্লেখ করা হয়নি।

প্রসিকিউশনের কাজ ট্রাইব্যুনালকে না করতেও তিনি অনুরোধ জানান। এর আগে হায়দার আলী ট্রাইব্যুনালে বলেন, আমরা ঘটনাগুলো আদালতে উপস্থাপন করলাম তা দেখে ট্রাইব্যুনাল অপরাধ সুনির্দিষ্ট করবেন। গতকাল হিউম্যান রাইট ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের গবেষক টেজিশরি থাপা উপস্থিত থেকে এই শুনানি পর্যবেক্ষণ করেন।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ২৯ জুলাই মাওলানা সাঈদীকে গ্রেফতার করা হয়। চলতি বছরের ১২ মে ধানমন্ডির সেফ হোমে নিয়ে তাকে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত কর্মকর্তারা। এ বছরের ১৪ জুলাই সাঈদীর বিরুদ্ধে একাত্তরে মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের মামলার অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল।

২৮-৯-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালে ২০ অভিযোগ গঠন

৩ রা অক্টোবর ২০১১ তারিখ আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০টি অপরাধ সংঘনের অভিযোগে চার্জ গঠন করে আদেশ প্রদান করে। আদেশটি নিম্নরূপঃ

Charges:-

We,

Justice Md. Nizamul Huq (Chairman)

Justice A.T.M Fazle Kabi (Member)

and

A.K.M. Zaheer Ahmed(Member) of the International Crimes Tribunal hereby

charge you accused Delwar Hossain Sayeedi @ Delu @ Dellya @ Abu Nayeem

Mohammad Delwar Hossain@ AJlarna Delwar Hossain Sayeedi, son of late Yusuf Ali Sikder of Village South Khali, police station-Indurkani, District-Pirojpur, at

present 914, Shaheed Bag, Police station-Motijheel, District-Dhaka.

Charge No.l- That on 4th May, 1971 you as a member of a group of individuals as well as a member of peace (santi) committee gave secret information to the Pakistan Army in the morning about the gathering of some people behind the Madhya Masimpur bus stand and after their arrival you took them to the back Madhya Masimpur bus stand under Pirojpur Sadar Police Station and in a planned way you killed 20 unnamed civilian people by firing which is murder as crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crime of murder as crimes against humanity punishable under section 3(2)(a) of the International Crimes (Tribunal) Act, 1973, hereinafter referred to as the Act.

Charge No.2:- That on 04.05.1971 in broad daylight, you alnong with your accomplices accompanied^ with Pakistani Army went to Masimpur Hindu Para under Pirozpur Sadar Police Station and by riding those houses of Hindu people looted their goods and destroyed their houses by setting fire. On being frightened while the unnamed civilian people started to Slee away then you and your team members opened fire on them indiscriminately pursuant to pre-arranged plan

www.pathagar.com

and thereby killed 13(thirteen) civilians, namely Sarat Chandra Mondol, Bijoy Mistri, Opendranath, Jogendranath Mistri, Surendra Nath Mistri, Motilal Mistri, Jogeshwar Mondol, Suresh Mondol and 5 others unidentified civilian people with intent to destroy in whole or in part members of Hindu religious group which amounts to genocide. The act of looting goods and destroying houses by fire are considered as persecutions as crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crimes of genocide and persecution punishable under section 3(2)(c)(i) and 3(2) (a) of the Act.

Charge No. 3:- That on the same date on 04.05.1971 you led a team of Pakistani Army to Masimpur Hindu Para and looted goods from the houses of Mo'nindra Nath Mistri and Suresh Chandra Mondol and completely destroyed their houses by setting fire. You also directly took part in causing large scale destruction by setting fire on the road side houses of villages namely Kalibari, Masimpur, Palpara, Sikarpur, Razarhat, Kukarpara, Dumur Tola, Kalamtola, Nawabpur, Alamkuthi, Dhukigathi, Parerha and Chinrakhali and these Acts are considered as persecution against civilian population on religious grounds.

Thus, you have committed the said crimes of persecution punishable under section 3(2) (a) of the Act.

Charge No. 4:- That on 4th May, 1971 you with your accomplices accompanied with Pakistani Army in a planned way surrounded the Hindu Para located in front of Dhopa Bari and behind the LGED Building under Pirozpur Sadar Police Station with intent to destroy the members of Hindu Community, opened fire indiscriminately on the unnamed Hindu civilians and thereby killed Debendra Nath Mondol, Jogendranath Mondol, Pulin Behari and Mukunda Bala by gun-shot with intent to destroy a religious group and such acts amount to genocide.

Thus, you have committed the said crimes of genocide punishable under section 3(2)(c)(i) of the Act.

Charge No. 5:- That Mr. Saif Mizanur Rahman, the then Deputy Magistrate of Pirojpur Sub-Division (now District) organized Sarbo Dalio Sangram Parishad to inspire the people for participating in the War of Liberation. Knowing this fact, you declared publicity to arrest him for his pro liberation activities. On 5th May, 1971 you along with your associate Monnaf (now deceased), the member of Peace (santi)

www.pathagar.com

Committee accompanied with some members of Pakistani Army riding on a Military Jeep went to Pirozpur Hoispital at noon where Mr. Saif Mizanur Rahman was into hiding. In order to execute the pre-arranged plan, one of you, identified him to the Pakistani Army who picked him up from the hospital to the bank of river Baleshwar. As a part of the plan on the same date and time, Mr. Foye2ur Rahman Ahmed, Sub-Divisional Police officer, and Mr. Abdur Razzak C.S.D.O. in charge of Pirojpur) were, also arrested from their work place and taken to the bank of the said river. You as a member of the killer party were present there and all the three, civilian government officers were gunned down and their dead bodies were thrown into the river Boleshwar. You directly participated and abetted in the acts of abduction, and killing of those three officers, which is crimes against humanity and abetement of killing.

Thus, you have committed the said crimes punishable under section 3(2)(a) and 3(2)(g) of the Act.

Charge No. 6:- That on 7th May, 1971 you led a team of Peace (Santi) Committee, to receive Pakistani Army at Parerhat Bazar under Pirozpur Ṣadar Police Station, then you identified the houses and shops of the people belonging to Awami Legue, Hindu Community and supporters of the Liberation War. You as one of the perpetrators raided those shops and houses and looted away valuable including 22 seers of gold and silver from the shop of Makhanlal Shaha. These acts are considered as crime of persecution on political and religious grounds as crimes against humanity.

Thus, you have committed The said crimes of persecution punishable under section 3(2) (a) of the Act.

Charge No. 7:- That on 8th May, 1971 at about 1.30 p.m. you led a team of armed accomplices accompanied with Pakistani Army raided the house of Shahidul Islam Selim, son of Nurul Islam Khan of village Baduria under Pirozpur Sadar Police Station and you identified Nurul Islam Khan as an Awami League leader and his son Shahidul Islam Selim a freedom-fighter, then you detained Nurul Islam Khan and handed over him to Pakistani Army who tortured him and after looting away goods from his house, you destroyed that house, by setting fire. The act destruction of the house by fire is considered as crime of persecution as crimes against humanity on political ground and you also abeted in the torture of Nurul Islam

www.pathagar.com

Khan by the Pakistani Army. Thus, you have committed The said crimes punishable under sections 3(2)(a.) and 3 (2) (g) of the ACT

Charge No. 8:- That on 8th May, 1971 at about 3.00 p.m. under your leadership you and your accomplices accompanied with Pakistani Army raided the. house of Manik Posari of village-Chitholia under Pirozpur Sadar Police Station and caught his brother Mofizuddin and one Ibrahim @ Kutti therefrom. At your instance other accomplices after pouring kerosene oil on five houses, those were burnt to ashes causing a great havoc. On the way to Army Camp, you instigated Pakistani Army who killed Ibrahim @ Kutti by gun-shot and the dead body was dumped near a bridge, then Mofiz was taken to army Camp and was tortured. Thereafter, you and others set fire on the houses of Hindu community at Parerhat Bandar causing huge devastations. The acts of looting goods and setting fire on dwelling houses are considered as persecution as crimes against humanity on religious ground. You directly participated in the occurrences of abduction, murder and persecution which are identified as crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crimes punishable under sections 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 9:- That on 02.06.1971 at about 9.00 a.m. under your leadership with your armed associates accompanied with Pakistani Army raided the house of Abdul Halim Babul of village-Nolbunia under Indurkani Police Station and looted away valuables, then set the house on fire to ashes. The acts of burning house to ashes and looting goods therefrom are considered as persecution as crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crimes punishable under sections 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 10:- That on the same day i.e. 02.06.1971 at about 10.00 a.m. under your leadership with your armed associates accompanied with Pakistani Army raided the Hindu Para of village-Umedpur under Indurkani Police Station you burnt 25 houses including houses of Chitta Ranjan Talukder, Jahar Talukder, Horen Tagore Anil Mondol, BishabaJi, Sukabali, Satish Bala and others. At one stage Bisahali was tied to a coconut tree and at your insistence Bishabali was shor to dead by your accomplice. The act of burning dwelling houses of unarmed civilians is considered as persecution.

www.pathagar.com

You directly participated in the acts of burning houses and killing of Bisabali which is persecution and murder within the purview of crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crimes punishable under section 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 11:- That on the same day i.e. on 02.06.1971, you led a team of Peace (shanti) Committee members accompanied with Pakistani occupied forces raided the houses of Mahbubul Alam Howlader (freedom-fighter) of village-Tengra Khali under Indurkani Police Station and you detained his elder brother Abdul Mazid Howlader and tortured him. Thereafter, you looted cash money, jewellery and other valuables from their houses and damaged the same. You directly participated in the acts of looting valuables and destroying houses which are considered as persecution on political grounds, and also torture.

Thus, you have committed the said crimes of torture and persecution punishable under sections 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 12;- That during liberation war on one day a group of 15/20 armed accomplices under your leadership entered the Hindu Para of Parerhat Bazar under Pirojpur Sadar Police Station and captured 14 Hiddus namely Horolal Malakar, Aoro Kumer Mirza, Taronikanta Sikder, Nando Kumer Sikder and others, all were civilians and supporters of Bangladesh independence. You tied them with a single rope and dragged them to Pirozpur and handed over them to Pakistani Military where they were killed and bodies were thrown into the river. This act was directed against a civilian population with intent to destroy in whole or part of a religious group, which is genocide. ",

Thus, you have committed the said offence of genocide punishable under section 3(2)(c)(i) of the Act.

Charge No. 13:- That about 2/3 months after the start of the liberation War, on one night under your leadership some members of Peace Committee accompanied with the Pakistani Army raided the house of Azhar Aii of village-Nalbunia under

Pirozpur Sadar Police Station and then caught and tortured Azhar Ali and his son Shaheb Ali Thereaftcr, you abducted Shaheb Ali and ultimatcly he was takenhto Pirozpur and after killing him threw his dead body in the river. The acts of murder, torture, and

www.pathagar.com

abduction as crimes against humanity.

Thus, you have committed The said crimes punishable under sections 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 14:- That during the last part of the Liberation War, you led a team of Razakar Bahini consisting of 50 to 60, in the morning of the day of occurrence in a planned way you attacked Hindu Para of Hoglabunia under Pirozpur Sadar Police Station, On seeing them Hindu people managed to flee away but Shefali Gharami the wife of Modhu Sudhan Gharami could not flee away, then some members of Razakar Bahini entering into her room raped Shefali Gharami. Being The leader of the team you did not prevent them in committing rape upon her. Thereafter you and members of your team set-fire on the dwelling houses of The Hindu Para of village-Hoglabunia resulting complete destruction of houses of the Hindu civilians. The act of destruction of houses in the Hindu Para by burning in a large scale is considered a crime of persecution on religious ground and die act of raping botii as crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crimes punishable under sections 3(2)(a) and 3(2)(g) and 3(2)(h) of the Act.

Charge No. 15:- That during the last part of liberation war, 1971 you led 15/20 armed Razakars under your leadership and entered into the village-Hoglabunia under Pirozpur Sadar Police Station, caught 10(ten) Hindu civilians namely Toroni Sikder, Nirmol Sikder, Shyamkanto Sikder, Banikanto Sikder, Horolal Sikder, Prokash Sikder and others, You then tied all of them with a single rope with intent to kill and dragged them to Pirozpur and handed over them to the Pakistani Army where they all were killed and the bodies were thrown in the river. This conduct was directed against a population with intent to destroy a religious group which is genocide.

Thus, you have committed an offence of genocide punishable under section 3(2)(c)(i)of the Act.

Charge No. 16:- That during the time of liberation war in 1971, you led a group of 10-12 armed Razakars and peace Committee members and surrounded the house of Gowranga Saha of Parerhat Bandor under Pirozpur Sadar Police Station Subsequeny you and others abducted (i) Mohamaya (ii) Anno Rani (iii) Komol Rani the sisters of Gowranga Saha and handed over them to Pakistani Army Camp at Purozpur where they were confined and raped for three days,before

www.pathagar.com

release. You are directly involved in abetting the offence of abduction, confinement and rape as crimes against humanity.

Thus, you have committed an offence of abduction, confinement and rape which are punishable under section 3(2)(a) and 3 (2)(g) of the Act.

Charge No. 17:- That during the time of liberation war in 1971 you along with other armed Razakars kept confined Bipod Shaha's daughter Vanu Shaha at Bipod Shaha's house at Parerhat under Pirozpur Sadar Police Station and regularly used to go there to rape her. This was committed by force or by threat and directed against a civilian population.

Thus, you have committed an offence of rape under section 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 18:- That during the liberation war, Vagirothi used to work in the camp of Pakistani Army. On one day, after a fight with the freedom fighters, and at the instance of you, said Bhagirothi was arrested on charge of passing information to the freedom fighters and was tortured and then after taking her to the bank of river Boleshwar she was killed and the dead body was thrown into the river.

Thus, you have committed an offence of abetment of torture and murder under section. 3(2) (a) (g) of the Act.

Charge No 19;-That during the period of Liberation War starting from 26.03.1971 to 16.12.1971 you being a member of Razakar Bahini, by exercising your influence over Hindu community of the then Pirozpur Subdivision (now Pirozpur District) converted the following Hindus to Muslims by force namely (1) Modhusudan Gharami (2) Kristo Saha (3) Dr. Gonesh Saha (4) Azit Kumar Sil, (5) Bipod Saha, (6) Narayan Saha, (7) Gowranga Pal, (8) Sunil Pal, (9) Narayan Pal, (10) Amulya Hawlader, (11) Hari Roy, (12) Santi Roy Guran, (13) Fakir Das and (14) Tona Das (15)Gouranga saha (16) his father Haridas (17) his mother and three sisters (18) Mahamaya,(19) Amiorani and(20) Kamalrani and other 100/150 Hindus of village-Parerhat and other villages under Pirozpur Sadar Police Station and you also compelled them to go the mosque to say prayers. The act of compelling somebody to convert his own religious belief to another religion is considered as an inhuman act which are treated as crimes

www.pathagar.com

against humanity. Thus, you have committed the said crimes punishable under sections 3(2)(a) of the Act.

Charge No. 20:- That one day in the last part of November, 1971 you got the information that thousands of civilian people were fleeing to neighbour country India in order to save Their lives. Then under your leadership a Razakar Bahini consisting of 10-12 armed forces, in a planned way, attacked the houses of Talukdar Bari in the village-Indurkani under Indurkani Police Station and detained total 85 persons and looted away goods therefrom. Then you dragged them to local Razakar camp. Except 10-12 persons, the rest of The persons were released on taking bribe negotiated by Fazlul Huq a member of Razakar Bahini. Male persons were tortured and female persons including Dipali, daughter of Khagendra Nath Saha Talukcler, Niva Rani, wife of Khagendra Nath Saha Talukder and Maya Rani daughter of Rajballav Saha and others were raped by Pakistani Army deployed in the camp. You directly participated in the acts of abduction, torture and abated the offence of rape which fall within the purview of the crimes against humanity.

Thus, you have committed the said crimes punishable under section 3(2}fa) of the Act.

The aforesaid charges of crimes brought against you are punishable under the provision of section 3(2) of the Act and within the cognizance and jurisdiction of this Tribunal. And we hereby direct you to be tried by this Tribunal on the said charges. You have heard and understood the aforesaid charges.

Q Are you guilty or not-guilty?

Ans. আমি নির্দোষ

The charges are read over and explained to the accused on dock who pleaded not guilty and claimed to be tried.

To 30-10-2011 for opening statement of the prosecution and examination of prosecution witnesses. The trial shall be continuing on every working days until further order. The defence counsel is also directed to submit a list of witnesses, if any, along with four sets of documents thereof, which the defence intends to rely upon by the date fixed.

www.pathagar.com

সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০টি চার্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক : ১৯৭১ সালের ৪ মে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নেতৃত্বাধীন দলের সদস্যরা পাকিস্তানী সেনাদের খবর দিয়ে পিরোজপুর সদর এলাকার মধ্য মাসিমপুর বাসস্ট্যান্ডের পেছনে নিয়ে যায়। সেখানে পরিকল্পিতভাবে আগে থেকে জড়ো করা ২০ জন নিরস্ত্র মানুষকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর ৩(২)(এ) ধারা অনুসারে মানবতাবিরোধী অপরাধ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা, চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র এবং গণহত্যাসহ ২০ অভিযোগে সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার (৩/১৯/১১) সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন।

অভিযোগ-২ : ৪ মে সাঈদী ও তার দল পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে নিয়ে মাসিমপুর হিন্দুপড়ায় যায়। সেখানে হিন্দু বাড়িগুলোতে লুট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। মানুষ পালাতে শুরু করলে সাঈদী ও তার দলের সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণ করলে ১৩ জন মারা যান।

অভিযোগ-৩ : ৪ মে সাঈদী পাকিস্তানী সেনাদের নিয়ে মাসিমপুর হিন্দুপাড়ায় মনীন্দ্রনাথ মিস্ত্রী ও সুরেশ চন্দ্র মণ্ডলের বাড়ি লুট এবং আগুন ধরিয়ে দেন। সাঈদী নিজে বিভিন্ন গ্রামের রাস্তার পাশের অসংখ্য বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন।

অভিযোগ-৪ : ৪ মে সাঈদী ও তার রাজাকার বাহিনী ও পাকিস্তানী সেনাদের নিয়ে ধোপাবাড়ির সামনে এবং পিরোজপুর সদর পুলিশ স্টেশনের এলজিইডি ভবনের পেছনের হিন্দুপাড়া ঘিরে ফেলেন। এ সময় গুলী চালানো হলে দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পুলিন বিহারী ও মুকুন্দ বালা মারা যান।

অভিযোগ-৫ : তৎকালীন পিরোজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাইফ মিজানুর রহমান সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। সাঈদী ও তার সহযোগী শান্তি কমিটির সদস্য মন্নাফসহ কয়েকজন পাকিস্তানী সেনাসদস্যকে নিয়ে ৫ মে পিরোজপুর হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে বলেশ্বর নদের তীরে নিয়ে যান। একই দিনে পুলিশ কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান আহমেদ (লেখক- হুমায়ুন আহমেদ ও মুহম্মদ জাফর ইকবালের বাবা) এবং ভারপ্রাপ্ত এসডিও আবদুর রাজ্জাককেও কর্মস্থল থেকে ধরা হয়। সাঈদীর উপস্থিতিতে এ তিন সরকারি কর্মকর্তাকে গুলী করে লাশ বলেশ্বর নদে ফেলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ-৬ : ৭ মে সাঈদীর নেতৃত্বে শান্তি কমিটির একটি দল পাকিস্তানী সেনাদের নিয়ে পাড়েরহাট বাজারে আওয়ামী লীগ, হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের বাড়ি-ঘর ও দোকান চিনিয়ে দেয়। এসব দোকান ও বাড়িতে লুটপাট করা হয়। এ সময় তারা মাখনলাল সাহার দোকান থেকে ২২ সের স্বর্ণ ও রূপা লুট করে।

অভিযোগ-৭ : ৮ মে বেলা দেড়টার দিকে সাঈদী পাকিস্তানী সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে বাদুরা গ্রামের নুরুল ইসলাম খানের ছেলে শহীদুল ইসলাম সেলিমের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে নুরুল ইসলাম খানকে আওয়ামী লীগ নেতা ও শহীদুল ইসলামকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং পাকিস্তানী সেনাদের হাতে সোপর্দ করেন। পরে তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ-৮ : ৮ মে বেলা তিনটার দিকে সাঈদী ও তার দলের সদস্যরা চিথলিয়া গ্রামের মানিক পসারির গ্রাম লুট করেন। এখানে পাঁচটি ঘরে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মানিক পসারির ভাই মফিজুদ্দিন ও ইব্রাহিককে ধরে সেনাক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময়

www.pathagar.com

সাঈদীর প্ররোচনায় পাকিস্তানী সেনারা ইব্রাহিমকে হত্যা করে। মফিজকে সেনাক্যাম্পে নির্যাতন করা হয়।

অভিযোগ-৯ : ২ জুন সকাল ৯টার দিকে সাঈদী ও তার সশস্ত্র সহযোগীরা ইন্দুরকানি পুলিশ স্টেশনের নলবুনিয়া গ্রামের আবদুল হালিম বাবুলের বাড়িতে লুটপাট করে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট এবং আগুন ধরিয়ে দেন।

অভিযোগ-১০ : ২ জুন সকাল ১০টার দিকে সাঈদীর নেতৃত্বে সশস্ত্র দল উমেদপুর গ্রামের হিন্দুপাড়ার ২৫টি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাঈদীর ইন্ধনে বিসাবালী নামের একজনকে নারকেল গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলী করে হত্যা করা হয়।

অভিযোগ-১১ : ২ জুন সাঈদী টেংরাখালী গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল আলম হাওলাদারের বাড়িতে পাকিস্তানী সেনাদের নিয়ে যান। সেখানে তার বড় ভাই আবদুল মজিদ হাওলাদারকে ধরে নির্যাতন করা হয়। এরপর সাঈদী নগদ টাকা লুট ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে যান। পরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ-১২ : সাইদীর নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি সশস্ত্র দল পাড়েরহাট বাজারের ১৪ জন হিন্দুকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাকিস্তানী সেনাদের কাছে নিয়ে যায়। পরে তাদের গুলী করে লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ-১৩ : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার দু'তিন মাস পর সাঈদীর নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনারা নলবুনিয়া গ্রামের আজহার আলীর বাড়িতে যায়। সেখানে আজহার আলী ও তার ছেলে সাহেব আলীকে ধরে নির্যাতন করা হয়। সাহেব আলীকে পিরোজপুরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ-১৪ : মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে সাঈদীর নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের একটি রাজাকার বাহিনী হোগলাবুনিয়ার হিন্দুপাড়ায় যায়। এখানে একজনকে (নাম প্রকাশ করা হলো না) ধর্ষণ করা হয়। পরে এই হিন্দুপাড়ার ঘরে আগুন দেওয়া হয়।

অভিযোগ-১৫ : মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে সাঈদীর নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের রাজাকার দল হোগলাবুনিয়া গ্রামের ১০ জন হিন্দু নাগরিককে ধরে পাকিস্তানী সেনারা এদের সবাইকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়।

অভিযোগ-১৬ : সাঈদীর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের রাজাকার দল পাড়েরহাট বন্দরের গৌরাঙ্গ সাহার বাড়ি থেকে তিন বোনকে ধরে পাকিস্তানী সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তিন দিন ধরে ধর্ষণ করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ-১৭ : সাঈদী ও তার নেতৃত্বের রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা পাড়েরহাটের বিপদ সাহার মেয়েকে তার বাড়িতে আটকে নিয়মিত ধর্ষণ করে।

অভিযোগ-১৮ : ভাগীরথী পাকিস্তানী সেনাদের ক্যাম্পে কাজ করতেন। সাঈদী এক দিন খবর দেন, ভাগীরথী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত নানা খবরাখবর দেন। পাকিস্তানী সেনারা তাকে হত্যা করে লাশ বলেশ্বর নদে ফেলে দেয়।

অভিযোগ-১৯ : সাঈদী প্রভাব খাটিয়ে পাড়েরহাটসহ অন্য গ্রামের ১০০-১৫০ জন হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে রূপান্তর করে। তাদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে বাধ্য করা হতো।

অভিযোগ-২০ : নভেম্বরের শেষ দিকে সাঈদী খবর পান, সাধারণ মানুষ ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে। তার নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র দল পরিকল্পিতভাবে ইন্দুরকানি গ্রামের তালুকদার বাড়িতে আক্রমণ চালায়। ৮৫ জন ব্যক্তিকে আটক করে তাদের কাছ থেকে মালামাল কেড়ে নেওয়া হয়। ১০/১২ জন বাদ দিয়ে বাকিদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। (দৈনিক প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর, ২০১১)

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালে চার্জ গঠনের আদেশ শুনানোর সময় বক্তব্য

সব অভিযোগ মিথ্যা -মাওলানা সাঈদী

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ২০টির সবকটি অভিযোগই মিথ্যা আর সাক্ষী মিথ্যা। আমি ১৯৭১ সালে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস কিছুই ছিলাম না, কমান্ডার হওয়া তো অনেক দূরের কথা। ভারতীয় রাজাকাররাই আমাকে রাজাকার বলে। আর বলে কিছু কলামিস্ট, যারা মিডিয়াকে ব্যবহার করে চরম মিথ্যাচার করছে। তিনি মিথ্যা অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে অনুরোধ জানান।

গতকাল সোমবার (৩/৯/১১) বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারক এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২০টি মানবতাবিরোধী অভিযোগ চার্জ গঠনের আদেশ পড়ে এ সংশ্লিষ্ট আরো খবর শুনানোর পর এ ব্যাপারে তার বক্তব্য জানতে চাইলে মাওলানা সাঈদী উপরোক্ত কথা বলেন। প্রায় ১ ঘণ্টাব্যাপী আদেশ দেওয়ার সময় মাওলানা সাঈদী ছিলেন পিছনের কাঠগড়ায় বসা। অভিযোগ গঠনের আদেশ দেওয়ার পর তাকে নিয়ে আসা হয় সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

সেখানে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক তার কাছে জানতে চান, আমরা ইংরেজিতে অর্ডার দেয়েছি। আপনার সুবিধার্থে বাংলায় বলছি। এসময় মাওলানা সাঈদী বলেন, আমি ইংরেজিটাই বুঝেছি। বাংলায় বলার প্রয়োজন নেই। তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাইলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আপনি বসেই বলুন। মাওলানা সাঈদী যেভাবে কুরআনের তাফসীর করতেন দেশে-বিদেশে ঠিক সেইভাবেই নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম... বলে বক্তব্য শুরু করেন। ৫/৬ মিনিটের বক্তব্য আদালত কক্ষে উপচেপড়া আইনজীবী, সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাই তন্ময় হয়ে শোনেন। অনেকেই বক্তব্য শুনে আফসোস করতে থাকেন।

মাওলানা সাঈদী এ সময় আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন জানান। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান তখন বলেন, এ ধরনের কোনও সুযোগ নেই। এর জবাবে সাঈদী বলেন, সুযোগ না থাকলে আমি দু-তিন কথায় এর জবাব দেব। তিনি প্রথমে সবাইকে সালাম দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, মাননীয় বিচারক, সেদিন আপনি প্রথম হজ্জ করে এসেছেন। আপনার মাথায় টুপি ছিলো, তখনও আপনার মুখ থেকে নূরানি আভা মলিন হয়নি। আমাকে এখানে আনার পর একজন প্রসিকিউটর আমার নাম বিকৃত করে বলেছিলো। আমি আশা করেছিলাম আপনি এর প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু আপনি সেটা করেননি।

www.pathagar.com

আপনি আদেশ দেয়ার সময় একই বিকৃত নাম বলেছেন। সূরা হুজরাতের ১১নং আয়াতের কথা উল্লেখ করে সাঈদী বলেন, ওই সুরাতে নামের বিষয়ে বলা আছে, কোনও মানুষকে বিকৃত করে ডেক না। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহর আরশের নীচে ৭ শ্রেণীর মানুষ ছায়া পাবে। তার মধ্যে ন্যায় বিচারকরা প্রথমেই রয়েছেন। আপনার (ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান) কাছ থেকে সেই ন্যায়বিচার আশা করি।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় কথা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক যুগের বেশি সময় আমাকে নিয়ে কোনো কথা হয়নি। ১৯৮০ সালে আমি যখন জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য হই তখনই আমাকে নিয়ে অভিযোগ ওঠে। ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার গঠন হয় তখন সংসদে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই আমি ২০ মিনিটের বক্তব্য দিয়ে বলেছিলাম, আমি রাজাকার নই। সেই ২০ মিনিটের বক্তব্যের একটি কথাও এক্সপাঞ্জ করা হয়নি। ঐ বক্তব্য কেউ এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনকে একটি রচনা ছাড়া আর কিছুই নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন মিথ্যা। এমন মিথ্যা প্রতিবেদনের জন্য আল্লাহর আরশ কাঁপবে।

আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যারা এমন প্রতিবেদন তৈরি করেছে তাদের ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে, আমি সেই লানত দেখার অপেক্ষায় আছি। পিনপতন নিরবতার মধ্যে মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী আরো বলেন, একাত্তরে আমি কোনও অপরাধ করিনি। কোনও বাহিনীর কমান্ডার তো দূরের কথা পদেও ছিলাম না। আমি রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস কিছুই ছিলাম না।

তিনি বলেন, মানবতাবিরোধী নয় মানবতার পক্ষে আমি বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে বক্তব্য দিয়ে এসেছি। তিনি বলেন, এখানে যাদেরকে স্বাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের সব কথাই মিথ্যা। কুরআন শরীফে আছে, যারা মিথ্যা বলে তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়বে।

মাওলানা সাঈদী বলেন, একটি মিথ্যা রচনার ভিত্তিতে বিচারের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। আমি ১৯৭১ সালের কোন ঘটনার সাথে জড়িত ছিলাম না। পাকবাহিনীর সাথে বৈঠক তো দূরের কথা তাদের সাথে আমার দুরতম কোন সম্পর্ক ছিল না। সুরা ইবরাহিমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি বলেন, আমি নিরীহ মানুষ। অথচ আমার বিরুদ্ধে পাহাড়সম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হলে আল্লাহর আরশ কাঁপবে। আমাকে জনসম্মুখে হেনস্থা করা এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর অন্তত এক যুগেও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার পরই কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী কলামিস্ট আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার শুরু করে। তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগকে মিথ্যা, মিথ্যা এবং মিথ্যা বলে অভিহিত করে মাওলানা সাঈদী বলেন, আমি নির্দোষ। আমাকে এসব অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া হোক।

৪-১০-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

বিচার কার্যক্রম দ্রুত করার অর্থ বিচারকে কবরস্থ করা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার পক্ষ সাক্ষী হাজির করতে না পারা এবং অভিযুক্ত পক্ষের সময়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অভিযোগের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ আগামী ২০ নবেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে। তার আগে অভিযুক্ত পক্ষের দায়েরকৃত চার্জগঠন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশনের শুনানি হবে আগামী ১৬ নবেম্বর। তিন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হককে ট্রাইব্যুনালের বিচারক বা চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদনের শুনানি হবে আগামী ১৩ নবেম্বর।

গতকাল রোববার (৩০/১০/১১) সরকার সমর্থিত কতিপয় সংগঠন আদালতের সামনে মানববন্ধনসহ বিক্ষোভ-সমাবেশ করে মাওলানা সাঈদীসহ আটককৃত জামায়াত ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের ফাঁসি দাবি করে। আদালত কক্ষে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দকে বিশেষ মর্যাদায় আসন দেয়া হয়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমও গতকালই অভিযুক্ত পক্ষকে সময় না দিয়ে সরকার পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য ছিলেন উদগ্রীব। তিনি বলেন, আজ বিচারিক কার্যক্রম শুরু হবে এমন প্রত্যাশা ছিল গোটা জাতির। গোটা জাতি এদিকেই তাকিয়ে আছে।

গতকাল রোববার বেলা ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারক এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্ত র্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন। তার ৫ মিনিট আগে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আদালত কক্ষে আনা হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় একটি প্রিজন ভ্যানে করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নিয়ে আসা হয় পুরাতন হাইকোর্টস্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায়।

বিচারিক কার্যক্রমের শুরুতেই অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম সময়ের আবেদনের পক্ষে শুনানি করতে চান। আদালত এতে প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তা শুনানির অনুমতি দেন। এরই মধ্যে সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান ট্রাইব্যুনালকে জানান, আমাদের পক্ষে আদালতে সাক্ষী হাজির করা সম্ভব হয়নি। কাজেই অভিযুক্ত পক্ষের কোন আবেদন থাকলে তার শুনানি হতে পারে। তবে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সময়ের আবেদন পরে শুনানি হবে এমন সিদ্ধান্ত জানিয়ে সরকার পক্ষের প্রধান কৌসূলী গোলাম আরিফ টিপুকে আহবান করেন আনুষ্ঠানিক বিচারিক কার্যক্রম শুরুর ওপেনিং স্টেটমেন্ট দেয়ার জন্য। এতে আপত্তি জানান এডভোকেট তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ওপেনিং স্টেটমেন্ট দেয়ার আগে আমার পক্ষের সাক্ষীর তালিকা দেয়ার কথা রয়েছে। আমি সেটা দিতে পারি নাই।

www.pathagar.com

কারণ আমি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাইনি। এ অবস্থায় ওপেনিং স্টেটমেন্ট হতে পারে না।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, সেটা আপনি সাক্ষ্য গ্রহণের আগেও দিতে পারবেন। আজকের পরে ৩ সপ্তাহ সময় থাকবে। তাজুল ইসলাম বলেন, আগে বিচার শুরু হয়ে যাওয়ার পরে সাক্ষীদের তালিকা দেয়ার নিয়ম নেই। ওপেনিং স্টেটমেন্ট হওয়া মানেই হলো বিচার শুরু হওয়া। তারা এক বছর ধরে দেশে-বিদেশে অনুসন্ধান করে অভিযোগ এনেছে এবং সাক্ষী জোগাড় করেছে। আমাকে অন্তত ৬ মাস সময় দেন। তাছাড়াও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে যে ২০টি অভিযোগ আমলে নিয়ে চার্জগ্রহণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা রিভিউ আবেদন জমা দিয়েছি।

সেটার নিষ্পত্তি না করে আপনি বিচার কার্যক্রম শুরু করতে পারেন না। সর্বোপরি এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের বিচারিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার আবেদন রয়েছে যার শুনানির দিন ধার্য আছে ১৩ নবেম্বর। সেটার নিস্পত্তি আগে প্রয়োজন। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হলে আমি চলে যাবো। তবে তার জন্য বিচার কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে না।

তাজুল ইসলাম বলেন, যার বিচারের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে তার অধীনে বিচার শুরু হয়ে যাওয়ার পর ঐ আবেদনের শুনানি হতে পারে না। বিচারক তাতে কর্ণপাত না করে চীফ প্রসিকিউটরকে ওপেনিং স্টেটমেন্ট দেয়ার আহবান জানান। এ পর্যায়ে তাজুল ইসলাম বলেন, বিচারকের কাজ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। দ্রুততার সাথে বিচার করা না। আসামী পক্ষের পর্যাপ্ত সময় দেয়া ছাড়া ন্যায় বিচার নিশ্চিত হতে পারে না। আইনের সাধারণ কথাই হলো অতি দ্রুততার সাথে সাথে বিচার সম্পন্ন করা মানে বিচারকে কবরস্থ করা। আমাদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া না হলে এই আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এভাবে প্রায় ৪৫ মিনিট ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানসহ ৩ বিচারক বনাম তাজুল ইসলামের মধ্যে চলে আইনি বিতর্ক। পরে বেলা সোয়া ১১টায় ট্রাইব্যুনাল আদেশ দেন। আদেশে আগামী ১৬ নবেম্বর চার্জ রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানির দিন ধার্য করা হয়। একই আদেশে আগামী ২০ নবেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণসহ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারিক কার্যক্রম শুরুর দিন ধার্য করা হয়। ঐ দিন থেকে বিচারিক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয় আদেশে।

চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু পরে প্রেসব্রিফিং-এ বলেন, আমরা ওপেনিং স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। গোটা জাতিই আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আসামী পক্ষের প্রবল আপত্তি ও সময়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে পেছানো হয়েছে।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম প্রেসব্রিফিং-এ বলেন, সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে তারা এক বছর তদন্ত করে অভিযোগ এনেছে। আর আমাকে মাত্র ২১ দিন সময় দেয়া হয়েছে। এটা ন্যায় বিচারের কথা নয়। আমাকে সময় না দেয়ার অর্থই হলো আমাকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করে শুধু সাজা দেয়া।

দ্রুততার সাথে কাউকে শাস্তি দেয়া আদালতের কাজ নয়। আদালতের কাজ হলো

www.pathagar.com

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। বিশ্বের যেখানেই এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল হয়েছে সেখানেই অভিযুক্ত পক্ষকে ৬ মাস এক বছর এমনকি ৫ বছর পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমরাও দেশে-বিদেশে সাক্ষী-জোগাড় করছি।

এতে সময় লাগবে, অন্যদিকে সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আমাদের সম্ভাব্য সাক্ষীদের গ্রেফতার করছে, মামলা দেয়া হচ্ছে এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ওদিকে গতকাল আদালত কক্ষে বিশেষ মর্যাদায় আসীন ছিলেন যুদ্ধাপরাধ মামলার সরকার পক্ষের অন্যতম সাক্ষী শাহরিয়ার কবির। পরে অবশ্য তিনি চলে যান। তবে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম নেতা লে. জেনারেল (অব.) হারুনুর রশিদ, নাট্য ব্যক্তিত্ব ম হামিদসহ সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম ও ঘানানিক কমিটির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে আদালতের বাইরে ছিল ঘেরাও। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নামে শত শত আওয়ামী সমর্থকরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধন করে কার্যত ট্রাইব্যুনাল ঘিরে রাখে। তারা অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা, বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ কথিত যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি দাবি করে। এ দাবিতে তারা অত্যাধুনিক ব্যানার, ফেস্টুন ব্যবহার করে এবং মাইকে শ্লোগান দেয়।

৩১-১০-১১ : সংগ্রাম

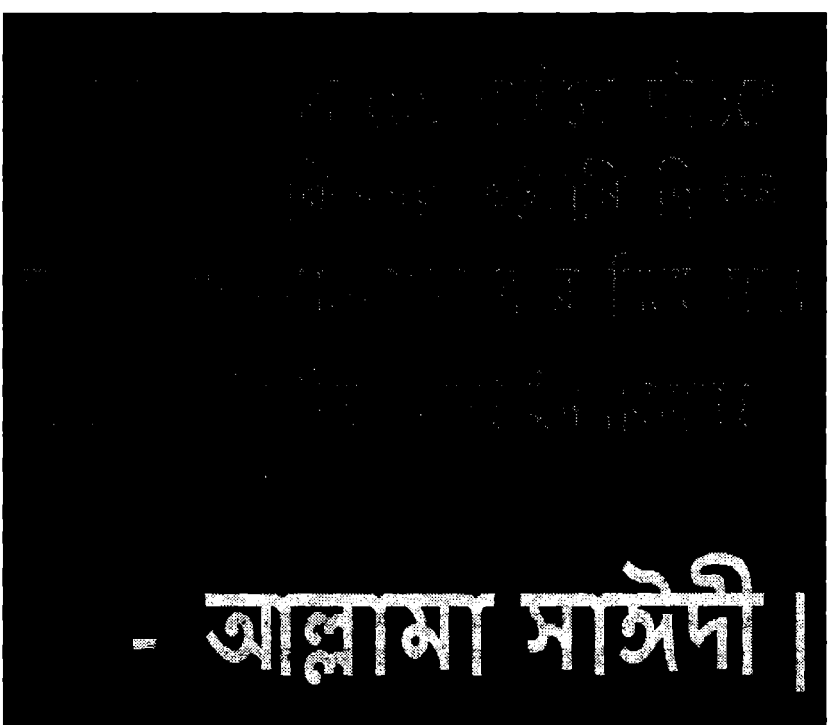

www.pathagar.com

গণতদন্ত কমিশনের সাথে বিচারপতি নাসিমের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন সরকার পক্ষের কৌসুলি

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানি গতকাল রোববার (১৩/১১/১১) ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারক বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারক এ কে এম জহিরের আদালতে শেষ হয়েছে। আজ সোমবার আদেশ দেবেন দুই সদস্যের ট্রাইব্যুনাল। আদালত কক্ষে দেশের সিনিয়র আইনজীবীদের উপচেপড়া উপস্থিতিতে এই মামলার শুনানিকালে মূল কৌসুলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান, বিচারপতিদের জন্য তৈরি আচরণবিধি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট এন্ড সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস, রোম স্ট্যাটুর অধীনে গঠিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের বিধানাবলী এবং দেশ-বিদেশের উচ্চতর আদালতের নজির অনুসারে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও ট্রাইব্যুনালের পদ থেকে নিজামুল হকের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি যদি ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্য পরিচালনা করেন তবে সেটা হবে আইনের পরিপন্থী এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। বিচারের নামে হবে প্রহসন। শুনানিকালে সাবেক আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, মামলার একটি পক্ষের ব্যক্তির সেই মামলারই বিচারক হওয়া অপ্রত্যাশিত। ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতি নিজামুল হকের এই ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম থেকে সরে যাওয়া উচিত। সিনিয়র আইনজীবী ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, বিচারকে বিচার মনে করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারপতি নাসিমের এই ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে পড়া উচিত। তার স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেয়া উচিত।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর গত ২৭ অক্টোবর দাখিলকৃত আবেদনের ওপর গতকাল এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই বিচারপতি নিজামুল হক গতকাল বিচারিক কার্যক্রম থেকে বিরত ছিলেন। অপর দুই বিচারক গতকাল সকাল-বিকাল দুই বেলা শুনানি গ্রহণ করেন। আবেদনের পক্ষে মূল শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। আদালতে সংক্ষিপ্ত শুনানি করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও খন্দকার মাহবুব হোসেন। অন্যদিকে সরকার পক্ষে শুনানি করেন এস হায়দার আলী ও মুহাম্মদ আলী। এছাড়াও আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী ও জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির বর্তমান সম্পাদক ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, সাবেক সম্পাদক এডভোকেট জয়নাল আবেদীন, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান, আশরাফুজ্জামানসহ ৭০/৮০ জন

www.pathagar.com

আইনজীবী। আইনজীবী ও সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত আসন সংকুলান না হওয়ায় অনেকেই দাঁড়িয়ে থাকেন আদালত কক্ষে। উপচেপড়া আদালতের কার্যক্রম গতকাল শুরু হয় সকাল ১০টা ৩৭ মিনিটে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নীচতলার হাজতখানা থেকে উপরে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাকে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় নিয়ে আসা হয় পুরাতন হাইকোর্ট ভবনস্থ ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায়। দুপুর ১টা থেকে ১ ঘণ্টা বিরতিসহ বেলা পৌনে ৪টা পর্যন্ত চলে উভয় পক্ষের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি।

১৯৯৪ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের সময় গঠিত গণতদন্ত কমিশনের ৪০ সদস্যের মধ্যে ২৫ নম্বর সদস্য ছিলেন এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান এবং ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতির আদেশে। যেহেতু তিনি মামলার একটি পক্ষ এবং ঐ গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন তাই তার কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব নয়।

বিচারপতিদের কোড অব কনডাক্ট বা আচরণবিধি অনুসারে তিনি এই মামলার বিচারক বা চেয়ারম্যান থাকতে পারেন না। এজন্য মাওলানা সাঈদী তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে এই আবেদন করেন।

শুনানিকালে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বৃটিশ ভারতের ২শ' বছর, পাকিস্তানের ২৫ বছর এবং বাংলাদেশের ৪০ বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাই ঘটেছে। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য একজন বিচারক থাকবেন সব সময়ই বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সভ্য দুনিয়ায় এটা হলো একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। বিচার্য বিষয়ের সাথে কোন বিচারপতির যদি দূরতম কোন সম্পর্ক থাকে তাহলে তিনি সেই বিচার কার্যে অংশগ্রহণ করবেন না। এটা বিচারাঙ্গনের একটি সাধারণ নিয়ম।

হাইকোর্ট বিভাগ, সুপ্রিম কোর্টের সব বিচারপতি এ বিষয়টি পুরোপুরিই অবহিত। শুধু তাই নয়, যারা হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টের বারান্দায় ঘোরাফেরা করেন তারাও এ বিষয়টি জানেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো এই ট্রাইব্যুনালে। ২০১০ সালের ২৫ মার্চ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমকে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, ২০০১ সালে বিচারপতি নাসিম হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য একটি জাতীয় গণতদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনকে সহায়তা করার জন্য ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হয়। এই সেক্রেটারিয়েটের অন্যতম সদস্য ছিলেন হাইকোর্টের তৎকালীন আইনজীবী এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ গণতদন্ত কমিশন একটি রিপোর্ট পেশ করে। বিচারপতি নিজামুল হক ঐ তদন্ত কমিশনের সেক্রেটারিয়েটের সদস্য হিসেবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ আরও অনেকের ব্যাপারে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়ে গণতদন্ত

www.pathagar.com

কমিশনকে সহায়তা করেন। যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের যুদ্ধাপরাধের সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা সেই সম্পর্কে গঠিত গণতদন্ত কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যেহেতু তিনি অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন যারা আদালতে আবারও সাক্ষ্য দিবেন এবং যেহেতু তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন সেইহেতু তিনি এই ট্রাইব্যুনালের বিচারক বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সম্প্রতি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০টি অভিযোগের বিষয় তুলে ধরে বলেন, ১৯৯৪ সালের ঐ তদন্ত কমিশনে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল সেইসব অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জ আকারে। আর ঐ অভিযোগ ১৯৯৪ সালে যারা এনেছিলেন তাদের মধ্যে বিচারপতি (তৎকালীন এডভোকেট) নাসিম সাহেব ছিলেন অন্যতম। তিনি এই মামলার একটি পার্ট হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থেই এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম থেকে তার বিরত থাকা উচিত।

বাংলাদেশের সংবিধান, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের জন্য তৈরি করা আচরণবিধি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, রোম স্ট্যাটু এবং দেশে ও বিদেশে বেশ কয়েকটি মামলার নজির তুলে ধরে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও চেয়ারম্যানের পদ থেকে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি যদি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন সেটা হবে আইনের পরিপন্থী, ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। বিচারের নামে হবে প্রহসন। অভিযুক্তরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি যদি পদত্যাগ না করেন তাহলে শুধু ন্যায়বিচার বিঘ্নিতই হবে না বিচারের ইতিহাসে একটি কলংকের অধ্যায় রচিত হবে। তিনি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক বা চেয়ারম্যান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সাংবিধানিক, আইনগত ও নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি তিনি পদত্যাগ করবেন ততই মঙ্গল।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক প্রমাণ দেখিয়ে বলেন, বর্তমান প্রসিকিউটর (সরকার পক্ষের আইনজীবী) জিয়াদ আল মালুম এবং বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম (তৎকালীন এডভোকেট)। ১৯৯৩-৯৪ সালে গণতদন্ত কমিশনে একত্রে কাজ করেছেন। এখন তার একজন বিচারক আরেকজন ফরিয়াদী!

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যাদের বিচার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ১৭ বছর আগে বিচারপতি নাসিম সাহেব তদন্ত করেছেন। সেই হিসেবে তিনি এই মামলার একটি পক্ষ। একটি পক্ষের লোক কি করে সেই মামলারই বিচারক নিযুক্ত হন। এটা অপ্রত্যাশিত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের আচরণ বিধি অনুসারে তিনি এই মামলার বিচারক থাকতে পারেন না। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিচারকদের অভিযোগ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাকে প্রত্যাহার করিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, হাইকোর্টের একজন বিচারপতির যে পদমর্যাদা সেটা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই বিচারপতি নিজামুল হকের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা বিচারক থাকা উচিত নয়। গণতদন্ত কমিশনের একজন

www.pathagar.com

সদস্য হওয়ার কারণে তিনি এই মামলার একটি পক্ষ। যিনি একটি পক্ষের লোক তিনি নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন না। নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদীহিতা এবং গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থেই বিচারপতি নিজামুল হককে এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

সরকার পক্ষের শুনানিতে এস হায়দার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ যেমন সত্য, গণতদন্ত কমিশনও তেমন সত্য। বিচারপতি নিজামুল হক যে গণতদন্ত কমিশনের সাথে ছিলেন সেটা আমি অস্বীকার করছি না। বিচারপতিদের কোড অব কনডাক্টে আছে তারা কি করতে পারবেন আর কি করতে পারবেন না।

গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল নিজামুল হকের হাইকোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার অনেক আগে। পূর্বে কি ছিলেন বা কি করেছেন তার ওপর কোড অব কনডাক্টে কিছু বলা নেই। সুতরাং তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারক বা চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে কোনো অন্যায় করেননি। তিনি ন্যায়বিচার করেন কিনা তার জন্য আপিলেরও সুযোগ আছে। তিনি বলেন, গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্টের অভিযোগ আর মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত চার্জের অভিযোগের হুবহু মিল তো হতেই পারে। কারণ, ঘটনা যেহেতু এক এবং ঘটনা ঘটেছে। আগে কোনো কিছুর সাথে জড়িত ছিলেন বলে তিনি কোনো বিচারিক কার্যক্রম করতে পারবেন না এমন কথা আইনে নেই।

এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বলেন, এখানে যারা শুনানি গ্রহণ করেছেন তারা তাদেরই আরেক সহকর্মীকে অপসারণের এখতিয়ার রাখেন কিনা, সেটা একটা বিবেচ্য বিষয়।

সরকার পক্ষের বক্তব্যের জবাব দিতে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আবারো দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা যুক্তিতর্ক পেশ করেন। তিনি বলেন, আমরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছি যে, গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন নাসিম সাহেব। সুতরাং এই মামলার বিচারিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার নৈতিক এবং আইনগত অধিকার তার নেই। তিনি ন্যায়বিচারের স্বার্থেই পদত্যাগ করবেন বলে আমরা আশাবাদী।

ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের শুনানি শেস হলে বেলা পৌঁনে ৪টায় আদালতের কার্যক্রম মূলতবী করেন। আজ সোমবার এই মামলার আদেশ দেয়া হবে বলে আদালতে উল্লেখ করেন বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির।

পরে সাংবাদিকদের বিফ্রিংকালে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, যেহেতু ১৯৯১ সালের মানবতাবিরোধী অনেক অপরাধের তদন্ত করেছেন বিচারপতি নাসিম সেহেতু আমরাও তো তাকে সাক্ষী বানাতে পারি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানে ন্যায়বিচার না পেলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যাওয়ার দরজা আমাদের জন্য খোলা আছে। তিনি এক সময় আমাদের সহকর্মী ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আশা করি, তিনি নিজেই তার পদমর্যাদার কথা বিবেচনা করবেন।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিচারপতি নাসিম সাহেব নিজে তথ্য গোপন করে এই ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও চেয়ারম্যান হয়েছেন। এতে তিনি বিচারপতিদের কোড অব কনডাক্ট ভঙ্গ করেছেন। ১৪-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি ফজলে কবিরের আদেশ

নিজামুল হককে সরানোর এখতিয়ার আমাদের নেই

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমকে সরানোর এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারকের নেই। পদত্যাগের বিষয়টি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব এখতিয়ার। বিষয়টি সম্পূর্ণই তার নিজস্ব সুবিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। এরূপ পর্যবেক্ষণ দিয়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারক এ টি এম ফজলে কবির ও এ কে এম জহির। গত রোববার এই মামলার দীর্ঘ শুনানির পর গতকাল (১৪/১১/১১) সকালে বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির এ সংক্রান্ত আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশের পর মাওলানা সাঈদীর প্রধান কৌসুলী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যাওয়ার জানালা খোলা আছে। তবে আশা করি, বিচারপতি নিজামুল হক নিজেই নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অপর দিকে সরকার পক্ষের কৌসুলী প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী বলেছেন, এই আদেশের পর বিচারপতি নিজামুল হকের এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনায় আর কোনো বাধা নেই।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম ১৯৯৩-৯৪ সালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত গণতদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন বিধায় তিনি ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত সমুদয় মামলার একটি পক্ষ। এ কারণে তিনি এই মামলার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং বিচারপতিদের জন্য তৈরি করা আচরণ বিধির লঙ্ঘন। এ জন্য মাওলানা সাঈদী গত ২৭ অক্টোবর বিচারপতি নিজামুল হককে এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম থেকে সরে যাওয়ার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন। গত রোববার এই আবেদনের ওপর দীর্ঘ শুনানি হয় ট্রাইব্যুনালে। তবে বিচারপতি নিজামুল হক এই শুনানিতে অংশ নেননি। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারক এ টি এম ফজলে কবির ও এ কে এম জহির মামলার শুনানি গ্রহণ করেন ঐ দিন সকাল-বিকাল। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, এডভোকেট মাহবুব হোসেন ও ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ। অপরদিকে সরকার পক্ষে শুনানি করেন এস হায়দার আলী ও মোহাম্মদ আলী। দীর্ঘ শুনানির পর গতকাল আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হয়। গতকাল বেলা পৌনে ১১টায় মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। ৩ জন বিদেশী আইনজীবী প্রেরিত ই-মেইল বার্তার ভিত্তিতে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু। এ প্রসঙ্গে আদালত মাওলানা সাঈদীকে সামনে ডেকে নিয়ে তিনি কোনো বিদেশী আইনজীবী নিয়োগ করেছেন কিনা জানতে চান। মাওলানা সাঈদী দেশী আইনজীবীদের মাধ্যমে বিদেশী আইনজীবীদের পরামর্শ নেয়ার কথা জানান। আদালত এ সংক্রান্ত আদেশ দেন পরে। এ পর্যায়ে বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটে বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির রোববার অনুষ্ঠিত মাওলানা সাঈদীর আবেদনের ওপর আদেশ দেয়া শুরু করেন।

বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির তার আদেশে উল্লেখ করেন যে, বিচারপতি নিজামুল হক একটি আইনের দ্বারা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন।

www.pathagar.com

তাকে অপসারণ করার বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। একজন বিচারককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার ক্ষমতা অন্য বিচারককে দেয়া হয়নি। পদত্যাগের বিষয়টি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত। আদেশে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা হয়, বিচারপতি নিজামুল হক ১৯৯৩-৯৪ সালে গঠিত গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। অপরদিকে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলীর বক্তব্যের সূত্র ধরে আদেশে বলা হয়, গণতদন্ত কমিশনের সদস্য থাকার কারণে বিচারপতি নিজামুল হক কোন কোড অব কনডাক্ট লঙ্ঘন করেননি। এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম করতেও কোন বাধা নেই। তবে চূড়ান্ত আদেশে এটি এম ফজলে কবির উল্লেখ করেন যে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট অনুসারে বিচারপতি নিজামুল হককে চেয়ারম্যান করে ৩ সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এখানে একজন বিচারককে আরেকজন বিচারকের অপসারণ বা অব্যাহতি দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। পদত্যাগের বিষয়টি যার যার নিজস্ব ব্যাপার।

সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের আবেদনের যে মেরিট সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন বিচারপতি নিজামুল হক। এটা যেমন প্রসিকিউটর স্বীকার করেছেন। তেমনি আদেশেও সেটা উল্লেখ আছে। কাজেই এটা প্রতিষ্ঠিত যে নিজামুল হক গণতদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। কাজেই তার কাছে সুবিচার পাওয়া সম্ভব কি না? আমরা বিচার চাই, বিচার চাই, কিন্তু সুবিচার করতে হলে তিনি এই পদে থাকতে পারেন না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যাওয়ার জানালা আমাদের সামনে খোলা আছে। তবে আমরা আশা করি এই আদেশের পর তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই মামলার বিচারক বা চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিজেকে বহাল রাখবেন কি না। গোটা জাতি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি যত তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করবেন ততই তার জন্য মঙ্গলজনক, দেশের জন্য মঙ্গলজনক, ট্রাইব্যুনালের জন্যও মঙ্গলজনক। আরেক প্রশ্নের জবাবে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও আচরণ বিধি অনুসারে তার বাধা রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের কাজ হলো ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, মাওলানা সাঈদীর আবেদনের পক্ষে পর্যাপ্ত আইন না থাকায় সেটা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনায় এখন আর বিচারপতি নাসিমের কোন বাধা নেই।

উল্লেখ্য, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার আবেদনে অভিযোগ করেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক ১৯৯৪ সালে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে তার এই পদে বহাল থাকা সংবিধান লঙ্ঘন। এছাড়াও বিচারপতিদের কোড অব কনডাক্টের ধারা ১, ২, ৩ (৬) এ, ৩(৬) (ডি) (৪) এবং সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১০ অনুচ্ছেদেরও লঙ্ঘন।

গতকাল মাওলানা সাঈদীর পক্ষে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে সহায়তা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, মুনশী আহসান কবির, এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকারসহ প্রায় অর্ধশত আইনজীবী। সরকার পক্ষে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু, এস হায়দার আলী, জিয়াদ আল মাসুমসহ প্রসিকিউটরগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৫-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের ট্রাইব্যুনাল বর্জন

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের পদ থেকে বিচারপতি নিজামুল হক নিজেকে সরিয়ে না নেয়ায় গতকাল বুধবার আদালত বর্জন করেছে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবীরা। একই সাথে পরবর্তী শুনানির দিনে বিচারপতি নিজামুল হক কেন এই পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন না তারও ব্যাখ্যা চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম। গতকাল বুধবার (১৬/১১/১১) সকালে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরুর পর এডভোকেট তাজুল ইসলাম আদালতে দাঁড়িয়ে বলেন, বিচারপতি হিসেবে আমরা আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে আমরা আপনাকে মেনে নিতে পারছি না।

তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আদালতের আদেশের পরেও আপনি ট্রাইব্যুনালে বসবেন কি বসবেন না, সেটা তো আমরা জানতাম না। জবাবে নিজামুল হক বলেন, আমি কেন বসবো না। আমি তো রিফিউজড হইনি। এ সময় তাজুল ইসলাম বলেন, আদেশ তো হয়েছে পদত্যাগের ব্যাপারটা আপনার নিজস্ব বিষয়। নিজামুল হক বলেন, আদেশের কপি আমি এখনো পাইনি। তাহলে আমি কেন বসবো না। এ সময় তাজুল ইসলাম বলেন, আদেশের পরেও আপনি এই আদালতে বসেছেন, বিষয়টি আপনার জন্য যেমন বিব্রতকর, তেমনি আমার জন্যও বিব্রতকর বটে।

এ সময় বিচারপতি এ টিএম ফজলে কবীর বলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির, ক্ষমতা নেই চেয়ারম্যানকে অপসারণ করার। এটা তার (নিজামুল হকের) নিজস্ব বিবেচনার বিষয়। ট্রাইব্যুনাল জানায়, এ ধরনের আবেদন শুনানির জন্য অন্তত একদিন আগে জমা দেয়া প্রয়োজন। জবাবে আসামী পক্ষের আইনজীবীরা বলেন, নিজামুল হক বুধবারও এজলাসে বসবেন এটা তাদের জানা ছিল না।

পরক্ষণে বিচারক এ কে এম জহীর আহমেদ তাজুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি আপনি আলাদা কেউ না। আমরা সবাই একসঙ্গে ট্রাইব্যুনালের জন্য কাজ করছি।

এরপর তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে চার্জ গঠনের আদেশের ওপর রিভিউ আবেদনের শুনানি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে রিভিউ আবেদনের জন্য সময় চাইলে সেটি 'নট প্রেসড' (উপস্থাপিত হয়নি) করে খারিজ করে দেন ট্রাইব্যুনাল। এদিকে ট্রাইব্যুনালের শুনানির শুরুতে বিচারপতি নিজামুল হকের উপস্থিতিকে বিব্রতকর উল্লেখ করে একটি আবেদনপত্র দায়ের করেন সাঈদীর আইনজীবী তাজুল ইসলাম। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, নিজামুল হক কোন বিবেচনায় এত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও চেয়ারম্যানের পদে বহাল আছেন, তা আমরা জানতে চেয়েছি। তার কারণ ব্যাখ্যা করে আদালতের রেকর্ডে রাখতে বলেছি।

আদালত থেকে বের হয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা আদালত বর্জন করেছি।

www.pathagar.com

গত ১৩ নবেম্বর চেয়ারম্যানের প্রত্যাহারের শুনানি হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছিলো, এটি একটি স্পর্শকাতর এবং বিচারকের নিজস্ব বিষয়।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা আশা করেছিলাম, সুবিবেচনার সাথে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আচরণবিধি মেনে নিজামুল হক পদত্যাগ করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আমরা তাকে বলেছি, আপনার উপস্থিতিতে এর শুনানি হলে ন্যায় বিচার ব্যাহত হবে, আদালতের ভাবমর্যাদাও ক্ষুণ্ন হবে। আমরা আশা করছি, তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন এবং চলে যাবেন। সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা আজ আদালত বর্জন করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত নেবো শুনানি আর চালিয়ে যাবো কি যাবো না। এ বিষয় আগামী রোববার ১২টায় শুনানি হবে।

আপনারা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন কিনা এমন এক প্রশ্নের জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ৭৩ এর ৬(২) ধারায় আছে, নিরপেক্ষ বিচারকাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ ট্রাইব্যুনাল সব কিছু করতে পারবে। এদিকে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর জেয়াদ আল মালুম সাংবাদিকদের বলেন, আসামী পক্ষের আইনজীবীদের এ ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং অসৌজন্যমূলক। তারা আজ যা করেছেন, সেটি সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন, বার কাউন্সিল এবং ট্রাইব্যুনালের বিধি ভঙ্গ করে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা চিন্তা ভাবনা করছি।

১৭-১১-১১ : সংগ্রাম

ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় নামাযরত আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.pathagar.com

বিচারপতি নাসিমের থাকার বৈধতার আদেশ না দিয়েই মাওলানা সাঈদীর বিচার শুরু!

শহীদুল ইসলাম : দুই বিচারকের আদেশের পরও বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম কেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারিক দায়িত্ব পালন করছেন এ সংক্রান্ত আবেদনের ওপর দীর্ঘ শুনানি হলেও বুধবার আদেশের দিন ধার্য করে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। ৮৮ পৃষ্ঠার সূচনা বক্তব্যের ৬১ পৃষ্ঠা গতকাল ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করেছেন সরকার পক্ষ। আজ বাকী বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে। ট্রাইব্যুনালে যুক্তি-তর্ক পেশকালে মাওলানা সাঈদীর পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিচারপতি নিজামুল হক গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি বায়াসড। তিনি এই ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে অভিযুক্তরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। শুনানিতে অংশ নিয়ে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য তাদেরকেই শুধু এখানে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিচার কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, বিচারপতি নিজামুল হকের দুই সহকর্মী পদত্যাগের বিষয়ে তার সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আদেশ দেয়ার পরও তিনি বিচারিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা বিব্রতকর।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল রোববার (২০/১১/১১) বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়।

বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারক এ কে এম জহির এ সময় এজলাসে বসলে অভিযুক্ত পক্ষের দায়েরকৃত ২টি আবেদনের শুনানি শুরু হয়। বিচারপতি নিজামুল হক কেন বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তার কারণ জানতে চাওয়া আবেদনের ওপর শুনানিতে অংশ নেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন ও এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাবেক স্পীকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, সাবেক সম্পাদক এডভোকেট জয়নাল আবেদীন, এডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার, সাবেক ডিএজি আশরাফুজ্জামান, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, ব্যারিস্টার ফখরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবিরসহ ৭০/৮০ জন আইনজীবী এ সময় ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী ও সাংবাদিক, অবজার্ভারদের উপচে পড়া ভীড়ে

www.pathagar.com

গতকাল আদালত হয়ে ওঠে জনাকীর্ণ। সরকার পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর ও অন্যান্য প্রসিকিউটরগণ ছাড়াও গতকাল ট্রাইব্যুনালে শুনানিতে অংশ নেন এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার মাহবুবে আলম। বিচারপতি নিজামুল হক ট্রাইব্যুনালে কেন বিচারিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন সে সংক্রান্ত আবেদনের ওপর সূচনা বক্তব্যে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, বিচারপতি নিজামুল হক ১৯৯৩-৯৪ সালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত গণতদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ফলে তিনি এই ট্রাইব্যুনালে বিচারিক কার্যক্রম চালালে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি একটি পক্ষের প্রমাণিত লোক। এ প্রসঙ্গে তিনি সিয়েরালিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মামলার রায়ের নজির তুলে ধরেন। তিনি প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুমের সাথে তদন্ত কার্যক্রম চালিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ৬ (২) (এ) ধারায় বলা হয়েছে যে ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করবেন। কিন্তু বিচারপতি নিজামুল হক একটি পক্ষের ব্যক্তি হওয়ায় তার কাছ থেকে ন্যায়বিচারের সম্ভাবনা নেই।

শুনানিতে অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বিচারপতি নিজামুল হককে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার অপর দুই সহকর্মী আপনার পদত্যাগের বিষয়টি আপনার সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন। আমরা আপনার সুবিবেচনা জানতে চাই।

বিচারের স্বচ্ছতার স্বার্থেই আপনার এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। ন্যায়বিচারের স্পিরিটই হলো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে তিনি সরে যান। তিনি বলেন, আমি ৪৫ বছর আইন পেশায় আছি এবং মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িত ছিলাম। ১৯৭১ সালে যারা গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে তাদের বিচার আমিও চাই। কিন্তু এখানে যাদেরকে বিচারের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তারা ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তারা বিরোধী দলের নেতা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কৌশল হিসেবে এখানে বিচারের আয়োজন। নিজামুল হকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি কি বলতে পারেন যে গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন না। যেহেতু ছিলেন সেহেতু আপনার দ্বারা প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য আপনার সরে যাওয়া উচিত।

এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, জজ সাহেবের কাজ শুধু আসামীকে শাস্তি দেয়া নয়। বরং ন্যায়বিচারের কথাই হলো বিচারক আসামীকে নির্দোষ মনে করবেন। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে, তিনি দোষী না নির্দোষ। বিচারপতি নিজামুল হক যেহেতু গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন তাই তিনি অভিযুক্তদের নির্দোষ ভাবতে পারেন না। বরং দোষী প্রমাণ করতেই তিনি ব্যস্ত থাকবেন।

সুতরাং আসামীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। বিচারপতি নিজামুল হকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি এখানে থাকলে বিচার প্রভাবিত হবে। দুই বিচারকের আদেশের পরও আপনি এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা

www.pathagar.com

বিব্রতকর।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এই ট্রাইব্যুনালের আইন, বাংলাদেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ সব কিছুতেই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আপনি যেহেতু একটি পক্ষের হয়ে এই বিষয়েই তদন্ত করেছেন সেহেতু ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে না। আপনার নেতৃত্বে গঠিত ট্রাইব্যুনাল মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করেছে সেইসব অভিযোগই গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্টে রয়েছে যার প্রস্তুতকারকদের একজন আপনি নিজে। গত ১৪ নবেম্বর দুই বিচারকের দেয়া আদেশ উপস্থাপন করে তিনি বলেন, তারা ডিসপোসড অফ করেছেন। আপনি বায়াসড। এটা সিরিয়াস অভিযোগ। বিচার যে বাস্তবে হচ্ছে সেটা দেখারও প্রয়োজন আছে।

অভিযুক্ত পক্ষের দুই ঘণ্টা শুনানি শেষে এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম সরকার পক্ষের শুনানিতে বলেন, প্রায় দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম মাওলানা সাঈদীর বিচার শুরুর সূচনা বক্তব্য শোনার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা শুরু করা যায়নি। ১৯৯৩-৯৪ সালে জাহানারা ইমাম, সুফিয়া কামালদের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি হয়েছিল। গণতদন্ত কমিশন তখন হয়েছিল। তার সদস্য বিচারপতি নিজামুল হক ছিলেন। তবে সেটা কোন বিবেচনার বিষয় নয়। আইন অনুসারে কোড অফ কনডাক্ট অনুসারে বিচারক হওয়ার পর তিনি কি করবেন বা করবেন না সেটা দেখার বিষয়।

এটর্নি জেনারেল বলেন, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ আদালতেরই প্রিজাইডিং জজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন না। এটা আদালত অবমাননার শামিল। আইন অনুসারে ৩ জন বিচারককে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত। একজনকে বাদ দেয়ার কোন বিধান নেই। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক দেশ-বিদেশের যেসব নজীর উপস্থাপন করেছেন তা এই মামলার সাথে সম্পর্কিত নয়।

এ সময় ট্রাইব্যুনাল এই আবেদনের ওপর অর্ডার না দিয়েই অন্য আবেদনের শুনানি করতে চাইলে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আপনি এখান থেকে সরে গেলেও হাইকোর্টের বিচারপতি থাকতে পারবেন। বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, আমি সব কিছু কনসিডারে নিয়েই এখানে বসেছি।

অভিযুক্ত পক্ষের দ্বিতীয় আবেদনের শুনানির জন্য এডভোকেট তাজুল ইসলামকে আহবান জানান বিচারপতি নিজামুল হক। তিনি বলেন, দুটি আবেদনের একত্রে আদেশ দিবো। এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাইনি। তারা তদন্তের জন্য এক বছর সময় পেয়েছে আমাদের অন্তত ৬ মাস দেন। তা না দিলে অন্তত ৬ সপ্তাহ সময় দেন। চেয়ারম্যান বলেন, আপনাকে ইতঃপূর্বে সময় দেয়া হয়েছে। আর আজ শুধু ওপেনিং স্টেটমেন্ট হবে। আপনার বক্তব্য রাখা বা সাক্ষীদের তালিকা দেয়ার সময় আরো পাবেন। সুতরাং আজ আদালতের

www.pathagar.com

কার্যক্রম মুলতবি করা যাচ্ছে না।

বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক ২টি আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রথম আবেদন যেটাতে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের বিচারিক কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে আপত্তি সেটার আদেশ দেয়া হবে ২৩ নবেম্বর। আজ ওপেনিং স্টেটমেন হবে। আসামী পক্ষ ৭ ডিসেম্বর সাক্ষীদের তালিকা দেবেন চীফ প্রসিকিউটরকেও ঐদিন সাক্ষী হাজির করার দিন ধার্য করে আদেশ দেন। এ পর্যায়ে মধ্যাহ্ন বিরতি দেয়া হয় আদালতের কার্যক্রমে।

পরে প্রেস ব্রিফিং-এ এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, হাজার হাজার পৃষ্ঠার অভিযোগ এসেছে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে। এখন উনারা বিচারকে ব্যাহত করার জন্য নানা পথ খুঁজছেন। বিচার না হলে ৩০ লাখ শহীদের আত্মা শান্তি পাবে না। জনগণও হতাশ হবে, তারা লোক ভাড়া করে এনে নানা জায়গা থেকে নানা কথা বলছেন।

প্রেস ব্রিফিং-এ ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি। দুই বিচারক তার সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন তার পদত্যাগের বিষয়টি। আমরা আজ সেটাই জানতে চেয়েছি তার কাছে। রিজন বলেছি। উনিও সেটা গ্রহণ করেছেন।

আগামী ২৩ তারিখ সেটার আদেশ হবে। আমরা ঐদিনের দিকে তাকিয়ে আছি যে, উনার কি সুবিবেচনা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি যেসব নজীর উপস্থাপন করেছি এটর্নী জেনারেল যদি তার বিপরীতে কোন নজীর দেখাতে পারতেন তাহলে আমি খুশি হতাম।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর বেলা ২টায় পুনরায় ট্রাইব্যুনাল বসলে সরকার পক্ষে চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু মাওলানা সাঈদীর বিচারের আনুষ্ঠানিকতার জন্য সূচনা বক্তব্য শুরু করেন। এক ঘণ্টা বক্তব্য রাখার পর বয়োবৃদ্ধ চীফ প্রসিকিউটরের বাকী বক্তব্য পড়তে আসেন প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান। বেলা সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলে সূচনা বক্তব্য। ৮৮ পৃষ্ঠার দীর্ঘ সূচনা বক্তব্যের মধ্যে ৬১ পৃষ্ঠা গতকাল উপস্থাপিত হয়েছে। আজ সোমবার বাকি বক্তব্য পেশ করবেন তিনি।

গতকাল পর্যন্ত যে বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এসেছে। ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী কোন অপরাধ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী করেছেন কিনা সে পর্যন্ত গতকাল আসেনি। অভিযোগগুলো আজ উপস্থাপিত হতে পারে।

২১-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

শতাব্দীর নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার -তাজুল ইসলাম

সূচনা বক্তব্যে সরকার পক্ষের আপত্তিকর অভিযোগ

শহীদুল ইসলাম : ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিচার শুরুর প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান শেষ হয়েছে। গত রোববার শুরু হওয়া প্রারম্ভিক বক্তব্যের অবশিষ্ট বক্তব্য গতকাল উপস্থাপন শেষ হয়। চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপুর পক্ষে গতকাল (১/১১/১১) ট্রাইব্যুনালে অবশিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রসিকিউটর সৈয়দ রেজাউর রহমান। ৮৮ পৃষ্ঠার সূচনা বক্তব্যে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অনেকগুলো অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি পাকবাহিনীকে এসব অপকর্মে সহায়তা করেছেন বলে সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগকে শতাব্দীর নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এসব অভিযোগই মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। আগামী ৭ ডিসেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হবে।

বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও বিচারক এ কে এম জহির আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গতকাল সকাল ১০টা ৪০মিনিটে এজলাসে বসেন। তার কয়েক মিনিট আগে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালের আসামির কাঠগড়ায় আনা হয়। নীচতলায় হাজতখানায় অবশ্য আরো এক ঘণ্টা আগে এনে রাখা হয় দেশ বরেণ্য এই আলেমকে। আদালতের বাইরে গতকালও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ব্যানারে কয়েকশ' লোক মানববন্ধন করে ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে ঘেরাও করে রাখে। তারা মাওলানা সাঈদীর ফাঁসি দাবি করে। আদালত ঘেরাও করে বিচারকদের ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করে রায়কে পক্ষে নেয়ার কৌশল হিসেবে এ ধরনের মানববন্ধন প্রায়ই করা হচ্ছে।

গতকাল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের শুরুতেই এডভোকেট তাজুল ইসলাম জানান, তিনি এখন পর্যন্ত সূচনা বক্তব্যের কপি পাননি। আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে যা এখানে পড়ে শুনানো হচ্ছে আমি জানতে পারবো না কেন? ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, এটা আপনার প্রয়োজন নেই। তাজুল ইসলাম বলেন, ৮৮ পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্য হুবহু পড়া হচ্ছে। আমি অভিযুক্তের আইনজীবী হিসেবে সেটা কি মিলিয়েও দেখতে পারব না। এ পর্যায়ে তিন বিচারকের নিজেদের মধ্যেই মত পার্থক্য দেখা যায়। একে এম জহির ডিফেন্সকে

www.pathagar.com

কপি দিতে বলেন। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, কপি পরে দিব। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আপনারা আজকের কোর্টের পরেই সরবরাহ করবেন। তাজুল বলেন, এটা হতে পারে না যে, সূচনা বক্তব্য দেয়া হচ্ছে এখন আর আমি কপি পাব পরে। এ পর্যায়ে বিচারক এ কে এম জহির আহমেদ নিজের কপিটি তাজুল ইসলামকে দেখতে দেন। এরপরই প্রসিকিউটর রেজাউর রহমান রোববারের সূচনা বক্তব্যের অবশিষ্ট ২৭ পৃষ্ঠা উপস্থাপন করেন। এক ঘণ্টা সময় নেন এই বক্তব্য উপস্থাপন করতে। বক্তব্য উপস্থাপন শেষ হলে তাজুল ইসলামের কাছ থেকে সূচনা বক্তব্যের কপিটি নিয়ে নেয়া হয়। বিচারকরা চিফ প্রসিকিউটরকে নির্দেশনা দেন যে, তিনি যেন তাজুল ইসলামকে কপি সরবরাহ করেন।

সূচনা বক্তব্যের ৮৮ পৃষ্ঠার মধ্যে গত রোববার ইতিহাসের বন্দনা ছিল। গতকাল পঠিত অংশে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসম্মানজনক অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

এমনকি তার ডিগ্রি লেখা-পড়া নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। তিনি আলেম মাওলানা বা আল্লামা কিছুই না, এমন তথ্যও আনা হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মোফাসসিরে কুরআনকে অসম্মানজনকভাবে নাম বিকৃত করে বলা হয় দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, আবু নাইম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যা।

সূচনা বক্তব্যে রেজাউর রহমান বলেন, ৪-৫-১৯৭১ তারিখে মাছিমপুর হিন্দু পাড়ায় প্রবেশ করে সাঈদী তার লোকজনসহ সুরেশ চন্দ্র মন্ডলের বাড়ি লুণ্ঠন করে। অগ্নিসংযোগ করে। পাক হানাদার বাহিনীকে তিনিই খবর দেন। তারা এসে ১৩ জনকে এক সাথে গুলী করে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন এজাজ এই ঘটনায় নেতৃত্ব দেয়। ৭/৫/৭১ তারিখের পাড়েরহাটের রিকশা স্ট্যান্ডে সাঈদী তার শান্তি কমিটির লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাঈদীর দেয়া খবরের প্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে পাক হানাদার বাহিনী বন্দরের বাজারে এসে এক সিন্দুক থেকে ২২ সের স্বর্ণ লুট করে। ৮/৫/৭১ তারিখে মানিক পসারীর বাড়িতে হামলা, লুট, হত্যাকান্ড ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে যাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাঈদী। শংকর পাশা গ্রামের এক বাড়িতে ১৪ জনকে এক রশি দিয়ে বেধে গুলী করে হত্যা এবং লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয় সূচনা বক্তব্যে। হিন্দু বাড়ি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি থেকে লুট করা সম্পদ গণিমত বলে ফতোয়া দেন মাওলানা সাঈদী। আরবী এবং উর্দু ভাষায় পারদর্শী হওয়ায় মাওলানা সাঈদী সহজেই পাক বাহিনীর অতি প্রিয় পাত্র হয়ে পড়েন। এ জন্য তাকে শান্তি কমিটির নেতৃত্ব দেয়া হয়। বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে রেজাউর রহমানের বক্তব্য পড়া শেষ হলে বিচারক একেএম জহির এই লিখিত বক্তব্যের মধ্যে বানান ভুল, শব্দ ভুল, বাক্য ভুল ছাড়াও আইনের বিভিন্ন ধারার যে সব কোটেশন দেয়া হয়েছে তার ভুল তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ড্রাফট করে তা আপনারা পড়ে দেখবেন। যেসব আইন বা ধারা নেই তাও উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এক জায়গায় War Crime শব্দ ব্যবহার করায় সেটাতেও আপত্তি জানান বিচারক জহির। তিনি বলেন, War Crime বলে তো কোনো অভিযোগ নেই। আপনারা সেটা লিখেছেন। কনফিউজড কিছু লিখবেন না।

সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, তারা ওপেনিং স্টেটমেন্ট গত দুই দিনে শেষ করেছেন। এর প্রথম অংশে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কারণ ইতিহাস তো ইতিহাসই। বক্তব্যের শেষ দিকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে এগুলো শতাব্দীর নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার। তিনি এসব একটি অভিযোগেও অভিযুক্ত নন। সূচনা বক্তব্যের অসংলগ্নতার কথা উল্লেখ করে তাজুল ইসলাম বলেন, মাওলানা সাঈদী এক কোটি মানুষকে ভারতে যেতে বাধ্য করেছেন বলে বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন ১৯৭১ সালে পিরোজপুরের জনসংখ্যা কতো ছিলো?

তাজুল ইসলাম বলেন, তারা এক বছর সময় ব্যয় করে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে মিথ্যার পাহাড় জড়ো করেছেন। ওপেনিং স্টেটমেন্ট হলো সেই মিথ্যার দলিল আমরা আইনগতভাবে সেটা প্রমাণ করবো। তিনি অভিযোগ করেন আমাদের পক্ষে যারা আদালতে সাক্ষ্য দেবে সেই সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে না আসে। আমাদের পক্ষে যারা তদন্ত করছে তাদেরকেও হুমকি দেয়া হচ্ছে। আমরা ন্যায়বিচারের স্বার্থে সকলের সহযোগিতা চাই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদী পাক বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনে সহযোগিতা করেছেন মর্মে অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা প্রমাণ করতে ঐসব পাকিস্তানী অফিসারের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন, প্রস্তুতিমূলক সময়ের ব্যাপারে কমপক্ষে ২১ দিন দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বেশি সময় দেয়া যাবে না- এমন কোনো কথা নেই। বিচারকরা ইচ্ছা করলে ৬ মাস এক বছরও সময় দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনো বাধা নেই।

পরে প্রেস ব্রিফিং-এ প্রকিসিউটর রেজাউর রহমান বলেন, জাতি অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো এই বিচার শুরু করার জন্য। আমরা সেটা সম্পন্ন করেছি। আগামী ৭ ডিসেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে বিচার শুরু হবে।

২২-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনাল থেকে বিচারপতি নিজামুল হকের সরে পড়ার গুজব

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কাজ থেকে নিজেকে কেন সরিয়ে রাখেননি মর্মে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দায়েরকৃত আবেদনের ওপর গতকাল বুধবার (২০/১১/১১) আদেশ দেয়ার দিন ধার্য থাকলেও তা দেয়া হয়নি। আগামী ২৮ নবেম্বর এই আদেশ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের উপ-রেজিস্ট্রার মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। তবে এ সংক্রান্ত কোন নোটিশ না দেয়ায় এবং ট্রাইব্যুনালের অন্য তেমন কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও একটি আদেশের তারিখ ৫ দিন পিছিয়ে দেয়ার হেতু কী? বিষয়টি নিয়ে বেশ রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পদত্যাগ করতে চান কিন্তু সরকারের উচ্চমহল থেকে ছাড়পত্র পাননি এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে গতকাল।

১৯৯৩-৯৪ সালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পরিচালিত গণতদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলেন নিজামুল হক। ফলে ১৯৭১ সালের মানবাতাবিরোধী অপরাধের বিচারের মামলায় তিনি একটি পক্ষের লোক। তিনি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা বিচারক থাকলে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। এমন অভিযোগ করে বিচারপতি নিজামুল হককে সরে যাওয়ার আবেদন করেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। বিচারপতি নিজামুল হকের অনুপস্থিতিতে গত ১৩ নবেম্বর এই আবেদনের শুনানি ও ১৪ নবেম্বর আদেশ দেয়া হয়। ঐ আদেশে ট্রাইব্যুনালের দুই বিচারক উল্লেখ করেন যে পদত্যাগের বিষয়টি বিচারপতি নিজামুল হকের নিজস্ব সুবিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে সরে যাওয়ার আদেশ দেয়ার ক্ষমতা অপর দুই বিচারকের নেই। এই আদেশের পরও বিচারপতি নিজামুল হক ১৬ নবেম্বর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে এজলাসে বলেন এবং বিচারিক কার্যক্রম চালান। ঐ দিন তিনি কেন বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন তার ব্যাখ্যা চান মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী। এ সংক্রান্ত একটি আবেদনও ঐদিন দাখিল করা হয়।

তবে ঐদিন সেটা শুনতে না চাওয়ায় আদালত বর্জন করেন আইনজীবীরা। পরে ২০ নবেম্বর এই আবেদনের শুনানি হয় বিচারপতি নিজামুল হকের উপস্থিতিতে। আবেদনের পক্ষে ঐদিন শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ খন্দকার মাহবুব হোসেন ও এডভোকেট তাজুল ইসলাম।

অপরদিকে সরকার পক্ষে শুনানি করেন এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম নিজে। উভয়পক্ষের দীর্ঘ শুনানি হলেও ঐ দিন আদেশ না দিয়ে ২৩ নবেম্বর

www.pathagar.com

আদেশের দিন ধার্য করা হয়। গতকাল উভয়পক্ষের আইনজীবী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত হলেও সেখানে গিয়ে জানা গেল যে, ২৮ তারিখে আদেশের দিন ঠিক করা হয়েছে। হঠাৎ কেন এভাবে আদেশের তারিখ পেছানো হলো তার ব্যাখ্যা দেননি ডেপুটি রেজিস্ট্রার। তিনি বলেন, হয়তো আদেশ লিখে শেষ করতে পারেনি। চেয়ারম্যান সাহেব এ সম্পর্কে কিছুই জানাননি। শুধুমাত্র ২৮ তারিখ আদেশ দেয়া হবে- এটাই জানা গেছে। হঠাৎ একটি আদেশের তারিখ এভাবে পেছানোর কারণে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে, বিচারপতি নিজামুল হক ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কাজ থেকে সরে যেতে চান। বাকি জীবন তিনি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চান। এতে তার নিজের মান-মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে। ইমেজ বাড়বে। কিন্তু তিনি উপরের কারো নির্দেশের অপেক্ষা করছেন অথবা তিনি উপরের সিগন্যাল এখনো পাননি। এ জন্যই ২৮ তারিখ আদেশের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যেই উপরের সিগন্যাল এসে যাবে যে তিনি থাকবেন কি থাকবেন না।

২৪-১১-১১ : সংগ্রাম

জামায়াতে ইসলামীরে প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

নিজেকে স্বপদে থাকার বৈধতা নিজেই দিলেন নিজামুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম তার স্বপদে থাকার ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের পদকে বৈধ বলে আদেশ নিয়েছেন তিনি নিজেই। একই সাথে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি মর্মে জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আবেদনটিও খারিজ করে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।

গতকাল সোমবার (২৮/১১/১১) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এই খারিজাদেশ দেন। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে আদালত শুরু হলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তার স্বপদে থাকার বিশদ কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং এ আদেশ দেন। এর আগে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদে নিজামুল হক নাসিমের থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে অপসারণের আবেদন জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নিজামুল হক নাসিম একাধিক তারিখ পেছানোর পর গতকাল এর ব্যাখ্যা দিয়ে আবেদনটি খারিজ করে দেন।

ট্রাইব্যুনালের আদেশে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের সুনির্দিষ্ট কোনো ধরনের অভিযোগ আনা যায়নি। সোয়া এক ঘণ্টা ধরে দেয়া ট্রাইব্যুনালের আদেশের শুরুতেই বলা হয়, বাংলাদেশের আইনী প্রক্রিয়ার ইতিহাসে এ ধরনের আবেদন নজিরবিহীন, যেখানে একজন বিচারপতিকে তাঁর পদে থাকার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণে বিষয়টি আদালতের জন্য অবমাননাকর। এরপর আদেশে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে বিচার কাজ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে করা আবেদনের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে বলা হয়, ১৯৯৩-৯৪ সালের গণতদন্ত কমিশন যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল সেটি কোনো গোপনীয় বিষয় নয়। আদেশে আরও বলা হয়, ওই প্রতিবেদনের নিচে স্বাক্ষরের স্থানে শুধু ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নামটিই আছে। কিন্তু প্রতিবেদন তৈরি, বিশ্লেষণ, সম্পাদনা, মন্তব্য প্রদান কিংবা কোনো ধরনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি উল্লেখ নেই। এজন্য ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা অযৌক্তিক।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৩ নবেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানি

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারক বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও বিচারক একেএম জহিরের আদালতে শেষ হয়। দেশের সিনিয়র আইনজীবীদের উপচে পড়া উপস্থিতিতে ঐদিন এই মামলার শুনানিকালে মূল কৌসূলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান, বিচারপতিদের জন্য তৈরি আচরণবিধি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, ইন্টারন্যাশনাল কেবিনেট এন্ড সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস, রোম স্ট্যাটুর অধীনে গঠিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের বিধানাবলী এবং দেশ-বিদেশের উচ্চতর আদালতের নজির অনুসারে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও ট্রাইব্যুনালের পদ থেকে নিজামুল হকের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি যদি ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্য পরিচালনা করেন তবে সেটা হবে আইনের পরিপন্থী এবং ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। বিচারের নামে হবে প্রহসন।

বিচারকে বিচার মনে করে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচারপতি নাসিমের এই ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে পড়া উচিত। তার স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেয়া উচিত।

শুনানিতে তিনি আরো বলেন, ১৯৯৪ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের সময় গঠিত গণতদন্ত কমিশনের ৪০ সদস্যের মধ্যে ২৫ নম্বর সদস্য ছিলেন এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান এবং ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতির আদেশে। যেহেতু তিনি মামলার একটি পক্ষ এবং ঐ গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন তাই তার কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। বিচারপতিদের কোড অব কনডাক্ট বা আচরণবিধি অনুসারে তিনি এই মামলার বিচারক বা চেয়ারম্যান থাকতে পারেন না। এজন্য মাওলানা সাঈদী তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে এই আবেদন করেন।

গত ১৪ নবেম্বর ট্রাইব্যুনালের দুই বিচারক এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির তাদের আদেশে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজামুল হক স্বপদে থাকবেন কি না তা বিবেচনার জন্য তার সুবিবেচনার ওপরই ছেড়ে দেন। কারণ তাদের এ ধরনের এখতিয়ার নেই। কিন্তু চেয়ারম্যান নিজ পদে বহাল থেকে বিচার কাজ পরিচালনা করতে থাকলে তার স্বপদে বহাল থাকার বৈধতা নিয়ে গত ১৬ নবেম্বর ব্যাখ্যা দাবি করেন আইনজীবীরা। ২০ নবেম্বর এর বিস্তারিত শুনানি হয়। গত ২৩ নবেম্বর এ বিষয়ে আদেশ দেয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে আদেশ দেয়া হলো গতকাল। অবশেষে আইনজীবীদের আবেদন নাকচ করে নিজেকে স্বপদে বহাল রাখার আদেশ নিজেই দিলেন চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিম।

২৯-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

দু'দিনের সফর শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে র‍্যাপ

ট্রাইব্যুনালের আইন আইসিসির সাথে পুরোপুরি সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়

কূটনৈতিক রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক রাষ্ট্রদূত স্টিফেন জে র‍্যাপ আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে তার ইতঃপূর্বে দেয়া সুপারিশ পুরোপুরি গ্রহণ না করায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ১০টি সুপারিশের ৫টি আংশিক গ্রহণ করা হয়েছে। আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই যে, গত জুন মাসে বিচার কাজের ধারাসমূহে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তাতে আরও অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিল। বাংলাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কি তার সঠিক সংজ্ঞায়নও হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। ট্রাইব্যুনালের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের সুযোগ থাকা

উচিত। বিচারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়েছে এমনটি দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। বিচারিক সব কার্যক্রম সরাসির টেলিভিশনে প্রচারের পক্ষেও যুক্তি দেন তিনি। যারা নিরপরাধ তাদের নিরপরাধিতা প্রমাণের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং মুক্তি দেয়া উচিত। বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের জন্যই বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের বিধান রাখার পক্ষে মত দেন।

দু'দিনের বাংলাদেশ সফরের শেষ পর্যায়ে গতকাল সোমবার (২৮/১১/১১) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টিফেন জে র‍্যাপ বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

স্টিফেন জে র‍্যাপ গত রোববার সকালে ঢাকায় এসে আন্তর্জাতিক অপরাধ

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও প্রসিকিউটদের সাথে বৈঠক করেন। গতকাল তিনি অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী ও আইনমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রদূত র‍্যাপ এ নিয়ে তৃতীয় বারের মত বাংলাদেশ সফর করছেন। তিনি কার আমন্ত্রণে এই তিনবার বাংলাদেশ সফর করলেন এবং খরচ কে বহন করছেন এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণেই এসেছি। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে বিচারে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা দেখতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে আমি রিপোর্ট করব।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ও তার সহযোগীদের পক্ষে ছিল। তাদের অপরাধের বিচার হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কি এখনো তার আগের অবস্থানেই আছে কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে র‍্যাপ বলেন, আমি কেনেডির লোক। কাজেই আপনাদের জাতি রক্তের গন্ধের সাথেই আছি। তাছাড়া ১৯৭১ সাল আর ২০১১ সাল এক নয়। সাংবাদিক সম্মেলনে স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেন, আপনাদের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে জানতে এবং যে বিচারকাজ শুরু হয়েছে তার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে মতামত জানাতে বাংলাদেশে এটি এ বছরে আমার তৃতীয় সফর।

১৯৭১ সালে কী ধরনের জঘন্য অপরাধ এখানে সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে আমার ধারণা রয়েছে।

আমি জানি, সে সময় হাজার হাজার ভুক্তভোগীকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তারা ধর্ষিত হয়েছেন, কী যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে তারা দিনাতিপাত করেছেন এবং কত বাড়িঘর ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। এ ধরনের অপরাধের ভুক্তভোগীদের বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যারা এ ধরনের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন তাদেরও অধিকার রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদির যথার্থতা যাচাই করার এবং নিজেদের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করবার। যারা নির্দোষ, এ প্রক্রিয়ায় তাদের নিরাপরধতা প্রমাণিত হওয়া উচিত এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া উচিত। আর যারা এ ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করা উচিত। বাংলাদেশে, এ অঞ্চল এবং বিশ্বব্যাপী এই বিচারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় এমনভাবে এই বিচারকার্য পরিচালনা করা উচিত, যাতে তা স্বচ্ছ হয় এবং সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

তিনি বলেন, এই বিচার প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গত মার্চ মাসে আমি এই বিচারকাজের ধারাসমূহের সংশোধনীর জন্য কিছু প্রস্তাব রেখেছিলাম। এসব প্রস্তাবনার কিছু জুন মাসে গৃহীত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই যে, এগুলোর মধ্য থেকে আরো অনেকগুলো বিষয় যোগ করা সম্ভব ছিল। স্টিফেন জে. র‍্যাপ বলেন, আমার বর্তমান সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল কিভাবে এই বিচারকাজ পরিচালনা করবে তা জানা। সংবিধি ও ধারাগুলো তৈরি করা আছে; এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে ওগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে। এই ঐতিহাসিক বিচার প্রক্রিয়ার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং তা

www.pathagar.com

করতে দেখার এখনো অনেক কিছুই করার বাকি রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রথমত, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিচারকদের প্রথম সুযোগেই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা উচিত। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি ও বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়টি এখনো কোনো সংজ্ঞায় ফেলা হয়নি। প্রথম মামলার অভিযোগ গঠন প্রক্রিয়ায় বিচারকরা বলেছিলেন যে, তারা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এই সংবিধি প্রয়োগ করবেন এবং আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তারা দিক নির্দেশনা খোঁজার চেষ্টা করবেন। তবে, অভিযুক্ত হত্যা ও ধর্ষণগুলো কি একটি নাগরিক গোষ্ঠীর বিস্তৃত ও প্রক্রিয়াগত আক্রমণের অংশ হিসেবে করা হয়েছিলো, নাকি সেগুলো কোনো বর্ণবাদ, ধর্মবাদ কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণে করা হয়েছিলো, নাকি আবার অভিযুক্ত আসামীদের এই বিশাল আক্রমণ সম্বন্ধে কোনো তথ্য বা জ্ঞান থাকার প্রয়োজন ছিলো কি না, এগুলোর মধ্যে কোন বিষয়টি বিচার প্রক্রিয়ায় প্রমাণ করতে হবে সে বিষয়টিও পরিষ্কার নয়।

সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয়গুলো প্রমাণ করতে হবে সেগুলো অন্যান্য আদালতে বিচারকরা পূর্ববর্তী রায়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন। এখানেও একইভাবে কাজটি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য মারাত্মক অপরাধে আরোপিত বাংলাদেশী নাগরিকগণ যেসব অধিকার নিশ্চিতভাবে উপভোগ করবে, এই অভিযুক্তদেরও সেই অধিকারগুলো চর্চার সুযোগ দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন এ বিষয়ে সম্মতি জানায় যে, এটা একটি বিশেষ আদালত যা নিজস্ব ধারা ও প্রক্রিয়াসমূহের জন্য নিজেই দায়ী। বিচারকরা ধারাগুলোর সংস্কার করে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হওয়া' এবং যুক্তিসঙ্গত দ্বিধা-সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ' ধারণাগুলো সংযোজন করেছেন। একইসঙ্গে, এই বিচারকাজ যেন এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে অভিযুক্তরা তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার সমঅধিকার, নিজের রক্ষার্থে মামলা প্রস্তুতির জন্য সমপরিমাণ সময় ও দক্ষতা এবং অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে যেমন হতো ঠিক তেমনিভাবে এই প্রক্রিয়াকেও চ্যালেঞ্জ করার মতো সময় ও দক্ষতা উপভোগ ও ব্যবহারের সুযোগ পায় সে বিষয়টাও নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, ধারাসমূহ সংস্কারের মাধ্যমে সাক্ষীদের নিরাপত্তার সুযোগ হলেও এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমন একটি সাক্ষী নিরাপত্তা প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে যা উভয়পক্ষ ব্যবহারের সুযোগ পায়। প্রথম বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষীদের নামের তালিকা ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিবাদীকেও ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে সাক্ষীদের একটি তালিকা অবশ্যই জমা দিতে হবে। সাক্ষী নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো এমনভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে যারা এগিয়ে এসে সত্য কথা বলতে চায় তারা যেন কোনো হুমকি ও ভয়-ভীতির শিকার না হয়।

র‍্যাপ বলেন, সর্বশেষ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হলো- এই বিচার

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় কি ঘটছে তা সবাইকে জানাতে হবে। সাধারণ জনগণের পক্ষে এই আদালতের অধিবেশনে যোগ দেয়া সহজ ও সম্ভব নয়। আদর্শতগভাবে, সবচাইতে ভালো হতো যদি এই বিচার প্রক্রিয়ার অধিবেশনসমূহ টেলিভিশন বা রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার করা হতো। অথবা সপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রচার করা হতো যেখানে মূল সাক্ষ্য, যুক্ততর্ক, এবং রুলিং দেখানো হতো। ১৯৭০-এর দশকে কম্বোডিয়ায় যুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত নিষ্ঠুরতার জন্য যারা দায়ী বলে যারা অভিযুক্ত হয়েছেন, বর্তমানে সে দেশটিতে যুদ্ধাপরাধী বিচারকাজে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদেরকে এই বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করার অনুমোদন দেয়া উচিত যাতে করে তারা প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন যা ইন্টারনেট ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম দ্বারা সবার কাছে পৌছাতে পারে।

তিনি বলেন, এই নৃশংস অপরাধের যারা শিকার হয়েছিলেন, তাদের কাছে এই বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে যা ঘটবে, বিশ্বের সর্বত্র যারা এ ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত তাদের জন্য এটি এই বার্তা পৌছে দেবে যে এ ধরনের অপরাধের জন্য যারা দায়ী, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা। আমি এখানে এসেছি কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এটা নিশ্চিত করতে চায় যে, এই বিচার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও নিশ্চিত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক বিচার প্রক্রিয়া ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সকলের সাথেই আমরা কাজ করা অব্যাহত রাখবো।

বিদেশী আইনজীবী নিয়োগ করতে না দেয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের বার কাউন্সিল আইনে উল্লেখ আছে যে শুধু মাত্র বাংলাদেশের নাগরিকরাই এদেশের কোর্টে আইনী কার্যক্রম করতে পারবে। কিন্তু এটা যেহেতু বিশেষায়িত আদালত এবং আন্তর্জাতিক মানের বিচার নিশ্চিত করতে সরকার ওয়াদা করেছে তাই আমি মনে করি যে এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের জন্যই বিদেশী আইনজীবীর প্রভিশন থাকতে পারে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান গণতদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন, তিনিই এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান। তার কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয় বলে অভিযুক্তরা অভিযোগ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র কি মনে করে এ প্রসঙ্গে। এমন প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন র‍্যাপ বলেন, একক কোর্ট হওয়া উচিত নয়। এ ধরনের অভিযোগ আসতেই পারে। অভিযুক্তরা ন্যায়বিচার পাবে না, এমন অভিযোগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্যই এটা প্রয়োজন। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের আইনের ২০১০ সালে সংশোধনী আনা হয়েছে। পরে কিছু বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন ট্রাইব্যুনালের আইন ও বিধিতে যা দাঁড়িয়েছে তা আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক কিছুই আছে যা আইসিসির সাথে সাংঘর্ষিক।

২৯-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

র‍্যাপের সাথে ডিফেন্স কাউন্সিলের বৈঠক
আমরা ন্যায়বিচার চাই -ব্যারিস্টার রাজ্জাক

কূটনৈতিক রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ডিফেন্স কাউন্সিলের প্রধান কৌঁসূলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের নেতত্বে একটি প্রতিনিধি দল গতকাল সোমবার (২৮/১১/১১) দুপুরে হোটেল রূপসী বাংলায় সফররত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপের সাথে বৈঠক করেন। প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, এডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান ও এডভোকেট মসিউল আলম।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক জানান, আমরা পুরো ট্রায়াল প্রসেস নিয়েই আলোচনা করেছি। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা করার কথা বলেছি আমরা র‍্যাপকে। আমরা ন্যায়বিচার চাই। এর বাইরে কিছু নয়।

তিনি জানান, স্টিফেন র‍্যাপ ইতোপূর্বে ২ বার এসেছেন। তিনি যেসব সুপারিশ করেছেন তা গ্রহণ করা হয়নি। আমরা সেগুলোর ব্যাপারে র‍্যাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এ ধরনের অপরাধের বিচার যেসব স্থানে হয়েছে তার সর্বত্রই ট্রাইব্যুনালের সেকেন্ড চেম্বার থাকে। যেখানে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ন্যায়বিচারের আপীল করতে পারে। কিন্তু এখানে তা নেই। এ বিষয়টিও আমরা র‍্যাপকে বলেছি। বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ও আমরা বলেছি। উনি নিজেই বলেছেন যে, উভয় পক্ষের জন্যই এই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২৯-১১-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

রেডিও তেহরানের সাথে সাক্ষাৎকারে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার সংবিধান অনুযায়ী হচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার সংবিধান অনুযায়ী বিচার হচ্ছে না বলে উল্লেখ করে সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, যে আইনের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই আইন আন্তর্জাতিক মানের অনেক নীচে। শুধু আন্তর্জাতিক মানের অনেক নীচেই নয়; বাংলাদেশে যেসব আইন রয়েছে বা আন্তর্জাতিক যেসব আইনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে সেসব আইনেরও অনেক নীচে এই আইন। তিনি অভিযুক্তদের সুবিচার পাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, ৫ টি মহাদেশ থেকে ১৫ জন বিচারক আনা হোক, ট্রাইব্যুনালের আইনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা হোক, আইনকে জনসমক্ষে উন্মুক্ত করা হোক, সরকার পক্ষ ও অভিযুক্ত পক্ষ উভয়ের জন্য বিদেশী আইনজীবী আনার সুযোগ দেয়া হোক। যদি এসব করা হয় তাহলে বিচার হতে পারে। তা নাহলে এখানে বিচার হবে না। সুবিচার পাবে না অভিযুক্তরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১/১২/১১) রেডিও তেহরানের সাথে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া এবং ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির প্রতি অভিযুক্তদের অনাস্থা এবং যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আইনের নানা দিক নিয়ে কথা বলেন।

রেডিও তেহরান : যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে এমনকি গোটা বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই কথা বলছেন। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তো আমরা জানতে চাচ্ছি, কেন এবং সুনির্দিষ্ট কোন কোন বিষয়ের কারণে ট্রাইব্যুনাল এবং বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে?

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : দেখুন, যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কয়েকটি কারণে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত : বলা যায়, যে আইনের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই আইন আন্তর্জাতিক মানের অনেক নীচে। শুধু আন্তর্জাতিক মানের অনেক নীচেই না; বাংলাদেশে যেসব আইন রয়েছে বা আন্তর্জাতিক যেসব আইনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে সেসব আইনেরও অনেক নীচে এই আইন।

দ্বিতীয়ত : বাংলাদেশে বহুবিধ আইন আছে, যেমন- বাংলাদেশের সংবিধান আছে,

www.pathagar.com

এছাড়া বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইন আছে, ফৌজদারী কার্যবিধি আছে। এসব আইন আমাদের দেশের আইন। এই আইনগুলোও এখানে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এই যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে না আন্তর্জাতিক আইন না দেশীয় আইন কোনটাই প্রযোজ্য নয়। ফলে এই ট্রাইব্যুনালে সুবিচার পাওয়া যাবে না; এখানে বিচারের নামে অবিচার হবে।

এছাড়া এই ট্রাইব্যুনালে যে তিনজনকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে যিনি ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে আছেন, অর্থাৎ বিচারপতি নিজামুল হক- তিনি এ বিষয়ে যখন ইনভেস্টিগেট হয় তখন তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুতরাং একজন ব্যক্তি যিনি ইনভেস্টিগেটর ছিলেন তিনি জাজ বা বিচারক হতে পারেন না। আর এ বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এই আইন স্বীকৃত। ফলে একজন ইনভেস্টিগেটর যেখানে বিচারক এবং ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে কাজ করেন সেখানে এই ট্রাইব্যুনালের কাছে তো কোন বিচার পাওয়া যাবে না।

যদি এখানে বিচার নিশ্চিত করতে হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। আমি আগেও এ সম্পর্কে বলেছি যে, ৫টি মহাদেশ থেকে ১৫ জন বিচারক আনা হোক, ট্রাইব্যুনালের আইনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা হোক, আইনকে জনসমক্ষে উন্মুক্ত করা হোক, সরকার পক্ষ ও অভিযুক্ত পক্ষ উভয়ের জন্য বিদেশী আইনজীবী আনার সুযোগ দেয়া হোক। যদি এসব করা হয় তাহলে বিচার হতে পারে। তা নাহলে এখানে বিচার হবে না। সুবিচার পাবে না অভিযুক্তরা।

রেডিও তেহরান : আচ্ছা ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি নিজামুল হকের প্রতি মাওলানা সাঈদী যে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, তা দুইবারই আদালতে খারিজ হয়ে গেছে। আসলে আইনে কি আছে? একজন যদি কোন বিচারকের উপর অনাস্থার কথা বলে, তাহলে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ বা সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : দেখুন, এটি খুবই দুঃখজনক বিষয়। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কিন্তু নতুন সৃষ্টি হয়নি। এখানে ১৮৬২ সালে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্ট হয়েছে। এটি দীর্ঘদিনের ইতিহাস। আর তখন থেকেই একটি নিয়ম চলে আসছে যে, কোন একজন বিচারপতিকে বিশেষ করে হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে আপনি একজন আইনজীবী হিসেবে ছিলেন এই বিচার কার্যে বা কোন কারণে অনাস্থা আনা হয় তাহলে সাথে সাথে তিনি বা সেই বিচারপতি বিচার কাজ থেকে নিজেকে উইদড্রো করে নেন। মামলাটি সাথে সাথে অন্য বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেন। ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম; তিনিও হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, তিনিও বিষয়টি জানেন। এটি কিন্তু একটি অত্যন্ত সাধারণ বিষয় যা আমাদের আদালত প্রাঙ্গণে হয়ে থাকে।

আমাদের হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বারান্দায় যারা ঘোরাফেরা করে তারাও এ বিষয়টি জানে। তারপরও একজন অভিযুক্ত যখন নিজামুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন তারপরও তিনি সেখানেই আছেন। তবে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে তার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা বা অনাস্থা জ্ঞাপনের পর তিনি আর এই বিচারকাজ পরিচালনা

www.pathagar.com

করতে পারেন না। হি ইজ সিমপলি ডিসকোয়ালিফাইড।

রেডিও তেহরান : এসব কিছুর পর এই ট্রাইব্যুনাল যদি মাওলানা সাঈদীকে শাস্তি দেয় তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে?

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : দেখুন আপনি যে প্রশ্নটি করলেন, যে মাওলানা সাঈদীর অনাস্থা সম্পর্কিত আবেদন বা বিচারপতির বৈধতা নিয়ে করা আবেদন খারিজ করার পরও যদি এই ট্রাইব্যুনাল মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে শাস্তি দেয় তাহলে তা আইনের দৃষ্টিতে কি হবে?

এ প্রসঙ্গে আমি বলব সেই রায় মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না। দেশীয় আইনেও গ্রহণযোগ্য হবে না, আন্তর্জাতিক আইনেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

রেডিও তেহরান: আচ্ছা বর্তমানে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে যে রায় হবে তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ আছে কি না?

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে প্রশ্ন করেছেন। সাধারণত আদালতের কোন একটি রায়ের পর উচ্চ আদালতে আপিলের সুযোগ থাকে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে রায়ের পর তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। আর এ সুযোগ না থাকার কারণে এই আইনটিকে কালো আইন হিসেবে অভিহিত করছি। দেখুন কোন বিচারের ক্ষেত্রে যেটি হয়ে থাকে- সেটি হচ্ছে সব বিচার কাজ যখন শেষ হয়ে যায় যখন শাস্তি ঘোষণা করা হয় তখন ফাইনালি একবার সুপ্রীম কোর্টে যাওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। ফলে এটি একটি কালো আইন।

রেডিও তেহরান : আচ্ছা গোটা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া এবং ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : গোটা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া এবং ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম নিয়ে আমি বলব, এখানে আমরা বিচার পাব না, সুবিচার পেতে পারি না। তবে আমরা একটা জিনিষই চাই যে সুবিচার হোক, সুবিচার হোক এবং সুবিচার হোক।

রেডিও তেহরান : বিএনপির সংসদ সদস্য সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী বলেছেন, সংবিধান লংঘন করে এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া এই ট্রাইব্যুনাল নিজেও আইন মানছে না। আপনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীর এই বক্তব্যকে কিভাবে দেখছেন?

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক : সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী যে কথা বলেছেন সেটি একটি বিষয়। আমাদের কথা হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী এই বিচার হচ্ছে না। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের ক্ষমতা কারো নেই। দেশের যে কোন ব্যক্তিকে যদি বিচারের কাঠগড়ায় নেয়া হয় এবং তার যদি সেখানে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয় তাহলে সে হাইকোর্টে বা সুপ্রীম কোর্টে যেতে পারে। কিন্তু এই ট্রাইব্যুনালে সেরকম কোনো সুবিধা কারো নেই।

২-১২-১১ : সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাঈদীর মুক্তির দাবিতে পিরোজপুরের ২০ সহস্রাধিক মানুষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বনন্দিত মুফাসসিরে কুরআন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বারবার নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তি দাবি করেছেন পিরোজপুরের সর্বস্তরের বিশ সহস্রাধিক মানুষ। গতকাল সোমবার (৫/১২/১১) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে তারা এ দাবি জানান।

স্মারকলিপিতে তারা বলেন, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় আলেমে দ্বীন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে তার সামান্যতম বিতর্কিত ভূমিকা ছিল না। তিনি কোনো ধরনের অপরাধের সংস্পর্শে যাওয়াতো দূরে থাক, মুহূর্তকালের জন্যেও পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেননি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পিরোজপুর জেলার যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সে বইতেও মাওলানা সাঈদীর জীবন, ব্যক্তিত্ব ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে তিনি যে সত্য বক্তব্য তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন, আমরা সমস্ত পিরোজপুরবাসী তার সকল কথার জীবন্ত সাক্ষী, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরপরাধ। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ও তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার রচনা করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে তারা আরও উল্লেখ করেন, পিরোজপুরে কারা পাকবাহিনীর সহযোগি ছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কারা ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে কারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা আমরাই ভাল জানি। পিরোজপুর শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পাকবাহিনীর সহযোগীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাওলানা সাঈদী সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন, এজন্য তার বিরুদ্ধে মামলা অথবা শাস্তি দূরে থাক, স্বাধীনতার পর পিরোজপুরের সর্বস্তরের জনতা তার মুখে পবিত্র কুরআন হাদীসের নসিহত শুনে নিজেদের ধন্য করেছেন। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মাওলানা সাঈদী।

শুধু ১৯৭১ সালেই নয় জীবনে কখনো খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, হত্যা, লুটপাট, জ্বালাও-পোড়াও কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক, ভুয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি আজীবন সৎ, ধার্মিক, খোদাভীরু, বিনয়ী, চরিত্রবান, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। স্বাধীনতার পর থেকে তিনি পিরোজপুরের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

পিরোজপুরের জনতা তার সততা, মাধুর্য্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে ভোট দিয়ে বারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং সম্পূর্ণ অকারণে মাওলানা সাঈদীর কারাজীবন দীর্ঘায়িত না করে তাকে সসম্মানে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে অগণিত ইসলামপ্রিয় জনতার হাহাকার দূর করুন। কালক্ষেপণ না করে তাকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিন।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি

www.pathagar.com

ড. মুস্তাফিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য গাজী নুরুজ্জামান বাবুল, সাবেক সচিব নূর মোহাম্মদ আকন, বিএনপির কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ শাহজাহান, বিশিষ্ট আইনজীবী মেজর (অব.) ব্যারিস্টার সারোয়ার হোসেন, পিরোজপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আলমগীর হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম মাহতাব, বাংলাদেশ মানবাধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান এডভোকেট আবু সাঈদ মোল্লা, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম খান, ছারছীনার পীর সাহেব মাওলানা শাহ আরিফ বিল্লাহ সিদ্দিকী, জমিয়াতুল মুফাসসিরীন বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা কে এম আব্দুস সোবহান, নাজিরপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমান দুলাল, নাজিরপুর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ডা. শেখ আব্দুল হালিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ বজলুর রশীদ, বাংলাদেশ কম্পিউটার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট সালেহ উদ্দীন, সাংবাদিক মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহ, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দ্বীন মোহাম্মদ, জিয়ানগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডা. নিয়াজ মাহমুদ, সাংস্কৃতিক সংগঠক আব্দুল লতিফ প্রমুখ

৬-১২-১১ : সংগ্রাম

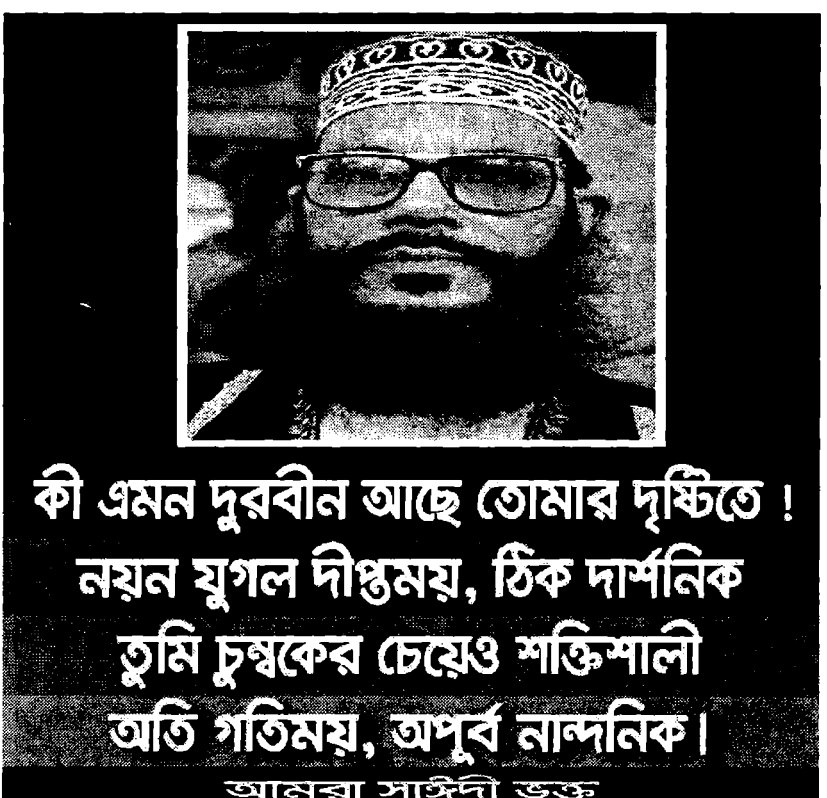

www.pathagar.com

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন

সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান, খ্যতনামা সাহিত্যিক

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

১৯৭৪ সালে রাজনৈতিক দলে যোগ দেন।

প্রশ্ন হলো

তিনি কিভাবে যুদ্ধাপরাধী হলেন?

একমাত্র ভারতীয় রাজাকার

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারিরাই তাকে

যুদ্ধাপরাধী বলতে পারে।

www.pathagar.com

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামী পক্ষের প্রধান সাক্ষী মুক্তিযোদ্ধা মোকাররম হোসেন কবিরকে গত রোববার দিবাগত রাতে পিরোজপুরের পারেরহাট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কবিরের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওই রাতে মোটর সাইকেলে আসা সাদা পোশাকধারী পুলিশ পরিচয়ে দু'ব্যক্তি তাকে থানায় যেতে হবে বলে তুলে নিয়ে যায়। তাদের জানামতে পিরোজপুর বা অন্য কোন থানায় তার বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই। গতকাল সোমবার তাকে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠায়।

ref:
http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=66099

www.pathagar.com

www.pathagar.com